Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

8

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ānanda VĀRTĀ

BENGALI & ENGLISH

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Vol. XVI. January, 1969 No. 1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

New Publication :

MOTHER

AS SEEN BY HER DEVOTEES

REVISED AND ENLARGED EDITION.

A symposium on MA ANANDAMAYI consisting of masterly articles from the pens of M. M. Dr. Gopinath Kaviraj, Sanjiva Rao, Dr. Nalini Brahma, Dr. Adolphe Weintrof, Jean Herbert, Dr. Collin Turnbull, Arnaud Desjardins, Melita Maschmann and a host of others.

★ Beautiful pictures of Mother.

★ Attractive get-up.

★ Printed on costly paper.

PRICE :

Board bound—Rs. 5.50

Rexin bound—Rs. 6.50

★

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārta

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Mata Anandamayee and with other religio-philosophical topics

❋

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Padma Vibhushan

Brahmachari Nirmalananda

Kumari Lalita Pathak, M. A.

Brahmacharini Atmananda.

Sri K. Bose,—*Managing Editor.*

❋

** ANNUAL SUBSCRIPTION **

India—(Postage free) Rs. 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs. 10/50 or 15 shillings or $ 2·00
" " (By Airmail)—Rs. 25/- or £ 1-10-0 (Europe etc.)
" " —Rs. 35/- or $ 5.50 (North & South America.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate edtions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English. The magazine is published four times a year, in the months of January, April, July & October. The year begins from January.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by international Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *within the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch VARANASI

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. শ্রীমুখের কথা 1
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমর বাণী 3
3. উপনিষদং ব্রূহি—সূক্তিসুধা 9
4. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ... 11
5. মহাভারতের কথা অমৃত সমান 16
6. দেহসিদ্ধি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... 18
7. আনন্দম্—শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি 25
8. আর চাহিনা এ তুনিয়ায় তুঃখ সুখের খেলা (গান)—শ্রীঅভয় ... 26
9. দেরাদুনে তুর্গোৎসবে মাতৃসঙ্গ—"মাতৃ-প্রশ্রয়-পুষ্ট"... ... 27
10. মহাপুরুষ চরিত 35
11. প্রথম মাতৃদর্শন—'দিব্যদর্শী' 37
12. সাময়িকী 42

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section

1. Mātri Vānī 1
2. Conversations with Sri Anandamayi Ma—Prof. B. Ganguly 5
3. Matri Satsang —Swami Bhagavatananda Giri 10
4. A little Anthology— 16
5. Some Recent Significant Trends in Contemporary Western Psychology —Dr. B.L. Atreya M.A., D. Litt ... 21
6. Siddhas or Nathas of South India— Their Life and Thought—T. Krishnaji ... 29
7. Vaishnavadevi—A Tirtha of the Himalayas—Saroj 36
8. Matri Lila 40

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্ আপনাতে আপনি।"

VOL. XVI] JANUARY, 1969 [NO. 1

শ্রীমুখের কথা

"মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। এই দুর্লভ জন্ম পাইয়াও যদি ইষ্ট চিন্তায় সময় না দেয় তবে ভাবিতেই হইবে—আমি কি করিতেছি? আমার সারা জীবন কি এইভাবেই চলিবে? যে কেউ এই ভাবনা করিবে তাহার মঙ্গল। না করিলে মৃত্যুগতি।"

* * *

"বন্ধু কাহাকে বলে?—যে ইষ্টের প্রতি মন করিয়া দেয়। সেইত পরম বন্ধু। যে ইহার দিক হইতে সরাইয়া মৃত্যুর দিকে গতি করিয়া দেয় সে শত্রু, মিত্র নয়। নিজেকে সংশোধন করার চেষ্টা করো। যে নিজেকে শুধরাইবার চেষ্টা না করে সেত আত্মঘাতী।"

* * *

"বিষয় ভোগে slow poison হয়। আর slow poisonএ মৃত্যুর দিকে গতি হয়। এইজন্য মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য অমৃতগতি নেওয়া।"

* * *

"সংসার মানে সংশয়ের জায়গা। যে সং-কে সার মানিয়াছে—সেত সং সাজিয়া আসিয়াছে, এইজন্য সংসার।"

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবান তুমিই ঐরূপে—ঐ ক্রিয়ারূপে এই ভাবনা রাখিবে। সমস্ত ক্রিয়াতে তৎ—ভাবনা রাখা। সব ক্রিয়া হইতেই স্বরূপ প্রকাশ হইবে সমস্ত ক্রিয়া আলাদা মনে করা না—ঐ-ইত। ক্রিয়াশক্তি কে ?—তুমিইত। শক্তি কে ?—স্বয়ং।"

* * *

"আত্মদর্শন, প্রত্যক্ষ দর্শন মানে কি ? দ্রষ্টা, দৃশ্য আর দর্শন—এই তিন যেখানে এক সেখানে ব্রাহ্মী স্থিতি হয়। যেখানে ক্রিয়া অক্রিয়ার কথা নাই তাহাই আত্মস্থিতি।"

* * *

"মাকে জানা মানে মাকে পাওয়া আর মা হইয়া যাওয়া। মা মানে আত্মা—মা মানে ময়। স্ব-ময়—আত্ম সত্ত্বা—ঐ-ইত। জ্ঞান স্বরূপ—আত্মস্বরূপ—শিব স্বরূপ। হইয়া যাওয়া মানে—আছেইত।"

* * *

"দুনিয়াতে কিছু না কিছুর জন্য সকলেই পাগল। কেহ কম, কেহ বেশী। ভগবানের লীলা কেমন মজার। কেমন পাগলখানা বানাইয়া রাখিয়াছেন। নিজেকে নিয়াই নিজের মৌজ।"

————

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মায়ের অমরবাণী *

(ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী হইতে প্রাপ্ত)

(মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কৃত ব্যাখ্যা সহ)

প্রশ্নের উত্তরে মা—তুমি যে দিক নিয়ে বল্লে, অবশ্য জীব জগতে সাধারণের প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক—অদ্বৈত ভাবে স্থিত হলে সাকারের দিকটাত প্রকাশ হল না, তবে হলনা, অপূর্ণ রয়ে গেল। নেতি নেতি বিচার করে একদিকটা ফেলে দিল—এক অদ্বৈত। নেতি নেতি অনিত্যরূপ প্রকাশ পেয়ে যা' নিত্য গ্রহণ এই দিক্—এই কি তোমাদের প্রশ্নের ভিতরের কথা?

কিন্তু আসল কথা এই, যেখানে অখণ্ড অদ্বৈত সেখানে এই প্রশ্ন উৎপন্নের স্থান কোথায়? যেখানে বল এক আত্মা—এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি, যেখানে অদ্বৈতে স্থিত। অদ্বৈত ধারায় নেতি নেতি ইতি ইতি ত রাস্তা। এখানে মায়া বল্‌লেও আপেক্ষিক। ইহারও যেখানে প্রশ্ন নাই—এক অখণ্ড, যেখানে জাত অজাত, বাদ অবাদ যা বল। এই জন্য এই শরীরের কথা, তোমার আটকায় কোথায়? এক ব্রহ্ম—দ্বিতীয় কোথায়, কে, কি, কা'কে? অদ্বৈত বলবে আবার দুই, এ কি করে?

এদিকে দ্বৈত সগুণ সাকারের দিক যা বল্লে—নিত্য ভগবানের নাম রূপ মন্ত্র বীজাদির দিক দিয়ে যা' কথা এও যে বাদ হয় না। যেদিকে দিয়ে যে গ্রহণ কচ্ছে, তিনি তা'ইই—সেই ব্রহ্ম-স্বরূপই। তিনি যে প্রাণের প্রাণ, তিনি যে এক আত্মাই। তিনি ক্ষররূপে, তিনিই অক্ষর রূপে—তিনিই। তুমি যেখানে ক্ষর দেখ, অক্ষর তোমার মধ্যে জাগরণ না।

রাস্তায় এদিক বুঝাবার জন্য বলা হয় একমাত্র ভগবান মেনে চলা—সাকার সগুণে, আবার যেখানে তিনি প্রভু আমি দাস, তিনি পূর্ণ আমি

---

* 'আনন্দবার্ত্তা'র পাতায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ব্যাখ্যাসহ শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৫৩ সালের জন্মোৎসব সংখ্যায়। দীর্ঘ ছয় বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে চলে 'অমর বাণী'র প্রকাশন। পরে অনিবার্য্য কারণে আসে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। এই সংখ্যা হতে সেই বিচ্ছেদে বিরাম টেনে আবার 'অমরবাণী' আনন্দ-বার্ত্তার পাঠক-পাঠিকাদের সমধিক আনন্দ বর্দ্ধন করুক ইহাই কামনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশ—যার যেরূপ ইষ্ট হউক না কেন, যা'র যে দিক—রাস্তা নিয়ে চলাত, ইহা চাইই। যেখানে কাজ হচ্ছে না, বীজ নষ্ট হয় আবার বল্লে—মনের রাজ্যেইত তোমার নষ্ট ইষ্ট। কিন্তু ঐ যে তুমি নিয়েছিলে—আগ্রহ বাড়াচ্ছে খোঁজ বাড়াচ্ছে—ভিতরে ভিতরে কাজ হয় কিন্তু। নূতন করে কখনও অনুভবও ত হয়। বীজ কখনও নষ্ট হয় না, নিজেই নিজেতে প্রকাশ ক্রমে সম-অগ্র প্রকাশ হন কিনা, ক্রমের দিক যেখানে।

দেখ বাবা, যা ইষ্ট, সেখানে নষ্টের প্রশ্ন কোথায়? নষ্ট যেখানে, নষ্টরূপ প্রকাশ হওয়াত স্বাভাবিক জেনো। যা' নষ্ট হয়—মৃত্যুর মৃত্যু হওয়া কিন্তু চাই। যেমন বিষয়বাসনাবীজ নষ্ট, ইহাতো হওয়া চাইই। কারণ নষ্ট রূপেও ত স্বয়ংই প্রকাশ হওয়া। তা' না হ'লে ইষ্ট নষ্ট, ভিন্ন অভিন্ন আর নিত্য অনিত্য—সবদিকের স্বরূপ অরূপ নিজস্বরূপে প্রকাশ কি করিয়া? যেখানে রাস্তা, নিত্য গ্রহণ অনিত্য ত্যাগ। আর নেতি নেতি ইতি ইতি সব কিছু, দেখ কেমন সুন্দর ঐ রাজ্যে, যেখানে যেটী আছেই, স্থিতি অনুসারে মানতেই হবে। যেখানে মানামানি সেখানেই এই কথা।

আবার এদিক দেখ,—ব্রহ্মময়ী, গুণময়ী, পরমপিতা, পরমমাতা, পরমপতি, পরমবন্ধু সখা স্বামী গুণময় ব্রহ্মময়—এই। সেখানে তুমি পিতা, তুমি মাতা—সেইরূপেও সন্তানের স্থান আসিতে পারে। সেই দিক নিয়াও সাধনায় পরম শিব পরব্রহ্ম যেখানে, যেদিক নিজস্বরূপ প্রকাশের জন্য কেবল সাধনার দিক, স্বয়ং যেখানে সগুণা গুণময়ী—সেই যে পরম চরম পরাশক্তি, সত্তা, ঐ এক আত্মা লাভের দিক্—নিজ শক্তি লাভের সাধনাও ত স্বাভাবিক। যেখানে সত্তা—ঐ যে এক আত্মাই'ত।

আবার যেখানে বোধস্বরূপ, আর যে যে ধারায় বোধ—প্রাকৃত জগতের বিষয়বোধ—শোক দুঃখ, প্রাকৃতিক শূন্য—এই যে জাগতিক বোধ, বিষয় আবার নির্ব্বিষয়ের বোধ—কে কচ্ছে, কে হচ্ছে? বোধকরনেওয়ালাও ত রয়েছে। সেই জন্য যতক্ষণ বোধকরনেওয়ালা আর বোধ—ইহাও মহাশূন্যে স্থিতি না হওয়া পর্য্যন্ত বোধস্বরূপ বুদ্ধত্ব কোথায়? দেখ্‌বার শোন্‌বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোঝ্‌বার বোদ্ধা যদি রইল, তা'হলে তোমার স্বরূপের দিক কোথায় ? ক্রম অক্রম সবদিকই তোমার পাওয়া চাই'ত। যে দিক দিয়ে যে যাবে সেই তোমাকেই পাবে কি আমাকেই পাবে। সেই জন্যই বলা হয়, তোমাকে পেলেই আমাকে পাওয়া হয়, আমাকে পেলেও তোমাকে পাওয়া হয়। সেই যে পূর্ণ—দ্বৈত বল, অদ্বৈত বল। সেই যে পূর্ণ অখণ্ড অদ্বৈত—দ্বৈত অদ্বৈত বললেও বলা হয় না। সেই যে পরম চরম, ঐ যে নির্দ্বন্দ্ব।

ব্যাখ্যা

যেখানে অখণ্ড অদ্বৈত – সেখানে প্রশ্নের স্থান কোথায় ?

সাধারণতঃ দার্শনিকগণ দ্বৈত হইতে ভিন্ন অদ্বৈত সত্তা স্বীকার করেন। দ্বৈত হইতে ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত এবং দ্বৈতভাবের সংস্পর্শ বিশিষ্ট যাবতীয় মত অদ্বৈত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত নানাপ্রকার ঃ বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ভেদাভেদ, অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রভৃতি অদ্বৈত প্রস্থানেরই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। বিশিষ্টাদ্বৈতমত বৈষ্ণব ও শৈবসম্প্রদায়ে উভয়ত্র আছে। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদ নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই নির্বিশেষ অদ্বৈতদৃষ্টি হইতে বিচার করিলে শুধু দ্বৈত সিদ্ধান্ত নহে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত বহু দার্শনিক সিদ্ধান্তই অদ্বৈতের গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া পড়ে। দ্বৈত দৃষ্টিতে স্পষ্টতঃ দ্বৈত ভাবেরই প্রকাশ, কিন্তু সাধারণতঃ যাহা অদ্বৈত-দৃষ্টি নামে পরিচিত তাহাতেও দ্বৈত গন্ধ কোন না কোন আকারে অনুভব গোচর হয়। মায়াবাদের দৃষ্টি অনুসারে অদ্বৈতব্রহ্ম মায়ার অতীত। মায়া ব্রহ্মাশ্রিত হইলেও ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্নরূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য নহে। ব্রহ্ম সত্য কিন্তু মায়া মিথ্যা এবং মায়ার পরিণামস্বরূপ এই জগৎ-ও মিথ্যা। মায়া ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। অধিষ্ঠানচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই মায়ার অনন্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মই সত্য, মায়া মিথ্যা। ব্রহ্ম কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট। ব্রহ্ম ত্রিকালে অব্যভিচারী সত্য। কিন্তু মায়া প্রতিনিয়ত পরিণামশীল। সমগ্র বিশ্ব, সপ্ত লোকাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, শুধু এক ব্রহ্মাণ্ড নহে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সবই মায়ার কার্য। এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ পরিণামশীল এবং কালের অধীন। ইহাকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। সত্যের প্রকৃত লক্ষণ অব্যভিচারিভাব। যেখানে পরিণাম অথবা অবস্থান্তর হয় সেখানে অব্যভিচারিভাব কোথায় ? ইহা অবশ্য সত্য যে অব্যভিচারী সত্তাকে আশ্রয় করিয়া পরিণামের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কিন্তু পরিণাম মিথ্যা। অবশ্য মিথ্যা বলিতে ইহা বুঝায় না যে ইহার অস্তিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই এবং ইহা অলীক। মিথ্যা শব্দের তাৎপর্য ইহা নহে যে ইহা অস্তিত্বহীন বা অসৎ। বস্তুতঃ ইহা অপরিণামী সৎস্বরূপ নহে এবং অস্তিত্বহীন অলীকও নহে—ইহারই নাম মিথ্যা। এইজন্য বেদান্তিগণ সত্তার বিচারপ্রসঙ্গে সাধারণতঃ সত্তাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রকৃত সত্তা পারমার্থিক নামে বর্ণিত হয় কিন্তু ব্যবহারের জন্য যে সত্তা স্বীকার করা হয় তাহাকে ব্যবহারিক বলা হয়। এই ব্যবহারিক সত্তার দৃষ্টিকোণ হইতেই জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং তদনুসারে স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য, জীবগত ভেদ এবং ব্যবহার জগতের যাবতীয় ব্যাপার স্বীকার করা হয়। বেদান্ত দৃষ্টিতে এই সব সত্য বলিয়াই অঙ্গীকৃত। কিন্তু পারমার্থিক জ্ঞানের উদয় হইলে একমাত্র ব্রহ্মই সত্যরূপে প্রতিভাসমান হন। জগতের সত্যতা তখন বাধিত হইয়া পড়ে। জাগ্রৎকালে স্বপ্নরাজ্য যেমন বাধিত হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। জগৎ যে মিথ্যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মিথ্যা হইলেও জগতের বোধ তখনও থাকে এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়াই ব্যবহার চলে। ইহাকে বাধিতানুবৃত্তি বলে। তখন ব্যবহার হয় বলিয়া যে তাহা যে পারমার্থিক সত্য তাহা যেন কেহ মনে না করেন। একমাত্র ব্রহ্মই পারমার্থিক সত্তা। জীবন্মুক্ত অবস্থাতেও ব্যবহারিক সত্তা থাকে, কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই সত্তা মিথ্যারই অন্তর্গত। প্রাতিভাসিকসত্তা ব্যবহারিকসত্তা হইতে ভিন্ন। ভ্রান্তিজ্ঞান প্রভৃতি স্থলে এই সত্তার পরিচয় লাভ করা যায়। এই সত্তার প্রতিভাসমানতা আছে। কিন্তু এই প্রতিভাসমান সত্তার দ্বারা ব্যবহার চলে না। ব্যবহারিক সত্তা স্বয়ং মিথ্যারূপ হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে এবং ব্যবহার ভূমিতে উহা সত্য। প্রাতিভাসিকসত্তাত মিথ্যাই। মরুভূমিতে মরীচিকা দর্শন ব্যবহারিক সত্তান্তর্গত জলের দর্শন নহে। প্রাতিভাসিকসত্তা অপেক্ষা ব্যবহারিক সত্তা ব্যাপক এবং গভীর। যতক্ষণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হয় ততক্ষণ ব্যবহারিক সত্তা অনুসারে সত্যের নির্ণয় হইয়া থাকে। স্বর্গ-নরক ধর্মাধর্ম সত্য, জীবের ঊর্ধ্ব ও অধোগতি সত্য। জীবের অনন্ত বৈচিত্র্য ইহাও সত্য। কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে এই সত্যভাব কাটিয়া যায় তখন একমাত্র ব্রহ্মই সত্যরূপে প্রতীত হয়। ব্যবহারিক জগতে সমস্ত পদার্থ তখন অলীক হইয়া যায়। তথাপি দেহত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত অবস্থাতেও ব্রহ্মদৃষ্টিতে এই জগৎ মিথ্যারূপে প্রতীত হইলেও অর্থাৎ বাধিত হইলেও ব্যবহার ক্ষেত্রে সত্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রাতিভাসিক সত্তা এইপ্রকার নহে বলাই বাহুল্য।

এই দৃষ্টিতে বিচার করিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে যদিও ব্রহ্ম অদ্বৈত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ তথাপি এই সমগ্র বিশ্ব মায়ার পরিণাম বলিয়া ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হইয়া থাকে অনাদি অবিদ্যাবশতঃ সেই প্রকার ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হইতেছে। যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় তখন জগতের অনুভব হইলেও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। যদিও পূর্বোক্ত বিবরণ অনুসারে ব্যবহার বন্ধ হয় না তথাপি পারমার্থিকদৃষ্টিতে জগতের সত্যতা স্বীকার করা যায় না। এই হইল এক প্রকারের দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা ঠিক অখণ্ড দৃষ্টি নহে। অখণ্ড দৃষ্টিতে মহাসত্তার বাহিরে কিছুই নাই এবং থাকিতে পারে না। যাহাকে ভ্রম বলা হয়, মিথ্যাজ্ঞান বলা হয় এবং অন্য নামে বর্ণনা করিয়া প্রকৃত সত্য হইতে অপসারিত করা হয় তাহাও অখণ্ড সত্তার বহির্ভূত নহে। অখণ্ডসত্তা অদ্বৈতসত্তা তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু এখানে বাধ্যবাধক ভাব নাই। অখণ্ডের ভিতরে রজ্জুর যেমন স্থান আছে তেমনি রজ্জুতে কল্পিত সর্পেরও স্থান আছে। অখণ্ডসত্তা খণ্ডিত নহে বলিয়া তাহার বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না। যে বাধ্য তাহারও স্থান অখণ্ডে, যে বাধক তাহারও তাই। অখণ্ডসত্তা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। কারণ সেখানে সৎ ও অসৎ উভয়েরই স্থান আছে। বস্তুতঃ সৎ অসৎ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার বিকল্পমাত্র। যাহা প্রকৃত নির্বিকল্পপদ তাহাতে কোন প্রকার বিকল্প থাকিতে পারে না। যথার্থ নির্বিকল্পক স্থিতি কোন বিশিষ্টকোটির অন্তর্গত নহে। নাগার্জুন চতুষ্কোটির বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুসারে প্রকৃত সত্য এক পক্ষে যেমন সৎ পদবাচ্য নহে, অপরপক্ষে অসৎ পদবাচ্যও নহে। শুধু তাহাই নহে তাহাকে সদসৎ উভয়াত্মক বলাও চলে না। পক্ষান্তরে তাহা যে উভয়কোটির অতীত তাহাও তো বলা চলে না। তাই ইহাকে নাগার্জুন চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত বলিয়া নির্ণয়োদ্যমে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই দিক হইতে বুঝা গেল যে প্রকৃত সত্য কোন বিশিষ্ট কোটির অন্তর্গত হইতে পারে না। কিন্তু পক্ষান্তরে মা যাহা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন তাহাও সঙ্গে সঙ্গে সত্য। কারণ ইহা সব কোটিরই অন্তর্গত হইতে পারে। 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' ইহা যেমন সত্য, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইহাও তেমনি সত্য। অর্থাৎ যাহা কিছু দেখা যায় শুনা যায় ব্রহ্মবস্তু সে সকলেরই অতীত। পক্ষান্তরে যাহা কিছু দেখা যায় শুনা যায় তাহা ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে। অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞাত-শ্রুত সব বিষয় হইতে বিলক্ষণ, ইহাও যেমন সত্য তেমনি যা কিছু আমরা জানি শুনি সে সবই ব্রহ্মেরই স্বরূপ ভিন্ন অপর কিছু নহে ইহাও তেমনি সত্য। ইহারই নাম অখণ্ড সত্তা।

যাহাকে ভাগ করা বা খণ্ড করা যায় না তাহা এক দৃষ্টিতে যাবতীয় প্রপঞ্চের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীত হইলেও অপরদৃষ্টিতে একই সঙ্গে যাবতীয় প্রপঞ্চের প্রকৃতস্বরূপ। ইহাই অখণ্ডের রহস্য। ইহা নির্গুণ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সগুণ। ইহা নিষ্কল অথচ সঙ্গে সঙ্গে সর্ব কলাময়। ইহা দেশ কালের অতীত অথচ সর্বদেশে সর্বকালে ইহা ভাসমান। ইহা অনন্ত বৈচিত্র্যময় অথচ বৈচিত্র্যের লেশশূন্য নিষ্কম্প পরমসত্তা। ইহা তৎ-রূপেও ভাসমান হয় অথচ তুমিরূপেও ভাসমান হয় এবং প্রত্যগাত্মা বা পরমাত্মাভাবে আমিরূপেও ভাসমান হয়। আবার এই সব সত্ত্বেও তিনি পরম অব্যক্ত। আমি, তুমি ও তৎ তিনেরই অতীত। তিমি স্বয়ংপ্রকাশ এইটিই গভীর সত্য। তাহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশমান এবং জীবচৈতন্য সেই বিশাল চৈতন্যের একটি কণামাত্র। প্রভুও তিনি, দাসও তিনি—নিরন্তর নিজেই নিজেকে সেবা করিতেছেন। যে শক্তির দ্বারা সেবা হইতেছে তাহাও তিনি, সেবার ফলও তিনি। সে ফলের ভোক্তাও তিনি। তিনি মানেই আমি—যিনি স্বয়ংপ্রকাশ ; অথচ আমি তুমি ভাবেরও অতীত।

——————

কামকে ক্ষয় করে প্রেমকে লাভ করা বড় কঠিন সাধনা। তা হোক, পৃথিবীতে এসে যদি সেই প্রেম না পেলাম তবে হোল কি? অমৃতের সাগরে এসে পিপাসিত হয়ে ফিরে যেয়ো না ভাই! নির্ম্মল সুধায় ভরে আছে এই সাগর। শ্বাসে শ্বাসে সেই পরম প্রেমরস পান কর। এই প্রেম না পেলে মানব জীবনের মূল্যই বা কি? ভর্ত্তৃহরি লিখেছেন, "যে মানব-জন্ম পেয়ে তা শুধু খেয়ে-দেয়েই শেষ করলে তাকে কি বলবো? সে সোনার লাঙ্গল দিয়ে আকন্দমূলের চাষ করে গেল। সে বৈদূর্য্যভাণ্ডে চন্দনের কাঠ জ্বালিয়ে তিল সিদ্ধ করলে। কর্পূর খণ্ড করে কুধান্যের খেতে বেড়া দিলে। মানব জন্ম পেয়ে শুধু ক্ষণস্থায়ী সুখমাত্র আদায় করলে আর কিছুই না?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদং ব্রূহি

সূক্তিসুধা

বেদমনূচ্যাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি—সত্যং বদ। ধর্ম্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ। আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্॥

বেদ অধ্যাপনান্তে আচার্য্য শিষ্যকে বেদার্থ গ্রহণ করাইতেছেন—"সত্য বলিবে ধর্মানুষ্ঠান করিবে। অধ্যয়নে প্রমাদ করিবে না। আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণান্তে (গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া) সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না। ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইও না। আত্মরক্ষা বিষয়ে অনবহিত হইও না। বিভব লাভার্থক মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না। স্বাধ্যায় ও অধ্যাপনা বিষয়ে প্রমাদগ্রস্ত হইও না।

দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি।

দেবকার্য ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না। মাতৃদেব হও। পিতৃদেব হও। আচার্যদেব হও। অতিথিদেব হও। যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অপরগুলি নহে। আমাদের যাহা সদাচার তাহাই তোমার অনুষ্ঠেয়॥

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ॥
তেজস্বিনাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

পরমাত্মা আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন; আমরা যেন সমভাবে সামর্থ অর্জ্জন করিতে পারি। আমাদের উভয়েরই লব্ধ বিদ্যা সফল হউক; আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

আনন্দং ব্রহ্ম

উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে সঙ্কল্প করলেন। তিনি তাঁর দুই পত্নীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পত্তি ভাগ করে দিতে চাইলেন। মৈত্রেয়ী বল্লেন, "যা আমায় অমৃত দেবে না তা নিয়ে কি করবো?" মৈত্রেয়ীর ধন সম্পত্তি ও বিত্তের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই দেখে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "মৈত্রেয়ী, তুমি চিরকালই আমার প্রিয়। আজ আরও প্রিয় হলে। তোমাকে অমৃতের উপদেশ দিচ্ছি।" তারপর যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন "পতি যে জায়ার কাছে প্রিয় তার কারণ পতি নয়, পতির ভেতর জায়া নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। তেমনি জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভেতরে পতি নিজের স্বরূপ দেখে বলেই। আদতে আত্মাই পরম প্রিয়। আত্মসম্বন্ধ শূন্য হয়ে কেউই প্রিয় নয়। আত্মপ্রীতি পরমপ্রীতি, সে প্রীতি অহৈতুকী-প্রীতি। বস্তু-প্রীতি আনন্দেরই প্রকাশ।"

"এই বিরাট বিশ্ব; তার অপরূপ দৃশ্য, তার রূপ রাশি, তার অনন্ত অবকাশ— সমস্তই আমাদের অন্তরে আনন্দ জাগায়। বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই আমরা এর ভেতর দেখতে পাই। তাই এরা আত্মারই বিশ্বরূপ। যে আনন্দ বিশ্বের মূলে, সে আনন্দ আমাদের হৃদয় গুহায়-ও। সে আনন্দই আত্মা। বিশ্ব-আত্মাই আমার আত্মা,আমার আত্মাই বিশ্ব-আত্মা।

আত্মাই পরমাত্মা। আত্মা আনন্দ বলেই প্রেমাস্পদ। পরমাত্মা আত্ম-স্বরূপ বলেই পরম প্রীতির বিষয়। মানুষ চায় আনন্দ কারণ তার স্বরূপই আনন্দ। তার ভেতর আছে আনন্দের আস্পৃহা, আর সে আনন্দ পায় সত্বার বিকাশে। আত্মার বিশ্বরূপ জাগায় বিশ্বপ্রীতি। বিশ্বপ্রীতির মূলে আত্ম-প্রীতি।"

"আনন্দই ব্রহ্ম। প্রকাশের রমণীয়তা ও কমনীয়তা দেয় আনন্দ। আনন্দ বিকাশের উল্লাস; সে বিকাশ বাধাহীন। পূর্ণতম বিকাশেই আনন্দের প্রতিষ্ঠা। অন্তহীন অবকাশে বাধাহীন প্রকাশেই আনন্দের স্থিতি। সে দেয় ঋতময় বোধের সঙ্গে সুখময় বোধ। বিশ্ব আনন্দোদ্ভূত ও আনন্দধৃত। আনন্দই জীবন—জীবনই আনন্দ।"

এত বড় আত্মা যে পেলে তাতে কি করলে? সামান্য যশ, মান, ধন, গৌরব এ সবের জন্যে এমন অমূল্য জীবন ফুঁকে দিলে, ভাই। পরমাত্মাকে লাভ করবে না? যদি লাভ না করে থাক তবে বৃথা জন্ম যে তোমার। উপনিষদ বলেন, "যে তাঁকে জেনে এই পৃথিবী থেকে চলে গেল, সে ধন্য হয়ে গেল। যে তাঁকে না জেনেই চলে গেল, সে কৃপার পাত্র হয়ে গেল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পঞ্চম খণ্ড)

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্ত গুপ্ত এম-এ, বি-এল।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন

বিকালে আশ্রমে গিয়া দেখি মা গঙ্গার ধারে চত্বরের উপর বসিয়া আছেন। রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুইজন সন্ন্যাসী আসিলেন তাঁহাদের একজনের বয়স অপেক্ষাকৃত কম, তিনি মায়ের পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া মনে হইল। তিনি কোথা হইতে কাশী আসিয়াছেন এবং কতদিন এখানে থাকিবেন এই সব কথা মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বলিলেন যে তিনি বেলুড় হইতে আসিয়াছেন এবং অল্প কিছুদিন এখানে থাকিবেন। স্বামীজীর কথাবার্ত্তা মিষ্টি এবং তিনি বেশ গুছিয়ে কথা বলিতে পারেন। তাঁহার কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যে তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত। তিনি মাকে—বলিলেন, "মা, দেশেত এখন শান্তি বলিয়া কিছু নাই। চারিদিকেই অশান্তি; এ অশান্তি কি শীঘ্র শেষ হইবে, না ইহার তীব্রতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া এক বিরাট ধ্বংসে সবই পর্য্যবসিত হইয়া যাইবে?"

মা—বাবা, ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা এ দেহ বলে না, তবে যদি কখনও কিছু বলা হইয়া যায় ত গেল।

স্বামীজী। এক কালে ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। এখন বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ খুব সহজ সাধ্য হইয়াছে এবং উহার ফলে ভাবের আদান প্রদানও সুগম হইয়াছে। ভারতবর্ষকে ধর্ম্মের স্থান বলা হয়; কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের বিরাট সমাজের উপর এই ধর্ম্মের প্রভাব নিষ্প্রভ। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভারতবাসীর কোন ঔৎসুক্য দেখা যায় না; বরং বিদেশীরাই এখন ভারতীয় ধর্ম্মের বিষয় কিছু কিছু অনুসন্ধান করে। আর ভারতবাসীরা বিদেশীয় আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতেছে।

মা। ইহাকে সঙ্গগুণ বলিতেই হইবে। একসঙ্গে থাকিলে সংস্কার অনুযায়ী একে অন্যের দোষগুণ অনুকরণ করে।

স্বামীজী। উত্থান পতন সমস্ত জাতির মধ্যেই দেখা যায়। এককালে ভারতবর্ষ সর্ব্ব বিষয়ে জগতের শীর্ষস্থান ছিল। এখন আর তাহার সে ঐশ্বর্য্য নাই। মহাপুরুষদের মুখে এতকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, ভারতবর্ষ আবার তাহার লুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরব ফিরিয়া পাইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া নিরাশই হইতে হয়। ভারতীয় ধর্ম্মত্যাগের মহিমা প্রচার করিয়াছে। বিদেশীদের সংস্পর্শে আসিয়া লোকে দেখিতেছে যে বিদেশীরা ত্যাগ এবং ধর্ম্ম বিনাই খুব শক্তিশালী। কাজেই তাহারা ভারতীয় শিক্ষা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিহান। তাহারা এখন অর্থকেই জীবনের একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু বলিয়া মনে করিতেছে। সেইজন্য চোরাকারবারের এত বৃদ্ধি! তারপর পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ-নরনারীর কি যে তুর্দ্দশা! তুই চার জনের এইরূপ হইলে বরং বলা যাইতে পারে যে তাহাদের কর্ম্মফলের জন্যই এই অবস্থা হইয়াছে; কিন্তু যেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক সংস্পৃষ্ট সেখানে কি করিয়া বলা যায় যে কর্ম্মফলের জন্যই তাহাদের এইরূপ অবস্থা। ইহাদিগকে কি করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া যায়? ইহাদিগকে কি বলিতে পারি যে তোমাদিগের যাহা গিয়াছে তাহা আবার পাইবে? আমরা অবশ্য কিছু বলিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেছি, কিন্তু আপনারা, যাহারা একটু উন্নত; আপনাদের নিকট হইতে কোন আশার বাণী পাইলে আমরা আমাদের কথা আরও জোরের সহিত বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে মা আনন্দময়ীও এরূপ বলিতেছেন।

মা। ইহাও ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন হইল। বাবাজী, তোমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দেও?

স্বামীজী। তাহা আপনাকে বলিব না। (সকলের হাস্য)

মা। পাছে তোমাদের কথা আমি সকলকে বলি বলিয়া বুঝি বলিবে না? (সকলের হাস্য) দেখ, ইহা জগৎ কিনা তাই এখানে সমস্ত জিনিষেরই পরিবর্ত্তন হয়। যাহা ছিল তাহা এখন নাই। যাহা এখন আছে তাহাও থাকিবে না। গতাগতিই ত জগৎ। আবার এই গতাগতির জন্যই স্থিতি। কাজেই এখানে চিরস্থায়ী কিছু নাই। ভারতবর্ষকে ধর্ম্মস্থান বলিলে না? বাস্তবিক সে ভাবে ইহা এখনও আছে। আছে বলিয়াই যাহারা এখানে ধর্ম্ম চাহিতেছে তাহারা ধর্ম্ম পাইতেছে। বিদেশীরা যদি এই ধর্ম্ম পায় তবে তুঃখের কারণ কি? কারণ তাহারা ত তোমাদের ভাই। ভাই কেন? তাহারা ত তুমিই। তুঃখ কষ্টের কথা বলিলে, এগুলি ত তাঁহারই লীলা। তিনি ভিন্ন ত জগতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তোমাদের গীতাতেও এই কথা বলে যে তিনি সকলের হৃদয়ে থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন। নানা ভাবে নানা রূপে তিনি নিজেকে লইয়া খেলা করিতেছেন। তাঁহার খেলা এখন এইরূপ চলিতেছে পরে হয়ত অন্যরূপ হইবে, কারণ একভাবে তিনি খেলেন না। তাঁহার খেলার রকমও অনন্ত। আর যদি শাস্ত্র মান তবে কর্ম্মফল মানিতেই হইবে। কষ্টভোগ যে লোকের কর্ম্মের জন্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? একজনের বেলায়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা; সমষ্টিভাবেও তাহাই। লক্ষ লক্ষ লোক এক ভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া ইহা বলা চলে না যে উহা কর্ম্মফলের জন্য নয়; যুদ্ধেও বহুলোক একসময়ে মারা যায়। সেখানে ত লোক সংগ্রহ ইচ্ছা করিয়াই হয়। তোমরা এ্যাক্সিডেণ্ট (Accident) ইত্যাদি কি বল না? গাড়িতে নৌকায় কত লোক একযোগে মারা যায়। ভগবানের নৌকাত ছোট নয়। কাজেই লক্ষ লক্ষ লোক যে একসময়ে মারা যাইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? আবার দুঃখ কষ্টের প্রয়োজনও আছে। লোকে বলে না যে তুস্ না খেলে হুস্ হয় না। তোমরা ত ছেলেপেলেদিগকে মারধর কর, উদ্দেশ্য কষ্ট দেওয়া নয়, তাহাদিগকে ভাল করা। সেইরূপ ভগবানও দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া লোকদিগকে সুপথে লইয়া আসেন। এইভাবে দেখিবে দুঃখকষ্টও তাঁহার দয়া বলিয়া মনে হইবে।

স্বামীজী। আপনি যাহা বলিলেন তাহা ভূমার দিক্ হইতে; কিন্তু প্রত্যেক দেশের লোকেরাই তাহাদের দেশকে বড় করিতে চায়, যেমন হিটলার জার্ম্মানকে বড় করিতে চাহিয়াছিলেন। ইংরাজ প্রভৃতি সকল জাতিই তাহাদের নিজ-নিজ দেশকে বড় করিতে চায়। সেইরূপ আমরাও এই ভারতবর্ষকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করি। ভারতবর্ষ কি তাহার পুরাতন গৌরব আবার ফিরিয়া পাইবে না?

মা। ভগবান্‌কে তোমরা মঙ্গলময় বল না। তিনি যাহা করিতেছেন তাহা মঙ্গলের জন্য। দুর্ব্বলতার আশ্রয় না লওয়াই উচিৎ। তুমিই না বলিলে যে মহাপুরুষেরা আশা দিয়াছেন যে ভারত আবার বড় হইবে। মহাপুরুষরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য হইবে এইরূপ মনে করাই ত উচিৎ। কাজেই তুমি যে ভাবে ভারতের মঙ্গল চাহিতেছ সেই ভাবেই উহা হইবে এইরূপ আশা করাই ত ভাল। ভগবান্ সেই ভাবে পরিবর্ত্তন করিবেন বলিয়াই হয়ত চিন্তারূপে সকলের মনে দেখা দিয়াছেন।

স্বামীজী। আপনি একজন বুদ্ধিমতী মহিলার মত আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এর বেশী নয়। (সকলের হাস্য)

মা। বাবাজী, তুমি সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলিতে পার, এ দেহের ত লেখাপড়া নাই—তা'ই ইহা আবোল তাবোল বলে।

অনেকক্ষণ হয় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বাহিরে সকলের ঠাণ্ডা লাগে দেখিয়া মা উঠিয়া গেলেন। আমি মনে করিলাম যে আজিকার মত বোধহয় আলোচনা বন্ধ হইল। আমি নামিয়া হলে আসিলাম। সেখানে মাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। আমাকে দেখিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজীরা (অর্থাৎ স্বামীজীরা) চলিয়া গিয়াছে নাকি?" আমি উপরে গিয়া দেখিলাম যে স্বামীজীরা তখনও আছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "মা আপনাদিগকে ডাকিতেছেন"। তাঁহারা আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গেই নীচে হলঘরে আসিয়া বসিলেন। পূর্ব্বে যে স্বামীজী মায়ের সহিত আলাপ করিতেছিলেন তিনিই আবার বলিতে লাগিলেন, "আনন্দ লোকের চিরন্তন চাহিদা। অনাদি কাল হইতেই লোকে আনন্দ চাহিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেহ ইহা পাইয়াছে কি? শাস্ত্রও বলে আনন্দ হইতে জীবের জন্ম, আনন্দেই তাহার স্থিতি; কিন্তু এ আনন্দ কোথায়? যিনি যত বড় লোকই হউক না কেন, ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা হাহাকার। আনন্দ সকলেই চায় কিন্তু পায় না।"

মা। লোকেরা যদি আনন্দ একেবারেই না পাইত তবে কি তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিত? যে যেমনটি চাহিতেছে, সে সেইরূপই পাইতেছে। তবে পরম আনন্দের কথা আলাদা। সে ভাবে যদি কেহ ঐ আনন্দ চায় তবে সে তাহাও পায়। তুমি কি বলিতে চাও যে লোকে উহা চায় কিন্তু পায় না?

স্বামীজী। হাঁ, লোকে চায় কিন্তু পায় না। এ যেন একই নদীর তু'পারের যাত্রী। এ পারের যাত্রীরা কোথায় আনন্দ কোথায় আনন্দ বলিয়া চীৎকার করিতেছে, আর ওপারের যাত্রীরা বলিতেছে সবই আনন্দময়, সবই পূর্ণানন্দ। কিন্তু প্রশ্ন হইল এই যে যাঁহারা আনন্দ পাইয়াছেন বলিয়া বলিতেছেন, তাঁহারা যে বাস্তবিকই আনন্দ পাইয়াছেন তাহার প্রমাণ কি?

মা। এ আনন্দের প্রমাণ আনন্দই। এ প্রমাণ গ্রহণ করিবে কে? মন দিয়া ত উহা বুঝা যাইবে না। যে আনন্দস্বরূপ হইবে সে-ই ইহা বুঝিতে পারিবে। তাহার প্রমাণেব আবশ্যক নাই। এম, এ পাশ হইলে কি বিদ্যা হয় তাহা যে এম, এ পাশ করিয়াছে সে-ই বুঝে।

স্বামীজী। যিনি ধ্যান বা সাধন বলে ইহার কিছু কিছু জানিয়াছেন তিনি ত বলিতে পারেন।

মা। উহা পথের বিবরণই হইবে। আসল বস্তু প্রকাশ করা যায় না।

এইবার স্বামীজীরা বিদায় গ্রহণ করিলেন। মা তাঁহাদিগকে তুইটি করিয়া কমলালেবু দিলেন। তাঁহারা আবার উহা হইতে একটি করিয়া মাকে দিলেন। আগামী পৌষসংক্রান্তি দিন তাঁহাদিগকে আশ্রমে প্রসাদ পাইবার জন্য বলা হইল। স্বামীজী বলিলেন, "পৌষসংক্রান্তি দিন আসিতে বলার অর্থ আমরা বুঝি পিঠে খাওয়া।" মা হাসিয়া বলিলেন, "ইহারা কি যোগাড় করিতেছে তাহা বলিতে পারি না।"

২৮শে পৌষ বুধবার (ইং ১২।১।৪৯) আজ সর্দি এবং জ্বর ভাব হইয়াছে সেইজন্য আশ্রমে আর গেলাম না। আগামী কল্য পৌষসংক্রান্তি। সাবিত্রী যজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় বৎসরে পড়িবে। সেই উপলক্ষ্যে আশ্রমে খুব ধুমধাম হইবে, কিন্তু আমার উপস্থিত থাকা সম্ভব হইবে না।

২৯শে পৌষ বৃহস্পতিবার আজ জ্বর নাই। কিন্তু সর্দির ভাবটা খুব আছে। বাসার সকলেই আজ আশ্রমে প্রসাদ পাইবে। আমি বাসায় শুইয়া আছি ; বেলা প্রায় ৩টা হইবে এমন সময় বন্ধুবর মনোমোহন আমার নিকট আসিয়া বলিল যে মা আমাকে ডাকিতেছেন। ইহা শুনিয়া তখনই তাহার সহিত আশ্রমে রওনা হইলাম। আশ্রমে গিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য। যজ্ঞশালাটি ফুলের মালা দিয়া সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। যজ্ঞশালার উপরে এবং স্তম্ভে স্তম্ভে পতাকা উড়িতেছে। এই পতাকাগুলির মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি। যজ্ঞশালায় ইন্দ্র বরুণাদি যে সব দেবতার পূজা হয় ঐ সব দেবতাদের বাহনের মূর্ত্তি ঐ সব পতাকায় দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞশালা ভিন্ন সমস্ত আশ্রমখানিকে নানাবর্ণের পতাকায় সাজান হইয়াছে। মনোমোহন আমাকে দোতলায় লইয়া গেল। দোতলায় উঠিয়াই শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ পাইলাম। মা আমার চেহারা দেখিয়া বলিলেন, "তুমি দেখি খুব কাতর হইয়া পড়িয়াছ। যাও, নীচে গিয়া প্রসাদের পোলাও লইয়া একটু নাড়াচাড়া কর, পরে নিমের লাড্ডু খাইও"—এই বলিয়া মা হাসিলেন। পরে শ্রীযুক্ত বিনয় সেন মহাশয়, মনোমোহন এবং আমাকে তখনই নীচে পাঠাইয়া দিলেন। আমরা নীচে প্রসাদ পাইতে বসিলাম, আমি পোলাও মিষ্টান্ন সবই খাইলাম। মা একবার আসিয়া বেশী খাইতে নিষেধ করিয়া গেলেন। আহারান্তে বাসায় চলিয়া আসিয়াছি এমন সময় শ্রীমতী বুনী আমার বাসায় আসিয়া দুইটি নিম-বড়ি দিয়া গেল। শ্রীশ্রীমায়ের অপার করুণা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ইহার পরও মা একদিন দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং একদিন বিকালে আসিয়া আমার বাসাটা কেমন দেখিয়া গিয়াছেন। এ অধমকে মা কত ভাবে কৃপা করিতেছেন তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। (ক্রমশঃ)

"যে অক্ষরে মনের ত্রাণ হয় তাহাই মন্ত্র। অক্ষর চিন্ময় শব্দ ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম। নামরূপে পাওয়া যায় এই ভাবনা রাখিতেই হইবে। আমার মধ্যে যে বীজ আছে তাহাতে বৃক্ষ হইবেই এই বিশ্বাস রাখা। আবার বীজ বপন করিলে যেমন সার দিতে হয়, জল দিতে হয়, সেইরূপ সৎসঙ্গরূপী সার ও জল দিয়া মন্ত্ররূপী বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হয়।"— শ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

শুকদেব কহিলেন, পিতঃ। ইহলোকে যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আপনি আমার নিকট তাহা বর্ণনা করুন।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস! আমি ঋষিপ্রণীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাতন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। মনুষ্য যত্নবান্ হইয়া স্বীয় শিশুসন্তান-দিগের ন্যায় কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়দিগের বুদ্ধি দ্বারা সংযমিত করিয়া একাগ্রচিত্ত হইবে। মনঃ ও ইন্দ্রিয়দিগের একাগ্রতাই পরম তপস্যা এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব মনুষ্য সাংসারিক বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি দ্বারা পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া পরিতৃপ্ত চিত্তে অবস্থান করিবে। যখন তোমার ইন্দ্রিয় সমুদায় বাহ্যাভ্যন্তর হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখনই তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মারাই সেই সর্ব্বব্যাপী, বিধূম পাবকের ন্যায় পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন পুষ্প-ফলসমন্বিত বহুশাখা-সম্পন্ন মহাবৃক্ষ আপনার কোন্ স্থানে পুষ্প ও কোন স্থানে ফল বিদ্যমান আছে তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না, তদ্রূপ সোপাধি জীব আমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছি এবং কোথায় গমন করিব, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য আত্মজ্ঞানরূপ প্রদীপ্ত দীপ দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারে। যে ব্যক্তি নির্ম্মোক নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হন তিনিই ইহলোকে উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভ করিয়া দেহান্তর সম্বন্ধশূন্য এবং জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। ভবসাগরগামী দুস্তর দেহনদী অব্যক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। পাঁচ ইন্দ্রিয় উহার জলজন্তু, মনঃ ও সংকল্প উহার তীর, লোভ ও মোহ উহার তৃণ, কাম ও ক্রোধ উহার সরীসৃপ, সত্য উহার তীর্থ, মিথ্যা উহার চাঞ্চল্য, ক্রোধ উহার পঙ্ক, জিহ্বা উহার আবর্ত্ত ও বাসনা উহার দুস্তর পাতাল-স্বরূপ।

ঐ নদী সর্ব্বস্থানে ভীষণ তরঙ্গমালা বিস্তারিত করিয়া লোক সমুদায়কে প্রবাহিত করিতেছে। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ কদাচ উহা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ধৈর্য্যশালী-জ্ঞানবান্ মনীষীগণ ঐ দেহনদী উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। তুমি জ্ঞানবলে ঐ দেহনদী উত্তীর্ণ হও। তাহা হইলেই বিষয় বিমুক্ত আত্মজ্ঞান সম্পন্ন পবিত্র হইয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধিলাভপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারিবে। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা এই দেহনদী তরণরূপ ধর্ম্মকেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। নিয়তাত্মা অনুগত ব্যক্তিদিগকেই এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। (শান্তিপর্ব্ব।)

* * *

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! কোন তীর্থ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র?

ভীষ্ম কহিলেন—ধর্ম্মরাজ! এই পৃথিবীতে যতগুলি তীর্থ আছে, সকলেই ফলপ্রদ। তন্মধ্যে যাহা পরম পবিত্র, আমি তাহাই আগে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্য শাশ্বত সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক অগাধ, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ এবং সত্যরূপ তোয় (জল) এবং ধৃতিরূপ হ্রদসংযুক্ত মানসতীর্থে স্নান করিবে। ঐ তীর্থে স্নান করিলে সরলতা, মৃদুতা, অহিংসা, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়দমন শক্তি ও শান্তিগুণ লাভ হয়। যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব, মমতাশূন্য, অহংকারবিহীন নিষ্পরিগ্রহ হইয়া দিনাতিপাত করেন—তাহারাই পবিত্র তীর্থ। যাঁহাদিগের মন হইতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ অপনীত হইয়াছে, যাঁহারা বাহ্য শৌচ ও অশৌচ কিছুমাত্র বিচার না করিয়া সতত স্বধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হন; যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও ত্যাগশীল এবং যাঁহাদিগের চরিত্র পরম পবিত্র তাহারাই পবিত্র তীর্থ বলিয়া অভিহিত হন। যাঁহার শরীর সলিল দ্বারা ক্ষালিত হয় তাঁহাকে স্নান বলিয়া পরিগণিত করা যায় না। যাঁহার ইন্দ্রিয়সমুদায় নিগৃহীত হইয়াছে তিনিই যথার্থ স্নাত এবং বাহ্যাভ্যন্তর শুচিসম্পন্ন। জ্ঞান, বিষয় নিস্পৃহতা, মনঃপ্রসাদন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, পাপে অনাসক্তি এবং তীর্থাদি স্নান বহির্ভাব এবং অভ্যন্তর উভয়ই শুদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু ঐ সমুদায়ের মধ্যে জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানসতীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সলিল দ্বারা স্নানকেই তত্ত্বদর্শীরা প্রশস্ত বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শরীরস্থ তীর্থ সমুদায়কে যেমন পবিত্র, সেইরূপ পৃথিবীর স্থানবিশেষ ও নদী বিশেষ পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তীর্থস্থান সমুদায় কীর্ত্তন, তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণে পাপ সমূহ বিনাশ এবং স্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান সমুদায় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃ প্রভাবে ও সাধুলোকের গমনাগমনে পবিত্র বলিয়া কথিত হয়। যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু ঐ উভয় একত্র মিলিত হইলে সমুদায় বিষয় সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ পার্থিব তীর্থ এবং শারীর তীর্থ এই উভয়বিধ তীর্থের সেবার দ্বারাই মনুষ্যের আত্মসিদ্ধি লাভ হয়।

(অনুশাসন পর্ব্ব)

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহসিদ্ধি

(পুর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

কায় সাধন বিষয়ে একথা জানা আবশ্যক যে বিন্দুর অধঃস্খলন যেন কোন প্রকারেই না হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যোগিগণ বলিয়াছেন—মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ। বিন্দুর উর্দ্ধগতির সম্পাদনের ফলে কায়-সাধন সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিন্দু স্বভাবতঃ মলযুক্ত বলিয়া উহা অধোগতি সম্পন্ন। ঐ অশুদ্ধ বিন্দুকে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ সংবৃতিবোধিচিত্ত নামে অভিহিত করেন। অশুদ্ধ বিন্দুর ভূমি প্রবেশে সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাহার দ্বারা ভূমি ভেদও সম্ভব নয় এবং তাহার ফলে প্রজ্ঞারও শুদ্ধি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধত্ব লাভ সুদূর পরাহত। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে শোধন-শক্তি ও নিরোধ-শক্তি দ্বারা বিন্দুর অধোগতি রোধ করা প্রয়োজন। তারপর কর্ম্মমুদ্রার দ্বারা উর্ধ্বস্রোত খুলিলে অমরতার মার্গ সিদ্ধ হয়। এখানেই বুদ্ধভাবের উদয় হয়। নির্ম্মাণ চক্রে বিন্দুর গতি ও স্থিতির ফলে যে কায়ের উদয় হয় তাহার নাম নির্ম্মাণকায়। বিন্দুর উর্ধ্বগমনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও তারতম্য হয়। অবধুতি মার্গ আশ্রয় করিয়া বোধিচিত্ত যখন ধর্ম্মচক্র পর্য্যন্ত উত্থিত হয় তখন পুর্ব্বোক্ত আনন্দ পরমানন্দ রূপে পরিণত হয়। নির্ম্মাণচক্রে যাহা কর্ম্মমুদ্রা, ধর্ম্মচক্রে উহা ধর্ম্মমুদ্রা। এ অবস্থায় বোধিচিত্ত যোগীর শিরোদেশে থাকে। ইহার পর উৎকর্ষ লাভ হইলে সম্ভোগ চক্রে বিরমানন্দের অনুভব হয়—এই সময়কার মুদ্রার নাম মহামুদ্রা। পরমানন্দ ও বিরমানন্দ ক্রমশঃ ভব ও নির্ব্বাণ রূপ। এ সময়ে সময়মুদ্রা কার্য্যকরী হয়, কিন্তু ইহাও পূর্ণতা লাভ নয়। এখানে ক্লেশাবরণ এবং জ্ঞেয়াবরণের নিবৃত্তি ঘটে এবং ভব ও নির্ব্বাণ একাকার হইয়া যায়। ইহার উর্ধ্বে মহাসুখচক্রে সহজানন্দের উপলব্ধি হয়। তখন অহং বোধের সর্ব্বথা বিলোপ ঘটে।

যে রূপ নির্ম্মাণ চক্রে বুদ্ধের নির্ম্মাণকায় আবির্ভূত হয় তদ্রূপ ধর্ম্মচক্রে ধর্ম্ম-কায়, সম্ভোগ চক্রে সম্ভোগকায় এবং মহাসুখ-চক্রে মহাসুখকায় প্রকটিত হয়। ইহাই দিব্য দেহের প্রকটন। এই স্থিতিতে দিব্য চক্ষু, দিব্য শ্রোত্র, সর্ব্বজ্ঞত্ব, বিভুত্ব প্রভৃতি মহাগুণের আবির্ভাব ঘটে, সর্ব্বশেষে সম্যক্ সম্বুদ্ধ রূপে বোধিচিত্তের স্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে।

আনন্দই অমৃত, চন্দ্রকলা হইতে তাহার উন্মেষ ঘটিয়া থাকে। অবধূতি মার্গ দিয়া যখন বোধিচিত্ত উর্ধ্বে গমন করিতে থাকে তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দের উন্মেষ হয়। ষোড়শ কলাত্মক চন্দ্রের প্রথম পাঁচটি কলা হইতে ধর্ম্মচক্রে পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, মধ্যম পঞ্চকলা ও অন্তিম পঞ্চকলা হইতে অন্য দুই প্রকার আনন্দের উদ্ভব হইয়া থাকে। অমৃতা নামক ষোড়শী কলা মহাসুখ চক্রে সহজানন্দরূপে অনুভূত হয়। এই অমৃতকলাই মানবদেহের অমরতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

সহজ সাধক বৈষ্ণব-গণও কায়সাধনকে সাধনার উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে দেহে চারিটি সরোবর বিদ্যমান। কায়সাধনে সিদ্ধ হইলে এই সরোবর অভিব্যক্ত হয়। সরোবরের দুইটি বামাঙ্গে এবং দুইটি দক্ষিণাঙ্গে। ইহারা প্রকৃতি পুরুষরূপ। কাম সরোবর এবং মান সরোবর বাম অঙ্গে, প্রেম সরোবর এবং অক্ষয় সরোবর দক্ষিণ অঙ্গে বর্ত্তমান। সন্তবাণীতে লক্ষিত হয় যে মানসরোবরে স্নান সম্পাদনের পর ব্যাপক মনোময় রাজ্য লাভ হয়, পরে তাহা অতিক্রম করিয়া মহাশূন্য ভেদ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা চিদানন্দময় ভগবদ্ধাম লাভ ঘটে না। অক্ষয় সরোবরই ভগবদ্ধাম। মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগতের নাশ হইলেও একমাত্র অক্ষয় সরোবরই বিদ্যমান থাকে।

মানবদেহে এই স্থান মস্তকস্থিত সহস্রদল কমলে অবস্থিত। ইহা সহজপুর। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ভেদ হইলে ইহা অধিগত হয়। এখানে কাল নাই, জরা নাই, মৃত্যুও নাই।

সহজ সাধকগণ কায়সিদ্ধি বিষয়ে তিনটি ভূমি স্বীকার করেন। প্রথম প্রবর্ত্তক ভূমি, দ্বিতীয় সাধক ভূমি, তৃতীয় সিদ্ধ ভূমি। প্রথম ভূমিতে নাম সাধনা। যতক্ষণ মন্ত্র সিদ্ধি না হয় ততক্ষণ প্রবর্ত্তক অবস্থার অতিক্রম সম্ভব নয়। দ্বিতীয় ভূমিতে ভাব সাধনা ও প্রেমসাধনা। ভাবদেহ প্রাপ্তির পর সেই দেহে সাধন চলে। সিদ্ধাবস্থায় তৃতীয় ভূমিতে রসময় তনু লাভ হয় এবং শ্রীভগবানের নিত্য লীলা মণ্ডলে প্রবেশ লাভ ঘটে।

মৃত্যুকালে জীব নব দেহ গ্রহণ করিয়া জীর্ণ কায় ত্যাগ করে ইহাই বস্তু স্থিতি। এই রূপে নব নব দেহ ধারণ করিলে দেহের অবশ্যই শুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু চরম শুদ্ধি তাহাতেও আসে না। প্রাকৃতসত্ত্ব শুদ্ধির প্রকর্ষে যেমন অপ্রাকৃতসত্ত্বরূপ হয় না, কেননা পূর্বোক্ত প্রাকৃতসত্ত্বে রজঃ তমের সম্পর্ক অবশ্যই থাকিয়া যায়, তদ্রূপ দেহ হইতে দেহান্তর লাভ হইলেও তাহাতে অশুদ্ধ মায়ার লেশ থাকিয়াই যায়, শুদ্ধমায়ার যোগ তাহাতে আসে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধ সম্প্রদায় মতে মায়া তিন প্রকার—অশুদ্ধ মায়া, শুদ্ধ মায়া এবং মহামায়া। শুদ্ধ মায়া এখানে শৈবাগম প্রসিদ্ধ বিন্দু তত্ত্ব বা মহামায়া প্রায় চিচ্ছক্তি রূপ। অশুদ্ধ সত্ত্ব বিকার স্বভাব, শুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু অবিকারী। এই জন্য দেহশুদ্ধি সম্যক্ করিতে হইলে অশুদ্ধ মায়াজাত দেহকে শুদ্ধ মায়া কোটিতে আনয়ন করা আবশ্যক। যখন এই প্রকার শুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন মায়া হইতে জাত বিকার সমূহ তিরোহিত হয়। কিন্তু শুদ্ধ মার্গে অবস্থিত মুক্ত পুরুষের অনুগ্রহ ব্যতীত শুদ্ধ দেহের উৎপত্তি সম্ভব নয়। যতদিন পর্য্যন্ত অশুদ্ধ প্রাকৃত দেহ শুদ্ধ মায়া দেহরূপে পরিণত না হয় ততদিন মৃত্যু ও সংসার নিবৃত্তি হয় না। কর্ম্মের অভাব ঘটিলেও অশুদ্ধ দেহের বীজ তখনও থাকে, সুতরাং সংসরণ হইবেই। কিন্তু ঐ সংসরণ স্বেচ্ছাধীন। উহা কোনও কর্মের অধীন নয়। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, সূক্ষ্ম কর্ম সেখানেও বর্ত্তমান। শুদ্ধ মার্গে অবস্থিত পুরুষের কৃপা লাভ হইলে শুদ্ধ বীজ লাভ ঘটে এবং অশুদ্ধ দেহের শুদ্ধিও ঘটে। তখন মৃত্যু হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের অনুগ্রহে অশুদ্ধ মায়া শুদ্ধ মায়ায় পরিণত হয় এবং তখন দেহেরও অমরতা লাভ ঘটে।

এই শুদ্ধ দেহ অমৃত কলাময় 'প্রণবতনু' নামে প্রসিদ্ধ। প্রণবতনু লাভ জীবন্মুক্তি। এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ জীব হইয়াও ঈশ্বরকল্প। তিনি শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থান করেন। অশুদ্ধ জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অল্প কিছুকাল থাকে। পরামুক্তি তাঁহার আসন্ন। যখন তাঁহার পরামুক্তি লাভ ঘটে তখন তিনি চিন্ময় জ্যোতি স্বরূপে অবস্থান করেন এবং দেহ থাকে জ্যোতি স্বরূপে। তখন মায়া সম্বন্ধ নাই, শুদ্ধ মায়াও তখন নাই। জীবন্মুক্তের দেহ শুদ্ধ-মায়াময়; পরমুক্তের দেহ মহামায়াময়। পরমুক্ত পুরুষের দেহ জ্ঞানময়। সেখানে দেহ ও আত্মার ভেদ বিগলিত হইয়া যায়। প্রণব দেহধারী জীবন্মুক্ত পুরুষ মুমুক্ষু মায়াগ্রস্ত জীবগণকে মায়া গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। শুদ্ধ বাসনার নিবৃত্তি হইলে তাঁহারা শুদ্ধ মায়ারাজ্যও ত্যাগ করেন। তাঁহাদের দেহ অকস্মাৎ দিবালোকেই তিরোহিত হয়। সিদ্ধগণ বলেন দেহে থাকিয়াই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে হইবে; মৃত্যুর পরে নহে। সিদ্ধমতে মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য—দেহশুদ্ধি ও চিত্ত শুদ্ধি। উভয়ের মিলনে পরমসত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়। রসসিদ্ধ ও নাথ যোগিগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত।

প্রতীচ্য দেশেও কায়সিদ্ধি সম্বন্ধে অনুশীলন হইত। ঐ সব দেশের গুপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে এ বিষয়ে অনেকটা অবগত হওয়া যায়। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রামাণিক তথ্যগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য মনে হয়।

বাইবেলের নব বিধানের (New Testament) চতুর্থ খণ্ডে অপ্রাকৃত জন্ম শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তাহাতে মনে হয় ঐ শব্দের দ্বারা দিব্য দেহ প্রাপ্তির কথাই উল্লিখিত হইয়াছে।

জ্ঞান হইতে জ্ঞেয়ের ভেদ দূর করিয়া জ্ঞানকে জ্ঞেয় আকারে পরিণত করার শক্তিই মহাজ্ঞানের লক্ষণ। মনুষ্য শরীরে অনাদি কাল হইতে অসংখ্য শক্তি সুপ্ত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ শক্তি সমূহকে জাগরিত না করিতে পারিলে জ্ঞান মহাজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে না। ফলে আত্মবিকাশও হয় না এবং তাহার অভাবে স্বরূপ প্রতিষ্ঠাও হইতে পারে না। শক্তি জাগরণের উপায় অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলন। উন্মীলিত শক্তি সমূহের দ্বারাই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা লাভ হয় এবং জরা মরণাদি বিকার-বর্জ্জিত এবং মল ও পাপ লেশহীন দিব্য দেহের উদয় ঘটে।

ইহাই দ্বিজত্ব সম্পাদনকারী দ্বিতীয় জন্ম (Regeneration অথবা Birth from Above).

আমাদের দেশে যেমন উপনয়ন সংস্কারের প্রভাবে অথবা দীক্ষার ফলে শুদ্ধ দেহের উদয় হয় তদ্রূপ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়েও দীক্ষার প্রভাবে (Baptism) শুদ্ধ দেহ লাভ হয় এইরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন এই—অন্তর্দৃষ্টির উন্মীলন কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে বলা হয় যে এই সম্প্রদায়ের মতে পূর্ণ সত্য অখণ্ড একরস স্বভাব। উহা মহাসাম্যরূপ। উহা সকলপ্রকার করণের অগোচর বলিয়া ঐ নির্বিকল্প স্বরূপ বস্তু দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়। এই মতে এক অচিন্ত্য বাহ্যসত্তা স্বীকৃত হয়, উহাকে আমরা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল এক আদিদ্রব্য বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। সৃষ্টির সময়ে এই সত্তায় ক্ষোভ জন্মে, যাহার ফলে উহা বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল নানা অসংখ্য জড় অংশ রূপে পরিণত হয়। পূর্ণ সত্তার বাহিরে ক্রমশঃ নিত্য ও অনিত্যমণ্ডলের উদয় হয়। তন্মধ্যে নিত্যমণ্ডল সত্য কিন্তু অনিত্যমণ্ডল মিথ্যা। পূর্ণত্ব এতদুভয়ের অতীত অবস্থা। নিত্যমণ্ডল নির্বিকার, অনিত্যমণ্ডল বিকারময়। নিত্যমণ্ডলে একতার ভান থাকিলেও বহুর সমষ্টি বলিয়া তাহাতে বাস্তবিক একতা নাই। সমষ্টিগত বৈকল্পিক একতা অবশ্য তাহাতে আছে। সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। কিন্তু সাম্যাবস্থায় তাহাতে যে জাতীয় একতা বর্ত্তমান তদ্রূপ একতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই নিত্যমণ্ডলে আছে। পূর্ণ স্বরূপে যে একতা তাহা সাম্যরূপ নয় বলিয়া উহা বিলক্ষণ স্বভাব।

এই নিত্যমণ্ডল শ্রীভগবানের ভাবরূপ অথবা আদি কল্পনা রূপ। উহা সৃষ্টির সময়ে ভৌতিক রূপে প্রকটিত হয়। কিন্তু সৃষ্টির উন্মেষ সময়ে ঐ মণ্ডলদ্বয় অব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

চিদ্‌রূপে (Logos) নিত্যমণ্ডলের অধিষ্ঠান হয়। ইহার সঙ্গে সৃষ্টি-প্রকৃতির (Archeus) কি সম্বন্ধ? খৃষ্টীয় যোগিগণের মতে এই চিৎ ও অচিৎ সত্তা সমকালীন ও সমভাবাপন্ন বলিয়া কথিত হয়। এই চিৎ মূলদ্রব্যে আচ্ছন্ন অবস্থায় নিহিত থাকে, এবং মূলদ্রব্য-রূপ প্রকৃতিও চিৎস্বরূপের প্রাণ-শক্তি সাংখ্য মতে যেমন সত্ব ও পুরুষে কল্পিত সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। চিৎ জ্যোতিরূপে প্রতিভাত। দ্বৈত শৈব মতে যেরূপ বিন্দু ক্ষোভের ফলে চিচ্ছক্তির অভিব্যক্তিরূপ জ্যোতির প্রকাশ স্বীকৃত হয় এখানেও কতকটা তদ্রূপ। অখিল সৃষ্টি, সব প্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ এই জ্যোতি হইতেই আবির্ভূত হয়। খৃষ্টীয় যোগিগণের পরিভাষায় এই জ্যোতিকে Pneuma বলা হয়।

এই জ্যোতি-রূপা মূল শক্তি সমস্ত জড় বস্তুতে নিহিত এবং উহারই প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-রূপ প্রাপ্ত হয়। নব বিধানে Paraclete নামে জীবাত্মশক্তির কথা উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহা এই মূল শক্তিরই নামান্তর।

মহাজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইলে এই শক্তিই কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাকে ত্যাগ করিয়া কোন নির্মাণকার্য সম্ভব নয়। ভারতীয় যোগী সমাজের ন্যায় খৃষ্টীয় যোগী সমাজেও পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু লক্ষিত হয় তাহা সবই পিণ্ডেও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং যাহা পিণ্ডে তাহা ব্রহ্মাণ্ডে। বাহ্য প্রপঞ্চে কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল এই প্রকার তিনটি ভূমি বর্ত্তমান। পূর্ব্বোক্ত অন্তর্মণ্ডলই (Logos) কারণভূমি। উহা জ্যোতির্ম্ময়।

মধ্য ভূমি মনোময় (Psychic); উহা সূক্ষ্ম। অন্তিম ভূমি ভৌতিক—স্থূল। উহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। স্থূল ও সূক্ষ্মের অন্তরালে একটি ভূমি আছে, উহা কাহারও মতে স্থূলের অন্তর্গত, কাহারও মতে উহা সূক্ষ্মের অন্তর্গত। ঐ ভূমি কল্পনাময়। এইপ্রকার মানবের অন্তঃসত্তায়ও তিনটি ভূমি বর্ত্তমান। উহা কারণরূপ, সূক্ষ্মরূপ ও স্থূলরূপ এবং কারণাদি দেহত্রয় নামে প্রসিদ্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ দেহ (Pneumatic body) জ্যোতির্ময়, কোথাও কোথাও উহা আত্মরূপ (Spiritual body) দেহ নামেও উক্ত হইয়া থাকে। অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষমাণ হইলে উহা অণ্ডাকার প্রভামণ্ডল রূপে প্রতিভাত হয়, এবং উহাতে পূর্ববর্ণিত জ্যোতি (Paraclete, Logos) সুপ্তবৎ নিহিত থাকে। উহার উদ্দীপন হইলে উহা মানবের অধ্যাত্ম জীবনকে নির্মল করিতে পারে। জাগরণের সময় ইহা তীব্র প্রাণশক্তিরূপে বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় সর্পের ন্যায় গতিতে বিসর্পিত হয়। এই শক্তি অমিত। ভারতীয় যোগশাস্ত্রে ইহাকে কুণ্ডলিনী বলা হয়। প্রাচীন কালের যবন শাস্ত্রেও এই শক্তি কুণ্ডলাকার সর্পের ন্যায় বলিয়া ইহাকে Speirema নামে অভিহিত করা হইত। যখন এই শক্তির কুণ্ডল ভঙ্গ হয় তখন এই বৈদ্যুতী শক্তি কারণ দেহের অন্তঃস্থিত সত্ত্ব গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় দেহ রচনা করিয়া থাকে। এই দেহের নির্ম্মাণ কৌশলই দীক্ষা নামে প্রসিদ্ধ। চিদুজ্জ্বল এই দেহকে রহস্যবিদ্‌গণ Augoeides শব্দে অভিহিত করেন। অজর ও অমর এই দেহকে সৌর দেহ নামেও অভিহিত করা হয়। এই দেহে অচিন্ত্য বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। ইহার আকার পূর্ব্বোক্ত বিদ্যুৎ জ্যোতিতে নিমগ্ন থাকে। যোগসাধনার বলে এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহে এই দিব্য মৃত্যুহীন দেহ মূল আকার অনুসরণ করিয়া ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হয়। এই স্বয়ং প্রকাশ দেহ সুবর্ণ জ্যোতি মণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। উপনিষদে বর্ণিত হিরন্ময় জ্যোতির ইহা ঘনীভূত রূপ। ইহাতে অবয়বের সংঘাত নাই বলিয়া ইহা অখণ্ড। অবয়ব নাই বলিয়া ইহাকে বিভক্ত করা যায় না, তাই ইহা অবিনাশী, অপরিণামী, অজর ও অমর। স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া ইহার প্রকাশে বাহ্য আলোকের অপেক্ষা নাই, অন্তঃকরণের কিংবা করণশক্তিরও অপেক্ষা নাই।

সূক্ষ্ম মনোময় দেহ চান্দ্রদেহ নামে পরিচিত। মনের চন্দ্রাত্মকতা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ কথা। সৌর দেহ ও চান্দ্রদেহ উভয়ই জ্যোতির্ময়। এই দৃষ্টিতে সমান হইয়াও উভয়ে ভেদ বর্ত্তমান। সৌর দেহ নিরবয়ব, অখণ্ড। চান্দ্রদেহ সাবয়ব। সাবয়ব বলিয়া বিনাশ ধর্ম্মী। সৌর দেহ অবিনশ্বর।

স্থূলদেহ ভৌতিক একথা সকলেই জানেন, সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক। সূক্ষ্মদেহের ছায়ারূপ একটি দেহ আছে, মরণের পরে কোন কোন জীব উহা গ্রহণ করিয়া থাকে, মরণের পূর্ব্বেও উহার গ্রহণ হইতে পারে। ইহা প্রায়ই মানুষের হানিকর, সুতরাং ঐ বিষয়ে আলোচনা নিরর্থক। সুতরাং ঐ ছায়াময় দেহ হইতে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক—অন্যথা ধর্ম্মজীবনে উন্নতি কঠিন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগশাস্ত্রে জ্ঞানচক্ষুকে তৃতীয় নেত্র নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বোক্ত সঞ্জীবনী শক্তির প্রভাবে নেত্রের সূক্ষ্মক্রিয়া উন্মিষিত হয়। আত্মার ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই কুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্ভব। ঐ কুণ্ডলিনী জাগ্রৎ হইয়া নাড়ীগত অসংখ্য আবরণ অপসারিত করে এবং দেহও বিমল করে। ইহাই আত্মশুদ্ধির উপায়। শুদ্ধির ক্রমিক উৎকর্ষের ফলে শক্তির কেন্দ্রস্থিত সব চক্র নিজের আয়ত্তে আসে। আত্মার শক্তি বিকাশের ইহাই ক্রম।

দিব্যদেহ লাভ করিয়া দিব্যজীবন লাভের জন্য ব্রহ্মচর্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার শুদ্ধি ও বোধশক্তির পরিশীলন করা প্রয়োজন। পবিত্র জীবন, চিন্তা রাহিত্য ও একাগ্রতা দিব্য ভাবের সহায়ক। একাগ্রতা লাভের ফলে চিত্ত অন্তর্মুখ হয় এবং সূক্ষ্ম ধ্যানে প্রবণতা আসে। ইহার ফলে চিৎশক্তির বিকাশ হয় এবং ইচ্ছামাত্র সমাধি লাভ হয়। এই সমাধি প্রচলিত জড় সমাধি হইতে বিলক্ষণ। ইহাতে চেতনা লুপ্ত হয় না, স্ব-নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্য থাকে। প্রাচীন খৃষ্টীয় যোগিগণের মতে ইহার নাম Mantea। এই আন্তর যোগমার্গ বিশুদ্ধ মনের ভাবনার বলে উন্মীলিত হয়। কিন্তু কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং প্রাণকেন্দ্রের জয় সম্পন্ন না হইলে উক্ত ভাবনা কার্যকরী হয় না। বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য গুপ্ত শক্তিসমূহ লাভ করিবার ইহাই উপায়, অন্য পথ নাই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

কবে তোমায় ফিরিয়ে দেব
তোমার আপন মন
তোমার হাতে তোমারি ধন
করব সমর্পণ ?

মোর বেদনার বাহির দ্বারে,
মোর কামনার অন্ধকারে,
চলে তোমার অভিসারের
বিফল আয়োজন ঃ
দ্বার খোলে না—চোখ মেলে না
বিমুখ আমার মন।

অচেনা হয়ে সেই রয়ে যায়—
চির আপন জন ঃ
ক্ষণিক ছায়ায়, খানিক মায়ায়
রইলো চিরন্তন।

মিথ্যে দু'হাত বাড়িয়ে আছি
আলো ছায়ার মাঝামাঝি
মোহাবরণ তোমার হাতে
না-দেওয়া মোর মন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর চাহিনা এ দুনিয়ায় দুঃখ সুখের খেলা

(গান)

শ্রীঅভয়

আর চাহিনা এ দুনিয়ায় দুঃখ সুখের খেলা,
ভুবন ভরে জমুক তোমার আনন্দেরি মেলা।

সকল ভাঙায়, সকল গড়ায়—
সকল হওয়ায় সকল করায়
থাকো তুমি আপনি এসে
আমার সকল বেলা।

ভয়াল, আমি দেখেছি তোর
অনেক, আঁধার কালো,
দয়াল এবার দেখাও তোমার
হাসি মুখের আলো।

যাক্ মিলিয়ে সকল ফাঁকি,
সঙ্গে তোমার লও হে ডাকি।
অভয় খুঁজে ফিরছে তোমার
ভব পারের ভেলা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেরাদুনে দুর্গোৎসবে মাতৃসঙ্গ

"মাতৃ-প্রশ্রয়-পুষ্ট"

দেবতাত্মা হিমালয়ের পাদমূলে শোভিত দেরাদূন। পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডের অন্তর্গত এই দেরাদূনের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত কল্যাণ-বন। সেই কল্যাণ-বনের উত্তরে, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের উপস্থিতিতে, দুর্গোৎসব। তিনদিনের জন্য পার্ব্বতী এসেছেন পার্ব্বতীর কাছে, পর্ব্বতের পাদদেশে।

দুর্গোৎসবের বিপুল আয়োজন করেছেন শ্রীযুক্ত মোতিলাল খৈতান এবং তাঁর সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী রাজা খৈতান। সুসজ্জিত প্রশস্ত প্যাণ্ডেল। তার উত্তর অংশে বেদী, বেদীতে পূজামণ্ডপ ; দক্ষিণ অংশে বিস্তৃত নাট-মন্দির। প্যাণ্ডেলের দু'ধারেই প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। উত্তর-পশ্চিম দিকে, প্রায় ষোল মাইল দূরে মুশৌরী পাহাড়। সেখানে দিনের বেলা দেখা যায় মেঘের খেলা, সন্ধ্যাবেলা বিজলী বাতির নিত্যদীপালি। পূর্ব্বদিকে, বিস্তীর্ণ উপত্যকা থাকে থাকে নেমে গেছে একটি পার্ব্বত্য নদী পর্য্যন্ত। নদীর অপর পারে পর্ব্বতশ্রেণী এবং গভীর অরণ্য। সেই শ্রেণীবদ্ধ গিরিশৃঙ্গের পটভূমিকায় শ্যাম বনানীর অন্তরাল থেকে প্রভাত-সূর্য্য প্রতিদিন কিরণ বর্ষণ করেন পূজা-প্রাঙ্গণের আনন্দমেলার উপর।

পনেরো বছর পূর্ব্বেকার কথা—দেরাদূনে, কিষণপুর আশ্রমে মায়ের উপস্থিতিতে দুর্গোৎসব হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। তখন মায়ের শরীর ছিল সুস্থ সবল। এবারে মায়ের শরীর "এলোমেলো", প্রায় প্রতিদিন জ্বর, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বেদনা, মুখমণ্ডলে ক্লান্তির লক্ষণ। তথাপি সন্তানদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য মা কতোই না কষ্ট স্বীকার করেন! প্রতিদিন দীর্ঘকাল মাকে প্যাণ্ডেলে পাওয়া যায়। মায়ের শয়ন-মন্দিরটি নামে-মাত্র "শয়ন"-মন্দির। মায়ের বিশ্রামের সময়েও সেখানে চলতে থাকে অখণ্ড মাতৃসঙ্গ, এবং নিশীথ রাত্রিতেও 'প্রাইভেট'-এর প্রাদুর্ভাব।

স্থূল শরীরে নানা রকম গ্লানি সত্ত্বেও মায়ের দেহে দুর্গাপূজার সময়ে অদ্ভুত রূপলাবণ্য ফুটে উঠেছে। দেবীমূর্ত্তিরও অপরূপ রূপ এবং অবর্ণনীয় চোখের ভাব। মৃণ্ময়ী প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল মায়ের সান্নিধ্যে। মায়ের দীপ্ত নয়ন যুগলে সেই প্রাণতরঙ্গ স্পন্দিত হ'ল ছন্দে ছন্দে। মায়ের প্রেরণায় পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ সার্থক, পূজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। শঙ্খ-ঘণ্টা-গীত-মুখরিত পূজাপ্রাঙ্গণে রচিত হ'ল এক অপূর্ব্ব পুণ্যময় পরিবেশ। পূজামণ্ডপে ঝলমল করছেন দেবীপ্রতিমা ; আর মণ্ডপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলো করে, একপ্রান্তে ব'সে রয়েছেন আনন্দময়ী মা, আনন্দের প্রতিমা। মা কখনো বা প্রশান্ত ভাবাবেশের অতলস্পর্শ গভীরতায় নিমগ্ন, কখনো বা প্রাণ-চঞ্চল আনন্দের অজস্রতায় উচ্ছল। মায়ের দিব্য শরীরের পাবন স্পর্শে বায়ুমণ্ডল পরিশুদ্ধ; মায়ের আনন্দঘন সূক্ষ্ম সত্তা সমবেত সন্তানগণের চিদাকাশে পরিব্যাপ্ত। মায়ের উদ্দেশ্যে পুরোহিত যখন আরতি করেন, তখন মনে হয় মা যেন স্তিমিত নয়নে অনুপ্রবিষ্ট র'য়েছেন কোন্ দুর্দ্দর্শ গূঢ় অন্তরলোক। দর্শকগণের দৃষ্টি নিবদ্ধ—কখনো প্রতিমার দিকে, কখনো বা মায়ের দিকে।

দেরাদূনে "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে"। সেই আনন্দের উপলক্ষ—দুর্গোৎসব; কেন্দ্র—মা। মাকে ঘিরে এই আনন্দচক্রে যোগদান করবার সৌভাগ্য যা'দের ঘটেছে, ধন্য তাদের জীবন। ধন্য পুরোহিত, ধন্য তন্ত্রধারক, ধন্য চণ্ডীপাঠক, ধন্য পূজামণ্ডপের সহায়কগণ, ধন্য পূজা প্রাঙ্গণের বক্তা, গায়ক ও বাদকগণ, ধন্য সেবকবৃন্দ। সার্থক শ্রীমতী রাজা-বেন্-এর ঐকান্তিক মাতৃসেবা, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অদম্য উৎসাহ।

মায়ের খেয়াল জাগলে অসম্ভব-ও সম্ভব হয়। কল্যাণবন অঞ্চলে দুর্গোৎসবের অনেক অসুবিধা। এই জনবিরল পল্লী থেকে বাজার প্রায় ছয় মাইল দূরে। এখানে জল ও যানবাহনের বিশেষ অভাব। শ্রীযুক্ত খৈতানের বাড়ী তৈরী করা এখনো শেষ হয় নি। অতিথি-অভ্যাগতগণের বাসের উপযোগী বাড়ী কাছাকাছি কোথাও নেই। এই অবস্থায় মনে হয়েছিল দুর্গোৎসবের প্রস্তাবটি এক দারুণ দুঃসাহসিক ব্যাপার। এতো রকম অব্যবস্থার মধ্যে, এতো অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে, কী ক'রে এতো বিরাট উৎসব সুশৃঙ্খলায় অনুষ্ঠিত হতে পারে! একবার কথা উঠেছিল, এই বছরটা বাদ দিয়ে আগামী বছর এখানে দুর্গোৎসব হোক। কিন্তু মায়ের খেয়াল—এই বছরেই এখানে দুর্গোৎসব হবে; কেবল দুর্গোৎসব নয়, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা এবং সংযম-সপ্তাহ মহাব্রত। প্রত্যক্ষ দেখা গেল অসম্ভব-ও সম্ভব হয়। দেখা গেল, মাতৃকৃপার দুটি দিক্—বিঘ্ন-বিনাশ এবং অভীষ্ট-পূরণ।

দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপূজা, নামযজ্ঞ, কালীপূজা, অন্নকূট এবং সংযম-সপ্তাহ মহাব্রত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হ'ল। দুর্গাপূজার জন্য মণ্ডপে নিযুক্ত হয়েছিলেন মায়ের হাতে গড়া ছয় জন ব্রহ্মচারী। মায়ের নির্দ্দেশে তাঁরা নিবিষ্টচিত্তে নিজ নিজ কর্ম্মে রত। শারদীয়া শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে মা-দুর্গার বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস থেকে শুরু করে সপ্তমীর পূজা, অষ্টমীর পূজা, সন্ধিপূজা, নবমী ও দশমীর পূজা এবং ভোগরাগ ইত্যাদি সব-কিছু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এই সাফল্যের মূলে মায়ের প্রেরণা। মৃণ্ময়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ধারণ করে শৈলেশ[১]-নন্দিনী মর্ত্যধামে এসেছেন এই গিরি-নন্দিনীর (অর্থাৎ শ্রীমৎ মুক্তানন্দ গিরিজীর পূর্ব্বাশ্রমের কন্যার) কাছে। সেই শৈলসুতা রণরঙ্গিনী—এই গিরিসুতা প্রেম-তরঙ্গিনী। মা দুর্গা অসুর সংহারিণী, দশপ্রহরণধারিণী। আমাদের মা সন্তানের অসুরবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দেন—প্রহরণ দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে। দোষগুণের বিচার না করে, মা আমাদের প্রেম বিলাচ্ছেন গৌরাঙ্গের[২] মত। দেবীপ্রতিমা সর্ব্বাভরণভূষিতা। আমাদের মা যেন স্বচ্ছন্দবনজাত একটি শুভ্র সুন্দর নির্ম্মল[৩] কুসুম[৪]। কোটি কোটি প্রণাম মা দুর্গাকে; কোটি কোটি প্রণাম মা আনন্দময়ীকে। দুই মায়েরই প্রসন্ন নয়নে ভাস্করের[৫] দীপ্তি এবং সুধাশুর[৬] স্নিগ্ধতা।

মায়ের আশ্রিত সন্তানদের মাধ্যমে মায়ের মঙ্গলময় "খেয়াল" প্রবাহিত হয়েছিল পূজামণ্ডপে, পূজাপ্রাঙ্গণে, নিকটবর্ত্তী কল্যাণবন আশ্রমে, দূরবর্ত্তী কিষাণপুর আশ্রমে এবং ইতস্ততবিক্ষিপ্ত রন্ধন ও পরিবেশনের তাৎকালিক কেন্দ্রে কেন্দ্রে। সেই কর্ম্মী মাতৃসন্তানদের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞাতনামা, কিন্তু প্রত্যেকেই মায়ের শক্তিতে শক্তিমান্। সেইজন্যই তাদের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল অসাধ্যসাধন। মাতৃকৃপার ধারক সেই নীরব কর্ম্মগণ আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাজন। তাদের অবদান অপরিমেয়। মায়ের চরণে যারা আন্তরিকভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে চায়, তা'রা নাম চাইবে না, আরাম-ও চাইবে না, লোকচক্ষুর অন্তরালে তা'রা হাসিমুখে কাজ ক'রে যাবে। শারীরিক অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্যকে তা'রা তুচ্ছ জ্ঞান করবে; সেবার সুযোগকে তা'রা গ্রহণ করবে কর্ম্মক্ষয়ের উপায়রূপে; কৃচ্ছ্রসাধনকে বরণ করবে মাতৃদত্ত পুরস্কার-রূপে। নমস্য তা'রা। তাদের মধ্যে অনেকেই স্থূলভাবে মাতৃসঙ্গের সুযোগ দিনান্তে পায় না; কিন্তু মায়ের প্রেরণায় তাদের মনের মধ্যে এই বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে—কর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্মযোগী পাবে মাকে, যদি সে আদর্শচ্যুত না হয়। এই বিশ্বাস যা'র দৃঢ়, আধ্যাত্মিক উন্নতি তা'র সুনিশ্চিত।

মায়ের কৃপায় বোধন থেকে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সব-কিছু হ'ল সাফল্যমণ্ডিত। আদ্যোপান্ত দুর্গাপূজার অনুষ্ঠানে সাত্ত্বিক নিষ্ঠা আর দুর্গোৎসবের আয়োজনে রাজসিক সমারোহ। মা একদিন বলেছিলেন: "এই পার্ব্বত্য প্রদেশে এরকমটি আর হয়নি, হবেও না। এ দেখার সৌভাগ্য যোগাযোগ সকলের হয় না।"

---

* (১) শৈলেশ (২) গৌরাঙ্গ (৩) নির্ম্মল (৪) কুসুম (নির্ব্বাণ) (৫) ভাস্কর (৬) সুধাংশু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুর্গোৎবের আনুষঙ্গিক প্রোগ্রামের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কুমারী-পূজা, সমবেত-কণ্ঠে শত চণ্ডীপাঠ, মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ মহেশ্বরানন্দজীর শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রবচন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তীর রামকথা। শ্রীরামচন্দ্র অকাল-বোধন ক'রে শারদীয়া দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। সেই কারণে মায়ের খেয়াল—অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয় (মায়ের 'বাবা') রামায়ণ কথা শোনাবেন। 'ছোট্ট মেয়েটা'-র কথায় মাষ্টার মহাশয়ের ভাষণ শুরু হ'ল আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে। প্রথম দশ দিন বাল্মীকি-রামায়ণ গ্রন্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ল না। তথাপি, মায়ের কৃপায় এবং বক্তার মেধা স্মৃতির ও গুণে শ্রোতৃমণ্ডলী মূল রামায়ণের শ্লোক সম্বলিত পবিত্র রামকথা শুনে দিনের পর দিন মুগ্ধ হয়েছিলেন। সমগ্র রামায়ণ ধারাবাহিকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পরে আরম্ভ হ'ল মহাভারতের বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ —কর্ণ, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, গান্ধারী, বিদুর এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিত। এইভাবে মাষ্টার মহাশয়ের রামায়ণ ও মহাভারত-কথা দিনের পর দিন চলেছিল আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ থেকে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত। দেরাদুনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিকগণ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেরাদূনে অভ্যাগতগণের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী এবং অনেক রাজা-মহারাজা। বাস্তবিক দেখা গেল "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"। মা কখনো কখনো বলেন: "বাবা যখন রামায়ণ-কথা বলে, সেই সময়টা বাবা যেন চলন্ত রামায়ণ; বাবা যখন মহাভারত-কথা বলে, সেই সময়টা বাবা যেন চলন্ত মহাভারত।" একদিন মা বলেছিলেন: "বাবার অমৃত কথা। এমনভাবে কেউ শোনায়নি; শোনাবেও না।"

মাননীয় ব্যক্তিকে মা সব সময়ে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। সংযম-সপ্তাহে পূজ্যপাদ মহাত্মাগণ আসবেন। তাঁদের অভ্যর্থনা, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান এবং তাঁদের সম্মান রক্ষার জন্য মায়ের কতো আগ্রহ, কতো আয়োজন। একদিন কিষণপুর আশ্রমে গিয়ে, শিব-মন্দিরের বারান্দায় জাঁকিয়ে ব'সে মা একটা department-ই খুলে ফেললেন মহাত্মাদের সেবার জন্য। সে department-এর head-রূপে নিযুক্ত হলেন নির্ব্বাণানন্দ, তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারী দু'জন উচ্চপদস্থ গৃহী সন্তান এবং সহায়ক দু'টি ভৃত্য। সেদিন দেখলাম মায়ের administrator-মূর্ত্তি। মায়ের মুখ থেকে তখন ঘন ঘন official ইংরাজী শব্দ-ও শোনা গেল। মা যখন যা'-কিছু করেন তা'র-ই মধ্যে ফুটে ওঠে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। কোন্ কুঠিয়াতে কোন্ মহাত্মা থাকবেন, প্রত্যেকের বিছানা, আসন, বাসন, খাবার আয়োজন ইত্যাদি প্রত্যেকটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে মা ব্যবস্থা করলেন। মায়ের নির্দ্দেশগুলি স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত এবং বাধ্যতামূলক। মায়ের তর্জ্জনী-সঙ্কেতের মধ্যে র'য়েছে দৃঢ় শাসনের সুকঠিন পরিচয়। মায়ের মুখের হাসির মধ্যে র'য়েছে নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ উদাসীনতা। সে-হাসির বাণী এই ঃ "তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও তো! তারপরে যা' হ'য়ে যায়।"

সেদিন শিবমন্দিরের বারান্দায় ব'সে মায়ের সেই যে শাসনকর্ত্রী মূর্ত্তির প্রকাশ হয়েছিল, তাঁরই অনুরূপ ভাবের প্রকাশ দেখেছিলাম মায়ের একটি পুরাতন ফটোগ্রাফের মধ্যে। ফটোগ্রাফটি তুলেছিলেন শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য। সেই ছবিখানিকে প্রথম মায়ের হাতে দেবার সৌভাগ্য ঘটেছিল আমার। মা তখন বিন্ধ্যাচলে। ছবিটি হাতে নিয়েই মা বললেন ঃ "অ দিদি! চশমাটা নিয়া আয়।" চশমা প'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিখানিকে দেখে দেখে, মা মন্তব্য করলেন ঃ "ওঃ! ব'সে আছেন যেন জমিদারের মেয়ে! কী অহঙ্কার!" এই মাতৃবাণী যেমন রসঘন তেমনি তত্ত্বপূর্ণ। যে-ছবিকে উপলক্ষ ক'রে উপরোক্ত মাতৃবাণীর স্ফুরণ হয়েছিল, সেই ছবিটি পরিবর্দ্ধিত আকারে শোভা পাচ্ছে দেরাদূনের রায়পুর আশ্রমে।

দেরাদূনে দুর্গোৎসবে বিশেষ লক্ষণীয়—সব দিকে মায়ের দৃষ্টি এবং মায়ের সব কাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কেবল যে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজার আয়োজন এবং মহাত্মাদের সেবার ব্যবস্থা ক'রে-ই মায়ের ছুটি হ'ল তা নয়। অভ্যাগত সন্তানগণের আহার ও বাসের ব্যবস্থা; অসুস্থ যাঁ'রা তাদের জন্য পথ্য; কল্যাণ-বনে কোন্ গাছটিকে ছাঁটতে হবে, কোন্ লতার গোড়ায় খুঁটি পুঁততে হবে; কোথায় কী নতুন গাছ বসাতে হবে; কোথায় কূয়া খুঁড়তে হবে, প্যাণ্ডেল কেমন ভাবে সাজানো হবে, অমৃতানন্দের কুঠিয়াতে কী রকম commode বসাতে হবে, কোন্ নর্দ্দমার কোন্ জায়গাতে 'গন্দা' আছে, কোথায় সাপের উপদ্রবের জন্য কী প্রতীকার করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ে মায়ের নজর আছে। নজর নেই শুধু নিজের শরীরের উপর।

কিছুর মধ্যে না থেকেও মা আছেন সব-কিছুর মধ্যে। কোনও জায়গাতে যদি ক'র-ও কাজের মধ্যে অণুমাত্র ত্রুটি ঘটেছে, সর্ব্বাগ্রে সেইখানেই পড়বে মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। কখনো কখনো স্থূলভাবে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে মা যেন মন্ত্রবলে বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলাবিধান করবেন। কখনো হাসতে হাসতে বলবেন—"দেখ তামাসা!" কখনো মৃদু শাসনের সুরে বলবেন—"এটাও তোরা জানিস্ না? সবই কি আমাকে দেখতে হবে?" আপাততঃ এই বিশৃঙ্খলার জন্য যিনি দায়ী, তিনি হয়-তো কাজের মানুষ ব'লেই পরিচিত; কিন্তু "যেখানে বাঘের ভয়, সেই খানেই সন্ধ্যা হয়"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়ের কখন যে কী খেয়াল হবে, তা কেউ জানে না। নির্জ্জন কল্যাণ-বনে এক নিস্তব্ধ বিকালবেলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ লক্ষ্য করলাম অদূরে রামমন্দিরে চাঞ্চল্যের লক্ষণ। অনুমান করলাম হয়তো মা এসেছেন 'ঘুর্ণী' দিতে। যেন শুনতে পেলাম মায়ের কণ্ঠস্বর—"শিগ্‌গির, শিগ্‌গির"। অনুসন্ধানে জানলাম বাচ্চুদাকে মা বললেন শাবল আনতে। সর্পসঙ্কুল কল্যাণবনে 'শাবল' এবং 'শিগ্‌গির শিগ্‌গির'—এই দুইটি শব্দের যোগাযোগ ঘটলে সাধারণ জীবের মনে ভীতির সঞ্চার স্বাভাবিক। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ভয়ের অণুমাত্র কারণ ছিল না, যথেষ্ট কারণ ছিল বিস্ময় এবং আনন্দের।

বাচ্চুদা কিষণপুর আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে অন্যতম। স্থানীয় আশ্রমের সমস্যা তাঁর প্রচুর আছে ; তার উপর এই বিরাট্ উৎসব! কাগজ-পত্র, বিল, ভাউচার নিয়েই তিনি সর্ব্বদা বিব্রত। তাঁর নির্দ্দিষ্ট কাজের মধ্যে শাবল অবান্তর। মায়ের বিশেষ নির্দ্দেশে সেই বাচ্চুদা সমস্ত জরুরি কাজ ফেলে, শাবল-হস্তে প্রবেশ করলেন রামমন্দিরে। সেখানে একটি ছোট্ট ঘরে গিয়ে মা বললেন মেঝের সিমেণ্ট ভেঙ্গে গর্ত্ত করতে হবে। সেই সূত্রেই মায়ের তাগাদা—"শিগ্‌গির শিগ্‌গির"। মায়ের খেয়াল—মাটির উনুন তৈরী করতে হবে, রামমন্দিরে ভোগরান্নার জন্য। হাসিমুখে মা পদচারণা করেছেন - কখনো বারান্দায়, কখনো বাগানে। ঠিক সেই সময়ে বাগানে এসে পড়েছিলেন মায়ের একটি মেয়ে, নিভৃতে মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা। তাঁকে দেখেই মা বললেন "মা লক্ষ্মী, এসেছো! আস আস আস! খেয়াল হ'চ্ছে তোমাকে দিয়েই করাই।" মাটির উনুন গড়তে হবে অনুমান ক'রে সেই মেয়েটি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন—তাঁর অভিজ্ঞতা যে সীমাবদ্ধ গ্যাসের উনুন এবং ইলেক্‌ট্রিক উনুনের মধ্যে! তবে ভরসা মা। মা-ই তাঁকে দেখিয়ে দিলেন মাটিতে কতোখানি জল ঢালতে হবে এবং কোথায়, কীভাবে, কতোটুকু মাটি দিতে হবে, ইত্যাদি। মেয়েটিকে উৎসাহ দিয়ে, স্পর্শ দিয়ে, শক্তি সঞ্চার ক'রে মা অনবরত বলতে লাগলেন, "শিগ্‌গির শিগ্‌গির"!

কিছুক্ষণ পরে সেদিনের মত উনুন-গড়া স্থগিত রইল, কারণ Wellyn Boys' School-এর Head Master সাহেবের মাতৃদর্শনে আসবার কথা ছিল। পরদিন আবার আরম্ভ হল সেই অসমাপ্ত উনুন-লীলা। সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। এবার মা নিজেই মাটিতে হাত লাগালেন। কল্যাণীর স্পর্শে কল্যাণবনে অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরী হল সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাটির উনুন। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্। এই উনুন-গড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাজের সূচনা হয়েছিল একটি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা মেয়েকে নিয়ে ; সেই কাজের উদ্‌যাপন করলেন পূর্ণজ্ঞান স্বরূপিণী আনন্দময়ী মা।

"খেয়াল হচ্ছে তোমাকে দিয়েই করাই"—এই বাণী জীবের প্রতি বিশ্ব-বিধাতার চিরন্তনী বাণী। জীবন কর্ম্মময়—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্ম্মকৃৎ"। প্রত্যেক শুভকর্ম্মের মূলে র'য়েছে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা বা খেয়াল। সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছার ঢেউ তুললেই সমূহ বিপদ। কোন্‌টি শুভ কর্ম্ম, কোন্‌টি গর্হিত কর্ম্ম—এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা সকলেরই আছে। সেই ধারণাকে ঠিক ঠিক পথে পরিচালিত করবার জন্য অভ্রান্ত দিশারি মায়ের নির্দ্দেশ। ভাইজীর "দ্বাদশ বাণী"-র মধ্যে অন্যতম বাণী :—"যখন কাহারও সুকৃতির ফলে মায়ের আদেশাদি স্ফুরিত হয়, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া বিনা দ্বিধায় মন ও বুদ্ধিকে তদনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে ; কখনও ভুলেও আমাদের ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা মিলাইবার প্রয়াস করিবে না।"

"প্রাণপণে মায়ের কথা রাখতে-ই হবে"—এই সঙ্কল্প মনে রেখে সন্তান যদি তা'র দুর্ব্বল দুটি হাত দিয়ে মায়ের-দেওয়া কাজ আরম্ভ করে, দশভুজা দশ হাত দিয়ে তাকে সাহায্য করেন। "মায়ের-দেওয়া কাজ" মানে কেবল সাধন ভজনের কাজ নয়, সংসারের কাজ-ও। এই প্রসঙ্গে মায়ের বাণী ("সদ্‌বাণী"—১২) :—"অনেকের মুখে শুনি যে সংসারে থাকলে ধর্ম্মলাভ হয় না। এ কথাটি কি সম্পূর্ণ সত্য? গার্হস্থ জীবনের ভিতর দিয়ে ধর্ম্মলাভের কতো সুযোগ! পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতা-ভগিনীর অনুরাগ, স্বামী স্ত্রীর প্রেম, পুত্র-কন্যার ভক্তি-শ্রদ্ধা, আত্মীয়-বন্ধুর ভালবাসা, আশ্রিত ও দীনদুঃখীর আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি ধর্ম্ম-জীবনের কতো সহায়—চিন্তা করলেই বুঝবি।" গৃহী সন্তানের প্রতি মায়ের উপদেশ এই—ছেলেকে বালগোপাল, মেয়েকে কুমারী ভগবতী, পত্নীকে শক্তি-স্বরূপিণী এবং পতীকে মহাদেব জ্ঞানে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করা। সর্ব্বভূতে সেই পরমপিতা পরম পতিকে দেখবার জন্য মা সন্তানকে প্রস্তুত করেন—উপদেশ দিয়ে, নিজের আচরণ দিয়ে, সৎসঙ্গের সুযোগ দিয়ে। মায়ের এই দিক্‌টি বিশেষভাবে ফুটে ওঠে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে, যথা মায়ের জন্মোৎসব, দুর্গোৎসব এবং সংযম-সপ্তাহ মহাব্রতে। দেরাদূনের এই দুর্গোৎসবে মায়ের ভাবঘন মূর্ত্তির নিত্য নব রূপায়ন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল আলো, আনন্দ আর ভালবাসা।

এই দুর্গোৎসবের মধ্যে একটি পুণ্যলগ্নের শুভ-সংযোগ চিরস্মরণীয়। একদিন পূজা-প্রাঙ্গণ থেকে মা হঠাৎ বাইরে চলে গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিছনের প্রবেশ-পথ দিয়ে। অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'অপত্যস্নেহে' আপ্লুত হ'য়ে, রহস্যচ্ছলে মন্তব্য করলেন ঃ—"মা! তুমিও তাহলে back door দিয়ে আস?" 'বাবা'-র কথায় সাধারণতঃ দেখা যায় মায়ের হাসিমুখ। মাষ্টার মহাশয়ের উপরোক্ত উক্তির মধ্যে হাস্য-রসেরই ব্যঞ্জনা ছিল। মা কিন্তু হাস্যরসের দিকে দৃক্‌পাত না করে দৃঢ়ভাবে এক অপ্রত্যাশিত উত্তর দিলেন। উপস্থিত সন্তানদের প্রতি মায়ের অহেতুকী কৃপার নিদর্শন সেই উত্তর। মা বললেন ঃ—"পিছনেও থাকি, সামনেও থাকি, ডাহিনেও থাকি, বামেও থাকি; উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে থাকি; আবার উপরেও থাকি, নীচেও থাকি।" মায়ের মুখ থেকে এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত বাণী যখন নিঃসৃত হয়েছিল, মায়ের কণ্ঠস্বর তখন দৃঢ়, স্পষ্ট, নিশ্চয়াত্মক; মায়ের ব্যবহারিক আচরণে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য; মায়ের নয়ন-যুগলে প্রশান্ত প্রসন্নতা। মনে হ'ল পূজায় পরিতুষ্ট হয়ে মা বুঝি বা আত্ম-পরিচয়ের আভাস দিলেন। মাষ্টার মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্য উপলক্ষমাত্র।

মনে পড়ে মায়ের পুরাতন একটি বাণী ঃ—"আমার পাশ ফেরবার জায়গা নেই।" ঈশোপনিষদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির চোখের সামনে এই চিত্রই নিশ্চয় ভেসে উঠেছিল। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন ঃ—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। "আমার পাশ ফেরবার জায়গা নেই"—এমন পরিপূর্ণতার প্রকাশ সম্ভব হয় যাঁর মুখ থেকে, তিনি কি স্বয়ং ব্যাপ্তি দেবী? তা'হলে আমাদের মা কি সেই ব্যাপ্তি দেবী? যিনি সর্ব্বত্র, যাঁতে সব-কিছু? তাঁর পরিচয় স্বরূপতঃ জানা আমাদের সাধ্যাতীত। পরিচয়ের আভাস পাবার সৌভাগ্য ঘটলেও সে-আভাস আমরা ধরতে পারি না। সাময়িকভাবে ধরতে পারলেও বিশ্বাসকে বেঁধে রাখতে পারি না। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"। (ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ চরিত

সন্তোষঃ

কোন কার্য্যের ফল হাতে আসিলে লোকে আপনাকে লাভবান্ এবং সুখী মনে করে, পক্ষান্তরে কিছু হাতে না আসিলে আপনাকে অসুখী মনে করে; কিন্তু যদি সে ভাবে আমি কর্ত্তব্য করিতেছি, ইহার ফলে লাভ হউক বা অলাভ হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, উভয় অবস্থাতেই আমি তৃপ্ত—সন্তোষ আমার করতলগত এইরূপ বুদ্ধি লইয়া যদি সে কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে হর্ষে অধীর এবং উৎফুল্ল এবং দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না।

এক ব্রাহ্মণকে এক ব্যক্তি একটি গরু দান করিতে আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ গরুটি পাইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এস মা ভগবতি! তোমার আগমনে আজ আমার কুটির পবিত্র হইল—এস মা! আমার কুটীরে অবস্থান কর, আমি তোমার সেবা করিয়া ধন্য হইব; তোমার দুগ্ধ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইব এবং গোময়াদি দ্বারা আমার বিবিধ উপকার সাধিত হইবে।" কিছুদিন পরে লোকটি আসিয়া ব্রাহ্মণকে বলিল, "মহাশয়, আমার গরুটি ফিরাইয়া দিন। এক্ষণে আমার উহা আবশ্যক হইয়াছে।" লোকটির কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ গরুটিকে আনিয়া ঐ ব্যক্তির সম্মুখে রাখিয়া বলিল—"মা! এতদিন তোমার সেবা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমাকে ঐ কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়া আমাকে মুক্ত করিলে, তুমি ধন্য। তোমার সেবা আয়াস সাধ্য ও সময়ে সময়ে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে। তুমি ঐ সকল বিঘ্ন ও আয়াস হইতে আমাকে অব্যাহতি প্রদান করিলে, মাতঃ! তোমাকে প্রণাম করি, এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান কর।"

জগতে প্রত্যেক ঘটনার একটা ভালদিক্ ও মন্দদিক্ আছে। মন্দদিকটা উপেক্ষা করিয়া যদি আমরা ভাল দিকটা বরণ করিয়া লই, তাহা হইলে আমাদিগের হৃদয়ে সন্তোষ অক্ষুণ্ণ ভাবে অবস্থিতি করে।

যে সন্তোষসুখপ্রমোদ মুদিতাস্তেষাং ন ভিন্না মুদো।
যে ত্বন্যে ধনলোভসংকুলধিয়স্তেষাং ন তৃষ্ণা হতা॥

যাঁহারা সন্তোষ সুখে সর্ব্বদা মগ্ন তাঁহাদের মন সর্ব্বদা আনন্দ সাগরে ভাসমান্ থাকে। পক্ষান্তরে যাঁহারা ধনলাভে ব্যাকুলহৃদয়; তাহাদের তৃষ্ণা মিটে না। (শ্রীশ্রীভোলানন্দ চরিত)

* * * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রজন্ম ঃ

কবীর সন্ন্যাসী অথচ বিবাহ করলেন। শত্রুরা নিন্দা করতে লাগলো। তারা বল্লে—"যা হোক, বিয়ে করেছেন বটে কিন্তু তাঁর সন্তান হবে না।"

যে দিন তাঁর সন্তান হবে সেদিন তিনি আগে থাকতে তা বুঝতে পারেন নি। বাজারে গিয়েছিলেন সুতো কিনতে। নিন্দুকের দল ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়, তাঁকে খবর দিয়ে জব্দ করবে বলে, তিনি কাপড় বিক্রি করে সুতোর বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন। পথে জনতা দেখে অবাক্। বড় আনন্দে তারা সবাই বল্লে—কবীর! কবীর! তোমার পুত্র হয়েছে। তারা ভেবেছিল, কবীর বুঝি কথাটি শুনে মুষড়ে পড়বেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে সুতোর বোঝাটি নামিয়ে ছয়টি পংক্তি উচ্চারণ করলেন। মানব শিশুর জন্ম সম্বন্ধে এই রকম কথা আর কোথাও বলা হয়েছে কি না জানি না।

তিনি বলেন ঃ—

এই যে আমার পুত্র সে অসীমের যাত্রী। অসীমের সাধন করবার জন্য দু-চার দিনের তরে আমার ঘরে অতিথি এসেছে। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শুভ অর্ঘ্যের থালাটি সাজিয়ে ধর। আজকে আমার ঘর, আমার অঙ্গিনা তার যথার্থ কদর পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র যাত্রীটি তার যাত্রাপথখানিকে একেবারে পুষ্পিত করে আমার ঘরে এসেছে। হে অসীমের যাত্রী আমার পুত্র! জন্ম ও মৃত্যু তোমারই অসীম যাত্রার এক একটি পা-ফেলা ও পা-তোলা। জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে পা ফেলে তুমি চলেছ, কাল তোমার কাছে হার মেনেছে। আমার ঘরে যে তুমি এসে আশ্রয় নিলে, তাতে আমি কমাল্ অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। কেমন সেবা বলতো তোমার আমি করি? সেবা আবার কি? তোমাকে কোন্ পূজা দিয়ে আমি ধন্য হবো? আজ আমার দ্বৈতভাব ঘুচে গেছে, আজ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি, যিনি অসীম লক্ষ্য হয়ে বিরাজমান তিনিই অসীমের যাত্রী হয়ে সেই লক্ষ্য লাভের সাধনায় যাত্রা করেছেন। আর তিনি পথ হয়ে অসীম যাত্রীকে অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত করে দিচ্ছেন।

শত্রুরা নিস্তব্ধ হয়ে চলে গেল।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম মাতৃদর্শন

'দিব্যদর্শী'

[সংস্কৃতি ও প্রার্থনামন্দির, চন্দন নগর]

মহাকাল চলেছে অনন্তের পানে, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এক অখণ্ড প্রবাহে এগিয়ে যাচ্ছে অন্তহীন কাল সমুদ্রে। এখানে সেখানে আত্মার সৌর দীপ্তি ফুটে উঠছে বটে কিন্তু মানুষের মানব রাজ্যে আজও অমানিশার রাজত্ব। মহাপ্রকৃতির মধ্যে তাই প্রেরণা চলেছে এই অমানিশা দূর করবার জন্য, এই পরিণামের পুরোধা হয়ে পৃথিবীর বুকে প্রকাশ হয়ে এসেছেন চিন্ময় মহামানবের অভিযাত্রী দল। যুগে যুগে মানুষকে ডাক দিয়েছেন, টান দিয়েছেন ঐশী যাত্রার পথে। ঐ দৈবী পথেই বর্ত্তমান শতাব্দীতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়। আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমা মহান আলোকচ্ছ্যতি। সচ্চিদানন্দঘন এই মাতৃমূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হয়েছেন ভারতের সহস্র, লক্ষ মানুষ। এ কথা জানেন ভারতের প্রবুদ্ধ সাধক, জানেন ভারতের সাধু মণ্ডলী। প্রাকৃতজন মায়ের দর্শন অভিভূত, পরিতৃপ্ত। এই দৈবী প্রতিভা একদিকে সংহত, সমাহিত, আর একদিকে জীবঘন অর্থাৎ জীবলীলার বৈচিত্র্যে ভরপুর। শ্রীশ্রীমা যুগপৎ অমানব অথচ 'মানুষীং তনুমাশ্রিত'। প্রকৃতির চিন্ময়-পরিণামের তিনি পরম চমৎকার।

বিশ্বোত্তরের প্রতি তাঁর যে প্রীতি তাই বিশ্বজীবে ছড়িয়ে পড়েছে মৈত্রী-ভাবনার স্বতঃউৎসারণে। তার হয়েই তিনি সবার। তিনি আপনাতে আপনি আপন. আত্মবিচ্ছুরণের আনন্দে সবার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দিব্যমূর্ত্তিতে আনন্ত্য চেতনা যেমন ঘনীভূত হয়েছে, তেমনি বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিশ্বাত্মিকা চেতনার ভাস্বরতা, তাঁর দিব্যচেতনা আপুর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠবৎ। বিশ্বপ্রকৃতির তরঙ্গ তাঁতে ওঠে তাঁতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি করছে আনন্দের ছন্দ, প্রজ্ঞার আলো। সবিতা শুধু প্রকাশই করে না তাপও দেয়, সে তাপে স্ফুরণ হয়, মাটির বুকে ফুল ফোটে, জলে আলোর মহাদীপ্তি, এই হলো প্রজ্ঞাবাদীর কথা। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সাবিত্রাছ্যতীর দীপনী, তাঁর দিব্য সংসর্গে আধারে আধারে সংক্রামিত হচ্ছে সেই আত্মানুভবের আনন্দ ; তাঁর লোকোত্তর সংসর্গে কত হৃদয় জেগে উঠেছে চিন্ময়-উন্মীলন। সবার মাঝে সবকিছুর মাঝে তিনি আলো ফুটিয়ে তুলেছেন।

* আনন্দ ভারতী চন্দননগর-এ প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুভবের এই ধারাতেই একদিন আমার প্রাকৃত জীবনে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর দর্শন দিয়ে গেছে আত্মোন্মীলনের গম্ভীর প্রেরণা। এখানে একটা কথা না বলে পাচ্ছি না যে আমার জীবনের সেই শুভলগ্নের প্রাক্‌পটভূমি সম্পর্কে কিছু নিবেদন না করলে প্রথম মাতৃদর্শনের গাম্ভীর্য্য ও তাৎপর্য্যকে অকুণ্ঠ প্রকাশ করতে পাচ্ছিনা। বিনয়ের সংগে তাই স্মরণ কচ্ছি সেই অতীত দিন গুলির কথা। শিশুকাল থেকেই স্বপ্রকৃতির মধ্যে আত্মিক অনুভবের একটা ঝোঁক বা প্রৈতি পেয়েছি, আজ স্মরণে আসছে আমার লোকান্তরিতা জননীর কথা, যাঁর নিত্য গীতা পাঠ কালে না বুঝেও বসে থাকতাম স্থির হয়ে। স্কুল জীবনে অনেক সৎ গ্রন্থের সাযুজ্যে এসেছি, ঐ একই প্রেরণায় বিবেকানন্দের My Master পড়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে স্কুলে তার অনেক অংশ ভাবাবেগে আবৃত্তি করতাম, নিকটবর্ত্তী রামকৃষ্ণ মিশনের কতিপয় সাধু আনন্দ প্রকাশ করতেন। স্কুলজীবন এই ভাবেই কাটে। সকাল সন্ধ্যায় সহজ গানের মধ্যে ভাগবত আনন্দের আবাহন চলত। সে আজও বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। ১৯৪৫ সাল, তখন বি, এম, কলেজে পড়ি, সেই সময়ের একটী ঘটনা জীবনের অনুভূতিরাজ্যে যেন এনে দিল এক মহান ইংগিত। সেখানকার 'পাব্লিক লাইব্রেরীতে' রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থখানা খুব অভিনিবেশের সংগে পড়ছি, কিছু পূর্ব থেকেই যেন একটা আকণ্ঠ আনন্দ-আবেগ আমাকে আবিষ্ট করছে। গ্রন্থাগার থেকে বাহিরে এলাম অশ্রু সংবরণ করতে পাচ্ছি না। চারিদিকে যেন আনন্দের বিচ্ছুরণ হচ্ছে, একটা খেজুর গাছের আড়ালে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, অবিরল ধারায় গণ্ড বহে অশ্রু বর্ষণ হচ্ছে। আনন্দ ও বিরহের এমন মিথুনীকৃত ভাব সমস্ত শরীর ও মনকে আচ্ছন্ন করে রইল যে পথে চলা অসম্ভব হ'ল, আমার জীবনে এ জাতীয় ভাব-ঘন রসবোধের উদ্বোধন এর পূর্বে কখনও লাভ হয় নাই কিছুক্ষণ পরে ঐ ভাবটী একটু লঘু হয়ে এল, ঐ দিন অন্তরজীবনের রহস্যময়তা ও রসবোধ যেন আরও গভীর হলো, উন্মুখ হয়ে থাকি যদি কোনদিন ঐ ভাব আবার আসে, কিন্তু বুঝলাম, আমার চেষ্টায় ঐ ভাব আনা সম্ভব নয়। নিজের চেষ্টার বাইরে তার অবস্থান, কিছুদিন পরে স্বপ্নে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের বাণী ও সংস্পর্শ পেয়ে আমার প্রাকৃত জীবন যেন আরও অভিভূত হয়ে গেল। অনুভবের এই চকিত স্পর্শ মনের গহনে দিয়ে গেল গভীর রহস্যের ইংগিত।

তখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পড়ি। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপকদের পদতলে বেদ উপনিষদ্, ব্যাকরণ, সংস্কৃতের বিভিন্ন দিকের পড়াশুনার সুযোগ পেলাম, পরীক্ষার ফল ভালই হইতে লাগল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনার্স ক্লাসে ছাত্র ও অধ্যাপকদের স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে ধন্য হলাম, কিন্তু মনে সেই পড়াতে শান্তি বা স্বস্তি আর আসে না। সেই চকিত স্পর্শ আনন্দ আমার মনের গহনে আমাকে ব্যাকুল ও কাংগাল করে রেখে গেছে। আত্মানুভবের সংগে সর্বদাই আমাকে ব্যাকুল করে তুলতে লাগল। সাধুসন্তসাযুজ্য পাবার চেষ্টাও করলাম, কোথাও মন বসল না, অথচ মনের আত্মানুসন্ধানের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল।

ঠিক এমন যখন মনের অবস্থা সেই সময় (১৯৫৮) শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত এক অধ্যাপক বন্ধুর কাজ থেকে প্রথম মায়ের কথা শুনলাম। তিনি আমার কাছে শ্রীশ্রীমায়ের বার্তা পৌঁছে দেবার অগ্রদূত, কৌতূহল প্রাবল্যে ভাইজী কৃত 'Mother as revealed to me' গ্রন্থখানা পড়ে নিলাম, তাছাড়া 'Mother as Seen by HER devotees' বইখানাও পড়লাম।

বই দুখানি পড়ার পর আমার কোন সংশয় রইল না। শ্রীশ্রীমা অলৌকিক দিব্য প্রতিমা। যোগ দর্শনের একটী শ্লোক মনে পড়ল "জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজা সিদ্ধয়ঃ (কৈবল্যপাদঃ)। শ্রীশ্রীমা জন্ম হইতে সর্বপ্রকার সিদ্ধিপ্রাপ্তা। মাতৃকথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা বেড়ে গেল, যেখানেই মায়ের কথা হয় সেইখানেই মন যেতে আগ্রহী হয়ে উঠল। এদিকে পূজা এসে গেল। সেই অধ্যাপক বন্ধু-দাদার সংগে আগড়পাড়া আশ্রমে গেলাম। সেখানে দেখলাম বহু ভক্ত সমাগম, অপূর্ব ভাব, সবার মুখেই কেবল মায়ের কথা। শিবানন্দজী (শম্ভুদা) তখন আশ্রমের অধিকর্ত্তা। আমার অদম্য কৌতূহল শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে। শিবানন্দজীর কাছে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে কত কথাই যে শুনলাম, কেমন করে তিনি মায়ের কাছে এসেছেন, সে কথাও বললেন অপূর্ব ভাব গাম্ভার্য্যের মধ্যে। হৃদয়ে মাতৃ দর্শনের ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেল।

সেই দিন রাত্রিতে আশ্রমে থেকে গেলাম। তখন শ্রীশ্রীমা ওখানে ছিলেন না। সকাল ও সন্ধ্যায় ভজন কীর্ত্তনে অংশ নিয়ে এক অপূর্ব আনন্দের সাড়া পেলাম। সন্ত ও ভক্তদের মধ্যে মাতৃকেন্দ্রিক এমন ভাবরসের ঐক্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এখানে জগৎ মাতৃময়। গানের সময় মনে হোতে লাগল যেন ভাব-ঘনতা কোথা থেকে আসছে; যেন ভিন্ন জগতে বাস করছি, সংগে রয়েছেন সেই ভাগবতবন্ধুটী। আমাদের মধ্যে এই ভাবানুষংগে মাতৃভাবের বেশ একটা অন্যোন্য সম্পর্ক গড়ে উঠল। পরের দিন সকালে চলে এলাম দুজনে। গংগা পার হচ্ছি মন গেয়ে উঠল :—

মাগো কি বাঁশরী বাজালে হৃদয়ে
কেমনে মোহিলে মন প্রাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নভেম্বর মাস ১৯৫৯ সাল, আগরপাড়া আশ্রমে সংযম সপ্তাহ চলছে। ভাগবত বন্ধুটী যথা সময়ে বিছানা পত্র নিয়ে আগরপাড়া উপস্থিত। আমাকে বলে গেলেন শ্রীশ্রীমা কখন, কোন সময় সর্বসাধারণের সামনে মণ্ডপে আসবেন। স্থির হলো রবিবার দিন যাবো। ব্যাকুলতা যেন বেড়ে গেল। রবিবার দিন যথা সময়ে সকাল আটটার পর আশ্রমে প্রবেশ করতেই মনে হলো উৎসব জমে গেছে। চারিদিকে ভক্তদের সমাগম। ভাব-আনন্দ যেন উপচীয়মান হচ্ছে। গংগাতীরে মণ্ডপ হলুদ রংয়ের তাবুতে ঘেরা। খবর পেলাম শ্রীশ্রীমা ঘেরা মণ্ডপেই আছেন। আমার দেহের প্রতিটী অনু পরমানু যেন কৌতূহলে উন্মুখ হয়ে আছে। মণ্ডপের উত্তর দিকের দ্বারদেশে দাঁড়ালাম। বাম পার্শ্বে স্বচ্ছ সলিলা ভাগীরথি আপন মনে কুলু কুলু গানে ছুটে চলেছে, সে পেয়েছে আজ বহুদিনের প্রতীক্ষিত মাতৃ সান্নিধ্য।

মণ্ডপের প্রবেশ দ্বার দিয়ে তাকাতেই দেখি অগণিত ভক্ত সমাহার, শুচিস্মিত ভাবে গভীর শ্রদ্ধাভরে বসে আছেন। উঁচু বেদীর উপর সাধু মণ্ডলী পরিবেষ্টিতা, শুভ্র গৌরকান্তি ক্ষৌম বস্ত্র পরিহিতা এক দিব্যমূর্ত্তি আসীনা, ঐ দৈবী সুষমার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হলো অদৃষ্ট পূর্ব অলৌকিক মূর্ত্তি দেখলাম। মনে গভীর আনন্দ ও উল্লাসে পরিপূর্ণ হলো "অবাপ্তচক্ষুঃফলম", চারিদিকে দিব্যানন্দের বিকিরণ হচ্ছে। মাতৃমূর্ত্তি লোকোত্তরা। অপলক নেত্রে মাতৃমূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলাম। শুভ্র দিব্যানন্দের বিচ্ছুরণে আবিষ্ট হয়ে পড়লাম। তড়িতাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

এই সেই বিশ্বজনবন্দিতা আনন্দময়ী মূর্ত্তি এই সেই মূর্ত্তি যাঁর পদতলে বহুজ্ঞানীগুণী প্রবুদ্ধ মানব অন্তরের ভক্তি অর্পণ করছেন। যাঁর পদতলে ধনী, নির্ধন, সহস্র সহস্র প্রাকৃত জনমণ্ডলী ভক্তি অর্ঘ্য নিবেদন করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। অশ্রু সংবরণ করতে পারছি না; বসে পড়লাম। মদীয় শিক্ষাগুরু অধ্যাপক গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় গীতার ব্যাখ্যা আরম্ভে মাতৃচরণ বন্দনা করছেন। হৃদয়ে ভাবতরংগ উঠতে লাগল, দীর্ঘদিন বুকে দিব্যমূর্ত্তি অদর্শনের যে জ্বালা অনুভব করেছিলাম, তা আজ প্রশান্ত হলো। যে অনুভূতির চকিত স্পর্শে মন প্রাণে বিরহ-আনন্দের তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দিত, তা যেন শতগুণে তীব্র-সংবেগে হৃদয় মথিত করে উঠল। একী অপূর্ব দর্শন! আজ পর্য্যন্ত কোন মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয়ে এরূপ আলোড়ন উপস্থিত হয় নাই। মনের গুহায় এমন বোধি-নিবিড় আবিষ্টতা দেখা দেখা দেয় নাই। জীবনের সব সংশয় আজ ছিন্ন হলো, মনে হলো "গুরোস্তু মৌনব্যাখ্যানং শিষ্যস্তু ছিন্নসংশয়ঃ"। নিজেকে আর সংবরণ করতে পাচ্ছি না। এ কোন লোকোত্তর মাধুর্য্য পূর্ণিমা, মনে হলো ছুটে গিয়ে নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ রাতুলচরণে বিলিয়ে দিয়ে জীবন মন ধন্য করি। ঐ পূতপাবনী মাতৃমূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলাম। মাতৃহারা, পথহারা জননীকে পেল, পেল তার পরম দিশারীর দর্শন। এ সংবাদ কেহ জানল না, শুধু স্বাক্ষ্য রইল নীরব অশ্রু সংবেগ, ভাবঘন তৃষিত অন্তরাত্মা। হৃদয় যে কি পেল, তা কেমন করে প্রকাশ করব মনে হলো—

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
পরাণ কী নিধি কুড়ালো॥
আজ ত্রিভুবন জোড়া কাহার বক্ষে দেহ মন মোর ফুরালো ঃ
যেনরে নিঃশেষে আজি ফুরালো।
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরই মাঝে
জুড়ালো জীবন জুড়ালো,
আমার আদি ও অন্ত জুড়ালো।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাময়িকী

বিগত বছর উৎসবের প্রাচুর্য্যে ভরা। ৩০শে এপ্রিল। অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যপর্ব্বে কাশী আশ্রমে নবনির্ম্মিত আনন্দজ্যোতি মন্দিরে শ্রীবালগোপালজীর এবং অগ্নিদেবের প্রবেশ এবং স্থাপনার শুভ মুহূর্ত্ত থেকে যে উৎসবের উদ্বোধন হয় তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সাবলীল প্রবাহ চলতে থাকে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। ঐ দিন 'মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের' আনুষ্ঠানিক উদ্‌ঘাটন সমারোহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর করকমলে সুসম্পন্ন হয়। লীলাময়ী শ্রীমায়ের উৎসব-লীলার উজ্জ্বল প্রকাশে এই দীর্ঘ আটমাস আলোকিত। এই উৎসবানুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ছিল কখন কাশী কখনও দেরাদুন। শ্রীমা আমাদের ছন্দোময়ী—নিত্য নব লীলাময়ী। যখন যেখানে নিজের খেয়ালে কখনও বা ভক্তদের আকুল আহ্বানে লীলা তনু নিয়ে বিরাজিত থাকেন সেখানেই উৎসবের-অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে যায়। শ্রীমা যে ইচ্ছা করে অথবা কোন পূর্ব্বসংকল্প করে এই সব আনন্দোৎসবের আয়োজন করেন তা কিন্তু নয়। তবে তাঁর প্রেরণাদায়িনী পুণ্যময়ী উপস্থিতিই ভক্তহৃদয়ে উৎসবের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাত্ত্বিক সংকল্প স্ফুরিত হয় এবং সকল সদনুষ্ঠানের উৎস রূপে অফুরন্ত শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়। এটি মাতৃ লীলার চিরন্তন বিলাস।

অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সকাল ১১টায় মন্দির প্রবেশের এবং বিগ্রহ স্থাপনের শুভলগ্ন। আশ্রমের চণ্ডীমণ্ডপে দু'দিন পূর্ব্ব হতেই প্রারম্ভিক পূজানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। পূজ্য হরিবাবাজী এই মহোৎসব যজ্ঞে প্রধান বরেণ্য অতিথি। শ্রীমা আজ ভোরবেলাতেই চণ্ডীমণ্ডপে এসে উপস্থিত। সারা আশ্রমটি আজ উৎসব-চঞ্চল। ছোট্ট একটি শোভাযাত্রা প্রস্তুত। গোপালজীকে তাঁর চন্দনের সিংহাসনে বসিয়ে সুন্দর ফুলসাজে সাজিয়ে শোভাযাত্রার মধ্য স্থলে নিয়ে যাওয়া হোল। অগ্নিদেবও রূপার দীপদানের মধ্যে সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ শিখা নিয়ে সংগে সংগে চল্লেন। শ্রীমা আমাদের মধ্যমণি ও সকল আয়োজনের সব পরিপূর্ণতার দিকে তাঁর সদাই সজাগ খেয়াল। মন্দিরের চারিপাশ প্রদক্ষিণ করে তবে ভিতরে প্রবেশ করা হ'বে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে বারাণসেয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি পণ্ডিত প্রবর ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীজী নগ্নপায়ে নামাবলি গায়ে মাথার ওপর রূপোর সিংহাসনে সোনার যোগমায়ার মূর্ত্তি নিয়ে আনন্দে নৃত্য গতিতে এগিয়ে চলেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগণিত ভক্তহৃদয়ে হর্ষোচ্ছ্বাস জয়ধ্বনিতে ও উলুধ্বনিতে বারে বারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে আনন্দজ্যোতির্মন্দির পরিক্রমা করে শোভাযাত্রা পূর্ব্বদ্বারে এসে থামলো। তুমুল জয়নাদ, শংখঘণ্টানাদের সঙ্গে সঙ্গে নাম গানের সুমধুর স্বর-মাধুরি মিলে এক অভিনব রসময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হোল। শ্রীমা ও হরিবাবাজী গোপালজীকে নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

যথাস্থানে পদ্মবেদিকার ওপর শ্রীগোপালজীর সিংহাসন স্থাপন করা হোল। অগ্নিদেব মন্দির গাত্রে খোদিত আলমারির মধ্যে স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল দীপজ্যোতি রূপে স্থাপিত হলেন। খুব সুন্দর ফুলের মালায় শ্রীগোপালজীর বিগ্রহকে সাজিয়ে যোড়শোপচারে পূজা মধ্যাহ্নভোগ এবং আরতি সম্পন্ন হোল।

সেদিন আনন্দজ্যোতি'তে সান্ধ্য বসন্তোৎসব সমারোহটি সাড়ম্বরে সম্পন্ন হোল। বারাণসীর ৫১জন চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। কাশীনরেশের গুরু সুপ্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীরাজরাজেশ্বর শাস্ত্রীজীও উপস্থিত হয়েছিলেন এই মহতী সভায় আচার্য্যরূপে। শ্রীমায়ের কাছে এই তাঁর প্রথম আগমন। চার বেদের সুমধুর ধ্বনিতে 'আনন্দজ্যোতি' গুঞ্জিত হোল। শ্রীমার ভাব-গম্ভীর মহনীয়-মূর্ত্তি ছন্দ ও লয়ের সংগে লীলায়িত। সমবেত ভক্তগণের মনোবীণা মন্ত্রোচ্ছন্দের তালে ও তানে ঝংকৃত হোল। উৎসবটি বড়ই মনোহারী এবং রসগ্রাহী হয়েছিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠাপনার পরেই শ্রীমায়ের জন্মোৎসবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। ঠিক ১২ বছর আগে শ্রীমায়ের ষষ্ঠিতম জন্মজয়ন্তী কাশী আশ্রমে খুবই আড়ম্বরের সংগে উদ্‌যাপিত হয়েছিল। এই দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হবার পর আবার এবার এখানে উৎসব হচ্ছে। তাই সকলের খুবই আনন্দ এবং উৎসাহ।

আজ ১৯শে বৈশাখ (২রা মে) শ্রীমায়ের জন্মদিবস। আজ থেকে কৃষ্ণা চতুর্থী পর্য্যন্ত ১৩ দিন ব্যাপী উৎসব পালন করা হবে। শ্রীমা ৭৩তম বছরে পা দিলেন। আনন্দজ্যোতির্মন্দিরের দোতালার ছাদে জন্মদিবসের পূজা সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হোল। মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের প্রাঙ্গণে সুন্দর মণ্ডপ করা হয়েছে। সেখানে প্রতিদিন সকালে সৎসঙ্গ, রাসলীলা ও মহাপ্রভুলীলা হয়। বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ হরগোবিন্দ গোস্বামীজী এই রাসলীলা পার্টির প্রধান। সমবেত জনতার মধ্যে লীলাভিনয় দ্বারা তারা ধার্ম্মিক রসবোধের সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে। শ্রীহরিবাবাজী ও শ্রীমা লীলাস্থলে আসেন। তাঁদের দর্শন লাভে সকলে নিজেদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃতার্থ মনে করে। বিকালের সৎসঙ্গ আনন্দজ্যোতিতে হয়। শ্রীস্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, শ্রীবিষ্ণু আশ্রমজী, শ্রীহরিবাবাজী এবং অন্যান্য মহাত্মাদের প্রবচন হয়। শাস্ত্রের গূঢ় বিষয় সমূহকে তাঁরা সুন্দর-সহজ-সরল ভাষায় এবং নানা রোচক কাহিনী এবং উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। শ্রোতারা খুবই মনোযোগ সহকারে তা শুনে নিজেদের ধন্য মনে করতো। প্রবচনের কার্যক্রম শেষ হলে মন্দিরে সান্ধ্য-কীর্ত্তন ও আরতি হয়। রাত্রের সৎসঙ্গ আবার মণ্ডপে হয়। দুপুর বেলায় খুব গরম হয় বলে মণ্ডপে আর সৎসঙ্গ হয় না।

মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমহেশ্বরানন্দজী এই উৎসব উপলক্ষে বোম্বাই থেকে এসেছেন আমন্ত্রিত হয়ে। রাত্রিতে তাঁর বেদান্তের ওপর প্রবচন হয়। জনতা খুবই আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথা শুনে। এর পর প্রতিদিন রাত্রিতে এক ঘণ্টা করে সঙ্গীতের কার্য্যক্রম হতো। কাশীর প্রসিদ্ধ গায়ক এবং যন্ত্রশিল্পীগণ আমাদের উৎসবে যোগ দিয়েছেন এবং শ্রীমাকে তাঁদের শিল্প চাতুরী প্রদর্শন করেছেন। এর পর মাতৃসৎসঙ্গের সময়। সমস্ত জনতা শ্রীমার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো। শ্রীমা কখনও প্রশ্নের উত্তর দিতেন, কোনদিন সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করতেন। একদিন রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত কার্য্যক্রম চলে ছিল। যদিও শ্রীমার শরীর তেমন ভাল চলছিল না তথাপি শ্রীমা সদাই হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে প্রায় সব কার্যক্রমেই উপস্থিত থাকতেন।

সৎসঙ্গের মধ্যদিয়ে ১৩দিন কেটে যায়। তিথি পূজা মণ্ডপে হয়েছিল। প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও খুব সুন্দর ফুলসাজে শ্রীমায়ের আসন সাজান হয়। সমবেত মহাত্মাদের এবং ভক্তদের উপস্থিতিতে শ্রীমায়ের পুজা আরতি হোম সম্পন্ন হয়।

জন্মজয়ন্তীর মহোৎসব সমাপন হলে শ্রীমা ও হরিবাবাজী দেরাদূনের জন্য রওনা হয়ে যান। প্রায় প্রতিবছর জন্মোৎসবের পর শ্রীহরিবাবাজী এই দেরাদূনের কল্যাণবন আশ্রমে এসে অবস্থান করেন। কল্যাণবন তাঁর খুবই প্রিয় স্থান। চারিদিকে সবুজ গাছ-পালায় ঘেরা শহর থেকে দূরে নির্জন নিরালায় এই আশ্রম, সত্যই সুন্দর শান্ত তপোভূমি। শ্রীরামজীর এবং শিবজীর ছোট্ট দুটি মন্দির। নিত্য পূজা ভোগ আরতি হয়। শ্রীরামজীর মন্দিরের সামনে বেশ বড় চত্বর তৈরী করা হয়েছে। সেখানে শ্রীহরিবাবাজীর সান্ধ্য সৎসঙ্গ হয়। শ্রীমা আসেন। শ্রীবাবা ভক্ত চরিত্র শোনান পরে গান কীর্ত্তনাদি হয়। খুবই শান্তিময় আবহাওয়া। প্রতিদিন সৎসঙ্গ ভজন আলোচনা ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত হয়। শ্রীমা সকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও কখনও আশ্রমের 'নামমন্দিরে' বসেন সদালোচনা হয়। কখনও কীর্ত্তন গান হয়—কোন দিন রাম-অর্চ্চা হয়। কোন না কোন ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান হতেই থাকে। বেশ সুন্দর-আনন্দে শ্রীমায়ের স্নেহাঞ্চলে দিন কেটে যায়।

প্রতিদিনকার মত আজ শ্রীমা কল্যাণবনে গিয়েছেন। শ্রীহরিবাবাজীর সান্ধ্য সৎসঙ্গ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শ্রীমা তাঁর স্বাভাবিক দিব্য সুমধুর স্বরে হিন্দীতে একটি পদগান গাইতে আরম্ভ করলেন। গানের সুর সুললিত এবং পদ খুবই সুন্দর। শ্রীমায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত সেই গান সকলের প্রাণে অমৃতরস বর্ষণ করলো। মন প্রাণ তৃপ্তিতে ভরে গেল।

শ্রীমা পরে বল্লেন সেই দিন যখন শ্রীবাবা ভক্ত চরিত্র শোনাচ্ছিলেন সেই সময়ে শ্রীমা বসে বসে সুক্ষ্মে দেখলেন যে শ্রীমার এবং হরিবাবাজীর বসবার মধ্যস্থলে একটি খুবই সুন্দর বালক মাথায় ঝাঁক্ড়া ঝাঁকড়া চুল, কালবরণ আপন মনে আপন ভাবে বিভোর হয়ে সাবলীল ভাবে ছন্দে ছন্দে হেলে দুলে নীচের লেখা পদগুলি গাইছে। তার বাইরের জগতের সংগে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সংগে তো কোন সংপর্ক নেই। কোন দিকের কোন খেয়াল নেই—আপন ভোলা ভাব। গানের পদগুলি সব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না তবে সুরটি খুবই সুস্পষ্ট ছিল। শ্রীমা মধ্যে মধ্যে পদ মিলিয়ে গানটি গাইলেন :—

এরপর থেকে শ্রীমায়ের আদেশে প্রতিদিন আশ্রমের মেয়েরা বিকেলের রামায়ণ পাঠের আগে এই পদগান গেয়ে থাকেন। আনন্দবার্ত্তার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই রামনাম গান শোনার সৌভাগ্য হয়েছে।

গুরু পূর্ণিমার তিন দিন আগে শ্রীহরিবাবাজী তাঁর সঙ্গীয় ভক্ত শিষ্যগণ সহ শ্রীবৃন্দাবনে চলে গেলেন। গুরু পূর্ণিমার উৎসব প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সম্পন্ন হোল। প্রাতঃকাল থেকেই অগণিত ভক্ত শ্রীমা ও দিদিমার শ্রীচরণে গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য অর্পণ করে ফুলের মালায় সাজিয়ে কর্পূরের আরতি ও প্রণাম করে নিজেদের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করতে আরম্ভ করলেন। সদা হাস্যময়ী শ্রীমা এই পুণ্যদিনে সকলের মাথায় স্নেহ স্পর্শ দিলেন এবং ফুল ও ফল দিলেন। মধ্যাহ্নে বহু লোক আশ্রমে প্রসাদ পেল।

গুরু পূর্ণিমার পর শ্রীমা কয়েকদিনের জন্য কনখল আশ্রমে গিয়ে একান্তে বিশ্রামে থাকেন। পরে আবার দেরাদূনে যান। সেখান থেকে কাশীতে আসেন। কাশীতে ঝুলন এবং জন্মাষ্টমীর উৎসব হয়। গোপালজীকে প্রতিদিন ফুল সাজে সাজিয়ে দোলনায় 'ঝুল' দেওয়া হয়। ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রিতে শ্রীমায়ের সামনে সমবেত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান হয়—মহানিশায়। পরের দিন নন্দোৎসব খুব আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হোল। শ্রীমা গোপবেশে সকলের মুখে দই ছিটিয়ে দেন। ধনী-দরিদ্র পাড়ার সকল লোকেরা এই নন্দোৎসবে খুব আনন্দ পায়। 'নন্দকে ঘর আনন্দ ভয়ো জয় কানাইয়া লালজী' এই কীর্ত্তনে পাড়া মুখরিত হয়। ঝুলন পূর্ণিমার পর শ্রীমা বৃন্দাবন ও দিল্লী হয়ে আবার দেরাছুনে আসেন। এই বছর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এবং সংযমসপ্তাহ শ্রীমান্ মোতীলাল খৈতান ও তাঁর সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী রাজাদেবী খৈতানের আমন্ত্রণে তাঁদের নূতন বসতবাটির বিশাল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গার প্রতিমা অতুলনীয় হয়েছিল। খুবই মনোহারিণী স্নেহময়ী ভাব প্রতিমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। মণ্ডপের সাজ-সজ্জাও খুবই আকর্ষক ছিল।

এর পর শ্রীশ্রীলক্ষ্মী পূজা এবং শ্রীশ্রীকালী পূজাও ঐ মণ্ডপে সম্পন্ন হয়।

এইবার প্রথম দেরাছুনে সংযম-সপ্তাহ পালন করা হোল। ব্রতিদের সংখ্যা সাধা-রন সব বছর যেমন হয় তেমনি হয়েছিল। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ে ঘেরা হিমালয়ের পাদদেশে শান্ত পরিবেশে সত্যিই সংযম সপ্তাহের উপযোগী ধ্যানজ আবহাওয়া ছিল। সংযম সপ্তাহের পরই শ্রীমা নৈমিষারণ্য আশ্রমে গমন করেন। সেখানে পুরাণ মন্দিরের প্রথম বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রী স্বামী অখণ্ডানন্দজী ১৫ দিন যাবৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর বচনভঙ্গিমা সত্যই অতুলনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের এমন মধুর রসময় ব্যাখ্যা তাঁর মতো আর কেহ পারে না। প্রতিদিন সকালে ৯টা হতে ১১টা এবং বিকালে ৩টা হতে ৫টা তিনি ব্যাখ্যা করতেন। পূজ্য শ্রীহরিবাবাজী, শ্রীনারদানন্দজী, শ্রীগোবিন্দপ্রকাশজী, শ্রীশরণানন্দজী, শ্রীরামদেবজী প্রভৃতি বিশিষ্ট মহাত্মাগণ এই উৎসব উপলক্ষ্যে আগমন করেন।

উৎসবান্তে শ্রীমা দিল্লী গমন করেন। সেখানে সুভাষ-ময়দানের বিশাল প্রাঙ্গণে শ্রীহরিবাবার ভক্তরা ভগবৎ-গুণগান সম্মেলন করেন। শ্রীমা কালকাজী আশ্রমে ছিলেন। সেখান থেকে প্রতিদিন এই সম্মেলনে আসতেন। অগণিত দিল্লী বাসী শ্রীমায়ের দর্শন প্রতীক্ষায় সম্মেলনে উপস্থিত হতেন। শ্রীমা কোন কোন দিন মধুর কীর্ত্তন গানও করতেন। শ্রীমায়ের সুমধুর হাসি—শ্রীমুখের উপদেশ এবং গান শুনে সকলে অভিভূত হয়ে যেতো। ১৬ই ডিসেম্বর শ্রীমা দিল্লী থেকে রওনা হয়ে ১৭ই কাশীতে আসেন।

আশ্রম সংবাদ

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম আগড়পাড়াতে শারদীয়া দুর্গোৎসব খুব সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। মহাষ্টমীর দিন বহু ভক্ত সমাগম হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সকলে মহানন্দে পূজা ও আরতি দর্শন করেন—শ্রীশ্রীদুর্গামায়ের রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি দান করেন। ভজন ও কীর্ত্তনে আশ্রমের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। শ্রীমায়ের বিশেষ আদেশে কাশী হ'তে শ্রীঅবনী মোহন শর্ম্মাজী এই পূজা উপলক্ষ্যে আগরপাড়ায় যান এবং তা'র স্বভাবসুলভ স্বাত্বিকতা নিষ্ঠা এবং ভাবের সহিত শ্রীশ্রীদুর্গামায়ের পূজা, হোম ও আরতি সম্পন্ন করেন। ঐ দিন বহু ভক্ত আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় সেক্রেটারী স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর অফুরন্ত উৎসাহে, প্রযোজনায় এবং সুচারু ব্যবস্থাপনায় এই তিন দিন আশ্রমে আনন্দের হাট বসে যায়। ৮দুর্গাপূজার পর পূর্ণিমাতে কোজাগরী শ্রীলক্ষ্মী পূজা এবং অমাবস্যাতে কালীপূজা বিধিবৎ সম্পন্ন হয়। ৩১শে অক্টোবর হ'তে ৪ নভেম্বর পর্য্যন্ত সংযমসপ্তাহের অনুষ্ঠানও সুন্দরভাবে ভক্তেরা সম্মিলিত হয়ে পালন করেন। ব্রহ্মচারী কমলাকান্তজী অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত এই মহাব্রতের ধ্যানাদি অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন।

* * * *

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম রাঁচীতেও শ্রীশ্রীকালী মায়ের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির উপর মধ্যরাত্রে ষোড়শোপচারে পূজা হোমাদি সম্পন্ন হয়। স্থানীয় ভক্তেরা মধ্যরাত্রে আশ্রমের নাটমন্দিরে ব'সে সারারাত জেগে শ্রীশ্রীমায়ের মহাপূজা দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। জবাফুলের সাজে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি অপূর্ব্ব মনোহারিনী শোভা ধারণ করেছিল। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হয়ে শ্রীশ্রীমায়ের হাস্যময়ী মূর্ত্তি দর্শন করেন। সেদিন আশ্রমে কালীকীর্ত্তন হয়। পূজান্তে বহুলোক প্রসাদ পায়। স্থানীয় ভক্তদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বাৎসরিক পূজাটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। সংযমসপ্তাহ মহাব্রতের অনুষ্ঠানও পালন করা হয়।

* * * *

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কালকাজী নিউ দিল্লীতেও এই বছর সংযম—সপ্তাহের অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তরা পালন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Just as there is a veil of ignorance for the individual,
So there is also a door to Knowledge.

Mātri Vāni

Nothing has happened—to be able to understand this is very fortunate. If you can understand that nothing has happened, you have indeed been blessed with inner vision.

*   *   *   *

Having turned to this side, the sense of want awakens. And proceeding further there is the first stage of passing from this condition of want and emptiness to one's true nature: the realization that without Him the world is darkness: nothing of this world seems attractive. It cannot be said that you have reached that state. To yearn for Him also indicates progress.

*   *   *   *

All the time you have the desire to find, the acute feeling of lacking something. Just persist in your *sādhana* and for the rest, He will make it complete. By perfect grace comes perfect illumination. In the measure as you exert yourself you will receive.

*   *   *   *

Action is necessary in order to remove the veil of ignorance. Using to the full the intelligence He has given you, proceed with your work. His grace is without motive or cause. Why He has not shown His mercy to you He knows best. Verily, all is His and He does according to His Will. Where there is a motive, there is the desire for fulfilment and the enjoyment of the fruit. I have acted and therefore I

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

have reaped the fruit. The fruit of what? The action is one's own and thus the consequences are eqally one's own. God is everyone's, there is but one Self (*Ātmā*). To begin with, one does not realize this and therefore questions arise. At the stage at which you are at the moment, from there it looks as you have described.

* * * *

No matter what be anyone's line of approach, at first there is torment and perplexity, one is unable to find. After that comes a state of suspense, of emptiness as it were; one cannot penetrate within neither does one derive satisfaction from worldly enjoyment.

* * * *

Take care not to be contented at any stage. Some aspirants have visions, others realizations. Or someone experiences bliss, great happiness and thinks he has himself become God. On the spiritual path, before true Realization supervenes, one may get caught in supernormal powers (*vibhūtis*). To become entangled in his kind of thing constitutes an obstacle.

* * * *

The Beloved (*Iṣṭa*) has to be realized as the aim of life. The whole creation is a manifestation of God's supernal power (*vibhūti*)—He Himself as creative power. The *Ātmā* is one—yet again, who appears as duality? None but He. It is impossible that no experience should come to one who treads the spiritual path. The fact that one has choosen this line proves that there is already some connection from before. Forgetting that God is the sole Beloved, one has come to love sense objects. When anything besides God is contem-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

plated, there is divided affection—*dū iṣṭa, duṣṭa** When will this pernicious misunderstanding be uprooted ? It is important to discriminate minutely. If you examine yourself you will see : what have I been doing the whole of today ? For how long have I remained without the remembrance of God ? How much you think of the Beloved and how much of that which is harmful (*aniṣṭa*), which takes you towards death—become aware of this.

In Kishenpur, on September 20th, 1968, Mataji gave some rules for the behaviour of the inmates of the Ashram, in response to someone's remarks and questions. The following is the translation of what Mataji said in Bengali.

(1) When elders or superiors talk do not interrupt by commenting on what is spoken about. You may give your opinion only if you are asked. If you have anything to say on the matter, you may afterwards in private tell the elder : "In connection with what was said, such and such thoughts have occurred to me".

(2) When an elder or superior is conversing with some one, one should not disturb by saying something or by chatting. If one has something important to say, one may do so after the elder has stopped talking.

(3) When conversing with one's companions one should neither make fun of anyone, nor pass critical remarks about others.

(4) With antagonism at the back of one's mind, one should not talk about anyone in either praise or blame.

(5) Do not judge your companions or discuss them with others.

(6) If someone insults or abuses you or accuses you unjustly, think : "Lord, Thou hast in this manner given me a blow to teach me a lesson. Be pleased with me again !" Do not hate the person who has dealt the blow.

---

* *Du iṣṭa* two Beloved ; *duṣṭa* wicked.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(7) Do not feel or speak unkindly about anyone,

(8) Be truthful in speech and action.

(9) Speak little and only when necessary.

(10) Be always cheerful.

(11) Remain calm, firm, serene and serious.

(12) Talk to everyone with calmness, serenity, steadiness and equal consideration.

(13) Cherish only what pertains to the Supreme Quest (*Paramārtha*).

(14) Your conduct must be gentle and exemplary.

(15) Be honest and frank in what you say.

(16) The search after Truth must continue at every moment. When by the accumulated force of the sustained practice of discrimination between the Real and the unreal, of *japa*, meditation, ceremonial worship, the study of scriptures, singing the praises of God—whichever of these be the main line of approach for any particular person—one becomes engrossed in the Supreme Quest, then one cannot remain without the remembrance of God, and consequently foolishness, wrong knowledge and suffering are removed. To be a human being means to aspire to God-realization. Man's calling as a human being is to find God.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Conversations with Sri Sri Anandamayi Ma

RECORDED BY PROFESSOR B. GANGULY

(*Translated from Bengali*)

Ranchi, 20th June 1965.

Question: How will in your absence the devotees derive the greatest benefit from this spiritual gathering?

Mataji: Ma Kali, Gopal and Lord Siva have their abode in this Ashram. If you wish to benefit by their nearness, you must keep in mind that they are actually present here. Every day remember this at some time or other. They never stop giving *darsāna*, as it were; practise their presence all the time. You may not hear or see them, yet you will receive the blessing of their *satsang* from this. And whenever you feel the urge, sit in meditation near the statue of Kali. The more you meditate the better for you. Ma Kali is here for your good. In dream or during meditation She sometimes speaks to one or the other.

There is another thing to be remembered: Whatever exists, exists in your mind, Therefore try to see Him within your mind as much as possible. To man alone has been given the privilege and the capacity to attain to God-realization. Know your Self! Try to find out who you really are! Not to try for this amounts to suicide. So long as one harbours desires one cannot realize the Self. If desires prevail at the time of leaving the body, one has to take a return ticket and will be born again. To pass away while desires are lingering means death. Living for the gratification of one's desires is like slow poison. By that poison one is gradually delivered to death. Sense objects (*vishai*) are poison (*vish hai*) and they provide man with a return ticket for rebirth. Having obtained the rare boon of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

a human body, if you wish to stop this round of birth and death, you must engage in *sādhana*. Desires ever generate new desires. Just as a creeper spreads, so also does the creeper of sense enjoyment expand and increase.

Mahātmā means great soul. *Jīvā* (individual) means that which is bound; and 'world' signifies constant change and flux. Like a leech, the *jīvā*, by its very nature, on leaving anything hooks on to something else. This is how the world of the individual is fashioned : birth, death and rebirth. And thus it appears as if God were far, far away. From this idea of God's remoteness arise foolishness, suffering, bereavement, agony, sorrow. Wife, son, daughter do not stay according to one's wish. So long as one is not independant of circumstances there is bound to be sorrow. The world (*duniya*) is based on duality; duality breeds pain, conflict, darkness. And in darkness there is the fear of falling. The learned men, the scholars of the world are all in danger of falling. Someone gets angry about a lie, yet he himself also tells lies. You should at least speak the truth, since Truth is your real nature. Lies come automatically to the individual. All the same you are longing and searching for Truth, because you are in fact pure, true, enlightened, free and tranquil. In order that That may shine forth which you actually Are, you must give up the notion of God's remoteness. Renounce that foolishness, that misery. If a person is fortunate enough to understand that he has to know Himself, then only *sādhana* will begin. Know your Self, that is to say, know God! One has to establish a relation with Him : either that of Master and servant, or of Mother and son, or as a part of Him. The spark is a particle of fire, but both have the power to burn. Similarly, the world, God and the individual are not separate. Wherever a *jīvā* is there is Siva and every woman is Gouri. You are father, son and husband all in one. Likewise, God Himself is the master as well as the servant. Water, ice and steam are of one and the same substance. The Formless and form

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

are both *Brahman*, *Brahmagopal*. Behold Him everywhere, sing His name. He appears as Sitaram, as Radhakrishna, Siva-Sakti and as Sakti and Her worshipper. It lies in the nature of the *jīvā* to desire woman if he is a man, and to desire man if a woman. But when one becomes aware of one's divinity then the *jīvā* is transformed into Siva. The inner and the outer are in fact one. But to make it intelligible to the mind, one has to talk of them as separate.

There are people who say : "Let God remain where He is, I am enjoying my life fully"—as if this enjoyment could last ! This is called foolishness, the fallacy that God is very distant. In order to get rid of it one has to obey the Guru's instructions and cultivate the company of saints, sages and seekers after Truth. In the midst of the attractions of form, sound, touch, taste and smell sustain the remembrance of Him. In the *mantra*, in the name received from the Guru, God Himself is present; repeat His name ! *Akṣara** (letter or syllable) is that which is beyond decay. In the *akṣara* also God is present. So long as an aspirant has not found a Guru, he should repeat whatever name appeals to him or her most. Or if someone prefers, he may contemplate light. What is light ? A reflection of the inner Light. When that inner Light becomes revealed, then there will be full illumination. All power is located within the head. There His form has to be revealed. Every single one of the innumerable forms existing are reflections of Him; why then should one clamour for a special name and form ! While you move in the sphere of name and form, hold on to Him as name and form. Or if name and form be foreign to your temperament, contemplate the light of the *Atmā*. The outer light is a reflection of His Light. He is present also in every *kriyā*. Make use of the *kriyā* received from your Guru. In all beings is He alone, be they plants, animals, birds or hu-

---

* *Akṣara* means both 'letter' and 'undecaying'.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

man beings—He resides in them all. Live with the remembrance of him.

This body does not advise you to renounce your home and repair to the forest: Wherever you may go, as long as you are not free from desire, there will be your home with all that it entails. No matter where you may be placed, there itself meditate, engage in *sādhana.* Just as when drops of water keep on falling, even stone is pierced, so by sustained practice the veil of ignorance will finally be rent.

For the aspirant who is a householder, his wife is an embodiment of the divine *Śakti*, his son of Balgopal While leading a family life do your work as the manager of the Lord. When the call comes for you to leave, none can accompany you. Of course, it has happened many times that husband and wife who dearly love one another get drowned together. But this is the fruit of delusion and not a desirable death. They are suicidals. One should drown for God. The human body is meant to be dedicated to God, to be employed in the service of Him. The householder has to mould his life after the model of the ancient *Rishis* who had wives and children equally worthy, and lived as prescribed in the *Sāstras.* And one who has taken *Sannyāsa* must observe the rules and regulations of the *Sannyāsa Aśrama.* God is my very Self, the breath of my life, He is not distant but exeedingly near. Wherever you are and in whatever condition, there itself begin to practise *sādhana.* Hold on with tenacity to Him who will liberate you from all worldly ties. You need not abandon anyone, only cling to God with all your strength. The bonds of family life caused by delusion (*moha*) are not to be fostered. With detachment, rising above delusion, live a life of service.

Why are *sādhus* called *mahātmās* ? Because they have grasped the Sublime and hold on to It. *Paramātmā* means Supreme Self; none is above or beyond It, none outside of It. The *Paramātmā* Itself is present within you. Tread the path that will reveal your inner being, that line must

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

you choose. Act precisely according to your Guru's instructions. And until you have secured a Guru, meditate on the name and form that attracts you most, that gives you peace and bliss.

This body (Mataji) is like a musical instrument: what you hear depends on how you play. What is gone never returns. What you have to do, do it today, do it at once.

Question · Mataji has said, what has to be renounced amounts to very little, but that which has to be embraced is the really great thing. Is this correct ?

Mataji : That which can be renounced and that which can be embraced—both are transitory. Where there is no question of renouncing or embracing, there He stands revealed. Embrace what eternally IS. Embrace THAT which, when gripped annuls the duality of renouncing and adopting. Embrace Him who is unembraceable. He cannot be grasped by the mind. You alone ARE, you, poised within yourself. Thus grasp THAT which, when caught hold of, leaves no question of embracing or relinquishing.

Question : Why does the mind change from moment to moment ?

Mataji : This is its very nature. One has to go beyond the mind. But this has already been discussed at length.

This body (Mataji) does not go anywhere does not take anything from anyone, does not look, does not eat or speak. As you play the instrument so you hear the sound.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Matri Satsang

SWAMI BHAGAVATANANDA GIRI

(*Translated from Hindi*)

6th December 1947.

Question: "Better death in the discharge of one's *dharma*........ (*Svadharme nidhanam shreya...*)" says the Bhagavad Gita. What actually is this *svadharma* ?

Mataji: Whatever one's Guru tells him to do that is everyone's *dharma*. *Brahmins*, *Kshatriyas*, *Vaishyas* and *Shudras* have each their own particular *dharma*. In actual fact, whatever the Guru shows you that is your *dharma*. Regardless of whether by fulfilling one's *dharma* one progresses or declines one should attend to it. This is why the Gita says: "Better death in the discharge of one's *dharma*...."

Question: The Gita also says: "Abandoning all *dharmas* come unto Me alone for shelter (*Sarva dharmān parityajya māmekam sharanam vraja*.........) Are these two statements not contradictory ?

Mataji: There is no contradiction. Take refuge in God. Your natures differ. This is why the Guru will show you the path. With a spirit of renunciation worship God. Seek shelter in the Self (*Ātma*).

The Questioner: There are all sorts of Gurus. Gurus of the people, Gurus who teach, Gurus who give initiation, and so forth.

Mataji: He who helps you to attain to God-realization He is indeed the supreme Guru. To serve his parents is also the *dharma* of the son. If he serves his father and mother as manifestations of Reality or as forms of God, such service will actually reach God. In the householder's Ashram a son's duty is to serve his parents and to be devoted to them.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : Suppose a son does not serve his parents but only serves God, what wrong is there in this ?

Mataji : If a *sādhaka* serves God as he should, the service of his parents will never become an obstacle. One who with a sincere heart worships God cannot possibly hate anyone. If he develops real faith in God, he will have faith in all. When genuine faith in God awakens, then there is no more doubt. Such a man's character becomes completely transformed.

Question : I have heard it said that saints and mahātmās are God's dwelling-place and therefore their whole bodies radiate God's power. Why then are passion, anger, greed, delusion, pride, envy and so on not destroyed when a man touches their lotus feet ?

Mataji : If you touch their feet with the sincere belief that they are God's, these enemies of yours will certainly be destroyed. Something important has to be said in this connection. *Praṇāma* must be done in the proper manner. You people do not make obeisance as it ought to be done. To do *praṇāma* means to offer oneself entirely at the feet of the Lord—everything that is in oneself. What will be the result of such total dedication ? The emptiness that is caused by giving everything will be filled completely with God's power. Just as when a pitcher is to be emptied of all the water, it has to be turned over, so you should dedicate at His feet without reserve everything that is in you, whatever it be, and become empty. Having thus created a vacuum within yourself, God's power will occupy you wholly. But *praṇāma* of this kind hardly ever occurs and therefore touching the feet of saints does not give the proper result. The place where a saint sits also becomes divine. If he is really God-possessed, then divinity will shine through him. By divine radiation everything can become divine. If there were genuine yearning for God in your heart, you would most certainly find Him. In the measure as you give, you will receive. Just as butter melts by the proximity of fire,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

so saints have the power to transform the lives of men by their mere touch. But saints do not interfere with the working of *karma*. Except of course in some very special cases—this is a different matter. As a rule karma is left to work itself out.

Question: Why does Realization not come even though one spends all the twenty-four hours at the feet of saints and sages ?

Mataji: Out of the twenty-four hours, how much time do you give to God? If someone stays day and night with saints serving them, he will no doubt reap the fruit of it. If full realization does not occur, it does not mean that one has failed. The aspirant must be determined to accomplish his task at all costs, even unto death. This must be his attitude of mind. The spiritual path has to be pursued until complete Realization. So long as Rama has not been found, how can one be at rest ? A man who yearns desperately for God, is actually lying prostrate at His lotus feet. He has no other interest at all.

There are two ways that lead to God. One is to do service at the Lord's feet and the other just to break the door that hides Him and to enter in. Perform *sādhana* in such a manner that there is no time at all left for any other undertaking. So long as you have not wholly realized God, do not rest. By behaving in this way, your life will be changed. Ceaselessly think of God and of God alone. While eating keep in mind that you eat solely for God's sake. Why should you sustain your body? This rare boon of a human body has been granted to you for the single purpose of doing *sādhana* in order to realize your Divinity. Those who are householders have to serve also their wives and children. But you, a *sādhu*, are free from worries. Your life belongs exclusively to God. If a *sādhaka* is truly burning to find God, then all his actions, bathing, eating – everything will be done only for God. By clinging to your

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sādhana with firm faith and adamant determination you are bound to find Him. But if you will not live in this way, well, according to what you associate with, you will reap the fruit. This is why this small child always says: God is everywhere indeed. From whichever point you may start, God is there itself. Holy Kashi and sacred Vrindaban are actually within you. By using force one does not receive. Force is not *satyagraha* (adherance to Truth). By firm adherance to Truth God will be found.

Prayer is undoubtedly effective. Just as when the roots of a tree are watered, the water reaches every leaf and the tree remains fresh and green ; so, if you dedicate your all at the Lord's lotus feet, everything will become right. By making obeisance to sages and saints, a subtle link with them is formed. As you can take water from the ocean according to your capacity, exactly similarly can you absorb God's power depending on your capacity. As you give, so you will receive.

Question : Ma ! When one is attacked by inner enemies such as passion or greed, will they be put to flight by the invocation of the name "Ma" ?

Mataji : If you invoke Her sincerely from the depth of your heart, then your desires will be burnt up as water is dried up by fire.

Question : Ma ! Have we to do everything ourselves or will Ma also do something for us ?

Mataji : (laughing heartily) : In actual fact it is like this : If God did not make you act, would you be able to do anything ? It is the nature of the individual to think highly of his own capacity and might. Do not imagine that it is you who are doing everything. Unless God causes you to act, you are completely helpless. Make yourself a blank. Surrender yourself at the Guru's lotus feet. In the measure as you efface yourself, you will be fulfilled.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : What is the meaning of 'good omen; and' 'bad omen' ? I have been told that, although Brahmins are pure, to come across a Brahmin is an evil omen.

Mataji : To meet a Brahmin is very auspicious indeed. Everything depends on what one believes. You believe in somethings and so it happens. This reminds me of the following : An Englishman was to travel somewhere. Someone said : "Don't go now. The planetary constellations are unfavourable." But the gentleman paid no heed to the warning and went on his journy. When he was on high sea, a terrible storm made the boat sink. With great difficulty the gentleman reached the shore by swimming. When he arrived people said : "This is all due to that hostile constellation." Thus, everything happens according to one's *karma.*

Question : Well then, is a bad planetary constellation an obstacle or not ?

Mataji : It is said that an inauspicious planetary constellation may even cause death. This is why good works should be begun on auspicious days. Will you listen to a true story ? When this body was a child, it stayed in the house of its uncle. While there, some neighbours were celebrating a wedding and their relatives had come for the occasion. Kali Puja was performed in their home and everyone was engrossed in the *pūjā*. Amongst the guests was a moman with her small daughter. As about 3 a. m. the *pūjā* was over. The child had fallen asleep, but the moman woke her up when *prasāda* was being distributed. The child was crying bitterly and her mother was unable to appease her. None of the people present could calm the child. Finally her mother lost her temper and said : "Very well, *marjao*;* I shall leave you here by yourself and go to take *prasāda*." When the woman returned after a little while the child had

* *Marjao* literally means "die !" but is used in the sense "do as you please, I have had enough trouble."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

disappeared. Everyone started looking for the little girl. After a long and troublesome search the child's dead body was found in the jungle. What lesson can one learn from this incident? Never, never utter anything unpropitious. A mother's scolding is done for the good of her child and is therefore a blessing. Even so no unpropitious word should be pronounced. In the world there is the auspicious as well as the inauspicious. This is God's *lila*. God Himself is beyond both. All the same, one should never say anything that is not benedictory. A *sādhaka* must be specially vigilant about the words he utters. Never, never must he allow anything to escape from his mouth that might amount to cursing. For him all talk must be about God alone, all the rest is painful and vain.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

A Little Anthology

On Renunciation

That man attains peace who abandoning all desires, moves about without attachment and longing, without the sense of "I" and "mine." This is the state of dwelling in God; having attained this, no one is ever deluded. Being established in this knowledge even at the end of life, one attains oneness with the Supreme.

—*Bhagavad-Gita*

After real meditation worldly pleasures become unalluring, dull, entirely savourless. What does *vairāgya* signify? When every single object of the world kindles as it were, the fire of renunciation, so as to make one recoil as from a shock, then there is inward and outward awakening. This, however, does not mean that *vairāgya* implies aversion or contempt for anything of the world—it simply is unacceptable, the body refuses it. Neither dislike nor anger will arise. When *vairāgya* becomes a living inspiration, one begins to discriminate as to the true nature of the world; until finally, with the glowing certainty of direct perception, the knowledge of its illusoriness arises. Each and everything belonging to the world seems to burn; one cannot touch it . . . . At present, what you enjoy does not impress you as being short-lived, rather does it appear to make you happy. But to the extent that the spirit of detachment is roused, the relish of such pleasures will die down, for are they not fleeting? In other words, death will die. Now that you are advancing towards that which is beyond time, the semblance of happiness brought about by mundane things is being consumed. As a result, the question, "What actually is this world?" will arise. So long as the world

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

seems enjoyable to you, such a query does not present itself. Since you are progressing towards that which transcends time, all that belongs to time will begin to appear to you in its true light.

—*Mataji*

The sense of possession is a great obstacle to the realization of God. The idea of "I" and "mine" must disappear entirely before the aspirant can find absolute freedom and peace in union with God. Verily, everything belongs to the Lord who dwells in the hearts of all creatures and things. Attachment to any external object narrows our vision, fosters egoism and gives rise to the false notion that we are separate from God, i.e., from the universal life and spirit. The whole universe is permeated through and through with God. The visible and invisible worlds are all He. There is nothing and none but He. All, all is He. Such is the Truth; where then is room for the ideas of "I" and "you"—"mine" and "yours?" All are He!

—*Swami Ramdas*

Jñāna never comes without renunciation of lust and possessions. With the dawn of renunciation is destroyed all ignorance, all *avidyā*. Many things can be burnt by means of a lens held in such a manner that the rays of the sun fall on it directly, but you cannot use it so in the shade of a room. Even so with the mind. You must take it out of the dark cell of this world and expose it to the full blaze of Self-effulgent Divinity. Then alone true renunciation will come, and with it all ignorance will be destroyed.

—*Sri Ramakrishna*

Whoever leaves this world behind him passes away from mortality, and when he has passed away from mortality, he attains to immortality. If thou desire to reach this abode

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of immortality, and to attain this exalted station, divest thyself first of self and then summon unto thyself a winged steed out of nothingness, to bear thee aloft. Clothe thyself with the garment of nothingness and drink the cup of annihilation. Cover thy breast with a nothingness, and draw over thy head the robe of non-existence. Set thy foot in the stirrup of complete renunciation and, looking straight before thee, ride the steed of non-being to the place where nothing is. Thou wilt be lost again and again, yet go on thy way in tranquillity, until at last thou shalt reach the world where thou art lost altogether to Self.

—*Attar*

When we realize that we have desired so much in this life and gained so little, then the spirit of renunciation comes. Desires are the cause of all our suffering. So long as we have any selfish desire whatever, we shall have to live in the world of variety ; but the wise man realizes that this is perishable and gives it up. So long as a man is hungry he will ask for food. Only when his hunger is satisfied will he refuse it. So, as long as a man is hungry for the world, as long as he has desire, he clings to the things of the world ; but when his hunger is satisfied, then he is ready to give it up and the life of consecration begins for him.

Worldly men think that the religious man is foolish : but they will grow and change. If the child asks how sugar tastes, you cannot describe it , he will have to taste it for himself. So that state beyond desire is indescribable and you will have to taste it for yourself to know what it is. The Seers of Truth may tell you what is to be seen and felt in that state ; but only as you have experienced it for yourself, can you know what it really is. Each must have his own experience. We cannot learn from the experience of others.

It is true that when we try to lead an ideal life of absolute devotion and renunciation, we have to go through

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

many trials in the form of criticism and condemnation from the world ; but also is it true that the joy one feels in the spiritual life, even in the midst of all external suffering, is infinitely greater than any pleasure that the world can give us. So we should discriminate and stand by the Ideal, whatever may happen to us.

—*Swami Paramananda (of Ramakrishna Mission)*

Once the venerable Anuruddha lived at Sāvatthi, in the house near the Salalā Tree. There he addressed the monks as follows :

"This river here, the Ganges, brethren, flows to the East, is bent toward the East, directed toward the East. Now suppose a large group of people approaches, carrying mammoties and baskets, and they say : 'We shall make this river, the Ganges, flow to the West, bend it toward the West, direct it toward the West.' What do you think, brethren : can this large group of people actually make the Ganges flow toward the West, bend it toward the West, direct it toward the West ?"

"Verily not, brother."

"And why not ?"

"The Ganges, to be sure, brother, flows to the East, is bent toward the East, is directed toward the East. Impossible it is to make it flow to the West, to bend and direct it toward the West, whatever fatigue and pain this large group of people might undergo."

"Similarly, brethern: if a monk who has cultivated and frequently practised the four Foundations of Mindfulness, is surrounded by kings and ministers, by his friends, acquaintances and relatives, and offering treasure, they entreat him: 'Come, my dear man! What do you want with these yellow robes? Why do you go about with a shaven head? Come, return to the lay life where you may enjoy your treasure and do good deeds!' But, brethern, that a monk who has

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

cultivated and frequently practised the four Foundations of Mindfulness, should give up the training and return to a lower state, this is not possible. And why not? There is no possibility that a mind turned for a long time toward detachment, bent toward detachment, directed toward detachment, should return to a lower state."

—from the *Samytta-Nakaya* of the Pali Canon

If one is to find the way to spirituality – *Paramārtha* – he must never be tempted by worldly happiness. The path to God is difficult. The only thing to be done is to surrender yourself at the Feet of God. As long as the mind dwells on worldly happiness and comforts one cannot feel even the slightest touch of God. As long as the heart is not weeping for God, how can one hope to get a glimpse of an experience of God? This is the way to *Paramārtha*. He who is really and truly yearning for God, the longer time he can devote to the repetition of mantra – *japa* – to remembrance of God – *dhyāna* – to the praises of God and reading of sacred books, the greater is the possibility of getting the touch of God and of progressing. One must always try and try anew. He should not even give time to wonder whether there are results or not.

—*Mataji*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Some Recent Significant Trends in Contemporary Western Psychology

DR. B.L. ATREYA
M.A., D.LITT.

PSYCHOSYNTHESIS

Introduction : Western Psychology is a branch of modern western science which is empirical and positive and is based on inductive methods. It is directly connected and based on biology and physiology. All its conclusions are arrived at by the application of experiments of the statistical method. Naturally, therefore, its theories are more objective and materialistic than purely mental and spiritualistic, as those of psychology (science of mind) are generally accepted to be. Most of the branches of western psychology are behaviouristic in their dealing with their particular problems, mind as such playing very little part. Recently, however, there are some trends in the field of western psychology, which indicate a significant drift towards mentality or spirituality, which bring it closer to Indian psychology. They are Psychosynthesis, Psychosomatics, and Parapsychology.

Psychosynthesis :

Psychosynthesis is a very recent trend in western psychology which has been founded by Dr. Roberto Assagioli of Italy. Like Sigmund Freud, he was originally a medical man. He took his medical degree at the University of Florence specialising in neurology and psychiatry. After having practised various methods of psychotherapy, such as suggestion, persuation, and psychoanalysis—he evolved a new and comprehensive method, aiming at a complete reconstruction of the personality, called Psychosynthesis, which he developed under the influence of study of Indian philosophy. It embodies many truths and practices of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Indian psychology, such as Yoga. Dr. Assagioli has applied the truths of Psychosynthesis not only to cure patients, but also has used them as principles and methods of education and self-education and reform of criminals. In 1926 he founded the Institute of Psychosynthesis in Rome. Dr. Assagioli is a great writer and lecturer. He has extensively travelled in Switzerland, England, France, Holland and America. A lot of his papers and articles have been published and translated in several languages. A book by him on Psychosynthesis has also been published in 1966 by Hobbs, Dorman & Company, Inc. New York and Buenos Aires, giving in clear details the principles and application of his theory. Psychosynthesis takes a wider, and deeper view of human personality than any other school of modern psychology, including psychoanalysis. It includes in the concept of human personality its consciousness, its conscious Self or I, its unconscious discovered by Freud and his followers, which it classifies under three strata, namely, the Lower Unconscious, the Middle Unconscious, the Higher Unconscious or Super Conscious. It admits also the Collective Unconscious, discovered by Freud and Jung and others. Besides the ordinary ego or I, Psychosynthesis admits the existence in human personality of the Higher Self, corresponding to that core of being which is called the *Atman* by Indian psychologists. Thus, according to Psychosynthesis, human personality consists of 1. The Higher Self, 2. The Conscious Self or "I" (corresponding to "*Aham*" of Indian psychology), 3. The Field of Consciousness (corresponding to our waking life–*Jāgrat Awastha* (Vedanta) 4. The Higher Unconscious or Superconscious, 5. The Middle Unconscious, and 6. The Lower Unconscious. All the normal, abnormal, mystic, religious and social phonomena of human life are accounted for by this comprehensive concept of human personality by this school of psychology.

In order to be healthy and whole psychosynthesis advises a process of unifying or synthesising the multiplicity

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of our personality in one organic unity round a dynamic centre at two different levels :– 1. At the level of the little self, leading to personal psychosynthesis. 2. By discovering the Higher Self, at the level of the Higher Self, thus leading to the possibility of spiritual psychosynthesis. The fact is that ordinarily we know neither our little self nor the Higher Self. We are wrongly identified with other aspects or factors of our personality and are controlled by that with which we are identified. We ought to awaken ourselves to our real selfhood by disidentifying ourselves (both as our little selves and as our Higher Selves) and thus truly awakening our selves into our real Selves. According to psychosynthesis as according to Vedanta, dis-identification with what we are not, is very essential for Self-realization. For awakening into the Self, disidentification from the not-self is very essential. Psychosynthesis has discovered the principle underlying all Indian *sādhana* that we are dominated by everything with which our self is identified. We can dominate and control everything from which we disidentify ourselves.

❃ ❃ ❃

The Higher Self, according to psychosynthesis is very similar to the *Atman* of the Vedanta. It is transcendental, but reflected in the individual conscious self which is changing, unsubstantial and illusory, as in the Advaita Vedanta.

Modern psychology, since the time of the publication of William James' 'Principles of Psychology', has neglected *Will*, as a great factor in human personality. Psychosynthesis has rediscovered the power of will and conscious effort, as an essential power of the conscious self with the help of which healthy psychosynthesis of personality can be effected, and all ills cured.

Indian psychology of Yoga and Vedanta with similar concepts of human personality as those of psychosynthesis,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

now can join hands with modern western psychology, by making itself practical in the interest of mankind, and psycho-synthesis may learn to be more theoretically sound and practically effective by adopting the yogic and vedantic methods of meditation and Self-realization.

PSYCHOSOMATICS

Psychosomatics (or Psychosomatic Medicine) is a recent doctrine of medical psychology which has released psychology from its materialistic behaviouristic and physiological bias that all mental activities are dependent upon bodily activities or changes. Long ago Freud had explained most somatic or physiological changes of hysterical persons as conversion in the form of bodily symptoms of the repressed mental urges or repressed ideas, but now it has been established that all emotions, conscious or unconscious, are direct or indirect causes of several somatic (bodily) illnesses, which are now named "emotionally induced illnesses." In 1928, Dr. George Draper published a paper in the Journal of the American Medical Association under the title, "Disease, a Psychosomatic Reaction". Later on several such papers were published in other journals and the term psychosomatic came into vogue. In course of time a series of monographs, entitled, "Psychosomatic Medicine, Experimental and Clinical" were published by the above mentioned journal. The Editorial Board consisted of representatives from the relevant disciplines of medicine, such as Neurology, Physiology, Psychiatry and Psychoanalysis, etc. The Tenth International Medical Congress for Psychotherapy held in July-August, in 1938, devoted a major section to psycho somatic problems. A group of investigators of Chicago working under the leadership of Alexander in Chicago, studied diseases of the digestive system and came to the conclusion that in most of them important psychogenic

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

factors were etiological factors. Recent investigations have disclosed that every bodily illness has its psychological etiological component, that the bodily disorders are mostly psychosomatic, resultants of emotions. Any emotion, according to this school of thought can set the autonomic systems and the adrenals in motion, which in turn, affect the heart, the lungs, the circulation and other visceral functions.

Usually psychosomatic disorders are temporary, as emotions are, but there are circumstances which tend to make these conditions chronic. Continued emotional stresses and strains may transform the temporary psychosomatic disorder into a chronic somatic disease.

Here are some interesting quotations from a writer who has made use of the theory of psychosomatic medicine in advising people how to keep healthy, as free from emotionally induced illness.

"Fully 85 per cent of all headaches are emotionally induced." "It was learned by careful study during World War II that the thing we have called *muscular rheumatism*, or myofibrositis or fibrositis, is almost invariably produced by emotional tension." "Fully 30 per cent of the skin trouble in the United States is what the dermatologists call the neurodermatitis". "Fully 50 per cent of the patients who complain of an ulcer-like pain are found not to have an ulcer but merely an emotional muscle pain of the stomach". "85 per cent of the patients complaining of pain in the back of the head, radiating down into the neck have their pain as a result of emotional tightness in the muscles".

According to this author, John A. Schindler, M. D., author of "*How to Live* 365 *Days A Year*," 75% of pain in the back of the neck, 90% of the lump in the throat, 50% of ulcer-like pain, 50% of gall-blader like pain; 99.44/100% of gas; 80% of giddiness; 80% of headaches, 70% of constipation and 90% of tiredness are psychosomatic; that is to say

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

all these symptoms are caused by emotinoal tension. No one, according to him, is immune to emotionally induced illness.

Emotionally induced illness is a physical, not a mental disease. It produces thousands of symptoms, varying from such homely ones, 'as pain in the neck' and 'gas' to such complicated ones as 'nephro scellerosis' and 'peptic ulcer'.

An emotion produces chemical and physical changes in the body (either on the face, where they may be seen by others, or internally, where they are felt by us)—changes that are the *feeling* of every thought we think. For example, in the emotion of anger, the chief central manifestation is reddening of the skin of the face, a widening of bloodshot whites of the eyes, contraction and tightening of the lips, clenching of the fists, a tremor in the arms, and very often a tremor in the voice. Internally, when you become angry, your blood immediately clots quicker than normal. When you become angry the number of blood-cells increases by as much as half a million per cubic millimeter. When a person becomes angry, the muscles at the outlet of the stomach squeeze down so tightly that nothing leaves the stomach during anger, and the entire digestive tract is affected so that many people have severe abdominal pains during or after a fit of anger. The heart rate goes up markedly during anger, often to 180 or 220 or higher, and stays there until the anger has passed. The blood pressure rises markedly and speedily from a normal of 130 to 230 or more, blowing some blood-vessels in the brain. Part of the manifestations of the emotion of fear is a squeezing down of some of the vessels of the brain—this produces the faint.

Part of the manifestations of the emotion of disgust is a contraction of the stomach, violent enough to cause vomiting.

The emotional effects produced through the autonomic nervous system are less severe than those produced through

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the endocrine gland. A common nerve effect is a tight muscle; a tight muscle is painful, whether it is in a leg, in a blood vessel, or in the stomach. Thus emotionally tight muscles produce pain in the back of the neck, in the stomach, in the colon, in the scalp, in blood vessels, in skeletal muscles. Emotionally tight muscles produce ulcer-like pains, gall-blader like pains, common headaches, migraine headaches, and a great host of clinical pictures. Another blood vessel effect is neuro-dermatitis which constitutes 30 p. c. of all skin diseases. The phenomenon we ordinarily term 'gas' is in reality an emotional spasm of muscles in the small intestine. Most belches are emotional muscle effects in the stomach.

Hyperventilation syndrome : Hyperventilation means breathing too deeply, or too fast or both. This is a symptom emotionally induced in which chemical factors play a leading role. Hyperventilation produces cramps at night. A person under emotional stress is likely to hyperventilate, breathes more rapidly than normal without being aware of it.

Emotions produce diseases by stimulating the glands :

The unpleasant emotions can stimulate any or all of the many hormones. What is more, a very acute emotion will produce immediately a profound effect to a much greater degree than will any other type of stresser. Emotions influence the pituitary gland to produce somatropic hormone (STH) which helps the body to mobilize its defences against any kind of infection, which produces the picture we know simply as 'being sick'. STH is stressed by dark, dismal, futile, despairing emotions. Asthma can be generated by emotions, and be made worse by emotional tension. Cases of asthma created by emotional stress are usually the more serious cases and more difficult to control than those acquired on infectious basis.

Psychosomatics brings western psychology closer to Indian psychology, making mind as important a factor in

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

human personality as the body. Both the *Mahabharata* and the *Yogavasistha* say that when the mind is disturbed, the body gets sick, and when the mind attains equilibrium, the body gets well. Yoga is the all-cure of all illness of the human personality, as the control of all the emotions of man becomes justified. The more peaceful the mind, the healthier the body remains. Thus as by psychosynthesis, by psychosomatics western psychology is brought much nearer to the age-old concepts of Indian psychology.

There is much more possibility of closer co-operation of the two in advancing the cause of growing knowledge of human nature for the greater benefit of mankind.

(*To be continued*)

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Siddhas or Narthas of South India
Their Life and Thought

T. KRISHNAJI

Yoga Darśana or the Science of Yoga has been practised since ancient times in India, Tibet, China and other countries. For western thinkers, mind is still a mystery. They assume that it is geared to the sense organs. The latest achievements in parapsychology, extra sensory perception, etc. compel them to recognize the intuitive capacity and the unrecognized powers of the mind. (New Frontiers of the Mind by J. B. Rhine). Mind control by psycho-physical discipline is known as *Yoga* and its practice aims at the purification of the mind preparatory to *jñāna* and *bhakti sādhanas*. Yoga is the link for all schools of philosophy. Patanjali, the seer-philosopher, author of the *Yoga Sutras*, divides the *yoga sādhana* into four stages: *Sādhana*, *Sāmadhi*, *Vibhuti* and *Kaivalya*. Yoga with its eight limbs (*astānga*) aims at a restraint of the senses, at allowing the mind to regain its true nature. Yoga is not union with God but "isolation of the Eternal from the originated and the whole scheme of yoga technique is to realize the eternity of the individual human soul outside of space and time." Man suffers *viyoga* or separation from his true Self or Being; *yoga sādhana* makes possible the recovery of the lost kingdom.

Patanjali, in the '*Vibhuti Pada*', refers to the acquisition of occult powers, thaumaturgy and super-normal powers through *yoga sādhana*. As the aim of *yoga* is *kaivalya* or liberation, Patanjali cautions the *yogi* against the exhibition of such powers. They thwart the true aim of *yoga*. The *yogi* who achieves fulfilment or *Siddhi* is called a *Siddha* or *Natha*. His occult and supernormal powers

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

transcend the limitations of normal capacity, time and space. The *yoga* of Patanjali is theistic and the *yogi* has to adore God, eternal and all-pervasive, to obtain His grace. All the *siddhas* are monotheists, devotees of the Supreme God Siva, the *Adinātha*, who is the greatest yogi, the spiritual preceptor, who revealed the *Agama Śāstra*.

The *Yoga Sutras* speak of *Siddhi* attainable through human birth, using medicine, mantra, austerities and *samādhi*. Patanjali is reputed to have written a treatise on medicine. Health has to be preserved for *sādhana*.

Kapila Rishi was a born *Siddha* and Lord Krishna says in the Gita: "I am Kapila among the *siddhas*." Mandavya Rishi became a *siddha* through medicinal herbs and Narada through *mantra*. Viswamitra got *siddhi* throug *tapas* or austerities. Sage Vidyaranya, in his *Sarva Darśana Sāngraha*, refers to *Raseswara Darśana*, that advocates the preservation of the human body by revitalizing it through *rāsa* (mercury), medicines called *kāya sādhana* to ward off disease and death. The *siddha* school of medicine is in vogue in South India. The *siddhas* lay special emphasis on *kāya sādhana*. Revana Siddha of the 12th century A.D. speaks highly of human birth, "great is birth, great is the human life" and as the body is the vehicle for *sādhana*, its powers of endurance have to re-vitalized. The *Natha Siddhas* expound the theory of preserving the nectar oozing from the moon (*sahasrāra*) and that "an immortal and spiritual life can be obtained by revitalizing the human body and thus making it immaculate."

It is interesting to note that the *siddha marga* is followed in other countries too. Hakuin Zinji (1685-1764), great Zen Master of Japan, practised meditation rigorously and ruined his health. He discovered sage Haku 0, aged about 240 years, who lived on top of a hill far from the madding crowd. Haku 0 told Hakuin that meditation should not be "unmeasured." He said further: "When the spirit is disciplin-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ed, the mind becomes concentrated, when the mind is concentrated the elixir is produced, when the elixir is produced the form becomes fixed and when the form is fixed the spirit is perfected. It should be known that the elixir is certainly not an outward thing....and when the divine elixir is produced, there will be no end to the counting of years." (The Embossed Tea Kettle). The existence of *siddhas* aged 1000 years in the *Siddha Ashrama* at Mount Kailas has been spoken of by tbe great savant saint Dr. Gopinath Kaviraj. (See 'Serpent in Paradise', and "Life of Swami Visudhananda" by Gopinath Kaviraj).

Although we divide the *siddhas* into *Natha Siddhas*, *Siddhas* of Tibet and *Siddhas* of Tamil-Nad, there is an undercurrent of close affinity, mutual influence and inspiration between them all from Pasupathinath to Rameswaram. The *yoga sādhana* is the common culture of All India. The 84 *siddhas* of Tibetan tradition include Matsyendranath and Gorakhnath. There are nine *Natha Siddhas* and eighteen *Siddhas* of Tamil Nad. There have been many *siddhas* revered all over India but they are outside the enumerated *siddhas*. Sri Ramalingaswami, Sri Visudhanandaji. etc were great *siddhas* and mahatmas. The Siddhas and Nathas of Tamil Nad were great devotees of God *Śiva* and His *Śakti* and they spread devotion to God *Śiva* and His *Śakti* all over India.

There is no authentic information regarding the lives and times of the *Siddhas* and what we know is merely from traditional accounts, mostly legendary. The Nine Nathas are : Gorakh, Jalandhar, Charpati, Adambaksha, Kanipha, Matsyendra, Chauranghi, Revana and Bhartrihari. Matsyendra and Jalandhar (King of Jalandhar) were taught *siddha marga* by God Siva. Adinath, Kanipha, Minavathi and Raja Gopichandra were the disciples of Jalandhar. Gorakh and Chauranginath (a Pala King of Bengal) were disciples of Matsyendra. Of all Natha Siddhas, Matsyendra and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gorakh are outstanding. In about the 6th or 7th century A. D. they went to Nepal and gave relief to the country from famine. Since then they have been deified and worshipped as the patron saints of Nepal and the footprints of Gorakh adorn the crown of Nepal's ruler. Gorakh is also revered as an incarnation of God Siva and has some shrines. He left a number of writings on *Natha* cult. He had *darśana* of Lord Dattatreya and one of the works, *Jñāna Deepa Bodha* is a dialogue between Gorakh and Dattatreya, revealing the essence of *Vedanta* and *Siddhanta*. (This has been published recently by Sri Yoganathaswami, Varanasi.) There is affinity between the Natha and Avadhoota sects.

"Gorakh" means one who protects cows. Tirumular, a *Siddha* of Tamil Nada too had protected cows. It is suggested by scholars that Gorakh hailed from Andhra Desa, Punjab, Bengal, Saurastra and Maharastra, etc, and that he lived in about the 10th century A. D. *Siddhas* live long and thus it is not improbable that he lived from the 6th or 7th century to the 10th century A. D. and his field of activity was not confined to any one state. Dr. V. Raghavan says: "Gorakh and his teaching pervaded the whole of Northern India" (Saint Singers of India. Prabhudev Siddha, 1157 A. D). A close associate of Basava, the founder of the Lingayat Sect, had met Gorakh on the Sri Saila Hill. Gorakh told him that through yoga his body had become *vajra kāya*. Prabhudeva silenced him saying" *māya* is *chāya* and *chāya* is *māyā*. What is the use of an adamantine body, it is but an illusion and a show". Charpata and Gaininath were the disciples of Gorakh. Gaininath gave spiritual initiation to Nivrithinatha, who became the preceptor of his brother Jnaneswar, the greatest mystic philosopher of Maharastra. The philosophy of Jnandeva, Sphurtivada or emanation theory is also a doctrine of the Natha Panthis.

Bhartrihari, a Nātha Siddha, was a king of Ujjain, who in a moment of *vairāgya* gave up everything and became

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

an ascetic. He was the author of Niti, Sringara and Vairagya, hundred verses on each like the triad teaching of Valluvar, the great South Indian moralist, and a *siddha.* Revana Siddha was a great Lingayat teacher (Renukacharya) who performed *tapas* in the *kada siddha* hills and identified with one Kada siddha. Probably the reference to Revana Natha may be identified with Renukacharya.

Eighteen Siddhas have been named in the Tamil Nad but there has been no authentic information about their lives and times. There are traditional legends and their poetic preachings. Thirumular, a great *siddha,* travelled from the Himalayan regions to the south to meet Sage Agasthya. At Thiruvaduthurai, he saw the pitiable plight of a herd of cows weeping over the death of their cowherd. Thirumular entered the dead body and drove the cattle home. As he had saved the cows from their sorrow, he may also be named Gorakh. He is said to have lived in the 6th century A.D. and is one of the 63 saints, Nayanmars, devotees of Siva, of Tamil Nad. He wrote an authoritative work on Śiva Siddhanta called Thirumanthiram.

Śiva Vakyar, a siddha, was a great devotee of Śiva. He changed his faith and became a staunch devotee of Visnu. When Śiva came to see him, he refused to see any God but Visnu. Śiva was pleased at his intense devotion to Visnu and graciously named him 'Bhakti Sara'. He was a contemporary of the early Alwars, Vaishnava saints, Poegay, Pey and Bhuta Alwars. As a *siddha,* his poetry reveals him as a critic of ritualism, orthodoxy, and scriptural authority.

Pattinathar was a rich man of Kaveripumpattinam. He lived in luxury in the 10th century A. D.. His spirit of dispasion was roused by a lad leaving with him an eyeless needle and a message that at the time of his death not even an eyeless needle would accompany him. He gave away his riches and left home as an ascetic, extolling devotion

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to God Śiva and inculcating due observance of the virtues of truth, compassion and charity. He went to the bedside of his mother before her death to fulfill his promise to her and cremated her body. His kinsmen deserted him but he discharged his filial duty like Sri Sankaracharya. Pattinathar attained his *mahāsamādhi* at Thiruvathiyur, a suburb of Madras city, and his *samādhi* is a place of worship. Bhadragiri was the king of Tuluva country. He was associated with Pattinathar and became a *siddha*. The above mentioned lived prior to the 10th century A. D. and the other siddhas of Tamil Nad belonged to the 16th or 17th centuries A. D.

Pambati Siddha sang a song called "Snake Dance Song" extolling the supremacy of God Śiva. He derides idol worship, caste and the Agama Śāstra. In his song he compares the human soul to a snake. Karuvuru siddha is identified with one Thirumalika Devar who founded a monastery and worked several miracles of raising the dead etc. He disappeared mysteriously. Ahappey *siddha* was a *jñāni* and preached realization of God Siva through *jñāna*. Idaikattu Siddha composed a song in which two shepherds hold a spiritual dialogue, inculcating restraint of the senses and realization of God in one's own heart. Kudumbai Siddha says : "The ultimate spiritual life is divine bliss." Kaduvel Siddha denounces the evils of anger, fraud, drink etc and advocates an ethical life and devotion to God. The other *siddhas* were Auvai, a woman yogi, Siralan, Kumara, Devar, Muthu Thandavar, Venkadar, Arunagiri and Thirumai Gaittavar.

There is another traditional list of *siddhas* which includes Agasthya, Chattamuni, Kaka Bhusundar, Suryander, Bogar. Most of the names are legendary. Bogar was a *siddha* of the 6th century A. D. or earlier. He came from China with a companion, Pulipani, whom he had taught medicine and alchemy. Bogar was a Taoist. His *samādhi*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

is within the precincts of the Palani Temple. It is said that he entered an underground passage by the side of his *samādhi* and disappeared. "A *siddha* is one who passes into the unseen when his hour is struck, not by death but by vanishing from sight into space, because his body is a transmuted body, so immaculately etherial in composition that death cannot touch it." (Palani Devashtanam Bulletin).

The religion of the *siddhas* is devotion to God Śiva and to lead a high ethical life. So they preach devotion to God—God within the heart or outside in the shrines; and censure social evils, moral lapses and formal religious usages. They were *ativarnāsramis*, (beyound the four *āśramas*), and so they boldly denounced social evils. Their language is symbolic and incisive. They wery held in high reverence and their life and conduct was holy. All the *Siddhas, Nathas* of South India believed in 36 Tatvas, and the common ground of philosophy is Śaiva Siddhanta. Yoga is the heritage of all. The *siddhas* of the Tamil Nad enriched the Tamil language by their poetic preaching. They exhort us to wake up to spiritual life. They played a notable part in arousing the people to religious and spiritual life. Though many siddhas belong to the past, they exercise profound influence over the people even now. Though they seem to be dead, they ary alive, revered and worshipped by the people of India. They have contributed richly to the religious life of the country.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Vaishnavadevi-A Tirtha of the Himalayas

Saroj

Far from the madding crowd, among the peaks of Trikuta mountain at a height of 5780ft is situated the cave-temple of Vaishnavadevi. The way to this pilgrims' place is from Katra, a small hilly town at a distance of 31 miles from Jammu, from where the journey of 13 miles is covered on foot or on horse-back.

According to mythological sayings, Bhairon, the Rakshas, got enamoured of Bhagwati Durga, the Goddess Vaishnavi and made an attempt to win her over. But the Goddess rendered all his attempts futile by encaving herself for six months at a place known as Adi-kumari at a height of 4783 ft. It is a marvellous spot where pilgrims feel the vibrations of divine love while passing through the narrow-mouthed, oily-surfaced, uneven cave known as "*garbhavāsa*" that was originally the abode of the Goddess. It is hardly 4 yards long, but the way one goes round it is an ordeal for everyone.

Later Bhairon's head was shorn on a hill named after the demon and his body was thrown miles off at the cave sacred to the Goddess Vaishnavi, the Śakti of Vishnu. After slaying the demon, Bhagwati graced him by assuring his salvation through the continual passing of Her devotees' foot-steps.

It is said that the cave was carved out by the stroke of the Goddess' *trident*. The cave is extremely narrow, allowing merely one row of not more than twenty devotees at a time. Therein, the darkness above and the coolness of Charanganga water below, present a highly mystical atmosphere to the pilgrims. The first five yards from the entrance are covered by prostration. Then, wading for about 90 yds. in

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the icy cold water, devotees find a wide canopy of rocks, where the universal force, the eternal Śakti of Brahma got itself personified in the forms of Mahasaraswati, Mahavaishnavi and Mahakali. The waters oozing incessantly out of Bhagwati's feet, the miraculous access to the *darbar*, the narrow entrance of the temple, all make devotees consecrate themselves at the sacred feet of the Divine Śakti.

The pilgrimage to Vaishnavadevi continues round the year. However, *Navaratri*, the nine days' period in Chaittra and Ashwini each year is considered to be specially sacred to the Goddess Durga.

The pilgrimage commences with a roaring jayakar of '*Jaya Mata Ki*', '*Jaya Mata Ki*', Journeying for about 1-½ miles from Katra, the pilgrims come across Vana-ganga, the sacred stream brought into being by a shot of Bhagwati's arrow. It is essential to take a dip in Vana-ganga, either while going or coming back from the pilgrimage. Later, they reach Charanpaduka, which is one mile away from Vanaganga, situated at an altitude of 3378 ft. Here, as the name of the place indicates, the foot prints of the Goddess are noticeable.

The first halt is made at Adi Kumari which is 4783 ft. above sea level and 5 miles distance from Katra. Adequate arrangements are made here for lodging and boarding. Then begins the assent to the rocky path of Hathimattha, called so on account of its steepness. The route onward is irksome and tedious. However, wondrous is the effect of Mother's name so that the pilgrims' enthusiasm knows no curbing at any pace. Moreover, the harder the path the greater the zeal of the devotees and the breath taking journey is accomplished easily by all. Neither tiny tots nor haggard skeletons of eighty notice the difficulty in reaching the *darbar*. Whenever devotees feel the loss of energy, the sudden *jayaghosh* of '*Jaya Mata Ki*' exhilarates them and gives them vigour for their march.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Covering the distance of about ten miles, pilgrims reach 'Sanjhi-chhatta' (साँझी छत) a peak tucked high up in the Himalayas at a height of 7840 ft. This spot commands a panoramic view of snow-capped Himalayas, the eternal protectors of Bharat where gods reside and sages repose. The cool, balmy, placid air of this spot is very refreshing; from here one covers a distance of one more mile and then reaches Bhairon, a hill, 6583 ft. above sea-level. Here ends the ascent as the route onward goes down right upto 3 miles. The descent is still more laborious since the way is so far unpaved. Whatever be the hardships of the track, a continuous stream of devotees trudges on with zeal and zest, bearing the stress and strain for the one glimpse of the Goddess Vaishnavi whose name floats everywhere in the air.

On reaching the *darbar*, devotees are bound to take a bath in the Charan-ganga, the icy-cold water of which benumbs the whole body for a second; still the bath is indispensable as it takes away all the fatigue of the journey. Afterwards they wait for an entrance into the temple with the essential *pujan-samigri*. It is quite surprising to note that even during off months like May and June, people throng the court yard of the temple waiting for hours and hours for *darśana*.

No suggestions to broaden the mouth of the cave are possible as the mason is liable to be cursed if he raises a chisel at the stones of the holy cave. It appears as if Bhagwati is pleased by the continual rush of Her devotees who go on waiting patiently for Her *darśana*. It is a trial of perseverance for the *bhaktas* and probably the more long-suffering they are, the more blessed they feel.

The return journey can be made the same day if people do not feel exhausted. The lodging and boarding arrangements are laudable near the temple. *Halwa* prepared there is especially tasty. Each devotee can be provided with blankets in time of need. The fact that all the edibles, in this

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

age of *dalda*, are fried and cooked here in pure ghee, needs special mentioning.

It is said that Swami Vivekananda visited this holy place in the course of his pilgrimage trough *Uttarakhanda*. Guru Govind Singh was also blessed by the Goddess Vaishnavi.

This is how Vaishnavadevi, the *tirtha* of the Himalayas, the shrine of the Goddess Durga, has been a source of inspiration to millions of pilgrims and is likely to remain so for ages to come.

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mātri Līlā

(15th September—15th December 1968.)

As already mentioned in the last issue of 'Ananda Vārtā', Mataji alighted in Kishenpur from Delhi on September 10th. On the 12th she went to stay in Raipur for two nights. On the 1? th Sri Gurupriya Devi commemorated the anniversary of her father Sri Akhandanandaji's *Mahāsamādhi* by giving a feast to Sadhus at the Kishenpur Ashram. There was kirtan for a few hours round midday. At 12 o'clock Mataji suddenly appeared quite unexpectedly in the hall of the Ashram. When the feast was over she returned to Raipur for another night and the next day. On *Mahālāya* day, September 22nd, special kirtan was performed during the solar eclipse. Mataji was present for two hours and at the end of the eclipse sprinkled *Gangajal* on everyone.

On the 23rd of September, the first day of *Navarātri*, Mataji shifted to her charming new cottage in the compound of Mr. & Mrs. Khaitan, next door to Kalyanvan. Durga Puja, Lakshmi Puja, Kali Puja and the 19th Samyam Mahavrata were all celebrated in a large and beautiful pandal in the same compound and Mataji remained in her new house until November 8th. On the 23rd of September an earthern pitcher (*ghata*) filled with sacred water brought from the Ganga, Jamuna, Gangotri and Jamnotri, etc was installed in the Mandap constructed of bricks that opened out into the pandal. The *ghata* was worshipped daily as a symbol of the deity until the installation of the traditional image of Durga, Lakshmi, Saraswati, etc., on September 28th, *Saptami* day. On the first day of *Navaratri* Professor Tripurari Chakravarti arrived from Calcutta and started that very evening a course of highly interesting talks on the Valmiki Ramayana that continued for full 21 days. He

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

stayed on for the Samyam Saptāh, and after the Ramayana talked on the Mahabharata. His lectures attracted many people from Dehradun who attended regularly. Mataji was always present and thus we had *darśana* every evening for two hours and longer even in the intervals between the festivals, during which Mataji was visible most of the time until late at night. One day Professor Chakravarti was invited to talk about Vivekananda at the Kishenpur Ramakrishna Mission. Mataji also paid a visit to the R. K. Mission on that occasion. A large gathering was held there in the open air.

From September 28th to October 1st Durga Puja was celebrated. Many guests had arrived from various places, as far off even as Calcutta and Bombay, and some remained for several weeks. Two ladies, hailing from Germany and France respectively, also participated. A huge crowd flocked from Dehradun on the main days of the Puja. On *Ashtami* and *Naomi*, feasts and presents were given to 108 *Kumaris* each day. As always in Mataji's presence, every detail of the puja was performed to perfection. Mataji was extremely active and saw to everything in person, paying no attention to her unsatisfactory health. There was exquisite music during the ceremonies. Over and above the proceedings in the pandal, one hundred *Durga Sapta Satis* were chanted in the puja room of the yet unfinished house of Mr. & Mrs. Khaitan, and on *Naomi* day this part of the function was duly completed by a *yajña* performed in front of the house.

Mahamandaleshwara Sri Swami Maheshwaranandaji arrived on *Saptami* and stayed for three days in one of the cottages at Kalyanvan. He delivered three brilliant, very witty and entertaining talks on the significance of Devi, of Durga Puja and so on. But actually all his discourses were on *Advaita*, the one theme he discusses in endless variations. "Do not imagine", he said that the devotees of Krishna and those of Durga worship different gods. These are different

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

aspects of the One. Just as different organs have different functions: The eyes cannot hear and the ears cannot see, yet they belong to one body. When you injure your foot, your eyes weep, your tongue shouts for help and your hands attend to the wound. Why should this be so, if they were not one ?" He used parables and amusing stories to illustrate and make intelligible profound truths.

Every evening for half an hour Brahmachari Nirmalananda would explain the meaning of Durga Puja. What he said was in fact for many a necessary part of the celebrations. It was interesting, instructive and thought provoking. There are two sides to the puja: the inner and the outer. In actual fact Devi resides within the heart of every human being. She is outside only by projection. The priest has to identify himself with his object of worship to make the puja effective. The worship is different on each day. On *Saptami* the bathing of the deity is the main item, that is to say, purification. On *Ashtami* the actual, most elaborate worship of the goddess is the central idea; and on *Naomi* one is to dedicate oneself with all that one is to the object of worship. What God wants as offering from us all is the ego, that and nothing else. All offerings are but symbolic of the variegated aspects of the I-ness. Mataji often tells a story in which someone asks: "What does God eat ?" The reply given is: "God eats the ego." On *Daśami* the living presence of the goddess is withdrawn from the image, so that we may feel Her presence within our own being. The goddess has been projected outside only to remind us, to make us aware of Her constant presence within us. Why is the image immersed in water? It is said that the gods reside in water. Thus the image is not thrown away into water, but returned to the realm to which the goddess belongs.

At the end of the evening programme Mataji daily replied to questions or told stories with great vivacity. Responding to a general request, Km. Chhabi Banerji sang

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

special Bengali kirtan for three and a half hours on October 3rd. On the 5th night, full moon, Lakshmi Puja was performed to a beautiful image of the goddess. On the 6th a lunar eclipse was observed by kirtan. The next morning, during *darśana* time in her room, Mataji talked at lengh about Naimisharanya, urging everyone to attend the forthcoming function there in our new Ashram from November 21st to December 5th. Naimisharanya is a very special place. It is said that Kali Yuga cannot touch Naimisharanya. Mataji, amongst other things, related about the floods there in October 1960, just before our Samyam Vrata was to be held. The whole area was deep under water and the officials who had undertaken to assist with the arrangements suggested the shifting of the function to Lucknow. Wires and trunkcalls were sent to Mataji to obtain her permission. In the meanwhile, Swami Paramananda was in Naimisharanya in order to prepare for the gathering. "Since Mataji has sent me here," he said to the officials, "I shall not give up the attempt to arrange here itself." They felt that he must be either crazy or lacking in intelligence to attempt the impossible. One day, Mataji, who was in Dehradun, asked for a glass of water and drank it up to the last drop, saying ; "Just as it takes no time to empty a glass of water, so God, if He so wills can withdraw the floods in no time." Within three days the water had all flown off. People said that they had never before witnessed floods subsiding at such speed. However, the place where the pandal was to be erected was just a mass of deep, soaking wet mud. Swami Paramananda hired a hundred kulis and had the whole area covered with a thick layer of sand. Only the night before the *Samyam Saptaha* started, could the pandal be completed. Many of the tents were pitched after the *vratis* who were to occupy them had arrived. But the function took place as scheduled and was one of the best and most memorable we had ever known. Mataji remarked jokingly that the Gomati had come in person to cleanse and purify the whole place with her waters in

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

preparation of our gathering, which comprised the reading of 108 Srimad Bhagavatas by 108 pandits for a week, following immediately the *Samyam Vrata.*

Practically during the whole period of about four weeks between *Durga Puja* and the *Samyam Vrata*, Mataji would give *darśana* in her room from 11-12 midday. The lovely, spacious room, which commands a panoramic view of the mountains, was always packed, with people overflowing into the corridor and the adjoining rooms. Varied and interesting conversations often ensued. The above is only one example.

The same evening at dusk, a young devotee who is an electrician, was called to do some repair. He ran down to Mataji's house by a shortcut without path. On his way he put his foot on a thick black piece of wood (as he thought) but found it to be a king cobra ! It stood up, waving its huge hood and slapped his leg but did not bite him. He stood quite still for some time, fearing that the snake might chase him if he moved. Al long last, shouting 'Ma' he bolted away. The cobra remained where it was. Mataji asked him to sleep in her house that night.

One morning an old English gentleman came for Mataji's *darśana* who had been a Government official at Dacca when Mataji lived there over forty years ago. Now having taken up work at the Welham School in Dehradun, he asked permission to bring his students. Thus, on October 18th evening, 41 boys arrived with one of their teachers. Mataji asked them questions about themselves and their school and then talked to them as she usually talks to children. They sang to Mataji. At the end they expressed the wish to put a picture of Mataji up in their school. It was presented to them. Mataji distributed sweets and flowers to them and touched each boy's head.

Another evening a bus full of Europeans hailing from various countries came for Mataji's *darśana*, led by their Guru, an Indian Swami who is running an Ashram in Germany. Yet another day Sri Swami Chinmoyananda,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

who has an Ashram near Bombay came from Uttarkashi with a number of his disciples and delivered a talk.

On October 19th-20th the Delhi Kirtan party performed *Nāma Yajña* of *Mahāmantra*. All present took active part, the men singing all day and the women all night. On October 21st, Divali night, Kali Puja was performed until the small hours of the morning. In the evening of *Annakut*, Mataji distributed trays and trays of sweets to all who approached her in a very orderly queue. It took hours. After the Divali functions, the Mandap was converted into a dais to seat the speakers at the Samyam Mahavrata, which took place from October 29th to November 4th.

Each *Samyam Vrata* seems more wonderful than the preceding ones and each has its own distinctive note. Most participants look forward to it from one year to the other. The fasting on *Gangajal* on one or two days, the restricted diet on the other days, the very strenuous programme, forgoing many comforts, sitting still for hours together, are not felt as hardships anymore. A great abiding joy and a rare sense of unity were the keynote of the whole gathering, which was remarkably well organized and disciplined. There was no crowding round Mataji in the pandal at any time. However, after the morning session, Mataji would sit in the open and those who wished could approach her individually to do *praṇāma* and offer garlands or flowers to their heart's content. Of foreigners five American gentlemen and two French ladies took part in the function. There were fewer talks and more music this time, since a few of the *Mahātmās* who usually grace the *Samyam Saptah* with their presence were unfortunately unable to come. The discourses by Mahamandaleshwara Sri Chaitanya Giri, Sri Swami Vishnuashram, Sri Swami Sharananandaji, Sri Avadhutaji, Swami Govind Prakashji of Ramatirtha Ashram, and others were all of a high order and much relished by the Vratis. Mataji was truly indefatigable. Not only did she sit through most of the satsang, but she was guiding and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

supervising all arrangements. Every day during meal time she would, for instance, go to Kalyanvan, where food was cooked and served, and make sure whether everything was as it should be. She would in person welcome and see off every visiting *Māhātmā*. Needles to say, she made time for private interviews and attended to visitors who came for part of the week or just for a few hours from distant places. There were a thousand and one things that she did. Notwith standing unsatisfactory health, her energy seems unlimited and neither do the limits of time and space exist for her, now as before.

On the day the *Samyam Vrata* started, Dr. Mukerji, an ardent and much loved and respected devotee of many years' standing, to our deep regret passed away in Dehradun. How great was our astonishment when we heard that Mataji had been to see him a few hours before he left his body during that busiest of busy times!

Mataji was very generous in her replies to questions during "Matri Satsang", the last item of the daily programme. Everything she said has been preserved by tape recorder and we hope to publish some of it in subsequent issues of Ananda Varta and also some of the talks given by the *Mahātmās*.

Mataji was expected to leave Dehradun on the 5th of November, but at the last moment decided to remain for three more days. Sri Goswamiji, Chakarpaniji and Swami Ananda stayed on and talked to us every evening in the Ashram Hall. On the 8th evening Mataji boarded the train to Lucknow from where she motored to Naimisharanya the next morning.

On several occasions we have written about Naimisharanya in the pages of this magazine,* since our eleventh *Samyam Vrata* was held there in the grounds of Sri Naradananda Ashram in 1960. In 1961 a plot of land measuring

* See 'Ananda Varta' Vol. VIII, No. 4, February 1961, "Samyam and Bhagavata Saptahas in Naimisharanya" by K. G. Ambegaokar.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

about 15 bighas was acquired by the Sangha on the Hanuman Tila, the highest spot of Naimisharanya. A beautiful little Puran Mandir was built there and inaugurated in Mataji's presence in December 1967.† Since then a regular small Ashram has grown up round the Mandir, which opens out into a fair sized circular hall. The hall has so far a canvas roof. To the right and left of the hall, there are two sets of living rooms that were occupied by Sri Haribabaji Maharaj and by Sri Swami Akhandanandaji during the recent function. A small house has been constructed for Mataji, Didima, Didi and the attending girls, and at some distance another house for the general kitchen with a few small living rooms. A generous *bhakta* has donated a motor for the well and pipes have been laid on for water supply. The beautiful pandal from Dehradun, originally brought from Calcutta, was shifted to Naimisharanya with all the workmen, loudspeakers and other equipment. There also it proved a great succes, although the enormous crowd of local visitors had partly to sit outside. A large number of tents were pitched in the Ashram grounds and nearby to accommodate guests who arrived from all over North India. Two dharmasalas and other rooms in the neighbourhood were also at our disposal besides the Prayag Narain Kshetra on the banks of the Gomati just below the Ashram, which houses sadhus in tatched huts among idyllic surroundings.

In 1960, 108 pandits led by Sri Agnishwatta Shastri (Batuda) had recited the Bhagavata in Sanskrit, while Sri Swami Vishnuashram had expounded in Hindi. This time Batuda alone was responsible for the Sanskrit reading while Sri Swami Akhandananda Saraswati explained in Hindi for full 15 days, from 9–11 a. m. and from 3–4.45 p. m. Profoundly learned, a brilliant speaker as well as an expert on the Bhagavata, he made clear the symbolism of many

† A picture of the Mandir will be, found in 'Ananda Varta', Vol. XV, No. 4, April 1968.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

passages that seem obscure or even devoid of meaning to the ordinary person. His exposition was really masterful. The whole audience listened spell bounnd day after day. Mataji was present throughout and also for Sri Haribabaji's satsang from 7.30–9 p.m. Some Mahatmas, such as Swami Sharananandaji, Sri Govind Prakashji and others came from distant places, listening to the Bhagavata and also gave short talks in the evening. It was altogether the most beautiful and concen trated gathering, fully worthy of the sacred spot where thousands of Rishis are said to have lived. It will not easily be forgotten by those who had the good fortune to be present. Among the visitors there were high Government officials and several Rajas and Ranis.

On December 6th everyone dispersed. Mataji, together with Sri Haribabaji and Swami Akhandanandaji, motored to Lucknow where satsang was held in the compound of the residence of Sri Rameshwar Sahai, retd Conservator of Forests. At night Mataji boarded the train to Delhi and remaind there till 16th.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2.50
Sad Vāni ,,	1.00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I to XV	40.50
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	3.00
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Sankirtan, Stav, Aratī	0.50
ani	6.00

Bengali

Matri Darshan—"Bhaiji"	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	1.50
Mātri Vāni	0.75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I–XII	30.50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1.50
Akhanda Mahāyajña ,, ,,	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Suno Bali Maer Kotha – Sailesh Brahmachari	1.25
Mātri Lila Sankirtan	0.31
Anandamayee Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— ,,	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1.50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I —Br. Kantibhai	1.00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2.00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"		4.00
Mātri Vāni (Sayings)	1.50, Special edition	2.50
Words of Sri Anandamayee Ma	3·00, ,, ,,	5.00
Mother as seen by her devotees	5·50, ,, ,,	6.50

Photos etc.

Photos—various sizes	0.50 to 15.00
Lockets	1.50
Album	2.50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्रीश्री आनन्द मयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. N. 4727/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ānanda VĀRTĀ

BENGALI & ENGLISH

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Vol. XVI. April, 1969 No. 2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথমবার পুস্তকাকারে প্রকাশিত

অনুপম অধ্যাত্ম সাহিত্য

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার অমূল্য

উপদেশের অপূর্ব্ব সংগ্রহ।

❋অমর বাণী❋

ব্যাখ্যাতা মং মং ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডী, লিট্‌।

❋ জিজ্ঞাসু ভক্তবৃন্দের মনোজগতে উদিত বিভিন্ন প্রকার সংশয়ের সমাধান কল্পে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ থেকে যে সব উপদেশাবলী নিঃসৃত হয়েছে তাদের যথাসম্ভব পরিবর্ত্তনহীন অবস্থায় সংকলনের এক সফল প্রয়াস।

❋ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখের ভাষা স্বভাবতঃ অত্যন্ত সরল এবং সহজ। কিন্তু কোন কোন স্থলে সাধারণ পাঠকের নিকট ভাবার্থ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এ জাতীয় কঠিন স্থলের সাবলীল সরল ব্যাখা শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং করে দিয়েছেন।

❋ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীসমূহ বাস্তবে মাতৃভক্তগণের নিকট মহাবাক্যের সমান গুরুত্বসম্পন্ন পরম আপ্তবচন। এদের মধ্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ বিদ্যমান।

আকর্ষক গেট-আপ্‌ এবং শ্রীশ্রীমার দুখানি নয়নাভিরাম চিত্র সম্বলিত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৮৮ মূল্য—১০·০০

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘ

ভদৈনী, বারাণসী ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Mata Anandamayee and with other religio-philosophical topics

❋

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Padma Vibhushan

Brahmachari Nirmalananda, M.A. Shastri.

Kumari Lalita Pathak, M. A.

Brahmacharini Atmananda.

Sri K. Bose,—*Managing Editor.*

❋

❋ ANNUAL SUBSCRIPTION ❋

India—(Postage free) Rs. 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs. 10/50 or 15 shillings or $ 2·00
" (By Airmail)—Rs. 25/- or £ 1-10-0 (Europe etc.)
" " —Rs. 35/- or $ 5.50 (North & South America.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULE

1. The magazine is published in three separate edtions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English. The magazine is published four times a year, in the months of January, April, July & October. The year begins from January.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by international Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *within the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1.	মাতৃবাণী	49
2.	শ্রীশ্রীমায়ের অমর বাণী—(ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী হইতে প্রাপ্ত) ...	51
3.	উপনিষদের আলো	62
4.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ...	65
5.	দেহশুদ্ধি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ...	72
6.	মহাপুরুষ চরিত	78
7.	শ্রীমায়ের একটি চিঠি—ব্রহ্মচারী যোগব্রত	81
8.	বৈতরণী—শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ	87
9.	দেরাদূনে দুর্গোৎসবে মাতৃসঙ্গ (১৯৬৮)—"মাতৃ-প্রশ্রয়-পুষ্ট" ...	89
10.	মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের উদ্ঘাটন সমারোহ— ... শ্রীরণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	97

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section

1. Matri Vani 49
2. Ma—D. S. Nakra 51
3. Mataji's Darsana
   —Eillen Wood Jasnowski 56
4. Erom the Diary of a European
   —Melita Maschmann 58
5. Can Everybody Practise Yoga?
   —Dr. I. K. Taimni 66
6. Some Recent Significant Trends in
   Contemporary Western Psychology
   —Dr. B. L. Atreya, M.A., D. Litt. ... 72
7. Sacred Places of Kasmir, Jammu
   and Ladhak—A Devotee 82
8. Matri Lila 92

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

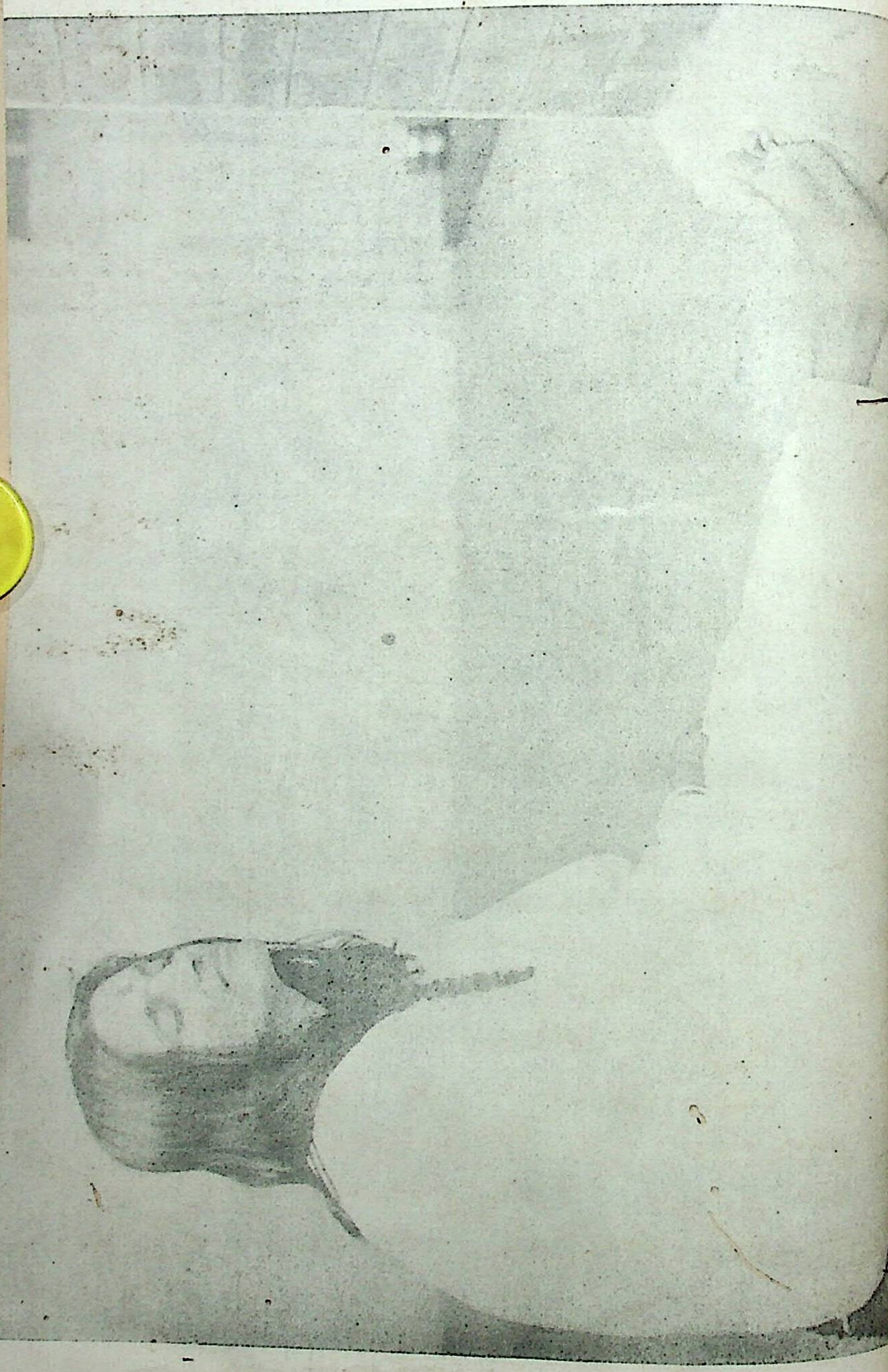

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্ আপনাতে আপনি।"

VOL. XVI] APRIL, 1969 [NO. 2

মাতৃ-বাণী

"ভগবান পূর্ণ। এইজন্য পূর্ণের প্রকাশের জন্য তাঁহার কাছে আসা। ভগবানের অভাবের বোধেই দুনিয়ার দুঃখ। যেখানে ভগবানের প্রকাশ সেখানে দুই নাই—দুঃখের স্থান নাই।"

* * * *

"ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য চল—চেষ্টা কর। ঐ-ত আসল পাগল। পাগল মানে পাওয়া গেল—পেয়ে গেলে। মানে অনন্ত প্রকাশ হওয়া। এই পাগলের জন্য পাগল হইলে দুই-য়ের জন্য যে পাগলামী তাহা ছুটিয়া যায়। কেহ কোনও শরীরের জন্য পাগল। ঐ পাগলামীতে মোহ মায়ায় পড়িয়া নিজের শরীর নষ্ট করিয়া দেয়। ভগবানের জন্য পাগল হইলে শরীর নষ্ট হয় না।"

* * * *

"ভগবৎ শক্তি ভগবানের কাজে না লাগাইয়া দুনিয়ার কাজে লাগাইলে শক্তির ক্ষয় হয়। পরমার্থশক্তিকে দুনিয়ার দিকে লাগাইলে এই শক্তির ধারা খণ্ডিত হইয়া যায়। সাধন করিতে করিতে শক্তি যদি আসিয়া যায় তবে তাহার ক্ষয় করা উচিত নয়।"

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সবই ভগবানের বিভূতি, তাঁহার মায়া, তাঁহার লীলা, তাঁহারই খেলা। এই খেলার মধ্যে যাহা প্রাপ্তি হইয়াছে তাহাকে দুনিয়ার ব্যবহারে লাগান ঠিক নয়।"

* * * *

"এক হয় মহামায়া, আর হয় বিষয় মায়া—বিষয় ভোগ। তুমি অমৃতের যাত্রী হইয়া যদি তাঁহার পথে না চলত বিঘ্ন। বিষয়েতে আসিয়া বিভূতির মধ্যে ফাঁসিয়া থাকিবে না। বিভূতি—ইহাও এক স্থিতি মাত্র। ইহাতে কাহারো ভাল করিতে পারে, খারাপও হইতে পারে। কিন্তু ইহা—দ্বারা চরম পরম মিলিবে না। শক্তি প্রাপ্ত করিয়া তাহার ক্ষয় করা চাই না। আত্মপ্রকাশের জন্য চেষ্টা কর। নয়ত বিঘ্ন—পতন।

* * * *

"একত হয় শক্তির ব্যবহার করা, আর এক হয় স্বাভাবিক। আপনা আপনিই হইয়া যায়। শক্তির ব্যবহার করিলে 'আমি' থাকিয়া যায়। এইজন্য ইহাতে পতন হইতে পারে। কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক সেখানে একথা নয়।"

* * * *

"মোহেতে ফাঁসিয়া যাওয়া আর প্রেমে আপ্‌না প্রকাশ। মোহে ফাঁসিয়া গেলে হায়-হায় করিতে হয়।"

* * * *

"যে পরম বন্ধু সে কখনও ধোকা দেয় না। দুনিয়ার দৃষ্টিতে ত্যাজ্য পুত্র হইতে পারে। কিন্তু ঐ বন্ধু ত্যাগ হয় না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের অমরবাণী

(ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী হইতে প্রাপ্ত)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কৃত ব্যাখ্যাসহ

প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমা ঃ গুরু বার বার কেন, আবার কেন গুরু করা —এসব যাই তোমরা জিজ্ঞাসা কচ্ছ, গুরুস্থান কিন্তু এক। যে দীক্ষায় যা প্রকাশ চাই সেইত দীক্ষা। এক জায়গা থেকে দীক্ষা নিয়েছ, আর এক জায়গায় গিয়ে শ্রদ্ধা বল—চেহারা দেখে ভাব দেখে বা তত্ত্বকথা শুনে; একটা দিক দিয়ে সাময়িক ভক্তি শ্রদ্ধা এল। কিন্তু মনে রেখো, যেখানে গুরু শক্তিসম্পন্ন, বাইরে তন্মুহুর্তে সব সময়ে প্রকাশ না পেলেও পরে দেখ্‌বে তোমার কোন্ সুত্রে লাভ—খুলে যাওয়া চাই। জগৎ-গুরু যেখানে বলা হয়, গতি-স্থিতি-অস্থিতির লক্ষ্য ভেদ করেন বলেত। সেই মহান তীর জগৎগুরু সদ্‌গুরুর হাতে। সেই গুরু যে ভাবেই প্রকাশ হন, হওয়াই চাই। কোন সময় বলে না ঐ ধারায় পড়ে থাক। দেখা যাবে ধারা একটাই। একজায়গায় গিয়ে অনুভূতি হল না, আর এক জায়গায় হল। কিন্তু যেখানেই হউক, বাস্তব গ্রহণ যেখানে, তখন দেখবে এক ধারার মধ্যে অনন্ত ধারা। অনন্ত ধারার মধ্যে ঐ এক ধারাও।

প্রঃ—দীক্ষা একজায়গায় নিল, আর একজায়গায় গিয়ে শক্তি পেল—তবে কি দীক্ষায় শক্তি নেই ?

মা—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মন্ত্রের শক্তি আছে। গুরুশক্তি যদি লাভ না হয় মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া তুমি পাবেই। যেখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মন্ত্রমধ্যে সেই শক্তি অক্ষুণ্ণ আছেই জেনো। কোনও জায়গায় আবার হয়ত তুমি শক্তি পেলে, সাময়িক যেন শক্তির ক্রিয়া পেলে, কিন্তু স্থায়ী-অস্থায়ীর দিক দ্বন্দ্ব ! কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব প্রকাশ হলে, সেখানে জানবে গুরুশক্তি প্রদান প্রাপ্তি—এইটীই মনে রাখা। গুরুশক্তির কথাত বিশেষ। কোথায়ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গ পেয়ে নিজ গুরুর উপর যে শ্রদ্ধা বাড়িয়ে দিল—গুরুই তোমাকে ঐ ভাবে গ্রহণ। যখন জানাবেন তখন ধরা পড়ে। কে আমাকে এখানে নিয়ে এল। আর এখান্ সেখান—কে সে, কাকে বলে—সে-ই। যতক্ষণ পাবে না 'ও' 'সে' বলে মনে হবে, তোমাদের দৃষ্টিতে অন্য স্থান বলে। সেখানে গিয়ে যা পেয়ে—আমার গুরুই এইরূপে।

আবার হয়ত দীক্ষা নিয়েছেন, অন্যের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই। সংস্কার অনুসারে গ্রহণ শক্তি ত আলাদা, তাই রকমারী থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু গুরু শক্তিসম্পন্ন যেখানে, যাহার যাহা প্রয়োজন আপনিই প্রকাশ, যোগাযোগটাও হয়ে যায়। আরে দেখ, জীব স্বভাব, কর্বে কি মানুষ। যেখানে যেরূপে তিনি প্রকাশ হন—তিনিই স্বয়ং গতি স্থিতি। কার যে কোন্ গতিতে প্রকাশ হবেন, টেনে নেবেন—তিনি স্বয়ং সেই যোগাযোগ করে নেন। এই জন্য ভাবনা, অনুতাপ না করে ইষ্ট কর্ম্মে মন রাখা।

গুরু অনন্তরূপে অনন্ত প্রকাশ। যদি বল, জাগ্রত গুরু না হ'লে হবেনা, ঠিক্ কথা। আর যদি বল, দীক্ষা নিলেই হল, ঠিক্ কথা। কিন্তু গুরুশক্তির জাগরণ চাই, কারণ নিজে গড়বে ত নিজেকে পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ, কোনও ক্ষেত্রে সাময়িক একটা অস্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ পেল, কিন্তু যা' চাও তা' পাচ্ছনা। ইহাও তাঁহার রাজ্যের বৃথা নয়। একটি চক্কর পাওয়ার ছিল, তিনিই এই চক্করটি দিয়ে ধাক্কায় তাঁর দিকে টেনে নিলেন। তিনি আশ্রয় দিলে আর ত ফিরিয়ে দেন না। হয়ত কত জন্ম কেটে যেত, ঘুরুতে হত, তিনি চক্কর দিয়ে সংক্ষেপ করে নিতেওত পারেন। ইহাও সম্ভবপর তাঁর রাজ্যে।

প্রঃ—বই থেকে পছন্দ করে মন্ত্র নিলে কি হয়? রামঠাকুর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বল্‌লেন, এখানে 'আমি' পছন্দ করে নিয়েছি—'আমি' থাকে।

মা—ইহাত ঠিকই। নিজে নিলে অহংক্রিয়ার সংশয় ত স্বাভাবিকই, গুরুশক্তি কোথায় এখানে? ফলাফল কি হবে ভাব, দ্বন্দ্ব আসা যে স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করছ যে, দ্বন্দ্বেরই কথা। গুরু পাওয়া মানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় পাওয়া। নিত্য আশ্রিত যাহা আছে তার উদ্‌ঘাটন গুরু ছাড়া কে কর্‌বে ?—বিশ্বজগৎ গুরু রূপেতে যে নিত্য আছে সেই প্রকাশের জন্য। ঐত গুরুর সেবা শিষ্যকে—শিষ্য গুরু সেবার অধিকারী হওয়ার জন্য। দেখনা, পিতামাতা শিশুকে সেবা ক'রে সেই নিজস্থিতির দিকে যাত্রা করায়—সেই আবার সময়ে পিতা মাতা হবে। এইত অনন্ত দিকে চলে এসেছে বাবা, আবহমান কাল হ'তে। সব অধিকার অনধিকার তোমাতেইত। উদ্‌ঘাটন অনুদ্‌ঘাটন—যেখানে বাক্য নাই, সেই প্রকাশের জন্য এ মহাযাত্রা জেনো। তবেই না নিজেতে নিজে যে, তাহার প্রকাশের দিক্। নির্ভরতার সহায়ক ত আছেই।

ব্যাখ্যা

১। পুনঃ পুনঃ গুরুকরণ

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় কেহ কেহ এক গুরুর কাছে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেই ধরিয়া থাকিতে পারে না। যে কোন কারণেই হউক, স্থানান্তরে উপদেশ গ্রহণ করে। ইহা ঠিক কি বেঠিক তাহার আলোচনা আমি করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এইরূপ হইয়া থাকে। প্রাচীন কালেও এইরূপ হইত, বর্ত্তমান কালে তো হয়ই। আবার ইহাও দেখা যায় কেহ কেহ একবার মাত্র গুরুকরণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাঁহারই উপদেশে নিষ্ঠা রাখিয়া যথাশক্তি ক্রিয়া করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের সমালোচনা না করিয়া কিছু কিছু সরল সত্যের বিষয়ে চিন্তা করিলে আপাত প্রতীয়মান রহস্যের উপর আলোক সঞ্চার হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা সাধারণতঃ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে ভেদ করিয়া থাকি। তদনুসারে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেক স্থলে দীক্ষাগুরুই শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাগুরুরূপে শিষ্যের চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। প্রশ্নটি সমাধান করিবার পূর্বে ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে গুরুশক্তি মূলে একই। কিন্তু শুধু তাহাই নহে গুরুশক্তির সঙ্গে শিষ্যের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস যোজনা করিতে না পারিলে সম্যক ফল লাভের আশা করা যাইতে পারে না। সম্যক ভাবে বিচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিলে দেখিতে পারা যাইবে যে শিষ্যের অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য একটি বিলক্ষণ কারণ-সমষ্টি কার্য্য করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে গুরুশক্তি আছে। শিষ্যের বিশ্বাস-মূলক শক্তি আছে এবং গুরুদত্ত মন্ত্রের অন্তর্নিহিত নিজ শক্তি আছে। এতদ্ব্যতীত অনুকূল দেশ ও কাল প্রভৃতির শক্তিও আছে জানিতে হইবে। যে কার্য্যটি শিষ্যের অজ্ঞান নিবৃত্তি ও জ্ঞানের বিকাশ প্রভৃতি রূপে কালক্রমে ফুটিয়া উঠিবে তাহার জন্য যে পরিমাণ শক্তি আবশ্যক তাহাই শিষ্যের পূর্ণ বোধনী-শক্তি। গুরুতে যদি পূর্ণ শক্তি জাগ্রত থাকে এবং যদি উহা তিনি শিষ্যের অধিকার অনুসারে একই সময়ে অথবা ক্রমশঃ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে এক গুরুশক্তি হইতেই শিষ্যের উদ্ধার কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। এমন কি শিষ্যের বিশ্বাসের ন্যূনতা এবং অন্যান্য কারণবর্গের দুর্বলতা থাকিলেও শিষ্যের ইষ্টলাভে বাধা প্রাপ্তি হয় না, কারণ প্রয়োজন অনুসারে গুরুশক্তি ঐ সকল অভাব পূরণ করিয়া কার্য্যনির্বাহ করিতে সমর্থ। এই-স্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে গুরুতে পূর্ণমাত্রায় শক্তি থাকিলেও যদি তিনি প্রয়োগকালে শিষ্যের অধিকার বিচার করিয়া ক্রম অনুসারে মাত্রাভেদে উহার প্রয়োগ করেন তবে তাহাও অসম্ভব নহে। গুরুশক্তির মূলস্বরূপ অনুগ্রহ এবং গুরুতে উহা জাগ্রতভাবে কার্য্য করিতেছে। এই অবস্থায় ক্রমিক শক্তির ক্রিয়া শিষ্যের কল্যাণের নিমিত্তই হইয়া থাকে। শিষ্যের আধার শক্তি যেমন যেমন প্রবল হইবে, গুরুর বোধনশক্তি মাত্রা অনুসারে শিষ্যে কার্য্য করিতে থাকিবে। শিষ্যের অনুভব সব সময়ে সত্যাসত্যের মানদণ্ড নহে। অনুভব স্বাভাবিক নিয়মে হওয়ারই কথা, কিন্তু অবস্থাবিশেষে মঙ্গলময় সদ্‌গুরুর কৃপাতে তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে শিষ্যের অনুভব শিষ্যেরই কল্যাণের জন্য কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত রুদ্ধও থাকিতে পারে। এই স্থলে অনেক সময় সরল হৃদয় শিষ্য ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে, কারণ অনুভবের প্রকাশ না পাইলে তাহার হৃদয় স্থির বিশ্বাস অনেক সময়ে রক্ষা করিতে পারে না। তবে গুরু যদি শক্তিশালী হন, এবং শিষ্য যদি অকপট ও সরল হৃদয় হয় তাহা হইলে পরিণামে মঙ্গলই হইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে অনুভব পর পর ক্রমশঃ ঘটিয়া থাকে স্থান বিশেষে সেই প্রকার অনুভব হয়ত উদয় হয় না। কিন্তু অন্তিম অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বাস ও ধৈর্য্য না থাকিলে এইরূপ ক্ষেত্রে চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বিকাশ হয় ক্রমশঃ, কিন্তু প্রকাশ হয় মূহুর্ত্তের মধ্যে। এই স্থলে গুরু প্রবল এবং শিষ্য দুর্বল।

কিন্তু যেখানে গুরু দুর্বল এবং শিষ্য প্রবল সেই স্থলে শিষ্যের বিশ্বাস-শক্তি সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। গুরুর শক্তি দুর্বল হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যের জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রভাবে ঐ দুর্বলশক্তির মধ্যেই মহাশক্তি আত্মপ্রকাশ করেন। বিশ্বাস মানুষের একটি অসাধারণ সম্পদ্। চিত্ত বিকল্পশূন্য না হইলে বিশ্বাসই হইতে পারে না। বিকল্প সংশয়েরই নামান্তর। শিষ্যের যদি গুরুর উপর শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলেই ঐ বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার ফলে অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যায়। মনে রাখিতে হইবে মূলে একই শক্তি কার্য্য করে। গুরুসত্তাতে যাহা গুরুশক্তি-রূপে কার্য্য করে, শিষ্যের সত্তাতে তাহাই বিশ্বাস রূপে কার্য্য করে। লৌকিক-দৃষ্টিতে গুরু অযোগ্য প্রতীত হইলেও শিষ্যের বিশ্বাসপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি ভগবানের প্রতীক রূপেই প্রতীত হন।

২। মন্ত্রের শক্তি

ইহার পর গুরুদত্ত মন্ত্রের শক্তিও বিচারণীয়। মন্ত্রশক্তি যদি জাগ্রত হয় তাহা হইলে ব্যক্তিগত হিসাবে গুরু সাধারণ হইলেও ঐ জাগ্রত মন্ত্রশক্তি শিষ্যের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। এই শক্তিকে সম্প্রদায়গত-শক্তি বলা হয়। কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ হইতে জাগ্রত শক্তি সঞ্চারিত হইয়া লৌকিক গুরু পরম্পরার মধ্য দিয়া কোন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি বিশেষের উপর পতিত হইতে পারে। এই স্থলে ব্যক্তিগত গুরু ততটা উন্নত না হইলেও তাহার প্রদত্ত শক্তি সম্প্রদায়-অনুগত বলিয়া শিষ্যের উদ্ধার কার্য্যে সমর্থ হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলে গুরু হইতেও শিষ্যের যোগ্যতা অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচনার যোগ্য। এইটি হইল মন্ত্র বিচার এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের প্রাক্তন জীবনের সাধনার বিচার। মন্ত্র বিচার তন্ত্রগ্রন্থে নানা প্রকারে করা হইয়া থাকে, কারণ সকল মন্ত্র সকলের পক্ষে অনুকূল নাও হইতে পারে। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কোন মন্ত্র মিত্রের কাজ করে এবং কোন মন্ত্র অরির কার্য করে এবং কোন মন্ত্র মিত্রও নয়, অরিও নয়, উদাসীন। গুরুর কর্ত্তব্য অরি মন্ত্র ত্যাগ, উদাসীন মন্ত্রেরও পরিহার। শুধু মিত্র মন্ত্রকে আবাহন করিয়া সঞ্চার করা আবশ্যক। সাধারণতঃ জগতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং অন্যান্য প্রচলিত প্রণালী অনুসারে মন্ত্র নির্বাচন পূর্বক মন্ত্রদান হইয়া থাকে। গুরুর মধ্যে যোগশক্তি জাগ্রত না থাকিলে এই নির্বাচন সব সময় ঠিক হয় না। ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় আলোচ্য। তাহা হইল সাধকের প্রাক্তন কর্ম সংস্কারের সঙ্গে যোজনা। পূর্ব জন্মের কৃতকর্ম না জানিতে পারিলে তাহার সহিত যোজনা সম্ভব হয় না। এই জন্য গুরুর কর্ত্তব্য জ্ঞানদৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও যোগদৃষ্টির দ্বারা দীক্ষার্থী শিষ্যের পূর্ব সংস্কারটি জানিয়া সেই ধারার সহিত তাহাকে যোজিত করা। এই সব হইল বিধি বিধানের কথা।

৩। প্রকৃত গুরু

আসল কথা হইল মূলে কিন্তু প্রকৃত গুরু একই—তিনি জগৎগুরু. শিষ্যের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস থাকিলে এব' জাগ্রত গুরুর যোজনা ব্যাপার সম্পন্ন হইলে সেই এক পরমগুরুর আশ্রয়েই শিষ্যকে সঞ্চরণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি বা যে আধারের মধ্য দিয়াই হউক না কেন তিনি সব সময় শিষ্যকে নিজ দৃষ্টির সম্মুখে রাখেন এবং প্রয়োজন অনুসারে ঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে ইহার মূলে থাকা চাই সেই পরমসত্তার প্রতি বিশ্বাস এব' সাক্ষাৎ ভাবে বা পরম্পরাতে তাহার অনুগ্রহশক্তির সঙ্গে যোগ। ইহাই হইল পারমার্থিক সত্যের দিক্ হইতে তত্ত্ব বিচারের প্রণালী। তবে ব্যবহারিক দিক্ হইতে দেখিতে গেলে ভিন্ন গুরুর সমর্থনও পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মূলে কিন্তু সব একই। আচার্য্য অভিনবগুপ্তের জাগতিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন গুরু ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব লৌকিক ব্যবহারের দিকের কথা, মূলে তাঁহার গুরু এক ও অখণ্ড—যাঁহাকে তিনি পরম শিব নাম দিয়া জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন।

মা বলিয়াছেন—'গুরুর স্থান কিন্তু এক।' এ কথাটি খুবই সত্য। বাহ্য দৃষ্টিতে গুরু এক অথবা বহু যাহাই হউক না কেন, তত্ত্ব দৃষ্টিতে গুরু এক ভিন্ন দুই নহে। সকল গুরুর মধ্যে একমাত্র তাঁহারই প্রকাশ। যাঁহারা অধ্যাত্ম জগতের রহস্য অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে গুরুপংক্তি যে প্রকারেরই হউক না মূলে গুরু এক ভিন্ন দুই নহেন। ওঘ দৃষ্টিতে গুরুর তিন প্রকার বিভাগ আছে। তদনুসারে দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ এই তিনটি ওঘ্ প্রতিষ্ঠিত আছে। দিব্যৌঘ শব্দে দিব্য দেহধারী আত্মাকে বুঝায়। সিদ্ধৌঘ বলিতে যে সকল যোগীর কায় সিদ্ধি হইয়াছে তাঁহাদের অন্তর্গত সিদ্ধ আত্মাকে বুঝায়। মানবৌঘ শব্দে মানব দেহধারী গুরুকে বুঝায়। বলা বাহুল্য প্রত্যেক পংক্তির গুরুই শুদ্ধজ্ঞান সঞ্চারে সমর্থ। সকলেই সদ্‌গুরু। দেহ এবং স্থিতি ভেদে মানব, সিদ্ধ ও দেবতার পার্থক্য থাকিলেও সদ্‌গুরু হিসাবে সকলেই সমশ্রেণীভুক্ত; কিন্তু তথাপি সকল মনুষ্য সকল শ্রেণীর গুরু হইতে জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কারণ মনুষ্য অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য যে প্রকার আধার সম্পন্ন তাহাকে অনুসরণ করিয়াই তাহাকে গুরু প্রাপ্ত হইতে হয়। এই আধার ভেদ অত্যন্ত দুরূহ এবং দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব। দেহাত্মবোধের মাত্রার সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন সিদ্ধকোটির, কিন্তু শঙ্করের গুরু গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন মানবকোটির। অবশ্য কেহ কেহ তাঁহাকে সিদ্ধকোটিতেও স্থান দেন। তাঁহার নাম গৌড়পাদ। গৌড়পাদের গুরু সিদ্ধকোটির ছিলেন। সম্প্রদায়ের যিনি আদিগুরু তিনি শিব—দিব্যকোটির অন্তর্গত। সাংখ্য জ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে আসুরি পঞ্চশিখের গুরু ছিলেন। উভয়ই মানবকোটির অন্তর্গত। আসুরির গুরু ছিলেন কপিলমুনি—তিনি ছিলেন সিদ্ধকোটির অন্তর্গত। এই প্রকার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে, কিন্তু মূল বা আদিগুরু পরমেশ্বর তিনিই জগৎগুরু। সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে গুরুশক্তি পারমেশ্বরী শক্তি ভিন্ন অপর কিছু নহে। পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তির মধ্যে যেটি উদ্ধার শক্তি অর্থাৎ যেটি পতিত জীবকে শোধন করিয়া তাহাকে উদ্ধার করে এবং চিন্ময় দিব্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তাহাই গুরুশক্তি। যে কোন যোগ্য আধারের মধ্য দিয়া এই শক্তি কার্য্য করে এবং অনেক সময়ে আধারের যোগ্যতাবিরহিতভাবেও দেশ ও কাল অনুসারে যে কোন অবস্থায় কার্য্য করিতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ মা বলিয়াছেন—"জগৎগুরু যেখানে বলা হয় গতি স্থিতি, অবস্থিতির লক্ষ্যভেদ করেন বলেই ত। সেই 'মহান্ তীর' জগৎগুরু সদ্গুরুর হাতে। সেই গুরু যে ভাবে প্রকাশ হন। হওয়াই চাই।"

মার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে জগৎগুরুই প্রকৃত গুরু, কারণ তিনিই লক্ষ্যভেদ করিয়া দেন। বাহিরে যে কোন প্রকার বা যত সংখ্যক গুরুই হউক্ না কেন, মূলে কিন্তু গুরু তিনিই যিনি লক্ষ্যভেদ করিয়া দেন। সুতরাং লক্ষ্যভেদ করার শক্তি একই মাত্র স্থানে আছে। তাহা যে কোন আধারকে আশ্রয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট দেশ এবং কালে নিজ কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বাহ্যগুরুরূপে যিনিই থাকুন না কেন তাঁহার মধ্য দিয়াই ঐ মহাকার্য সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ একমাত্র অখণ্ড পরমসত্তা ব্যতীত অর্থাৎ তাহার মহাকৃপা ব্যতিরেকে উহা কেহই সম্পন্ন করিতে পারে না। লোক দৃষ্টিতে গুরুত্ব যে আধারেই আরোপিত হউক্ না কেন, বস্তুতঃ সেই এক মহাসত্তাই সকলের গুরু এবং প্রকৃত গুরু। ভগবান্ পতঞ্জলি পরমেশ্বরকেই প্রকৃত গুরু বলিরা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'স পূর্বেষামপি গুরুঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালেনানবচ্ছেদাৎ।' জাগতিক ব্যবহারিক গুরুকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে এই সকল গুরুরও গুরু পরমেশ্বর। জাগতিক গুরু কালে থাকিয়া কার্য করেন, কিন্তু জগৎগুরু কালাতীত।

এক গুরু ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করিতে নাই এই মতও শাস্ত্রীয়। আবার প্রয়োজন হইলে এক গুরু ত্যাগ করিয়া অন্য গুরু গ্রহণ করা চলে—এই মতও শাস্ত্রীয়। শাস্ত্রে আছে—মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্বন্তরং ব্রজেৎ॥

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও শাস্ত্রে আছে—
লব্ধ্বা কুলগুরুং সম ঙ্ ন গুর্বন্তরমাশ্রয়েৎ।

অবস্থা অনুসারে দুই মতই সত্য। শক্তিরহস্য নামক গ্রন্থে আছে—
কৌলিকে গুরবোঽনন্তাঃ।

এই দৃষ্টি অনুসারে কুল সাধনায় বহু গুরুর সম্ভাবনা আছে এবং উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। এই সকল মতবাদী বলেন যে কল্পসূত্রে 'একোগুরূপাস্তি' প্রশংসাযোগ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে অচার্যগণ বলেন যে ইহা জ্ঞানী গুরু সম্বন্ধে প্রযোজ্য। কোন কোন স্থানে গুরু ত্যাগের কথাও যে না আছে এমন নহে। তদনুসারে শাস্ত্রে এই প্রকার বচন পাওয়া যায় -

গুরোরপ্যবলুপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

এই অনুসারে কুমার্গগামী গুরুকে পরিত্যাগ করার বিধিও রহিয়াছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ইতিহাসে এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায় যে শিষ্য একবার যাঁহাকে পূজায় অর্ঘ দান করিয়াছে তাঁহার শত সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনই ত্যাগ করে না। শিষ্যের বিশ্বাসের নির্ম্মলতা গুরুতে দৃষ্ট সহস্র প্রকার দোষকেও ঢাকিয়া ফেলে। এই অবস্থায় শিষ্য মনে করে—আমি যে সব নীতি লঙ্ঘনের ব্যাপার গুরুতে দেখিতেছি ইহা আমাকে পরীক্ষা করার জন্য গুরুরূপী ভগবানের উদ্ভাবিত কৌশলমাত্র। এইরূপ গুরুর বিভিন্ন প্রকার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিষ্য যথাসময়ে গুরুর মহাকৃপা প্রাপ্ত হইয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করে। আমি যাহা বলিতেছি তাহার দৃষ্টান্ত মহাযোগী তিলোপার শিষ্য নরোপার জীবনচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নরোপা সেকোদ্দেশ নামক গ্রন্থের টীকার রচয়িতা মহাসিদ্ধরূপে ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহার শিষ্য ছিলেন মার্পা এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মারপার শিষ্য ছিলেন জগৎপ্রসিদ্ধ অপূর্ব সিদ্ধিসম্পন্ন মিলারেপা। এই দৃষ্টি অনুসারে গুরুর দোষগুণ বিচার করা শিষ্যের কর্ত্তব্য নহে এবং তাহার পক্ষে সম্ভবপরও নহে। এই দৃষ্টি অনুসারে গুরুকরণ না করিলে তত ক্ষতি নাই কিন্তু একবার গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অধ্যাত্ম জীবনের সহায়ক নহে।

সুতরাং সর্বাবস্থায় মনে রাখিতে হইবে বাস্তবিক পক্ষে গুরু একমাত্র ভগবান্। লৌকিক গুরুতে অলৌকিক শক্তি থাকিতে পারে কিন্তু তাহা গুরুশক্তি নহে। তাহার মধ্য দিয়া প্রকৃত গুরুশক্তি কার্য করিতে পারে। পক্ষান্তরে শিষ্যের যদি বিশুদ্ধ বিশ্বাস থাকে ও বিচারশক্তির দ্বারা ঐ বিশ্বাস কলঙ্কিত না হয় তাহা হইলে গুরুস্থিতি যে প্রকারেই হউক না কেন তাহাতে ক্ষতি নাই। স্বয়ং জগৎগুরু শিষ্যের বিশ্বাসের প্রভাবে ঐ লৌকিক গুরুর মধ্য দিয়াই তাহার কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন যে গুরুশক্তি লাভ না হইলেও মন্ত্রের যে শক্তি আছ তাহা লাভ হইতে পারে। এই স্থলে মন্ত্রশক্তি বলিতে মা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা উচিত প্রত্যেক মন্ত্রেরই একটি মূল দ্রষ্টা আছেন। যিনি ঐ মন্ত্রের ঋষি যাঁহার নিকট ঐ মন্ত্র সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেমন গায়ত্রীমন্ত্রের ঋষি বিশ্বামিত্র। ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে গুরুশক্তি শব্দের অর্থ গুরুর অনুগ্রহশক্তি যাহা মন্ত্রশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া এবং উহাকে করণরূপে গ্রহণ করিয়া শিষ্য হৃদয়ে সঞ্চারিত করে। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে মূলে দুই শক্তিই এক মহাশক্তিরই প্রকারভেদ তথাপি স্থূলদৃষ্টিতে উভয়ে কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। এইজন্য মন্ত্রজপের প্রসঙ্গে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির চিন্তন অনেক স্থলে বিহিত হইয়া থাকে। গুরুশক্তির মহিমা অপ্রতিহত। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এমন রহস্যময় যে বাহ্যদৃষ্টিতে বুঝিতে না পারিলেও ইহা প্রায় সত্য বলিয়া জানিতে হইবে যে শিষ্যের অকৃত্রিম আন্তরিক শ্রদ্ধা যে গুরুর দেহের উপর পতিত হয় অজ্ঞাতসারে সেইস্থান হইতেই গুরুশক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া শিষ্যের উদ্ধার কার্যে প্রবৃত্ত হয়। শিষ্য প্রথমে বুঝিতে পারে না গুরু কোন আকারে অবস্থিত হইয়া তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, যখন সে জাগিয়া উঠে তখনই সকলই প্রকাশ পায়। কোন্ দেহ আশ্রয় করিয়া জগৎগুরু তাহাকে জাগাইয়াছেন তাহা আর গোপন থাকে না। জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্য ঠিক ঠিক বুঝিতে পারা যায় না কোন্ কেন্দ্র হইতে শক্তির প্রবাহ নির্গত হইয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

মা আরও বলিয়াছেন যে সাধারণতঃ লোক নিজের সংস্কার অনুসারে কোন স্থান হইতে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং এক স্থানেই নিজেকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিসম্পন্ন গুরু হইলে শক্তির প্রভাবে এমন অবস্থা ঘটে যে যাহার যাহা আবশ্যক তাহা প্রাপ্তির যোগাযোগ ঐ শক্তিসম্পন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে আপনিই হইয়া যায়। শক্তিসম্পন্ন গুরু প্রয়োজন হইলে নিজেই যোগাযোগ করিয়া নেন। শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য গুরুদত্ত কর্মে সরল অন্তঃকরণে নিবিষ্ট থাকা।

৪। গ্রন্থ হইতে নিজে নিজে মন্ত্র নির্বাচন।

কেহ কেহ মনে করেন নিজে শাস্ত্র-গ্রন্থ দেখিয়া নিজের পছন্দ মত শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে মন্ত্র নির্বাচন করা—এই প্রক্রিয়া মোটেই প্রশংসনীয় নহে—কারণ মন্ত্র তখনই প্রকৃত মন্ত্র-পদবাচ্য হয় যখন ইহা গুরুর মুখ হইতে নির্গত হয়। কারণ গুরুর মুখ হইতে নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র বীর্যশালী হয়, কারণ—গুরুমুখাদেব বিদ্যা বীর্যবতী ভবতি। ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। মন্ত্রে বীর্য না থাকিলে সে মন্ত্র বৈখরী অক্ষরের আড়ম্বর মাত্র। মন্ত্রের প্রকৃত উদ্‌গম স্থান কুণ্ডলিনী। পরাবাক্ স্বরূপে কুণ্ডলিনী মধ্যে সকল মন্ত্রই বিলীন থাকে। কুণ্ডলিনী মহামায়া অথবা বিন্দুস্বরূপ। কুণ্ডলিনী হইতে নির্গত হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র বিশুদ্ধ জ্যোতির আকার ধারণ করে। এই বিশুদ্ধ জ্যোতি চৈতন্য শক্তির নামান্তর। ইহা পশ্যন্তী ভূমির অবস্থা। এই অবস্থায় মন্ত্র চৈতন্যাত্মক ও বোধস্বরূপ। ইহা শব্দ ও অর্থের অভিন্ন স্বরূপ। পশ্যন্তী ভূমি হইতে চৈতন্যময় বাক্ বা শব্দ নাদভূমিতে উত্থিত হয়। এই নাদ শব্দাত্মক এবং এই শব্দের সঙ্গে শব্দবাচ্য অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই অর্থই মন্ত্র প্রতিপাদ্য দেবতা। ইহা মনোরাজ্যের বিষয়। এই মধ্যমাভূমি হইতে বৈখরী ভূমিতে বাহ্য বায়ুর স্পর্শে স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া কণ্ঠ দ্বারা মন্ত্র বায়ুমণ্ডলে উচ্চারিত হয়। এই শব্দ শ্রোতা শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। ইহা ঠিক বীজ বপণের ন্যায় ব্যাপার। এই মন্ত্র বীজস্বরূপ হইলেও ইহা চিৎশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত বীজ। শিষ্যের হৃদয়ক্ষেত্রে ইহা প্রবিষ্ট হইয়া শিষ্য কর্ত্তৃক যথাশক্তি জপাদির দ্বারা লালিত হইলে অঙ্কুরিত হইয়া মনোময় ভূমিকে আশ্রয় করে এবং পরে চৈতন্যভূমিতে প্রবেশ করে। তখন ঐ মন্ত্রের সিদ্ধি হয় ও সাক্ষাৎকার ঘটে। পুস্তক হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে ঐ মন্ত্রে বীর্য থাকে না। উহা অঙ্কুরিত হইয়া দেবতার স্বরূপে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। ঠাকুর রামচন্দ্রদেব যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। নিজের ব্যক্তিগত দেহাবচ্ছিন্ন প্রকৃতির অহঙ্কার হইতে যে মন্ত্রের চয়ন হয় তাহাতে পরমচৈতন্যের স্ফূর্ত্তি যাহার প্রভাবে দেহাত্মবোধ সম্যক্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা কিরূপে সম্ভব? বস্তুতঃ মন্ত্রই দেবতা। সেইজন্য নিজের নির্বাচনের ফলে গ্রন্থ হইতে যে মন্ত্র নিজে নিজে গ্রহণ করা যায় তাহা চিৎ-শক্তির স্বরূপ নহে এবং উহা শিষ্যের আত্মাকে চিৎশক্তির আশ্রয় শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। কিন্তু এই স্থলে প্রাতিভজ্ঞানের খণ্ডন করা হইতেছে না ইহা মনে রাখিতে হইবে। নিজের ব্যক্তিগত অহঙ্কারকে অভিভূত করিয়া নিজের স্বরূপাধিষ্ঠিত পরমসত্তা হইতে যদি প্রাতিভ জ্ঞান রূপে মন্ত্রের আবির্ভাব হয় তাহা অন্য কথা। উহা অত্যন্ত উচ্চ অধিকারীর বিষয়। ঐরূপ স্থলে নিজের মধ্যেই গুরুশক্তি কার্য করিয়া থাকে। ঐরূপ ক্ষেত্রে অহঙ্কার জাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। উহা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য নহে।

"চাওয়া"

বহুদিন বিদেশবাসের পর মহারাজ স্বদেশে ফিরছেন, রাণীদের লিখে জানাতে বল্লেন কার জন্য কি আনতে হ'বে। কেউ গলার সাতনলী হার, কেউ সোনার মুকুর, কেউ সোনার খাঁচায় রূপার দাঁড়ে শুক-সারী চেয়ে পাঠালেন। ছোট রাণীর চিঠিতে --'আমার জন্য এক আনবেন' পড়ে রাজা বিমর্ষ হয়ে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী মহাশয় মৃদু হেসে বল্লেন—"মহারাজ! তিনি শুধু আপনাকেই চেয়েছেন।" রাজার মন খুশীতে ভরে গেল।

দেশে ফিরে গিয়ে অন্যান্য রাণীদের মহলে তাদের চাওয়া উপহার পাঠিয়ে রাজা স্বয়ং ছোট রাণীর মহলে চলে গেলেন।

মায়ার খেলায় ধন-জনের খেলনা না নিয়ে মায়াবীকে যে চায় তিনি তার কাছে ধরা দিয়ে থাকেন। প্রেমের বাঁধনে তিনি যে নিজে বাঁধা হয়ে আছেন—চিরকাল, ভাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের আলো

সূক্তিসুধা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম।

এই নিখিল বিশ্ব চরাচর যাঁর থেকে উদ্ভূত হয়—যাঁর মহনীয় সত্তার সমুদ্ভাসে জীবিত থাকে এবং বিনাশ-বেলায় যাঁর মধ্যে প্রবেশ লাভ করে তিনিই তো ব্রহ্ম।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরা চ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

সেই ব্রহ্মকে এই জীবনেই যদি জানা যায় তবেই তো কুশল ; তা না হ'লে তো মহান বিনাশ। যে মানব বুদ্ধিমান্ সে সকল ভূতসমূহে সেই ব্রহ্মকেই দেখে—জানে ও অনুভব করে ; আর ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে অমরপদ লাভ করে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্তোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥

হৃদয়স্থিত কামনা-বাসনার সকল সংস্কার যখন সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তখনই মরণশীল মানব অমর হয়ে যায় ইহলোকেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ অনুভব করে কৃতকৃত্য হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাৎপর ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হ'লে হৃদয়ের অবিদ্যা গ্রন্থি কি আর থাকতে পারে? সে তো খসে পড়ে যায়। সব শুভাশুভ কর্ম্মের জাল শিথিল হয়ে যায় ; ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় চির সমুজ্জ্বল ব্রহ্মদ্যুতিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যং ব্রহ্ম ঃ—

প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের ধ্যান গম্ভীর চিত্তাকাশে উপনিষৎ সূর্য্যের চিরভাস্বর আলোর মহিমচ্ছটায় সেই চির-আপন-পরম প্রিয়তম অথচ অজানা অচেনা ব্রহ্মের স্বরূপ নানা ভাবে নানা ছন্দে বন্ধে ও রঙে প্রতিভাসিত হয়ে এসেছে। সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের সদ্-ঘন স্বরূপটি ঋষিদের অন্তর্লোকের অনুভব ভাণ্ডারের মহার্ঘ্য রত্নবিশেষ। বড়ই উদাত্ত স্বরে তপোবনের সুস্নিগ্ধ শান্তিময় ধ্যানজ-পরিবেশে ঋষিগণের হৃদয়ের অন্তঃস্থলের উৎস থেকে যে আনন্দ-রস-বাহী আত্মানুভবের অব্যক্ত নাদ 'সত্যংজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম'-মহাবাণী রূপে অভিব্যক্ত হয়ে আকাশ বাতাস মন্দ্রীত করে আবর্ত্তিত হয়েছিল আজও তার অনুরনণ-ধ্বনি হৃদয়ের নিভৃত দুয়ারে কান পাতলে শোনা যায়। সত্যং ব্রহ্ম একমাত্র তিনিই-ত্রিকালে সত্য রূপে আছেন ছিলেন চিরদিন থাকবেন। তিনি আছেন বলেই তো, আমি আছি ; আমার আছে, তুমি আছো ; তোমার আছে। আর আছে এই পঞ্চভূতের খেলাঘর অনন্তবৈচিত্রময়ী পৃথিবী—যাকে আমরা জগৎ বলি—সংসার বলি, আর বেদান্তে যাকে বলে অঘটন পটিয়সী মায়া। যার পরশে আমাদের ইন্দ্রিয় জগতে আসে চাঞ্চল্য—মানস-চেতনায় জাগে স্নেহ-ভালবাসার সুখশান্তির আর দুঃখ-দ্বন্দ্ব বেদনারূপী অনুভবের আপাতঃ আলোড়ন। আর রাত্রিদিন একেই আমাদের চিরস্থায়ী বলে—প্রয়োজন সিদ্ধির চরম উপায় বলে মেনে নিয়ে হাসিকান্নার নানান্ রঙের অনুভবের শুস্‌শুড়ির সংগে মিতালি করে নিজেদের সুখী মনে করি আর চোখে দেখা কানে শোনা জগতের সব কিছুকেই সত্য বলে প্রিয় বলে স্বীকার করে আসল সচ্চিদানন্দের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ঔপনিষদিক প্রজ্ঞালোকে এই সত্য কিন্তু আসল সত্যের আবরণ রূপেই প্রতিভাত হয় আর আমরা চরম পরম সত্যের মুখোমুখী হয়ে নতুন করে জানতে শিখি। ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ আমাদের কাছে শীতের প্রভাত ভানুর ন্যায় সমুজ্জ্বল অথচ পরম আরামদায়ক সংজীবনী বলে মনে হয়। তাইতো উপনিষদ্ বলেন ঃ 'সত্যস্য সত্যং' সেই ব্রহ্ম সত্যেরও সত্য ! অস্তিভাতি প্রিয় তিনি আছেন সদাই প্রকাশমান—সদাই আনন্দময়রূপে। ঋষি উদ্দালক আরুণি তাই দেখি তাঁর প্রিয়শিষ্য পুত্রকে সস্নেহে সম্বোধন করে জগতে শ্রেষ্ঠ বাণীর ঝরণাধারা বইয়ে দিলেন ছান্দোগ্য-উপনিষদের পাতায় পাতায়।

'বৎস শ্বেতকেতু ! সকলের পূর্ব্বে তিনিই সদ্রূপে সত্যরূপে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবে ছিলেন। সে তিনি কে ? তিনিই সেই বিরাটের বিরাট তিনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম ! সেই তিনিই তোমার আত্মারূপে আর সেই তিনিই সত্তারূপে-সত্তারূপে সকলের আধাররূপে সর্ব্বত্র আছেন ও থাকেন। যা সব কালে সব স্থানে সমভাবে আছে তাইতো সত্য আর তিনিই ব্রহ্ম ! আর তুমিই তাই !" তাইতো ঐতরেয়-উপনিষদ বলেন—আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। ছান্দোগ্য বলেন—সদেব সৌম্য ইদমগ্রমাসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আমরা বাইরে যা কিছু অনুভব করি দেখি জানি তা সবের সত্যতা আপাতঃ আপেক্ষিক। স্বপ্নে যা সত্য বলে—স্থির বলে মনে হয় জাগরণে তা কি অকাট মিথ্যা নয় ? আর স্বপ্নবিহীন সুষুপ্তি—অবস্থায় সবেরই অনুপস্থিতি ! জগতের স্বভাব স্বতঃই বদলে যাওয়া আর সত্যের স্বভাব স্থির। স্থিরের বুকেই তো অস্থিরের অবিদ্যার ইন্দ্রজালে ইন্দ্রিয়ের লুকোচুরী খেলা আমাদের মানসাকাশে রামধনুর রং জাগায়।

দুদিনের এই মিথ্যা খেলায় না মেতে এসো ভাই ! আমরা সত্য-ব্রহ্মের আনন্দব্রহ্মের আনন্দ মেলায় মিশে যাই।

আত্মাই আলো

জনক—জীব কোন আলোর সাহায্যে কাজ করে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—সূর্য্যের আলোতেই সব কাজ নিষ্পন্ন করে।

জনক—আকাশে সূর্য্যের আলো যখন না থাকে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—তখন চন্দ্রালোকের সাহায্য নেয়।

জনক—আর যখন চন্দ্রের আলোও পাই নে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অগ্নির আলোকে বিশ্ব তখন আলোকিত।

জনক—আর যখন অগ্নিও থাকে না ?

যাজ্ঞবল্ক্য—আত্মজ্যোতিতে বিশ্ব তখন প্রকাশিত সকল আলোই আত্মার আলো। আত্মা যে স্বয়ং জ্যোতি—অমরজ্যোতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত, এম এ, বি-এল

৪ঠা মাঘ, সোমবার (ইং ১৭।১।৪৮) আজ বেলা প্রায় ১১টার সময় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মা হল ঘরে ছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম মাকে প্রণাম করিলে মাও কৃষ্ণপ্রেমকে "নমঃ নারায়ণায় নমঃ নারায়ণায়" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেমের বৈষ্ণব বেশ। কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠি, গৈরিক বসন। বেশ সদানন্দ ভাব। পরিষ্কার বাংলা বলেন। শ্রীশ্রীমায়ের অনুরোধে তিনি একটি গান করিলেন, বেশ ভাব দিয়াই কীর্ত্তন করিলেন। মা তাঁহাকে আগামী কল্য আসিতে বলিলেন এবং সঙ্গে করিয়া তাঁহার শিষ্যা কৃষ্ণার্পিতাকেও আনিতে বলিলেন।

কাল কি নিত্য ?

বিকালবেলা পাঠের পর কিছুক্ষণ সদালোচনা হইল। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল কি নিত্য" ?

মা। কাল বলিতে তুমি কি বোঝ ? সকাল, বিকাল, শীতকাল, গ্রীষ্মকাল—এইগুলিইত কাল, না অন্য কিছু ?

শাস্ত্রী। সকাল, বিকাল ইত্যাদি খণ্ডকাল যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে আমি তাহাকেই কাল বলিতে চাই। ইহা আকাশের মত নিরাকার এবং ইহাই নিত্য।

মা। যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই খণ্ডকালগুলি আছে তাহার কি নাম দিবে ?

শাস্ত্রী। তাহাকে মহাকাল বলিব।

মা। এই মহাকালই বা কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে ? কালাতীত অবস্থাও ত আছে। আর তুমি যে ভাবে কালকে নিত্য বলিতে চাও সে ভাবে সমস্ত জিনিষই ত নিত্য কারণ সমস্তই ব্রহ্ম। ফুল ফল যাহা কিছু আমরা দেখি বা অনুভব করি সমস্তই ত ব্রহ্ম ; এবং সেই অর্থে সমস্তই নিত্য। এই ভাবে কালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু নির্ণয় হয় না। আর কালকে যে নিরাকার বলিতেছ, এ দেহ কালকে সাকার বলে এবং ইহা সগুণ। এই কাল বা মহাকাল যাহাই বল না, উহারও শেষ আছে। যাহার শেষ নাই তাহাই নিত্য এবং তাহাই ব্রহ্ম।

এই ভাবে মা অনেক কথা বলিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় মাকে তর্কে পর্য্যুদস্ত করিতে না পারিয়া বলিলেন, "ভাগ্যে আপনাকে লেশাপড়া শিখান হয় নাই।"

মা। লেখাপড়া শিখাইলে শিখান বুলিই বলিতাম ; এখন ত নিজের ভাবে বলি।

৫ই মাঘ মঙ্গলবার (ইং ১৮।১।৪৮) বাজার এবং স্নানাদি শেষ করিয়া আশ্রমে যাইতে বেলা ১১৷৷০ হইয়া গেল। আশ্রমে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার গুরু কন্যা এবং শিষ্যা কৃষ্ণাপিতা সহ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছেন। আজ তাঁহাদের আসিবার কথা ছিল।

অদ্বৈতবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম বিদায় হইয়া গেলে দেবশঙ্করবাবু মাকে বলিলেন, "পূর্বে যে অহৈতুকী কৃপার কথা হইতেছিল ঐ জাতীয় একটি কথা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, সেখানে ভক্তিকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া এক্ প্রকার ভক্তিকে নির্গুণ ভক্তি বলা হইয়াছে। অন্যান্য ভক্তিতে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই নির্গুণ ভক্তিতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। ইহা আত্মার স্বরূপাবস্থা। বৈষ্ণবেরা অবশ্য ইহা স্বীকার করিবেন না কারণ তাহারা নিজেকে ভগবান্ হইতে পৃথক রাখিতে চান। তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে এক ধাপ নামিয়া আসিয়া প্রভুদাস ইত্যাদি ভাব রাখিতে চান।

মা। এই যে প্রভুদাস ইত্যাদি ভাবের কথা বলিলে, জানিও প্রভু না হইলে দাস হওয়া যায় না। হনুমান যে বলিয়াছিল, "পরমাত্মা হিসাবে আমি আর রাম এক, আবার এক অবস্থায় আমি অংশ তিনি পূর্ণ, আমি দাস তিনি প্রভু"—এ সমস্তই কিন্তু একই সত্য প্রকাশ করে। কারণ পূর্ণ না হইলে অংশের জ্ঞান হয় না, প্রভু না জানিলে দাস হওয়া যায় না। প্রভু জানা অর্থ প্রভু হওয়া। আর তুমি যে এক ধাপ নীচে নামিয়া প্রভুকে দাস হইতে আলাদা করিতেছ ইহাও তোমার দিক্ হইতে সত্য। যে যাহা বলে তাহার অবস্থায় তাহাই সত্য। (সকলের হাস্য) বাস্তবিক আলাদা আলাদা উঁচা নীচা কিছু নাই। সবই সমান, সবই যে তিনি, প্রভু তিনি দাসও তিনি, ভক্তিও তিনি, তিনিই তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপায়

বোম্বাই হইতে এক পার্শী ভদ্রলোক মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। শুনিলাম তিনি রাজস্বসচিব ছিলেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতাজী এই যে 'তিনি' 'তিনি' বলিতেছেন, ইঁহাকে জানিবার বা পাইবার উপায় কি ?

মা। গুরুর শরণাপন্ন হওয়া। গুরু ভিন্ন যে চলিবে না। তিনিইত হাত ধরিয়া লইয়া যাইবেন।

একটি ভদ্রমহিলা। মাতাজী, তোমার গুরু কে ?

মা। (আমাকে লক্ষ্য করিয়া) দেখ, এ জিজ্ঞাসা করিতেছে আমার গুরু কে ? আমি বলি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যাহা কিছু আছে সবই আমার গুরু। গুরু বলিতে ত আমরা ভগবান্ বুঝি। জগতে যাহা কিছু আছে সবই ত ভগবানের রূপ। কাজেই জগতে যাহা কিছু আছে সবই আমার গুরু। (নিজকে দেখাইয়া) এ দেহও আমার গুরু।

ভদ্রলোক। যাহারা এভাবে দেখিতে অভ্যস্ত নয় তাহারা কি করিবে ? যদি ভাগ্যদোষে আমার কোন মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয় তবে কি করিতে হইবে ?

মা। পিতাজী আমি বলি তুমি সৎসঙ্গ কর। যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সঙ্গ কর। তোমরা বল না যে রোগের বীজাণু এক শরীর হইতে আর এক শরীরে আসিয়া উহাকেও অসুস্থ করিয়া ফেলে। সদ্-সঙ্গের ফলও সেইরূপ। সাধুলোকের সঙ্গ করিলে তাহাদের ভাল বীজাণু তোমার মধ্যে আসিয়া তোমার বিষয়-বাসনারূপ বীজাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবে। বাস্তবিকপক্ষে আমরা সকলেই ত রোগী। লোকে বলে না যে, যেখানে রাম নাম সেখানেই আরাম আর যেখানে নাই রাম সেইখানেই ব্যারাম। সর্ব্বদা সদ্‌সঙ্গ সদালোচনা লইয়া থাকিবে তাহা হইলে তাঁহাকে পাইবার পথ মিলিয়া যাইবে।

ভদ্রলোক। মন যখন এক সঙ্কল্প হইতে অন্য সঙ্কল্পে যায় তখন এক সঙ্কল্পের অবসান হয় এবং অন্য সঙ্কল্প আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তের মধ্যে যে ফাঁকটুকু পড়ে—উহাই মহাশূন্য অবস্থা এবং উহাই ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিতে পারি কি ?

মা। চিন্তা করিয়া মহাশূন্য অবস্থা পাওয়া যায় না। যাহাকে তুমি ফাঁক বলিতেছ ঐখানেও মন আছে। (একটি মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া) গতকাল ইহাকে এই জাতীয় কথাই বলিতেছিলাম। গাঁট বাঁধিতে এবং গাঁট খুলিতে এই দুই কাজেই মনকে লাগান যায়। বিষয় চিন্তা করিলে মন শুধু গাঁটই সৃষ্টি করে। আর ভগবানের চিন্তায় মনকে লাগাইলে উহা গাঁট খুলিবার কাজ করে। বহু দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাওয়াই মনের স্বভাব। আবার এই বহুর মধ্যেও কিন্তু এক আছে। যেমন একটি গাছ; এই গাছের অনেক ডালপালা হইলেও উহার শিকড় এক এবং গাছের সকল অগ্রভাগের সহিত ঐ শিকড়ের যোগ। মজাও এমন যে, গাছের যে কোন স্থানের উপর লক্ষ্য রাখ না কেন, দেখিবে উহাই তোমাকে শিকড়ে পৌঁছাইয়া দিবে। সেইরূপ যাহা লইয়া মনকে এক লক্ষ্য করিবে দেখিবে সেইখানেই মনের লোপ হইয়া তাঁহার প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তিনিই ত স্বপ্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র আছেন। কাজেই তাঁহাকে পাওয়ার অর্থ হইল আবরণ দূর করা। যদি কোন মাটির ভাণ্ড দিয়া দীপ ঢাকিয়া রাখা যায় তবে ঐ দীপের আলোর আর প্রকাশ হয় না; কিন্তু যেইমাত্র ঐ ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া দিলে অমনি দীপের প্রকাশ হইল। সেইরূপ ব্রহ্ম বল, ভগবান্ বল, সর্ব্বত্রই তিনি স্বপ্রকাশ রূপে আছেন, যেইমাত্র আবরণ দূর হয় অমনি তাঁহার প্রকাশ হয়। কাজেই মনকে এই আবরণ দূর করার কাজে লাগাইতে হয়। পাথরকে ঘষিলে যেমন অল্প অল্প করিয়া উহার পরিবর্ত্তন সেইরূপ মনকে সর্ব্বদা ভগবদ্ চিন্তায় লাগাইয়া রাখিলে মনেরও পরিবর্ত্তন হয়।

বেলা ১২টা বাজিল দেখিয়া আলোচনা বন্ধ হইল। সকলেই আসন ছাড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন একটি মহিলা (ইনি বোধহয় বোম্বাই হইতে যে ভদ্রলোন আসিয়াছিলেন তাঁহারই সঙ্গী এবং শ্রীযুক্তকৃষ্ণমূর্ত্তির একজন ভক্ত) মাকে কি যেন একটা প্রশ্ন করিবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছিলেন না, এইবার সকলে যখন রওনা হইতেছিলেন তখন হঠাৎ মা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাতাজী তোমার যেন কি একটা কথা ছিল, তাহাত শুনা হয় নাই। এস, এখন উহা বল।" মহিলাটি সন্তুষ্ট হইয়া মার কাছে গিয়া মাকে বলিলেন, "মাতাজী, কেহ বলেন যে গীতাই গুরু, কেহ বলেন রাম নামই আবার কেহ বলেন মহাপুরুষই গুরু, ইহার কোনটি গুরু বলিয়া ধরিয়া নিব?"

মা। তোমাকে সহজ ভাবে বলি, যাঁহার উপর তোমার সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা, যাঁহার কাছে তোমার মাথা নত হইয়া পড়ে, তুমি তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিয়া নিও। তাঁহার কথাই নির্ব্বিচারে পালন করিও। যদি কাহাকেও গুরু করার পর তাঁহার কথায় বিচার আসে, তবে জানিও যে গুরু করা হয় নাই। এ কেমন জান? তোমার মেয়ে বিবাহ দেও না? যতক্ষণ বিবাহ না হয় ততক্ষণই বর লইয়া বাছাবাছি কর। যদি একবার বিবাহ হইয়া যায় তখন আর বাছাবাছির প্রশ্নই নাই। যতক্ষণ এই বাছাবাছি আছে ততক্ষণ বলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে যে বিবাহ হয় নাই। সেইরূপ যাহাকে তুমি গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবে তাঁহার কথা নির্ব্বিচারে পালন করিবে। তিনিই তোমাকে হাত ধরিয়া ভগবানের কাছে পৌঁছাইয়া দিবেন, সে এক জন্মেই হউক আর পঞ্চাশ জন্মেই হউক। কাজেই তোমার কর্ত্তব্য হইবে যে, তিনি যাহা বলেন তাহা ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পালন করিয়া যাওয়া। এই ভাবে মা কিছুক্ষণ বলিলেন। মহিলাটি খুব সন্তুষ্ট হইয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। আমরাও চলিয়া আসিলাম।

নিজকে পাওয়ার অর্থ কি ?

সন্ধ্যা কীর্ত্তনের পর আজও কিছুক্ষণ সমালোচনা হইল। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যত মত তত পথ—এ কথাটি ঠিক্ কিনা। আজিও ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেই দেরাতুন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ রায় মহাশয় মাকে—ঐ কথাটির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "যত মত তত পথ যে বলা হয় তাহার অর্থ হইল এই যে মত থাকিলেই পথ থাকে—তোমাদের শাস্ত্রেই ত আছে ঋষিদের নানা মত এবং এই মত হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন সাধনের ভিন্ন ভিন্ন ধারা বা পথ আছে। চক্রধারীর বিধানও এমন সুন্দর যে যাহাদের ঘর ঐ সব পথের ধারে তাহারা ঐ পথ ধরিয়াই ভগবানকে লাভ করিতে চেষ্টা করে অর্থাৎ সংস্কার অনুযায়ী লোকেরা ঋষিনির্দ্দিষ্ট পথগুলির কোন কোনটি বাছিয়া লয়। ঋষিরা প্রায় সমস্ত পথের কথাই শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রী। সকল মতই যদি পথ হয় তবে অশাস্ত্রীয় মতও ত একটি পথ হয়।

মা। বিপথকে আর পথ বলা হইবে কেন ? আর যাহাকে বিপথ বল তাহাও ত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত বলা কাজেই উহা শাস্ত্র ছাড়া হইল কেমন করিয়া। হাঁ, তবে যদি কেহ বলে যে আমি কোন শাস্ত্রের কথাই শুনিব না, আমি আমার পথ নিজেই ঠিক্ করিয়া চলিব, আমি বলিব যে তাহার পক্ষে উহাও একটি পথ। সকল পথই—তাঁহাকে পাওয়ার পথ। আবার তাঁহাকে পাওয়ার পথ মাত্র একটি। যেমন বলা হয়, সর্ব্বরূপ—তাঁহার রূপ, সর্ব্বনাম তাঁহার নাম। আবার তিনি এক অদ্বিতীয়।

শাস্ত্রী। আজ সকাল বেলায় যে উদাহরণটি দিয়াছিলেন তাহাই সবচেয়ে ভাল মনে হয়। সকাল বেলায় বলিয়াছিলেন গাছের অসংখ্য ডালপালা থাকিলেও উহার প্রত্যেকটি মূলের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত। উহার যে কোনটি ধরিয়া মূলে যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায়। সেইরূপ ভগবান্‌কে লাভ করা সম্বন্ধে যত মতই থাকুক না কেন উহার যে কোন্‌টি ধরিয়া চলিলেই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়।

মা। হাঁ, তখন বলিয়াছিলাম যে গাছের অগ্রভাগের সঙ্গে, সে ডালই হউক আর পাতাই হউক, মূলের যোগ আছে। উপমা অবশ্য সর্ব্বাংশে একরূপ হয় না, তবে উহা হইতেই অনুমান করিয়া লইতে হয়। তখন বলা হইয়াছিল যে গাছের অগ্রভাগ লইয়া একলক্ষ্য হইলে ঐখানেই গাছের মূল বা বীজ পাওয়া যায়। গাছে যেমন বীজ আছে, বীজেও তেমনি গাছ আছে। বীজে যদি গাছ না থাকিত তবে গাছ আসিল কোথা হইতে? কাজেই বীজ বড় হইয়া গাছ হয়। আবার গাছ বড় হইলে উহার অগ্রভাগে ফল হয় এবং ঐ ফলে বীজ থাকে। আবার গাছের ডাল কাটিয়া যদি তাহা পোঁতা হয় তবে উহা হইতেও গাছ হয়, ফল হয়, বীজ হয়। তাই গাছের যে কোন অংশ লইয়া এক লক্ষ্য হইলে—ঐখানে গাছটিকে সমগ্রভাবে পাওয়া যায়। সব সময় সবস্থানে সব কিছু আছে কিনা। তাই যাহা লইয়া একলক্ষ্য হইবে তখনই ঐখানে উহার প্রকাশ হইবে।

অনেক সময় বলা হয় না যে, তুমি নিজকে লাভ কর। নিজকে লাভ করার অর্থ কি? নিজকে লাভ করা হইল কিনা সমগ্রভাবে লাভ করা। নিজকে লাভ করিতে গিয়া যদি কিছু কিছু বাদ পড়ে তবে আর নিজকে লাভ করা হইল না। যখন নিজেকে সমগ্রভাবে লাভ করা যায় তখনই বলা যায় যে যাহা সকলের পথ তাহাই আমার পথ অথবা আমার পথই সকলের পথ।

লোকে কৃষ্ণ উপাসনা করে। এখানে জানিও যে এক কৃষ্ণের উপাসনা করিলেও প্রত্যেকের কৃষ্ণও কিন্তু আলাদা আলাদা। এই হিসাবে কৃষ্ণ অনন্ত, আবার কৃষ্ণ এক। অর্থাৎ তিনি এক হইয়াও লোকের সংস্কার অনুসারে নিজকে অনন্তরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। দেখ না মানুষ এক রক্ত মাংসের দেহ ধারণ করিয়াও প্রত্যেকে আলাদা আলাদা, প্রত্যেকের চেহারা আলাদা, ভাব আলাদা, ভঙ্গী আলাদা, সেইরূপ কৃষ্ণ এক হইয়াও প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা কৃষ্ণ। তুমি যে কৃষ্ণ লাভ করিলে, অপরে কিন্তু কৃষ্ণ উপাসক হইয়াও সেই কৃষ্ণ লাভ করিবে না। এই হইল একদিক। আবার তুমি তোমার কৃষ্ণকে লাভ করিয়াও অপরে যে যে ভাবে তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণকে লাভ করিয়াছে তাহাও তুমি তোমার মধ্যে লাভ করিতে পার। তোমার কৃষ্ণ তোমার মধ্যে আলাদা রহিলই আবার সঙ্গে সঙ্গে আর আর সকলে যে অনন্ত ভাবে কৃষ্ণলাভ করিয়াছে তাহাও তোমার মধ্যে রহিল। কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া যদিও কথাগুলি বলা হইল ইহা কিন্তু শিব, কালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের বেলাই খাটে। আবায় কৃষ্ণের ধারার সাধন করিয়া কেবল যে কৃষ্ণকে সমগ্রভাবে লাভ করা যায় এরূপ নহে। শিব কালী প্রভৃতিকেও এরূপ সমগ্রভাবে লাভ করা যায়। এইভাবে যখনই লাভ হয় তখনই বলা যায় যে তুমি নিজেকে লাভ করিয়াছ। এই লাভে যদি কিছু বাদ পড়ে, যদি কোন বিষয়ে অন্ধকার থাকিয়া যায় তাহা হইলেই বলিতে হইবে যে তুমি নিজকে লাভ কর নাই। (বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে) এককালে তুমি শিশু ছিলে, এখন তোমার সেই শিশু মূর্ত্তি কোথায় গেল ?

শাস্ত্রী। উহা আছে, আবার মরিয়াও গিয়াছে।

মা। (হাসিয়া) সত্যকথা। এক অর্থে উহা মরিয়া গিয়াছে; কারণ উহা নাই। আবার বলা যাইতে পারে ঐ শিশুই এমন বৃদ্ধ মূর্ত্তিতে আছে। এই অর্থে শিশু বাঁচিয়া আছে। কিন্তু জানিও তোমার শিশুকালের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বা যুবাকালের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি—এ সকলের কোনটিরই ধ্বংস হয় নাই। সবই আছে। কেবল তোমরা কেন জগতে যত কিছু জীবজন্তু আছে সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ জানিবে জগতে যাহা কিছু ছিল, আছে এবং হইবে সমস্তই যখন তন্ন তন্ন করিয়া তোমার মধ্যে বর্তমান দেখিবে, তখনই তোমার নিজকে লাভ করা হইবে। সে দিন কথা হইতেছিল না যে, এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে এইরূপ ছিল। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে এইরূপ ছিল তাহা বলিতেছে কে ? আমি বলি এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা এখনও আছে।

শাস্ত্রী। কেন, একহাজার বৎসর পূর্ব্বের লেখা কোন পুস্তক পাঠ করিয়াও আমরা ঐরূপ বলিতে পারি।

মা। হাঁ, তাহা পার। কিন্তু অমি বলিব যে এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে যিনি ঐ পুস্তক লিখিয়াছিলেন, যে ভাবে লিখিয়া ছলেন, তাহা ঠিক্ সেই ভাবে এখনও আছে।

সত্যবাবু। এত বড় ভীষণ কথা। তবে কি মনে করিব যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এখনও চলিতেছে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এখনও আছেন ?

মা। হাঁ, সত্য সত্যই সব আছে, অবিকল ভাবে আছে। এই সময় খুকুনীদিদি মাকে ডাকিতে আসিলেন, কাজেই কথা বন্ধ হইল।

ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ শুদ্ধি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

আমরা এতক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থান আশ্রয় করিয়া কায়সিদ্ধির বিবরণ সংক্ষেপে উপস্থিত করিলাম এবং প্রসঙ্গ ক্রমে প্রতীচ্য দেশেও কায় সাধন বিষয়ে কিরূপ প্রচার ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করা হইল। এখন কৌলিক আগম সম্প্রদায়ের যোগিগণের মধ্যে এই কায়সাধন প্রক্রিয়া কিরূপ ছিল তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কিন্তু প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানের পূর্বেই দেহের বিজ্ঞান আবশ্যক। এইজন্য নরদেহের মহত্ত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত ঐ দেহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থ সমূহের বিবরণ দেওয়া যাইবে। এই সব পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান ভিন্ন দিব্য দেহ সম্পাদক কৌলিক যোগক্রিয়া আরম্ভ করা সম্ভব নয়।

ঐ পদার্থগুলি কি যাহার জ্ঞান কায় সাধনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নেত্রাগমে মহেশ্বর এই বিষয়ে পদার্থ সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। উহারা নিম্নপ্রকার—

ঋতুং (৬) চক্রং স্বরাধায়ং (১৬) ত্রিলক্ষ্যং (৩) ব্যোম পঞ্চকাম্ (৫)।
গ্রন্থি দ্বাদশ সংযুক্তং (১২) শক্তিত্রয় (৩) সমন্বিতম ॥
ধামত্রয় পর্য্যাক্রান্তং (৩) নাড়িত্রয় সমন্বিতম্ (৩)।
জ্ঞাত্বা শরীরং সুশ্রোণি দশনাড়ি পয়োবৃতম্ (১০) ॥
দ্বাসপ্ততি সহস্রৈস্তু (৭২০০০) সার্ধকোটি ত্রয়েনচ (৩৫০০০০০০)।
নাড়ি বৃন্দৈঃ সমাক্রান্তং মলিনং ব্যাধিভির্ধৃতম্ ॥
সূক্ষ্মধ্যানামৃতেনৈব পরেনৈবেদিতেন তু।
আপ্যায়ং কুরুতে যোগী আত্মনো বা পরস্য চ।
দিব্য দেহঃ স ভবতি সর্বব্যাধি বিবর্জিতঃ।

(১) কৌলমতে ষট্চক্র

(ক) জন্মস্থানস্থ নাড়ি চক্র। উহাকে আশ্রয় করিয়া বিশাল নাড়ী সমূহ জালের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খ) মায়াচক্র নাভিদেশে অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে মায়া সর্ব্বতো ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

(গ) যোগচক্র হৃদয়ে। ইহা যোগ প্রসরের আশ্রয় স্থান।

(ঘ) ভেদন চক্র তালুদেশে।

(ঙ) দীপ্তিচক্র বিন্দু স্থান ভ্রূমধ্যে।

(চ) শান্তচক্র নাদ স্থানে অবস্থিত।

(২) ষোড়শ আধার

এই আধার সমূহ জীবের আধার বলিয়া আধার পদবাচ্য। পায়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে দ্বাদশান্ত কমল পর্য্যন্ত ইহার বিস্তার। তাহাদের নাম অঙ্গুষ্ঠ, গুল্‌ফ, জানু, মেঢ়্‌ পায়ু, কন্দ, নাড়ি, জঠর, হৃৎকমল, কূর্ম নাড়ী, কণ্ঠাধার, তালুদেশ, ভ্রূ মধ্য, ললাট, ব্রহ্মরন্ধ্র, ও দ্বাদশান্ত। ইহারা সব আধার নামে পরিচিত।

(৩) তিন লক্ষ্য

(ক) অন্তর্লক্ষ্য

তড়িৎ-প্রভার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনীস্থিত আকাশের দর্শন। অথবা মস্তকের ঊর্দ্ধে দ্বাদশাঙ্গুল পর্য্যন্ত জ্যোতির দর্শন। ইহা আন্তর ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এ বিষয়ে কিছু মতভেদ বর্ত্তমান। যোগিগণের অন্তর্লক্ষ্য সহস্রারে জ্বলজ্জ্যোতির দর্শন। বৈষ্ণবগণের মতে বুদ্ধিগুহায় সর্বাঙ্গসুন্দর পুরুষরূপের দর্শন। শৈবগণের মতে শীর্ষস্থমণ্ডলে উমামহেশ্বররূপ দর্শন। দহর উপাসকগণের অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষরূপ এই দর্শন।

(খ) মধ্যলক্ষ্য

নানা বিচিত্র বর্ণ সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির শিখার ন্যায় অথবা তদ্‌বিহীন অন্তরীক্ষের ন্যায়।

(গ) বহির্লক্ষ্য

নিজের নাসিকাগ্রে অভ্যাসের ফলে অল্পদূর পর্যন্ত ব্যোম।

(৪) পঞ্চ ব্যোম্‌

এই ব্যোম্‌ সমূহ জন্মস্থান, নাভি, হৃদয়, বিন্দু ও নাদে ভাবনা করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম ব্যোম্‌ অনন্ত বিশ্বের আশ্রয় অনন্ত শূন্যরূপ। এইসব শূন্য সুষুপ্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবেশকারক বলিয়া হেয়। পঞ্চ আকাশের নাম অন্য অন্য স্থানে অন্যপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে—যেমন গুণরহিত আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ, সূর্য্যাকাশ।

(৫) দ্বাদশ গ্রন্থি

মায়া হইতে শক্তি পর্য্যন্ত দ্বাদশ গ্রন্থি সমূহের স্থান জানিতে হইবে। মায়া-গ্রন্থি দেহের উৎপত্তির কারণ। পাশব-গ্রন্থি পশুগণের সংকুচিত দৃষ্টির কারণ। এই গ্রন্থি কন্দে অবস্থিত। হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্য্যন্ত পাঁচটি কারণ গ্রন্থি বিদ্যমান। ইহারা পশুগণের সৃষ্টির কারণ। সেইজন্য উহা নিরোধ করা কর্ত্তব্য। নিরোধনীয় বলিয়া ইহাদিগকে গ্রন্থি বলা হয়। ব্রহ্ম-গ্রন্থি হৃদয়ে, বিষ্ণুগ্রন্থি কণ্ঠে, রুদ্র-গ্রন্থি তালুমূলে, ঈশ্বর-গ্রন্থি ভ্রূমধ্যে, সদাশিব-গ্রন্থি ললাটে অবস্থিত। ইহারও উর্দ্ধে আরও কয়েকটি গ্রন্থি আছে—উহারা নাদশক্তিরূপ বলিয়া নিরোধিকার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। উহাদের নাম—ইন্ধিকা, দীপিকা, বৈষ্ণব, নাদ ও শক্তি। ইহারাও পরচিৎ প্রকাশে আবরণ স্বরূপ।

(৬) তিন ধাম

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ ধাম বাম, দক্ষিণ ও মধ্যস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। মানব দেহাধিষ্ঠাতৃ তিন প্রকার বায়ু দ্বারা ধামত্রয় সৃষ্ট। ইড়াদি নাড়িত্রয় ও বায়ুত্রয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্তুতঃ নাড়ী অসংখ্য এবং বায়ু তাহাদের অধিষ্ঠাতা।

পরচিৎ শক্তি হইতে প্রসৃত অমৃত দ্বারা দিব্য শাক্তকায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই যে শক্তি তাহা কি? ইহা আত্মার ধর্ম্ম, ভগবানের তিনি স্বরূপ মহিমা, শিবের প্রাণরূপ সামর্থ্য। কিন্তু শক্তিরূপে ব্যবহার হইলেও উহা স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নয়, কেননা ইহা কেবল স্বরূপে আশ্রিত নয়, স্বরূপ হইতে অভিন্ন এবং স্বরূপের সঙ্গে একরস। এই চিতিরূপ পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্য শক্তি আশ্রয় করিয়া যোগিগণ পরম পদের অভিমুখে যাত্রা করেন।—সমগ্র বিশ্বের তিনি মধ্যভূত, বিশ্বের হৃদয়-গুহায় অতিগুপ্তরূপে তিনি নিহিত। মানব নিরন্তর শ্বাস—উচ্ছ্বাসশীল এবং নানা দ্বন্দ্বের উপঘাতে পীড়িত বলিয়া মধ্যমার্গে সঞ্চরণশীল সমগ্র বস্তুর মধ্যভূত এই শক্তির সাক্ষাৎ-কার লাভ করিতে পারে না। অন্যোন্য বিরুদ্ধ প্রাণ ও অপানের বৃত্তি সংঘট্টের দ্বারা জীব দেহের সমগ্র কার্য্যে ও চিন্তা পরিব্যাপ্ত। সুতরাং কোন না কোন প্রক্রিয়ায় ঐ বৃত্তি সমূহকে অভিভূত করা আবশ্যক। বিরুদ্ধ শক্তি সমূহের বিরোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপশান্ত হইলে সুষুম্না স্থিত মধ্যম প্রাণে পরাশক্তির সঞ্চার হইয়াছে এরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। এই মধ্যম প্রাণই উদান নামক প্রাণ ব্রহ্ম। যখন দেহাদিতে অহন্তাব ত্যাগ হইবে এবং পূর্ণাহন্তায় সমাবেশ সিদ্ধ হইবে তখনই সব ভাবনা সফল হইয়াছে মনে করিতে হইবে। অহন্তাব পরামর্শের জন্য ইহা ক্রমশঃ কর্ত্তব্য। যোগী পূর্ণাহন্তা-ময় মূলমন্ত্রের সঙ্গে পরাশক্তির সামরস্য চিন্তা করিবেন। এইরূপ ভাবনার ফলে প্রাণাদি সংস্পর্শ শূন্য স্পন্দ স্বয়ং উদিত হইবে। এই স্পন্দনের দ্বারা পূর্বোক্ত সামরস্য লাভ আর কঠিন থাকিবে না।

এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইলে ভাবনাধ্বায় মন্ত্রবীর্য্যের সার সমুদিত হইয়া থাকে। ইহাই অভিমান উদয়রূপ রহস্য। তারপর দেহপ্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন প্রমাতাতে বিদ্যমান অভিমান পরিহার পূর্ব্বক এই অভিমান আনন্দচক্র হইতে উত্থান করাইয়া মূলাধারে স্থাপন করিতে হয়।

এতদূর পর্য্যন্ত প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া। ইহার পর বেধক্রিয়ার সময় আসে। প্রথমে, আধার প্রভৃতি ষোড়শ কেন্দ্রগুলিকে একটি একটি করিয়া বেধ করিতে হয়। বেধন কার্য্যে করণ নাদ। উহা মন্ত্রাত্মক প্রাণরূপে অথবা স্ফুরত্তার উন্মেষরূপে আবির্ভূত হয়। এখানে সূক্ষ্মযোগ ও প্রয়োগের অপেক্ষা আছে।

উন্মিষিত স্ফুরত্তার তীব্র উত্তেজনা সঞ্চারই সূক্ষ্ম যোগ ব্যাপার। ইহার প্রয়োগ এইরূপ যে প্রাণাত্মক মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত উত্তেজনাবশতঃ নিজস্থান ত্যাগ করিয়া কিছু উর্দ্ধে সুষুম্না মার্গ দ্বারা আরোহণ করে। এই আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে কৌলিক মত অনুসারে সব আধার ও সব গ্রন্থির বেধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বেধক্রিয়া সমাবেশরূপ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। দ্বাদশান্তে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া পর্য্যন্ত নিখিল বন্ধন পরিহৃত হইয়া যায়; তারপর ধ্রুবপদে স্থিতি। অন্তিম বেধ সম্পন্ন হইলে পর মহাব্যাপ্তির আবির্ভাব ঘটে। উহা নিত্যোদিত পরাশক্তির সামরস্যরূপ। এই পর্য্যন্ত যোগ সম্পন্ন হইলে পরাশক্তির সঙ্গে অভিন্নতা স্ফুরিত হয়। ঐ অভিন্নতা আবার শিবতাদাত্ম্য-রূপ।

কৌলিক প্রক্রিয়ায় প্রথম প্রপঞ্চ এই পর্য্যন্ত। পরম শিবের সঙ্গে অভিন্নতা এবং তাহার ফল সমস্তই এই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। ইহার পর দ্বিতীয় প্রপঞ্চ। দ্বাদশান্তে প্রসরণশীল যে শক্তি ধারা তাহার সাহায্যে মধ্যমমার্গের পথে হৃদয় আপূরিত হইলে পরমানন্দ প্রকটিত হইয়া থাকে। এই আনন্দ পরামৃত প্রবাহ বলিয়া জানিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য যে হৃদয়ে প্রবিষ্ট পরানন্দ রসায়নের কাজ করিয়া থাকে। যতক্ষণ উহা হৃদয়ে থাকে ততক্ষণ ভাবনা বলের দ্বারা উহার স্বসংবেদ্যতা সম্পন্ন করা আবশ্যক। হৃদয় হইতে উচ্ছ্বলিত পরমানন্দ প্রবাহ ধারা চারিদিকে প্রসৃত করা কর্ত্তব্য যাহাতে ঐ প্রবাহ সমস্ত নাড়ীর অগণিত তন্তুতে গমন করিতে পারে। ইহার পর অনুরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

তারপর ঐ অমৃতের দ্বারা দেহের বাহির ও অন্তর পূরণ করা প্রয়োজন। এইভাবে স্বদেহ অমৃতময় হইলে - তীব্র বেগে এ প্রবাহকে দেহস্থ রোমকূপের মধ্য দিয়া বাহিরে বিষয়সমূহে নিরন্তর প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তারপর শাক্তানন্দ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগৎ আপ্যায়িত হইয়াছে এইরূপ ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ঐ ধ্যানের ফলে অজর ও অমরভাব আসে এবং আত্মসিদ্ধিও ঘটে। কৌলিক শাস্ত্রে এই প্রক্রিয়া মৃত্যুজয়ের জন্য উপদিষ্ট হইয়া থাকে।

তান্ত্রিক বাঙ্‌ময়েও এইরূপ অথবা এতদ্‌ভিন্ন প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। তান্ত্রিকগণ বলেন প্রথমে মত্তগন্ধস্থানসংকোচ প্রসরণরূপ কোন মুদ্রার দ্বারা নিজ সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির উদ্বোধন আবশ্যক। এই শক্তিকে আশ্রয় করিয়া পরবর্ত্তী ক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই স্পন্দনের দ্বারা আবিষ্ট মধ্যমা কলা নামক প্রসিদ্ধ শক্তি কন্দ নামক জন্মস্থানে সুপ্ত অবস্থায় আছে। কৌলমতে জন্মস্থান আনন্দেন্দ্রিয়, তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উহা কন্দরূপ শুধু এইটুকু উভয়ে ভেদ।

যোগী অতি সাবধান চিত্তে সতত এই শক্তির ভাবনা করিবেন যতক্ষণ সমাবেশ না হয়। তারপর ভাবনা বলে পাদঙ্গুষ্ঠে স্থিত কালাগ্নির আশ্রয় আধারকে আশ্রয় করিয়া ঊর্ধ্বে আরোহণের প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

ইহা প্রথম পর্ব। ইহা সমাপ্ত হইলে কন্দভূমিতে প্রাপ্ত শক্তি স্পন্দাত্মক বীর্য তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্ফুট ভাবনার দ্বারা স্ফুট করিবেন। তারপরে প্রাণস্পন্দরূপ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা উক্ত উক্ত বীর্য্য আপূরিত হয়। ইহার মাত্রা বৃদ্ধি পাইলে দেহের মধ্যভূত নাড়ির প্রাপ্তি ঘটে। ইহার তিনটি প্রকার আছে। একটি ইচ্ছারূপ যাহাতে সংকোচ ক্রমজাত ঊর্ধ্বারোহণ প্রযত্ন কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ভাবনারূপ। তৃতীয় ক্রিয়ারূপ যাহার দ্বারা ঊর্ধ্বগ্রন্থি সমূহের ভেদ বা বেধ হইয়া থাকে। এই গ্রন্থিগুলি গুল্‌ফ, জানু, মেঢ্র, ও কন্দরূপ জানিতে হইবে।

মূলস্পন্দের আশ্রয় মত্তগন্ধস্থানের বারম্বার সংকোচ বিকাশরূপ ক্রিয়ার তাৎপর্য্য নিরোধ। ইহা স্বচ্ছন্দ শাস্ত্রে বর্ণিত দিব্য করণের উপলক্ষণ।

ইড়া ও পিঙ্গলা পার্শ্বস্থ নাড়ীদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছার অবষ্টম্ভ যোগের দ্বারা মধ্যমার্গে প্রবাহিত মধ্যপ্রাণ ব্রহ্মশক্তির দ্বারা সুষুম্নার আশ্রয় করা কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুষুম্নায় প্রবেশ হইলে সমস্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয় হইতে বিরত হওয়া উচিত। তখন মায়ারহিত বিজ্ঞানের দ্বারা (চিদাত্মক জ্ঞানশক্তির দ্বারা) ক্রমশ হৃদয়াদি স্থানে স্থিত ব্রহ্মাদি কারণ বর্গকে একটি একটি করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। এখানে প্রাণাদির প্রাধান্য নাই বলিয়া ইহা বিজ্ঞানরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। এই ব্রহ্মাদি সৃষ্টি প্রভৃতি সংবিৎ স্বভাব। তারপর মায়া গ্রন্থি ভেদ করিয়া পঞ্চ আকাশ ত্যাগ করিবেন। তখন ব্রহ্মাদি শিবান্ত কারণ সমূহের উর্ধ্বে বিরাজমানা—সমনা নামক কুণ্ডলী শক্তিকে লাভ করিতে হইবে। উহারই গর্ভে শূন্যাতিশূন্য অখিল বিশ্ব কুণ্ডলের ন্যায় অবস্থিত। সমনা প্রাপ্তির পর উর্ধ্বে বিরতি ; এখানে উন্মনা প্রাপ্তি হয়। উহাই পরশিব দশা—পরসামরস্যরূপ পরব্যোম্।

আদেশ পালন!

ছোট বেলার কথা প্রসঙ্গে শ্রীমার শ্রীমুখ হইতে শোনা—"ভোলানাথ বলিয়া ছিল কোন পুরুষের মুখের দিকে চাহিতে নাই। বাস্, নাই ত না-ই, বাপ-ভাইয়ের মুখের দিকেও চাওয়া হয় না। একবার এ শরীরের জ্যেঠাত ভাই বলিল—'একটা পান নিয়া আয়ত।' পান নিয়া আসিলাম. কি কাজ করিতে ছিল তাহার দুই হাত জোড়া ছিল হাঁ করিয়া বলিল—'মুখে দিয়া দে।' কি করি তখন মুখের দিকে চাহিব না, আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল। শেষে হঠাৎ খেয়াল হইল শুধু মুখের ভিতরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পানটা ফেলিয়া দিয়াই ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। এমন আশ্চর্য্য মুখের অপর অংশে দৃষ্টি পড়িল না। শুধু ভিতরটাই দেখা হইল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ চরিত

করুণা ঃ—

দাক্ষিণাত্যের এক পবিত্র তীর্থস্থলী ; নাম তার তিরু কোট্টি। সেখানে নিবাস করেন তেজস্বী ভক্তসাধক শ্রীনাম্বী মহারাজ। জপে ধ্যানে, পূজা পাঠে আর ভগবান্ নারায়ণের নামগানে রাত্রিদিন বিভোর থাকেন। ভগবৎ প্রেমরসে সদাই মাতোয়ারা।

আচার্য্য রামানুজের তখন যুবা বয়স। শ্রীভগবান্ নারায়ণের শ্রীচরণে প্রেমরতি লাভ করার দুর্ব্বার আকর্ষণে তিনি ছুটে চলেছেন স্থান হ'তে স্থানান্তরে সদ্‌গুরুর সন্নিধানে—যাঁর কৃপা-স্পর্শ পেলে হৃদয়ে হ'বে অপূর্ব্ব প্রেম সঞ্চার।

এক নিরালা সন্ধ্যায় নাম্বীর চরণে মাথা নুয়ে প্রণাম করে রামানুজ বল্লেন—"পিতঃ! আপনি আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি আপনার কৃপাভিখারী। দয়া করে আমায় দীক্ষা দিন ; আমার জীবন সার্থক হোক।"

প্রথমে নাম্বী রাজী হলেন না। পরে রামানুজের সেবায় আচারে ও ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে এক সুন্দর সকালে শুভ মূহূর্ত্তে তার কর্ণে নারায়ণের মহামন্ত্র প্রদান করলেন। আর সস্নেহে রামানুজের মাথায় আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—

"বৎস রাম! পরম গোপনীয়- আমার সাধন সর্ব্বস্ব এই অমোঘ মহামন্ত্র আজ তোমায় দিলাম। সযতনে হৃদয়ে ধারণ করে রাখো। এরমত পাপক্ষালনকারী মন্ত্র ত্রিজগতে নেই। যে কেউ এই মন্ত্র শ্রবণ করবে সেই বৈকুণ্ঠ লাভের অধিকারী হ'বে। দেখো যেন কাউকে এইমন্ত্র বোলা না! সাবধান!"

পরের দিন প্রাতঃস্নান সেরে মন্দিরে ঠাকুরের আরতি দর্শন করে নাম্বী মহারাজ কুটীরে ফিরছেন ; হঠাৎ দৃষ্টি গেল মন্দিরের শিখরের দিকে। ও কি? ওখানে ঐ উঁচু শিখরের ওপর সৌম্যমূর্ত্তি তেজস্বী কোন যুবা দাঁড়িয়ে আছে? আর উর্দ্ধবাহু হয়ে কি যেন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছে—আর ঐ যে নীচে অগণিত নরনারী উল্লসিত নয়নে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে আর কি যেন সমস্বরে উচ্চারণ করছে? তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে কৌতুহল জাগে। এগিয়ে যান আরও এগিয়ে যান। ধীরে ধীরে কানের কুহরে সুমধুর সমস্বরে গাওয়া "ওঁ নমো নারায়ণায়" মহামন্ত্রের ধ্বনি এসে প্রবেশ করে। নাম্বী চমকে ওঠেন। একি! পরম গোপ্য এই মন্ত্র তারা কোথায় পেল? ঐ মন্দির শিখরে কে? আরও এগিয়ে আসেন। দৃশ্য আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

রামানুজ শান্ত পাদক্ষেপে নীচে নেমে এসে নাম্বীর পায়ে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করেন। নাম্বী ক্রোধভরে পা সরিয়ে নেন। গভীর বেদনা মাখা স্বরে বল্লেন—"রাম তুমি একি করলে? অপাত্রে অসময়ে এই মহানাম বিলিয়ে দিলে! তুমি জান আমার আজ্ঞা ভঙ্গের কি শাস্তি?"

রামানুজ আর একবার নাম্বীর পাদচুম্বন করে বল্লেন—"জানি, পিতঃ, নরক-যাতনা। তবে এই দুঃখী নরনারীর বৈকুণ্ঠ লাভের আনন্দের তুলনায় আমার একলার নরক-যাতনা তো অতি তুচ্ছ। আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন চিরদিন এইভাবে অন্যের দুঃখমোচনে নিজের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি।"

নাম্বী আর অশ্রুসংবরণ করতে পারলেন না। রামকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—"রাম! তুমি ধন্য! ধন্য তোমার করুণা! আসল আচার্য্য আজ থেকে তুমিই হ'লে।"···[শ্রীরামানুজচরিত]

রামেশ্বরের অভিষেক ঃ—

হিমালয়ের অন্তরস্থলে সুদূর পার্ব্বত্যগহনে গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী-তীর্থ। পুণ্যার্থী ছোট্ট একটি যাত্রীদল এই পবিত্র জলধারা ঘড়ায় ভরে কাঁধে নিয়ে বহু পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, দেশ-দেশান্তর অতিক্রম করে চলেছেন রামেশ্বর-দর্শনে। ঐ জলধারা দিয়ে হ'বে শ্রীরামেশ্বরের অভিষেক। হবে বহু পুণ্যসঞ্চয়।

দলে আছেন সন্ত একানাথজী। কাঁধে তাঁর জলভারে আর মুখে অবিরাম হরিনাম।

দীর্ঘদিন দীর্ঘপদ-যাত্রা চলেছে। মাঝে মরুময়-প্রদেশ। যাত্রীরা হুঁসিয়ার। শ্লথগতিতে এগিয়ে চলেছেন।

"একনাথ! একনাথ!! ওকি করলে? কতো পরিশ্রমে কতো শ্রদ্ধাভরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ে আসা ঐ পবিত্র গঙ্গাজল ঐ মরণাপন্ন-তৃষ্ণার্ত্ত পামর প্রাণী গাধার মুখে ঢেলে দিলে। হায়! হায়!! একি পাগলের পারা।"

ভক্ত শিরোমণি একনাথজী ততক্ষণ পিপাসায় ব্যাকুল গাধার মুখে সবটুকু গঙ্গাজল ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর মনে প্রসন্নতা আর মুখে "হর হর মহাদেব, হর হর রামেশ্বর" ধ্বনি।

"কেন দুঃখ করছো তোমরা, ভাই? আমি তো রামেশ্বরকে এখানেই পেয়ে গেছি। দেখেছি তাঁর তৃষ্ণার্ত্ত রূপ! তিনি আমার দেওয়া অভিষেক বারি এখানে এসেই গ্রহণ করলেন। দেখো-দেখো তিনি কতো খুশী হয়েছেন। ঐ দেখ তাঁর খুশীর বিলাস।"

গাধাটি ততক্ষণে সব তৃষ্ণা মিটিয়ে পরপারে চলে গেছে। সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শী সন্ত একনাথজীর নয়ন প্রেমাশ্রুতে ছলছল। যাত্রীরা অবাক্।...[সন্ত একনাথজী]

অধ্যাত্ম-সাহিত্যে এক নবীন সংযোজন

পত্রাবলী

(প্রথম খণ্ড)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম. এ, ডী, লিট্,

পশ্যন্তী প্রকাশনীর প্রথম পুস্তক—ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার নানা নিগূঢ় তত্ত্বের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অপূর্ব্ব সমাবেশ। আচার্য্যবর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের স্বকীয় উপলব্ধির আলোকে সমুজ্জ্বল এই পত্রগুলিতে এক সার্ব্বজনীন মহত্ত্ব বিদ্যমান।

প্রত্যেকটি পত্রেই একটি অন্তরঙ্গ সুর ধ্বনিত হয়। জীবনের সাধারণ ভূমির ঊর্ধ্বে যে লোক বর্ত্তমান মানুষ তার কতটুকু সন্ধান রাখে। জিজ্ঞাসা ওঠে কিন্তু উত্তর কোথায়? এই পত্রগুলি পড়লে সাধন-জগতের নানা ভূমির ইঙ্গিত পেয়ে পাঠক ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠবেন। পথেরও সন্ধান পাবেন।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—২৩২ প্রাপ্তিস্থান: দাম—৬.০০

১। মহেশ লাইব্রেরী ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৩৪।৭১' গণেশ মোহল্লা, বারাণসী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমায়ের একটি চিঠি—যেমনটি বুঝিয়াছি

ব্রহ্মচারী যোগব্রত

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি শ্রীশ্রীমার নিকট পাঠানো হয়।

১। সাকার ও নিরাকার সাধনার মধ্যে নিরাকারকে যে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বলা হয় আমি তাহা সঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। বরং সাকারকেই শ্রেষ্ঠতর এবং উন্নত পর্য্যায়ের সাধন বলা যায়। এর সমর্থনে যুক্তি।

(ক) হিন্দু সাধনার প্রাচীন বা বৈদিকযুগে, মূর্ত্তিপূজার প্রচলন ছিল না : পরবর্ত্তীযুগে, যখন সাধনমার্গ অধিকতর পুষ্ট হইয়া উঠে তখনই সাকাররূপে মুর্ত্তি পূজারও সাকার সাধনার অঙ্গ পুষ্টি লাভ করে।

(খ) একটি মূর্ত্তিকে মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলা বেশী কঠিন, বরং শূন্যভাব সহজ মনে হয়। ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। উপরোক্ত যুক্তিগুলির সাহায্যে মনে হয় সাধন মার্গে সাকার সাধন অধিকতর উন্নত স্তরের ও কঠিন মার্গ। এবং নিরাকার সাধন প্রাথমিক স্তরের সাধন।

২। কেহ বলেন মনের বিনাশ ব্যতীত দর্শন হয় না, আবার কেহ কেহ বলেন মন নিয়াই বা রাখিয়াই দর্শন হওয়া সম্ভব। কোনটি সঠিক? প্রকৃত দর্শনের জন্য কী মনের বিনাশ একান্তই প্রয়োজন?

৩। অসীম কী? এ কী একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বা? আমারতোমনে হয় সসীমকে বাদ দিয়া কোন অসীম থাকে না। বস্তুতঃ সসীমের দ্বন্দ স্বরূপ খণ্ডের অনর্গল ধারাই অসীমের প্রকাশক, তেমনি অসীম নিজে খণ্ডের মধ্যেই বিধৃত। দুটো বিরোধীভাবের যেন সহবাস। তাহলে প্রশ্নকারে বলি—অসীম কী একটী স্বতন্ত্র সত্ত্বা, অথবা সম্বন্ধ বোধমাত্র যা খণ্ডেরই অপরদিক।

এই প্রশ্নগুলির উত্তরে মা বলেন—(৩১-১-৬৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কেহ সাকারের ভিতর দিয়ে নিরাকারে পৌঁছে—আর কেহ বা নিরাকারে স্থিত হইলে, সাকার কি—কে—তাহা প্রকাশ হয়, সেজন্যই যাহার গুরু যে ধারা দ্যান তাই নিয়ে চলা জীব স্বভাব—প্রাকৃত জগতের মন মানার দিক নিয়া সব ক্রিয়া, স্বরূপ প্রাপ্তির ক্রিয়া যখন প্রারম্ভ—তখনই যার যার গুরু নির্দ্দিষ্ট নাম যাহার যে সংস্কার সেই অনুসারে যাত্রীর যাত্রা অনুকূল ক্রিয়ায় ব্রতী। সংস্কারমুক্ত হওয়ার জন্য যেখান হইতে যার যে দিক প্রকাশ—ইহাও হয়—অর্থাৎ ফোটেও।

'সাধনাধারায় যদি শূন্যভাবটি আসিয়া অধিকার করে এবং স্থিত হইতে ভাল লাগে, ইহা ভেদ করিয়া সর্বময় আত্মারূপে যে আছেন, সেই প্রাপ্তির জন্যও যাত্রীর যাত্রার বিধান আছে, এদিক দিয়া মনোরাজ্যের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব ও মানামানি—রাস্তার নিত্যত্ব প্রকাশ কি করিয়া, হ্যাঁ মনেতে স্ফূরণ—দর্শন মাঝে মাঝে হয়ই—যে দর্শনে আর দর্শনের প্রশ্ন থাকে না সে দর্শন মনের অন্তর্গত হয় না।"

প্রশ্নগুলি ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই করা হইয়াছিল ; অনেকের নিকট প্রশ্নের তথা ভ্রান্ত মনে হইতে পারে, কিন্তু জবাবটি ব্যক্তিকোনের সীমা অতিক্রম করিয়া এমন এক উচ্চ সুরে বাধা হইয়াছে যে কথাগুলিকে ব্যক্তিগত ভাবে না রাখিয়া সার্বজনীন প্রয়োজনে দেওয়া হইল। প্রশ্নকর্তা সাকার সাধনাকে উন্নততর বলিয়া বুঝিয়াছেন, কিন্তু নিরাকার সাধনাই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ সাধনা এই মতই প্রবল। এবং এই উভয়বাদীর মতবিরোধও বিখ্যাত; কিন্তু মা প্রশ্নের জবাবে দুটির একটিকেও প্রাধান্য না দিয়া বলিলেন এই উভয়ভাবই সংস্কারজ। এই উভয় সংস্কারের পারে যাইতে পারিলেই স্বরূপ প্রাপ্তি। সাকার ও নিরাকারের বিতর্কের উপর প্রশ্ন করা ; কিন্তু কোনটি শ্রেষ্ঠ এই বিতর্কে না গিয়া, সমস্যার মূল উপড়াইয়া ফেলিয়া মা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। এই জবাবে সাকার ও নিরাকারের উপর বিশুদ্ধ দার্শনিক চর্চা (abstract philosophy) না করিয়া মুমুক্ষু সাধকের বিশেষ প্রয়োজনের দিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বটে কিন্তু নিছক দার্শনিক দিক হইতেও আশ্চর্য্যরূপে তাৎপর্য্যপূর্ণ। বক্তব্য অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত, কিন্তু শাস্ত্রের সাহায্যেও যার স্পষ্ট মীমাংসা করা যায় না, করা সুকঠিন বা হয় নাই, সাকার ও নিরাকারের এই জটিল বিতর্কমূলক প্রশ্ন মা এখানে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিপূর্বে অনেক চেষ্টা করিয়াও মার নিকট হইতে এই প্রশ্নের উপর এরূপ পরিষ্কার কথা পাওয়া যায় নাই। এই জবাব পাওয়ার কিছুদিন পর দিদির লিখিত জীবনীতে দেখিলাম সাকার ও নিরাকারের প্রশ্নে মা অন্যরকম উত্তর দিয়াছেন— বলিয়াছেন, সাকার ব্যতীত নিরাকারে যাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে, তাহা ভিন্নভাবে বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশ্নকর্ত্তার প্রয়োজন অনুসারেই সেই জবাব আসিয়াছিল।

এখনে পরিষ্কারই বলিলেন সাকার ও নিরাকার উভয়ই সংস্কারজাত। সাধকের সংস্কার অনুযায়ীই সাধনা আরম্ভ করা সাধকের পক্ষে অনুকূল। যাহার সংস্কার সাকারের অনুকূল গুরু তাকে সেই পথেই যাত্রা করান, অথবা যাহার ভাব নিরাকারের অনুকূল তিনি তদ্রূপ মন্ত্র বা সাধনাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু এতদুভয়ই রাস্তার কথা। যিনি যে পথেই যাত্রা আরম্ভ করুন অন্তিমে উভয় সংস্কারের পরপার যাইতেই হইবে। প্রকৃত জ্ঞানের রাজ্য সকল সংস্কারের উর্দ্ধে; প্রকৃত জ্ঞানের রাজ্য অনাদি, অনন্ত ও অসীম। সাকার সেই অসীম রাজ্যের কোন একটি দিক্ বিশেষ মাত্র। নিরাকারও অনুরূপ অপর একটি দিক্‌বিশেষ মাত্র। যাহা অসীম তার কোন দিক্‌ও নাই বে-দিক্‌ও নাই। দিক্ বলিলেই আরম্ভ ও অন্ত থাকে; কাজেই সাকার বলিলে একটা আরম্ভই বুঝিতে হইবে। এর অন্ত হইলেই, অর্থাৎ সাকারের জ্ঞান নিরাকারে গিয়ে অন্ত হয়; একই ভাবে নিরাকারও অপর একটি দিক বা আরম্ভ। সুতরাং উভয়ই আরম্ভ ও অন্তর্বিশিষ্ট, ক্রমিক প্রকাশ।

জীব স্বভাব, যিনি মুক্ত নন, যিনি বিশ্বাস করেন তিনি মুক্ত নন, মুক্তি কামনা করেন। তারই যাত্রা বা সাধনা; মুক্তির জন্য জীবেরই সাধনা। নিজের সংস্কারের অনুকূল পথে সাধনপথের যাত্রা আরম্ভ হয় সর্ব সংস্কারহীন জ্ঞানের রাজ্যে যাওয়ার জন্য, যে জ্ঞানে কোন সংস্কার বিশেষের প্রাধান্য থাকেনা, আগে পরের প্রশ্নও থাকেনা, উহাই স্বরূপ প্রাপ্তি। যতক্ষণ স্বরূপপ্রাপ্তি না হয় ততক্ষণই কোন একটি ভাবের পক্ষপাতিত্ব থাকে।" এই পক্ষপাতিত্ব রাস্তার কথা। এই রাস্তা নিত্যস্বরূপে পূর্ণ হয়; তার প্রকাশ অনুকূল পথের যাত্রায় ফোটেও।

নিরাকার ভাবেও যখন সাধনা আরম্ভ হইতে পারে, তখন নিরাকার ভাবও অর্থাৎ নিরাকারের সাধনাও জীবেরই স্বভাব। উভয় ভাবেই সংস্কার বা বদ্ধ মনের অবস্থা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাকৃতশব্দে সাধারণতঃ গ্রাম্য বুঝায়, নিম্ন ভূমির কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। 'প্রাকৃত জগতের মন' অর্থে সংস্কার বদ্ধ মনের কথাই বুঝিতে হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানের মুখ খোলে সংস্কার অনুযায়ী, ক্রম অনুসারে প্রকাশ হয়। যেখানেই ক্রমে প্রকাশ তাহাই প্রাকৃত জগতের মন বা জীব স্বভাব। সংস্কারজ মনের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে, সংস্কারের অনুকূল পথ বহিয়া আসে। সংস্কারমুক্ত অবস্থাতেই প্রকাশের কোন ক্রম নাই, অক্রমে, যুগপৎ সাকার, নিরাকার, আকার সব কিছুরই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, পূর্ণজ্ঞান।সুতরাং নিরাকারও অপূর্ণ এবং সংস্কারজ জ্ঞানেই; সাকারও তাহাই।

নিরাকারও একটি সংস্কারজ ভাব বা প্রকাশ, এরূপ খোলা বক্তব্য ইতিপূর্বে অন্যকোন মহাপুরুষ বা সিদ্ধ পুরুষ বলিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই। উক্ত চিঠির ইহাই প্রধান তাৎপর্য্য। বোধহয় একথাও বলা যাইতে পারে যে পূর্ণত্বের সাধনায় যারা যুক্ত, সেই সাধক মহলে মার এই তাৎপর্য্যপূর্ণ কথা গ্রন্থি মোচনের এক অ-ভূত-পূর্ব খড়্গ। এই খড়্গ আগে প্রকাশ্যভাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

এখানে পরিষ্কারই বলা হইল যে শূন্যভাবে স্থিত হওয়ার পরও সর্বময় আত্মারূপে যিনি আছেন সেই প্রাপ্তির জন্য—যাত্রীর যাত্রার বিধান আছে। শূন্যভাবে স্থিত হওয়ার পরও সাধক যাত্রীই আছেন, যাত্রা শেষ হইল না, সর্বময় আত্মারূপে যিনি আছেন, সেই স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য শূন্যকেও ভেদ করিতে হইবে। এই শূন্যভেদের যাত্রা পরবর্ত্তী যাত্রা, শূন্যকেও শূন্য করিবার যাত্রা (nagation of nagation). শূন্যভাবকে ভেদ করার অর্থ সাকারকে জানা কেননা সাকারই শূন্যকে ভেদ করে ; শূন্যকে শূন্য করিলে সাকারের প্রত্যাবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। (যেমন বৃক্ষ শূন্য হইলে বীজ থাকে, পুনরায় বীজকেও শূন্য করিলে বৃক্ষই আসিবে, কিন্তু উহা অবিকল বিগত বৃক্ষের প্রতিকৃতি নয়, কিছু স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য নিয়া আসে)। শূন্যে স্থিত হওয়ার পর যে সাকারের প্রত্যাবর্ত্তন তাহা অবিকল পূর্ব আকার নয়, সংস্কারজাত খণ্ড আকার নয়, উহা ব্রহ্মাকার ; এই ব্রহ্মাকার স্ফুট না হওয়া পর্য্যন্ত যে শূন্যভাবে স্থিতি তাহা খণ্ডভাবেই স্থিতি। শাস্ত্রে ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকর উভয়রূপই স্বীকৃত ; কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ সাকার রূপকে উপেক্ষা করিয়া নিরাকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। অনুমান প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানে যে নিরাকার তাহা যেমন উপাদেয়, ঐ অবস্থায় সাকারও একই প্রকার উপাদেয়। সংস্কারমুক্ত জ্ঞান অভেদাত্মক, সাকার নিরাকার খণ্ডভাবে থাকেও না, দ্বন্দ্বও করে না। নিম্নভূমিতে যে নিরাকার তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্কারজ ভেদাত্মক ও অনুপাদেয়, প্রকৃতপক্ষে নিরাকারই নয় ; নিম্নভূমিতে সাকারও সংস্কারজ, খণ্ড ও ছিন্নরূপ উহাও ব্রহ্মরূপ নয়। এই নিম্নভূমিতেই একটি রূপকে মানা ও অপর দিককে না মানা, এই মানামানিও দ্বন্দ্ব। এক দিকের আস্তিকতা, ও অন্যদিকের নাস্তিকতা। শঙ্করবাদীদের, বৌদ্ধদের, আধুনিক জড়বাদীদের বিরুদ্ধে যে নাস্তিকতার অভিযোগ এর কারণ সংস্কারাচ্ছন্ন বিচার। অভিযোগ করা ও অভিযুক্ত উভয়েই নিজেদের দিক থেকেই বুঝিয়াছেন, নিজেদেরটাই সত্য ধরিয়া নিয়াছেন। কাজেই নিরাকার সাধনের ক্রম শেষ হইলে (স্থিতি), সাকারকেও জানিতে হয়, আবার সাকার জানার ক্রম শেষ হইলে (তান্ত্রিক ক্রম ?) নিরাকার রূপও জানিতে হয় ; উভয় দিক শেষ হইলেই স্বরূপ প্রাপ্তির আশা।

যে কোন একটি দিকই খণ্ডরূপ ; মন একটি সীমাবদ্ধ খণ্ডরূপের মধ্যেই বিচরণ করে। অভ্যাস্থ জ্ঞাত বোধই সংস্কার, মনের পক্ষে তাহাই অনুকূল। মানা ও না-মানার দ্বন্দ্ব সংস্কার হইতেই সৃষ্ট। শুধু সাকার নিরাকার প্রশ্নেই নয়, সাধন পথের বহুরূপ আচার-আচারণ সম্পর্কেও, নানারকমের মানামানি ও দ্বন্দ্ব আছে, এ সবই সংস্কারজাত। একের পক্ষে যাহা সদাচার অন্যের নিকট কদাকার মনে হইতে পারে। সুতরাং তাহার পক্ষে যাহা অনুকূল তাহার বিচারে তাহাই শ্রেষ্ঠ ; পূর্ণজ্ঞানে সে সবই সংস্কার ; জীবের পক্ষে যাহা সংস্কার অনুকূল তাহাই সহজ গ্রাহ্য হয় এবং সাধনার যাত্রা সেইখানেই আরম্ভ ; কোথাও আরম্ভ তো আছেই। যেখানে আরম্ভও নাই, শেষও নাই, সেই অনাদি ও অনন্ত পূর্ণত্বের প্রাপ্তি না হওয়া পর্যান্ত, যাত্রা আরম্ভ দিয়াই চলিতে থাকে। এবং সেই আরম্ভটি যে ভাবেই হোক তাহা সংস্কারজ, ক্রম অনুযায়ী, তা সে সাকারেই হউক আর শূন্য বা নিরাকারেই হউক। প্রত্যেকটি মনই স স্কারজ জ্ঞানের গ্রন্থি। সংস্কার হীন অবস্থাতেই সংস্কার হীন পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ হওয়া সম্ভব। গ্রন্থি যতটুকু কাটে তদনুরূপ দর্শন হয়, সকল গ্রন্থি কাটিয়া গেলে মনও কাটিয়া গেল। কারণ মন নিজেই একটি গ্রন্থি, অবাধে, অক্রমে, যুগপৎ প্রকাশ তখনই সম্ভব ; উহাই স্বরূপ প্রাপ্তি। যার পর আর দর্শনের প্রশ্ন থাকেনা।

সংস্কার অনুকূল সাধন পথে ক্রম অনুসারেই প্রকাশে দর্শন হয়। যাহা সংস্কারগত তাহাও স্বরূপের অঙ্গই, স্বরূপের বহির্গত নয়। তাই অনুকূল দ্বারপথে আঘাত পড়িলে কিছু কিছু প্রকাশও হয়, মন ঐ জাতীয় প্রকাশের রাস্তাও বটে. সেই জন্যই মনেও মাঝে মাঝে দর্শন হয়। মন এবং যে কোন সংস্কার পূর্ণেরই রশ্মি, কিন্তু সঙ্কুচিত রশ্মি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই পূর্ণের যাত্রাপথে গ্রন্থিও। সংস্কারকে জ্ঞানের পথে গ্রন্থি বা বিঘ্ন বলা হয় কিন্তু এ দৃষ্টি সংস্কারের অন্ধকারের দিক, সংস্কারের অপর দিকটি হইল প্রকাশের দিক, যার যে যংস্কার, তার পক্ষে তাহাই প্রকাশেরও আলোক, প্রকাশের দিকটি আলম্বন করিয়াই সেই গ্রন্থি মোচন, সেই সংস্কার থেকে মুক্তি সম্ভবপর হয়। সাধকের মানস-গঠন অনুসারেই গুরু তার পথ ধরাইয়া ছান।

রাস্তার নিত্যত্ব প্রকাশ মনেতে, অর্থাৎ মনই বলে দেয় যে সে নিজেই বৃহত্তম গ্রন্থি। সংস্কারজ জ্ঞানের পথে মনই সর্বপ্রধান প্রকাশক এবং মনই বৃহত্তম গ্রন্থি, পূর্ণ-জ্ঞানের গ্রন্থি। তাই মনেতেই দর্শন হয় মাঝে মাঝে, এ দর্শন অনর্গল অবারিত ধারায় নয় এবং সর্বপ্রকার সংস্কারের আধার স্বরূপ মনের বিনাশই পূর্ণের প্রকাশ, স্বরূপ প্রাপ্তি।

গোয়ালারা ফুটন্ত দুধে একবিন্দু অম্বল ফেলিয়া দিয়া যেমন তাহার সমস্ত অসার জলীয় অংশ বাহির করিয়া দেয়, এবং তাহার সারাংশ যে ছানা তাহাই গ্রহণ করে, সেইরূপ সেই গোপেন্দ্রনন্দন আমাদের হৃদয়ের ফুটন্ত প্রেম-পীযুষে এক আধ ফোঁটা তীব্র শোক দ্রাবক দিয়া তাহার যাবতীয় মলিনাংশ—অসারাংশ বাহির করিয়া বিশুদ্ধ প্রেমটুকু মাত্র গ্রহণ করেন। ভাই ভাই! শোকে-দুঃখে বিচলিত হইও না। শ্রীভগবানের তোমার প্রেম-পীযুষ পানের ইচ্ছায় বাধা জন্মাইও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈতরণী

[শ্মশান ঘাটের দৃশ্য দর্শনে]

শ্রীদুর্গাশঙ্কর মহলানবীশ

ভোর হয়ে আসে রাত্রি ধূসর আকাশে—
নগর-সৌধ-শিয়রে ঊষার বাতাসে
চিম্‌নির কাল ধূম মেলিয়াছে পাখা,
তন্দ্রালু মেঘের নীচে নদী আঁকাবাঁকা,
পাড়ি দিয়ে দিগন্তরে চলেছে বলাকা।

এপারে দহন-মত্ত ক্ষুধিত শ্মশান
উন্মত্ত আরক্ত জিহ্বা ঊর্ধ্বে লেলিহান
লেহিছে চিতার বক্ষে মিথ্যা অভিমান ;
আর পারে অন্য ভূমি, অপর ললাম,
মধ্যে বহে তরঙ্গিনী বৈতরণী নাম।

সপ্তর্ষির সভাতলে নিবিয়াছে দীপ,
চন্দ্রমা চলেছে অস্তে কক্ষে সুধা-নিপ,*
ওপারের তন্দ্রাহারা বাঁশীর আহ্বানে
জাগিয়া পারের যাত্রী নদীর উজানে
রাত্রি হতে চলিয়াছে আলোকের পানে।

নদীর সীমাটুকুর এপারে ওপারে
জীবনের জয়-যাত্রা আলোকে আঁধারে ;
একপারে সূর্য্য ওঠে, অস্ত আর পারে,
নিশীথ সঞ্চয় ভরি' জীবন-সম্ভারে
উদয়াস্ত খেয়া-তরী বহে বারে বারে।

* নিপ=কলস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দূর হতে শোনা যায় জীবনের গান—
সৃষ্টি প্রবাহের নিত্য এই অভিযান
সুপ্তির বিলুপ্তি হতে প্রভাতের ভালে
সিঞ্চিয়া জীবন-সরণী ঘুমের আড়ালে
প্রাণের প্রেরণা শিখা জ্বালে অন্তরালে।

রিক্ততা উদ্ভিন্ন করি' উভয়-শিখরে
দেখা দেয় জ্যোতির্লোক বিলুপ্তির স্তরে
মঞ্জরিয়া দিবসের প্রহরে প্রহরে
সৃষ্টির মন্দির স্বপ্ন। বৈতরণী তটে
রাত্রির আসন্ন সন্ধ্যা ঘনায় নিকটে।

মৃত্যুর রহস্য ভেদি' সদ্য এই ঘাটে
ছাড়পত্র পেল যারা চলিয়াছে বাটে,
জীবনের অভিসার ক্ষণেক রহে না—
নিত্যই বিশ্বের হাটে আছে বেচা কেনা,
আজিকার পণ্যগুলি কালিকার দেনা।

সঞ্চয় কুড়ায়ে হেথা আখেরী পরাণে
পৃথিবীর স্নেহ ঋণে গড়া পাত্রখানি
পৃথ্বীরে ফিরায়ে দিয়ে গোধূলি বেলায়
তারপর দিন গোনা নতুন আশায়,
প্রভাতের বর্ষপঞ্জী নতুন ভাষায়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেরাদূনে দুর্গোৎসবে মাতৃসঙ্গ (১৯৬৮)

"মাতৃ-প্রশ্রয়-পুষ্ট"

[পূর্ব্বানুবৃত্তির পর]

মায়ের আকর্ষণে, মাতৃদর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে, শত শত সন্তান দেরাদূনে এসেছেন ভারতবর্ষের দূর দূরান্তর প্রদেশ থেকে। বিভিন্ন তাঁদের ভাষা, বিচিত্র তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র। কেউ ধনী, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ বা দরিদ্র। এই মিলন-মেলার মধ্যে র'য়েছেন কতো রাজা, মহারাজা, অধ্যাপক, মন্ত্রী, জজ্, জমিদার, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, বড়ো বড়ো কোম্পানীর সুবিখ্যাত ডিরেক্টর এবং ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর; আবার, কতো শত অকিঞ্চিৎকর, অজ্ঞাতনামা জনসাধারণ।

ঐশ্বর্য্য, প্রতিষ্ঠা বা পদমর্য্যাদার দিক্ দিয়ে কে বড়, কে ছোট—এই তুচ্ছ প্রশ্ন মায়ের কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর। মায়ের ধর্ম্মপুত্র ভাইজীর বাণী ('মাতৃদর্শন' ১৭৯ পৃঃ) ঃ—"মায়ের নিকট আসিতে হইলে, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য চিত্ত দর্পণের মত স্বচ্ছ হওয়া আবশ্যক। যে যত ক্ষুধিত, পিপাসিত, শ্রদ্ধাশীল ও শরণাগত হইতে পারে, সে ততই তাঁহার অমৃত স্পর্শে তৃপ্তি লাভ করিবে।"

লোকসমাজে যাঁরা **V. I. P.** অর্থাৎ **Very important persons,** মাতৃসঙ্গের প্রভাবে অনেকসময়ে তাঁরা সরল শিশুর মত আচরণ করেন, ভুলে যান তাঁদের কর্ম্মস্থলের গদির কথা। পূজাপ্রাঙ্গণে **V. I. P.**-দের জন্য কয়েকখানি গদি আঁটা সোফা সাজানো আছে বটে; কিন্তু মায়ের দরবারে এক্ষেত্রে **V. I. P.** মানে **very important persons** নয়, **very indisposed persons!** অসুস্থ সন্তানের জন্য সোফা-সুখের ব্যবস্থা—আরামে ব'সে সৎসঙ্গ এবং উচ্চাসন থেকে অবাধে মাতৃদর্শন।

সমবেত সন্তানদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন রুচির এবং বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। এই বহুবৈচিত্র্যের যোগসূত্র মা। মা যে সমভাবে সকলেরই মা। যা'রা সাধু, সুধী, সজ্জন—তা'দেরও মা; আবার, আমাদের দৃষ্টিতে যা'রা দুরাত্মা, দুরাচার, দুর্নীতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরায়ণ, তা'দেরও মা। ত্রিবিধ তাপে যা'রা তাপিত, তাদের সকলের জন্য মায়ের "হাসপাতাল"-এর দরজা সব সময়ে খোলা। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ব্যাধির চিকিৎসা হয় সেখানে। রোগী হাসপাতাল ভর্ত্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে রিপুগুলি বুঝতে পারে—এই বার তাদের উপর জারি হ'ল উচ্ছেদের নোটিস্। অনেক সময়ে প্রবল রিপু সেই নোটিস্ পেয়ে ক্ষেপে ওঠে। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। আগুন নিভে যাবার আগে যেমন একবার দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, এ লক্ষণটি সেই রকম রিপুদমনের পূর্ব্বাভাস।

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ"—গীতাবর্ণিত এই আসুরী সম্পদের যা'রা অধিকারী, তা'দের জন্য মায়ের হাসপাতালে অনেক সময়ে ব্যবস্থা হয় **auto-vaccine** চিকিৎসা—যেন রবারের বেলুনকে প্রথমে হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে, পিন্ ফুটিয়ে হাওয়া বা'র ক'রে দেওয়া। মানুষ যে সব তুচ্ছ বস্তু নিয়ে অহঙ্কারে মত্ত, সেগুলি হাওয়ার মত অন্তঃসারশূন্য। অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা, পদমর্য্যাদা—সবই হাওয়ার মত। মাতৃকৃপা লাভ করলে তখন হাওয়াকে হাওয়া ব'লে চেনা যায়।

মায়ের হাসপাতালে যে-রোগীর রোগ যতো কঠিন, মাতৃসঙ্গের প্রয়োজন তার ততো বেশী। সুযোগ-ও সে পায় বেশী বেশী, যদি চায়। এই 'চাওয়া'-র ভাবটিকে মা পুষ্ট করেন অনেক রকমে—কখনো ছেলে-ভোলানো-চুষি কাঠি দিয়ে যথা, প্রকাশ্যে প্রশংসা, গলায় মালা, মনের-মতন খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি; কখনো চরিত্র গঠনের কঠোর ব্যবস্থা ক'রে যথা, সংযম, স্বাধ্যায়, একান্ত সাধনা ইত্যাদি; কখনো শিক্ষা দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, অন্তরঙ্গ রসাস্বাদনের সুযোগ দিয়ে।

মায়ের দৃষ্টিতে যাঁরা অধিকারী ব্যক্তি, তাঁরা প্রথম থেকেই মায়ের কাছ থেকে অন্তরঙ্গ রসাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন। কৌতুহলী জনসাধারণ সবিস্ময়ে তা'র কারণ অন্বেষণ করে, কিন্তু মাতৃলীলার মর্ম্ম বুঝতে পারে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য নিম্নলিখিত মাতৃবাণী ("মৌন মিলনী" প্রকাশন—৬৫):-"তোমাদের মনে এই সংশয় জাগে দেখতে পাই 'আমরা মায়ের সঙ্গে বহুদিন সঙ্গ ক'রে যা' পেলাম না, কেউ প্রথমে এসেই তার চেয়ে বেশী পেয়ে গেল।' মনে রাখবি মায়ের সঙ্গে তোদের যে যুগ যুগান্তরের সম্বন্ধ। তোদের দৃষ্টিতে যে প্রথম এল, তোরা যে জানিস্ না তার পূর্ব্বজন্মের কতো পুরানো যোগ—তাই তার সঙ্গে এতো পরিচিতের মত ব্যবহার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সন্তানকেই মা আশ্রয় দেন। কোনও কোনও সন্তানকে কখনো কখনো মা প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকেন। মায়ের প্রশ্রয়-লীলাটি অহৈতুকী কৃপার এক বিশেষ প্রকাশ। মা যে প্রশ্রয় দেবেন কা'কে, কেন, কখন এবং কতো দিন ধ'রে, তা' দুর্বোধ্য। ব্যবহারিক দিক্ দিয়ে মায়ের প্রশ্রয়দানের জোয়ার-ভাঁটা আছে। কিন্তু মাতৃ-কৃপার যে-স্রোতধারা সেখানে ভাঁটার অবকাশ নেই; সেই করুণাধারা সব সময়ে কানায় কানায় ভ'রে আছে। আসলে, আশ্রয়-কৃপা এবং প্রশ্রয়-কৃপা একই রসের বিভিন্ন প্রকাশ। আধার-ভেদে, অধিকার-ভেদে এবং প্রয়োজন-ভেদে তা'র রঙের তারতম্য ঘটে।

মা বলেন, মাকে যে যেমন বাজায়, সে তেমনি শুনতে পায়। সন্তান মাকে বাজালে, মায়ের দিক্ থেকে যে সাড়া আসে, সেই সাড়ার জন্য মাকে ভেবে-চিন্তে বা বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে উত্তর দিতে হয় না। ব্যবহারিক দিক দিয়া প্রত্যেকেই মায়ের কাছ থেকে পায় নিজ নিজ প্রাপ্য আদর, শাসন, উপেক্ষা বা 'সম্মান'। ভাইজী বলেছেন ('মাতৃদর্শন'—১৭৯ পৃ)—"ভাবই মায়ের আকর্ষণ বিকর্ষণের সূত্র। যা'র যেমন ভাব, তা'র তেমনি লাভ। তাঁহার নিকট যে যত শূন্য দেহ মন নিয়া নিরাশ্রয়ের মত উপস্থিত হইতে পারে, সে ততই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়।"

শূন্য মনে, নিরাশ্রয়ের মত মায়ের কাছে দেরাদুনে উপস্থিত হয়েছিল কয়েকজন মাতৃসন্তান বিজয়া-দশমীর বিষাদ-ভরা পরিবেশে। মহা নবমীর নিষ্ঠুর রাত্রি প্রভাত হল। মন্ত্র নিরঞ্জনের পরে পূজা মণ্ডপ যেন থম থম করতে লাগল। পূজা প্রাঙ্গণের বাতাবরণে বিরাট্ শূন্যতা। সন্তানগণের প্রাণে প্রাণে বিদায়ের ব্যথা; গায়কগণের গানে গানে বিষাদের মূর্চ্ছনা। কা'রও কণ্ঠ রুদ্ধ, কারও নেত্রদ্বয় অশ্রুসিক্ত। সে এক রোদন ভরা মর্ম্মান্তিক করুণ রস। বেদনা, শুধু বেদনা। তা'র মধ্যে জ্বলজ্বল করছে মায়ের শান্ত, শুদ্ধ, সুন্দর হাসিমুখখানি। সহসা মা গান ধরলেন। নিমেষের মধ্যে পূজা-প্রাঙ্গনে সেই বিষাদের অধ্যায়ে ছেদ পড়লো। মা গাইলেন—"দুর্গা দুর্গা জয় দুর্গা মা দুর্গা জয় দুর্গা"। প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত হ'ল আনন্দের প্রবাহ। তারপরে মা গাইলেন—"এসো মা এসো মা জয় দুর্গা; আছোই তো মা জয় দুর্গা।" মা গানের মধ্যে শোনালেন নতুন কথা—"আছোই তো মা জয় দুর্গা"! মায়ের সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান তো নেই! তবে আর বিচ্ছেদ বেদনার অবকাশ কোথায়?

মাতৃবিরহবিধুর সন্তানগণ মাকে 'বাজিয়েছিল'। গানের মধ্যে তা'রা নিবেদন করেছিল বেদন-ভরা বেহাগ সুরে—"মাগো! তুমি তো বিদায় গ্রহণ করলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা মা-হারা হ'য়ে কেমন করে কাটাব একটি বছর?" এই আকুতির উত্তর পাওয়া গেল মায়ের সরচিত গানে—"আছো ই তো মা জয় দুর্গা, নিত্যসত্ত্বা জয় দুর্গা।" দেবী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মন্ত্রদ্বারা; নিরঞ্জনও হ'য়ে গেল মন্ত্র দ্বারা। কিন্তু নিত্য সত্ত্বা মায়ের না আছে আবাহন, না আছে বিসর্জন। মন্ত্রের অপেক্ষা না রেখেই মা আছেন। মায়ের পক্ষে না থাকা অসম্ভব ব'লেই মা আছেন। যা'রা বিরহকাতর কণ্ঠে মাকে 'বাজিয়েছিল', তারা আশ্বস্ত হ'ল। তাদের হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠের আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হ'ল পূজাপ্রাঙ্গন।

"আছেই তো মা জয় দুর্গা নিত্যসত্ত্বা জয় দুর্গা।" মায়ের এই গানের অনুকরণ ঝংকৃত হয়ে উঠলো দিকে দিকে, আকাশে বাতাসে। ছোট ছোট সুন্দর হাত দু'খানিতে কখনো যুক্ত ক'রে, কখনো মুক্ত করে, মা যখন হাততালি দিয়ে গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল দেন, তখন শ্রোতার কান জুড়িয়ে যায় মায়ের প্রাণ-মাতানো গান শুনে, দর্শকের চোখ জুড়িয়ে যায় মায়ের মন-ভোলানো রূপ দেখে। তাল ও ফাঁকের খেলা নিয়ে অনবরত চলতে থাকে মায়ের ভাঙ্গা গড়ার খেয়াল। অনেক সময় মায়ের গানে তাল যেন কেটে যায় যায় এই রকম সঙ্গীন অবস্থা। নিজের গানের মধ্যে নিজের খেয়ালে বিপদ ডেকে এনে পরক্ষণেই মা কিন্তু অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচয় দেন—অবলীলাক্রমে যথা-সময়ে 'শম'-এ ফিরে আসেন, তাল কাটে না। সময়ে সময়ে যেন মনে হয় বুঝি বা মাত্রার বিশৃঙ্খলা। আসলে বিশৃঙ্খলার ছদ্মবেশে বিরাজ করে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। এই তো মাতৃলীলার বৈশিষ্ট্য!

যেমন গানের ক্ষেত্রে, তেমনি শরণাগতের জীবনক্ষেত্রেও অনেক সময় দেখা যায় মায়ের ভাঙ্গা গড়ার খেয়াল। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলেছে কোনও সন্তানের সংসার যাত্রা—উত্তরোত্তর কর্ম্মজীবনে উন্নতি, প্রভূত উপার্জ্জন, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। সহসা দেখা দিল ঈশান কোনে কালো মেঘ, ঝড়, তুফান। সেই ঝঞ্ঝাবাতে জীবনতরী ডুবে যায় যায়। এমন দুর্দ্দিনে মা ছাড়া আর কে তাল সামলাবে! মাকে ডাকলেই মা সাড়া দেবেন। মায়ের কৃপায় হয়তো বিপদ্ কেটে যেতে পারে; কিংবা হয়তো শরণাগতের মনে দুঃখকে সহ্য করবার শক্তি সঞ্চারিত হতে পারে। 'যা' হ'য়ে যায়'—মায়ের এই অমৃতবাণীকে ধরে রাখতে পারলে, জীবনের ছন্দে ছন্দে ফিরে আসবে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য। তখন আর বাইরের ঝ'ড়ে ক্ষুব্ধ হবে না মন; সুখদুঃখের চক্র পরিবর্ত্তনে ক্ষুন্ন হবে না অন্তরের অবিরাম শান্তি।

যাক সে-সব কথা। যা'র ব্যথা সে বুঝবে; আর বুঝবে মা। পূজামণ্ডপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমবেত সন্তানগণ তাঁদের ব্যথিত চিত্তে বিজয়-দশমীতে সান্ত্বনা পেয়েছিল মায়ের গানে। সহসা মায়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল আত্মপরিচয়ের আর একটি ইঙ্গিত। মা গাইলেন ঃ—"আনন্দময়ী মা জয় জয় দুর্গা, ব্রহ্মময়ী মা, আনন্দময়ী মা"। মাকে যাঁরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী দুর্গা জ্ঞানে ভজনা করে, তাঁদের আনন্দের আর সীমা নেই। "আনন্দময়ী মা জয় জয় দুর্গা" এবং "ব্রহ্মময়ী মা আনন্দময়ী মা" এই দুটি পদ মা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলেন নানা সুরে নানা ছন্দে। গান গাইতে গাইতে সাময়িক-ভাবে মায়ের রূপ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। মাকে মনে হ'তে লাগল যেন নবযৌবন সম্পন্না দেবীপ্রতিমার অনুরূপ। মায়ের মুখমণ্ডলে দিব্য বিভা, নয়নকমলে করুণার নির্ঝরিণী, সর্ব্ব-অঙ্গে আনন্দের হিল্লোল। মায়ের পরিধানে রাজরাজেশ্বরীর উপযুক্ত মহামূল্য বসন। সেই বেনারসী শাড়ীখানির রঙও ছিল গাঢ় সবুজ—যেন যৌবনের বর্ণোজ্জ্বল প্রতীক।

এই দেবদুর্লভ পরিবেশের মায়ের মুখে মায়ের নিজের নাম কীর্ত্তন সমবেত সন্তানগণকে দিশাহারা ক'রে দিল। মা অনেক সময়ে বলেন "খেয়াল হ'লে তিনি ধরা দেন, কিন্তু ধরতে দেন না।" পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডে, হিমালয়ের পাদমূলে, বিজয়া-দশমীর সেই পুণ্য তিথিতে কা'রও কা'রও কাছে মা হয়তো ধরা দিয়েছিলেন, কিন্তু ধরতে দেন নি। পাছে কেউ ধ'রে ফেলে, এজন্য মা যেন সন্তানদের সঙ্গে ছলনাই করলেন মনে হ'ল—ধরা দিতে গিয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন। আসলে কিন্তু তা' ছলনা নয়—এই কথা পরে একদিন শুনেছিলাম মায়ের মুখে। মা আলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন মাতৃতত্ত্বের ইঙ্গিত।

ঘটনাটি এই ঃ—"আনন্দময়ী মা জয় জয় দুর্গা" এবং "ব্রহ্মময়ী মা আনন্দময়ী মা" এই দুটি পদ গাইতে গাইতে মা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন দেবী প্রতিমার দিকে। তাঁর ইঙ্গিত কি এই?—"ঐ দেখ মা দুর্গাকে, ব্রহ্মময়ী মা আনন্দময়ী মা!" কিন্তু তখন তো মন্ত্র-নিরঞ্জন শেষ হয়ে গেছে। তথাপি মা কেন মাটির পুতুলকে এমন গুরুত্ব দিচ্ছেন? প্রতীক প্রতিমাকে নিয়ে যে-উৎসব, তা' মাত্র তিন দিনব্যাপী। মাকে নিয়ে যে-উৎসব, তা' নিত্যকালের। মায়ের মুখে 'আনন্দময়ী'—নামের সঙ্গে 'দুর্গা'-নাম এবং 'ব্রহ্মময়ী'-নাম জড়িত ক'রে এই রকম কীর্ত্তন শুনে গায়কগায়িকাগণ ধ'রে নিল মা এইবার স্বীকার করেছেন যে আমাদের এই মা-ই স্বয়ং সেই মা দুর্গা ব্রহ্মময়ী।

সন্তানদের আনন্দের উচ্ছ্বাস ধ্বনিত হ'ল অট্টহাস্যের কলরোলে। সেই হাসির হিল্লোল থেকে উত্থিত হ'ল জননীর একটি অপূর্ব্ব লীলার লহর। সে-লীলার মাধুর্য্য ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। মাকে দেখা গেল এক অদ্ভুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকায়—ছেলেমেয়েরা হাসছে দেখে মা দেন প্রহারোদ্যতা। মায়ের দক্ষিণ হস্তে প্রকট হয়ে উঠলো একবার একটি চপেটাঘাতের ইঙ্গিত, তারপরে একটি মুষ্টির ইঙ্গিত। মায়ের মুখের হাসি রইলো যেমন, তেমনি! নামকীর্ত্তন-ও চলতে থাকলো যেমন, তেমনি—"আনন্দময়ী মা, জয় জয় দুর্গা, ব্রহ্মময়ী মা আনন্দময়ী মা।"

পূজা-প্রাঙ্গণে তখন অগণিত মানুষের সমাগম। 'যেন প্রহারোদ্যত'—ভূমিকায় মায়ের যে খেলা, সেই খেলার সাথী কিন্তু সকলে নয়। সে-খেলার সাথী মুষ্টিমেয় কয়েজন সন্তান, যা'রা মাকে 'বাজিয়েছিল'। একমাত্র তা'রাই আস্বাদন করলো মায়ের বাৎসল্যরসের বিকীরণ। জননীর স্নেহ-সিঞ্চিত মধুর শাসনের যোগ্য অধিকারী তা'রা-ই। সেদিন পূজাপ্রাঙ্গণে অনেকেই মায়ের এই লীলা লক্ষ্য করেনি; লক্ষ্য করলে-ও অনেকেই তা'র মর্ম্ম বুঝতে পারেনি। দ্বাপর-যুগে যমুনা পুলিনে যে-বাঁশী বেজেছিল, সে-বাঁশীর বাণী সকলের কানে সমান নয়।

দুর্গোৎসবের কিছুদিন পরে মায়ের শয়ন-মন্দিরে সৎসঙ্গ হ'চ্ছে। একটি আশ্রমবাসিনীকে নকল ক'রে মা রঙ্গরস করছেন, আর ব্যাখ্যান করছেন সেই মেয়েটির স্বকপোলকল্পিত, বৈচিত্র্যময় অভিযোগ। মায়ের কোনও 'বাবা' সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন না। এই সুযোগ পেয়ে এবং মায়ের এইরকম "জলি মুড্" দেখে, মনে ভরসা হ'ল। মাকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম :—আচ্ছা মা! বিজয়া-দশমীতে তোমার নিজের নামকীর্ত্তন শুনে আমরা যখন হেসে উঠেছিলাম, তখন মনে হ'ল যেন তুমি প্রতিমার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং ইঙ্গিত করলে যে যা'রা হেসেছিল তা'দের প্রাপ্য চড় এবং ঘুঁষি। যা'রা তোমাকেই ব্রহ্মময়ীজ্ঞানে ভজনা করে, তা'দের কি তাহলে তুমি ছলনা করলে?"

প্রশ্নটির মধ্যে ধৃষ্টতা হয়তো র'য়েছে। কিন্তু নিবেদনের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। সন্তানবৎসলা জননী সেই নিবেদন সাদরে গ্রহণ করলেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিলেন—কথা দিয়ে, হাসি দিয়ে, স্নেহসমুজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে। মা বললেন—'ছলনা নয়'। স্পষ্ট বোঝা গেল মায়ের সেই বিজয়াদশমী-লীলার দুটি দিক্ ছিল। প্রথমতঃ সন্তানকে চড় ও ঘুঁসি দেখিয়ে মায়ের বাৎসল্য-রসের আস্বাদন। দ্বিতীয়তঃ মাতৃতত্ত্ব এবং প্রতীক-তত্ত্বের ব্যঞ্জনা। চপেটাঘাত' মুদ্রাদ্বারা মা দুর্গা প্রতিমার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা, এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলির সঙ্কেতে। 'বদ্ধমুষ্টি' মুদ্রাটি নিশ্চয়াত্মিকা। সেই মুদ্রাদ্বারা দৃঢ়ভাবে, নিঃসংশয়ে প্রকাশিত হয়েছিল মাতৃতত্ত্ব এবং প্রতীকতত্ত্ব। শয়ন-মন্দিরে সমবেত ছেলেমেয়েদের কাছে সেই প্রসঙ্গে মা যা' বললেন তা'র ভাবার্থ এই—মাতৃতত্ত্ব একটি বিশেষ প্রতীকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতীক প্রতীক ই। মা সর্ব্বদা পিছনেও থাকেন, সামনেও থাকেন ; ডাইনেও থাকেন, বামেও থাকেন; উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে থাকেন ; আবার উপরেও থাকেন, নীচেও থাকেন।* সব-ই তিনি। তুমি-ও যা' সেই ব্রহ্মময়ী মা দুর্গা-ও তাই যা' তা'।

চার জন আমেরিকান যুবক লাক্সেম্বর্গ থেকে বরাবর গাড়ী চালিয়ে মাতৃদর্শনে এসেছিলেন দেরাদূনে। তাঁদের প্রশ্ন —"আমেরিকাবাসীর কাছে আপনার কী বাণী ?" মা হাসতে হাসতে ইংরেজীতে-ই বললেন :—"**All is one**"; মায়ের ইংরাজী শব্দের ভাণ্ডার ক্রমবর্দ্ধমান। এবার নতুন কয়েকটি শব্দ শুনলাম :—**'sentiment' 'repeat', 'declare', 'boundary', 'extra', 'develop', 'attack', 'link', 'allow', 'no coming', 'no going'** ইত্যাদি। মা এই সকল ইংরেজী শব্দগুলি প্রয়োগ করেন ঠিক ঠিক জায়গাতে। মায়ের ইংরেজী উচ্চারণের লালিত্য অনুপম ; বিশুদ্ধ না হ'লেও তা' অনবদ্য। সেই উচ্চারণ অপরূপ মাধুর্য্য মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে মা যখন সন্তানদের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলেন "ঠিক হ'লো তো বাবা ?" মনে হয় অল্পদিনের মধ্যেই ইংরেজ সন্তানদের সঙ্গে মা নিজের ইংরেজী দিয়েই কাজ চালিয়ে নেবেন। তখন মাতৃ প্রশ্রয়-পুষ্ট দোভাষীদের চাকরী যাবে।

বিজয়া দশমীর বিকাল বেলা প্রতিমা-বিসর্জ্জন হল যমুনা ও টন্‌স্ নদীর সঙ্গমে—কল্যাণবন থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে। সেই যমুনা, যার বিশাল তটে দ্বাপর যুগে ব্রজগোপীগণ করেছিলেন কাত্যায়নী পূজা। বিজয়া দশমীর সান্ধ্য অনুষ্ঠান—মাকে প্রণাম, দিদিমাকে প্রণাম, দিদিকে, স্বামীজীকে এবং অন্যান্য গুরুজনপদে প্রণাম ; মায়ের হাতে প্রত্যেক সন্তানকে মিষ্টি বিতরণ, অবশেষে সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দের পরস্পর আলিঙ্গন।

দিদিমার তুলনা নেই। সৎসঙ্গে দিদিমার সেই শান্ত, স্নিগ্ধ, সহাস্য মুখখানি মায়ের পাশে দেখতে না পেলে একটা দিক অন্ধকার মনে হয়! ৯৩ বছর বয়সে পৌঁছে, এ'বার দিদিমার শরীর ক্রমশঃ অপটু হ'য়ে পড়ছে। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় দিদিমা ছিলেন নীচের ঘরে। সেইখানে গিয়ে ভক্তরা তাঁকে প্রণাম করলো। সকলের নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষিনী দিদিমা আশীর্ব্বাদ করলেন ভক্তগণকে, মাথায় দিলেন স্নেহস্পর্শ।

একাদশী তিথিতে সকাল বেলা পূজা প্রাঙ্গণে মায়ের উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ চলেছে। মা রণজিৎ দাদাকে প্রশ্ন করলেন :—'কোলাকুলির মানে তোমার কি

* গত সংখ্যার "আনন্দবার্ত্তা" দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হয় ?" প্রবৃত্তবাক্ রণজিৎদাদা বললেন "পরস্পরের মধ্যে প্রীতির নিদর্শন।" তারপরে মা বললেন ঃ—"অনিল! তোমার কি মনে হয় ?" অনিল দাদার নতুন কিছু বলবার ছিল না, অথচ মায়ের প্রশ্ন থেকে তিনি বুঝলেন যে বলবার আরও কিছু যেন অবশিষ্ট আছে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে মায়ের দিকে তাকিয়ে, বিপন্নভাবে অনিলদাদা বললেন—"আমারও তো তাই মনে হয়, মা!" মায়ের স্মিত হাস্য দেখে বোঝা গেল দু' জনেই ফেল্!

তারপরে মা অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর আমন্ত্রণ করলেন বিজয়ার আলিঙ্গনের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করবার জন্য। মাষ্টার মহাশয় শাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন বিজয়ার বিজয় অভিযান সম্বন্ধে। অবশেষে উক্ত প্রসঙ্গের উদ্‌যাপন হ'ল মায়ের মুখের বাণী দিয়ে। মা সব সময়ে যা' বলেন এক্ষেত্রেও সেই কথা দিয়েই শুরু করলেন ঃ—"শাস্ত্রে কী লেখা আছে তা' তো এই শরীরটার পড়া নেই। যেমন খেয়াল হয়েছে, তাহ বলা হ'য়ে যাচ্ছে।" আলিঙ্গন সম্বন্ধে মা যা' বললেন তা'র টেপ্ রেকর্ডিং হয়নি। মাতৃবাণীর সারাংশ এই ঃ—

দেবীপূজার প্রারম্ভে পূজক মন্ত্রশক্তিতে দেবতা হ'য়ে গেলেন, মৃন্ময়ী প্রতীমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল, দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হ'ল যথাবিধি। অবশেষে হ'ল মন্ত্র-বিসর্জ্জন। এই ক্রমটি অনুসরণ করার ফলে সমবেত সকলের মধ্যে ব্যাপকরূপে হ'ল একটি বিশেষ ভাবের জাগরণ—তিনি-ই সব, সব-ই তিনি, সব-ই এক। এই জাগরণ ব্যক্তিগত প্রয়াসের অপেক্ষা রাখে না। এই জাগরণের প্রভাবে যা'রা পূজাতে যোগদান করেছিল, তাদের প্রত্যেকের প্রাণে আনন্দ হ'য়ে উঠলো উচ্ছল। সেই আনন্দের উল্লাসে তা'রা পরস্পর পরস্পরকে পরিবেশন করলো নিজের আনন্দের উদ্বেল উচ্ছ্বাস। যে-পরমা স্থিতিতে সব-ই এক, সেই একাত্মবোধের প্রকাশ হয় বিজয়াদশমীর বাহ্যিক আলিঙ্গনে। বিজয়া মানে বিশেষ জয়। মাষ্টার মহাশয়ের ব্যাখ্যার সূত্রটি অবলম্বন ক'রে মা বললেন—"আধ্যাত্মিক জয় যাত্রার সূচনা হয় বিজয়া দশমীর বিজয় অভিজানে।"

বিজয়ার আলিঙ্গন সম্বন্ধে মাতৃবাণীর মর্ম্মকথা এই ঃ—বিজয়ার আলিঙ্গনের মধ্যে র'য়েছে কেবল সামাজিক সৌজন্যের আদান প্রদান নয়; পরস্পরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির আস্বাদন; অসীম-ভাব সিন্ধুর আশ্রয়ে প্রত্যেক সীমিত বিন্দুর সঙ্গে প্রত্যেক সীমিত বিন্দুর প্রেম বিনিময়।

জয় মা দুর্গা! জয় মা ব্রহ্মময়ী! জয় জয় আনন্দময়ী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের উদ্ঘাটন সমারোহ

শ্রীরঞ্জিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বস্তুতঃ শ্রীমার নিজের মধ্যে কোন সংকল্প-বিকল্পের বিলাস নেই অথচ তাঁর দিব্য মহাভাবময়ী তনুকে কেন্দ্র করে অগণিত ভক্তবৃন্দের মানস-চেতনায় স্ব স্ব শুভ সংস্কারানুসারে নানা সদনুষ্ঠানের এবং মহনীয় কর্ম্মের জন্য জাগে নিত্য নব অনুপ্রেরণা। শ্রীমার স্বভাব সুলভ অফুরন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণস্পর্শী প্রেরণার ছোঁয়া কখন কার ভিতরে কিসের সাড়া জাগায় তার কোন পূর্ব্বলিপিকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয়। আজ থেকে প্রায় ১৮ বছর আগে কাশী আশ্রমের তিনতলার ছাদে নক্ষত্র ঝল্‌মল আকাশের চাঁদনীর নীচে এক বিধুর সন্ধ্যা সমাগমে শ্রীমার মহনীয় মূর্ত্তির সামনে বসে স্বনামধন্য স্বর্গীয় ডাঃ গোপালদাস গুপ্তের অন্তর্লোকে যে করুণা ধারার ফল্গু প্রবাহে আলোড়ন জেগেছিল তার মূর্ত্তরূপে প্রথম প্রকাশ পায় 'আনন্দময়ী করুণা' নামে এক হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। তার সংগে স্থাপিত হয় 'শিশুকল্যাণ সমিতি' যার কাজ হোল পাড়ার দুগ্ধপোষ্য শিশুদের নিঃশুল্কে দুগ্ধবিতরণ।

দুঃখী ও দুঃস্থদের প্রতি স্বর্গীয় ডাক্তারবাবুর ছিল এক অপরিসীম সহজাত স্নেহ। কখনও কখনও অনুনয়মাখা অভিমান ও শিশুদের সরলতা নিয়ে তিনি শ্রীমাকে আব্দারের সুরে বলতেন—"মা! আর্ত্ত দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত রুগীদের প্রতি তোমার করুণার সঞ্চরণ কি হ'বে না। তুমি কি তিনতলার ছাদেই শুয়ে থাকবে?" শ্রীমার শ্রীমুখ থেকে মৃদু-হাসিসহ কথা ফুটলো—"বাবা, এশরীরের তো কোন কিছু করা না—করার মধ্যে সব সময় খেয়াল রাখে না তবে তোমরা যখন যেমন করিয়ে নাও, দেখো। ইচ্ছাময়ের কি ইচ্ছা।"

সেই ১৯৫৩ সালের 'আনন্দময়ী করুণা' নামে যে মহৎ মহীরুহের বীজ-স্থাপনা করা হয় সত্যই ইচ্ছাময়ী শ্রীমার ইচ্ছায় এক বিশালকায় বৃক্ষে পরিণত হয়ে দেখাদিল ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালে। এই দীর্ঘদিন ধরে কিভাবে সেই ছোট্ট চিকিৎসালয়ের ঝরণাধারা এক দুকূল প্লাবিনী স্রোতস্বিনীতে পরিণত হোল পর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রস্তুত করা এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে কি সম্ভব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিকিৎসালয়ের নির্ম্মাণকল্পে আশ্রমের নিকটস্থ সেই জমিটির জন্য বিশেষ আগ্রহ ভক্তগণের মধ্যে দেখা দিল যেখানে ১৯৫৬ সালে শ্রীমায়ের ষষ্ঠিতম জন্ম জয়ন্তী মহোৎসব পালন করা হয়েছিল। এই জমি সংগ্রহের জন্য প্রথমে বহু বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। কথায় বলে 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি' মহৎ-কাজের পদে পদে বাধাবিঘ্ন এসে পুরুষকারকে অপদস্থ করতে, উৎসাহহীন করতে চায়—কিন্তু তা কী হয়? শ্রীমায়ের প্রেরণা যেখানে—ভক্তদের অদম্য উৎসাহ যেখানে সেখানে বাধাবিঘ্ন আর কতটুকু পথ আগ্‌লে থাকবে? আর আমাদের 'পানুদা' যে কাজের অগ্রদূত সে কাজ কি থেমে থাকতে পারে? তাঁর নীরব-কার্য্যকুশলতার তুলনা নেই। পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ নাই; মুখে হাসি কিন্তু হাতে সদাই কাজ আর কাজ; নানা সমস্যার সমাধানকল্পে সদাই যেন প্রস্তুত। মনে মনে জানেন শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ মাথার ওপর—তাঁর কাজ তিনিই করিয়ে নেন। তাই তিনি অভিমানহীন নীরব কর্ম্মী। 'পানুদা'র প্রচেষ্টায় বহুবাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জমিসংগ্রহের পর্ব্ব সমাপ্ত হয়।

১৯৬৪ সালে বৃহদাকারে এক চিকিৎসালয়ের পরিকল্পনা করা হয়; এবং সেই সংগেই ঐ জমিতে এক টিনের চালের নীচে কয়েকজন উৎসাহী মাতৃ ভক্ত চিকিৎসকদের অকাতর সেবাদানে সামান্যকারে এক এ্যালোপাথী ডিসপেন্সারী এবং ক্লিনিক চালু করা হয়।

ভিত্তি স্থাপনের পর থেকে চিকিৎসালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। উত্তর প্রদেশের তৎকালীন মুখ্য মন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন স্বাস্থমন্ত্রী শ্রীমতী সুশীলা নায়ারের বিশেষ আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার ফলে আসে অর্থ সাহায্য, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ এবং সাজ সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্য। ভারত সরকারের সিনিয়ার আর্কিটেক্ট শ্রীজনার্দ্দন শাস্ত্রী মহাশয় নিজে এসে চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ নক্সা করে দিয়ে যান। শ্রীমায়ের ভক্তরাও নিজের নিজের সাহায্যানুসারে অর্থসাহায্য দিতে আরম্ভ করেন। বিদেশের ভক্তরাও পিছিয়ে থাকেন না। তাদের দানও অজানিত ভাবে আসে। প্রায় ১১ লক্ষ্য টাকা ব্যয় করে একটি সুন্দর দ্বিতল দুশাখা সমন্বিত চিকিৎসালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়ে যায় গত ডিসেম্বর মাসে। নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হ'তে এখনও প্রচুর অর্থ এবংসময়ের প্রয়োজন আছে। আশা করি শ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদে ঐ কাজ সম্পূর্ণ হ'তে কোন দেরী হবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রীমায়ের নামে উৎসর্গীকৃত এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন সমারোহে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানালে সাদরে তিনি তা গ্রহণ করেন। দিন স্থির হয় ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ সাল।

এই উদ্‌ঘাটন সমারোহ সুসম্পন্ন করার জন্য চিকিৎসালয়ের দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত স্থানে সুন্দর মণ্ডপ রচনা করা হয়। মঞ্চটি বেশ সুন্দর ভাবে ফুল দিয়ে সাজান হয়। সাদা ধবধবে চাদরের ওপর সারি সারি আসন বিছিয়ে মঞ্চস্থ গণ্যমান্য অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়। মঞ্চের দক্ষিণ কোণে শ্রীমায়ের বসবার স্থান করা হয়। এবং সমাগত অতিথিবৃন্দের জন্য সমস্ত মণ্ডপময় সারি সারি চেয়ার সাজিয়ে দেওয়া হয়।

ঐদিনটি আমাদের সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে রইলো। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর করকমলে শ্রীমার পূত সান্নিধ্যে আর নগরীর গণ্যমান্য অভ্যাগতদের সমুপস্থিতিতে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন-সমারোহ সুসম্পন্ন হোল।

মাল্যার্পণ—অনুষ্ঠান শেষ হলে চিকিৎসালয়ের সভাপতি কাশীনরেশ শ্রীবিভূতি নারায়ণ সিংহ শ্রীমতী গান্ধীকে সকলের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। স্বাগত ভাষণের পর টিহরীর মহারাজা শ্রীমানবেন্দ্র শাহ চিকিৎসালয়ের বিবরণ পত্রিকা পাঠ করে শোনান।

চিকিৎসালয়ে বর্ত্তমানে ৩২টি শয্যার ব্যবস্থা আছে; এবং বহিরঙ্গ বিভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতিদিন প্রায় গড়ে ৪০০ রুগীর চিকিৎসার জন্য এখানে আসে। চিকিৎসালয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য পুরোপুরি শেষ হলে ১৭০টি শর্য্যার ব্যবস্থা হবে।

সর্ব্বশেষে শ্রীমতী গান্ধী প্রধান অতিথি হিসাবে চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনের সূচনা করলেন এবং এই প্রসঙ্গে বল্লেন "আমি যতদূর জানি শ্রীমা আনন্দময়ীর শুভ আশীর্ব্বাদ পূত যা কিছু পরিকল্পনার কাজ হাতে নেওয়া যায় তা নিশ্চয়ই সফল হয়ে থাকে। অতএব এই চিকিৎসালয়ের কাজও যে অদূর ভবিষ্যতে জন-কল্যাণের কাজে সফল হ'বে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার আরও মনে হয় যে এই চিকিৎসালয়ে কেবল যে রোগীদের শারীরিক ব্যাধির নিরাময় হ'বে তা নয়, উপরন্তু তাদের মানসিক সুখ-শান্তির পথনির্দ্দেশ দেবে বলে আমি আশা করি। আজ যে স্থলে এই চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হয়েছে—আমার মনে পড়ে বহুবর্ষ পূর্ব্বে কাশী বিদ্যাপীঠের উদ্‌ঘাটন উপলক্ষে আমার স্বর্গীয় পিতা এবং মাহাত্মাজীর সংগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি এখানে এসেছিলাম। আমি আবার সেইস্থলে এই পুণ্যকাজের সমারোহে উপস্থিত হবার সুযোগ পেয়ে এবং সে সুযোগ শ্রীমার সান্নিধ্যে পেয়ে মনে আজ বড় আনন্দ পাচ্ছি। আর সমুপস্থিত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ যাঁরা আজ এই সুন্দর অনুষ্ঠানে এসে একে সাফল্য মণ্ডিত করলেন—জয়হিন্দ্।"

এরপর শ্রীমতী গান্ধী চিকিৎসালয়ের ভিতরে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব পরিদর্শন করেন। এই উদ্ঘাটন সমারোহে শ্রীমতী সুশীলা নায়ার, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীগোপাল রেড্ডী, তাঁর সহধর্ম্মিনী এবং শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠিও উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসালয় পরিদর্শনের পরে শ্রীমতী গান্ধী আশ্রমের গোপাল মন্দিরে আসেন। গোপালজীর দর্শন করেন এব পরে সামান্যক্ষণ শ্রীমার সংগে নিভৃতে আলাপ করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মোটর বোটে বিদায় নেন। প্রায় ১½ ঘণ্টার এই কার্য্যক্রম সকলের বেশ উপভোগ্য হয়।

শ্রীমার অহৈতুকী ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আশীর্ব্বাদে যেন চিকিৎসালয়ের কাজকর্ম্ম দিনে দিনে সুষ্ঠুভাবে চলতে থেকে আর্ত্ত পীড়িত এবং ব্যথিত জনকে দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারে এই সম্মিলিত প্রার্থনা যেন তাঁর শ্রীচরণে চিরদিন নিবেদিত হতে থাকে। সর্ব্বশেষে চিকিৎসালয়ের বহিরঙ্গ বিভাগের সেবালয়ের সামনে দেয়ালগাত্রে শ্রীমার যে বাণী সম্প্রতি খোদিত হয়েছে—তার উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করলাম।

"কাশী বিশ্বনাথধাম মুক্তিক্ষেত্র রোগরূপী জন জনার্দ্দন সেবা।"

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sm. Indira Gandhi along with Mataji, Dr Sushila Nayar & Dr. Fithika Mukerji at Varanasi Ashram.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Just as there is a veil of ignorance for the individual,
So there is also a door to Knowledge.

Mātri Vāni

Birth as a human being is hard to obtain. Having received this rare boon, if you do not give time to the contemplation of the Beloved, you will have to reproach yourself: "What have I been doing? Should my whole life continue in this manner?" To reflect thus is beneficial. Failing to do so means moving towards death.

* * *

Who is called a friend? He who makes you turn towards the One Beloved, he, verily, is a real and true friend. But he who lures you away from this direction and induces you to take the road to death is an enemy, not a friend. Try to reform yourself. Not to make an attempt to correct oneself is as good as committing suicide.

* * *

Sense enjoyment acts like slow poison. And by this slow poison you are driven towards death. Therefore it is man's duty as a human being to get into the current that leads to immortality.

* * *

The world (*sangsāra*) is the abode of conflict. He who mistakes the comedy for reality, is just decorating for the various disguises. This is why it is called *sangsāra*,* the place where play-acting is the main thing.

* * *

* A play upon words that cannot be translated. *Sangsāra* means world, also the round of births and deaths. *Sang* clown, *sāra* essence.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Lord, Thou Thyself art in this form—regard that particular *kriyā* in this light. See in all *kriyās* an expression of THAT. Realization of Reality will come through all *kriyās* combined. Do not look upon them as separate one from the other. Who is the *kriyā śakti* ? Thou Thyself. And who is the *Sakti* ? He, the One.

* * *

What does *Ātmā darśana*, the direct perception of the Self signify ? The seer, the seen and the act of seeing—where these three are one, there the Brahman is realized. When the question of action or inaction does not arise, this is called Self-realization (*Ātmā sthiti*).

* * *

To know the Mother means to find the Mother, to become the Mother. *Mā* means *Atmā*, *Mā* means *mayi* (all-pervading). Self-pervading, reposing in the Atma, Knowledge, the Self, Siva. "To become" actually means : it ever is so.

* * *

There is nothing in this world, yet every single person is madly pursuing this nothing—some more and some less. What a comedy God's play is ! What a lunatic asylum He has created ! He Himself sporting with Himself.

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'MA'*

D. S. NAKRA

It is more than a privilege and an honour to be called upon to say a few words about Ma—it is a blessing. Blessed are those that utter Her Hallowed Name, and twice blessed are those that hear the Holy Word in silence and contemplate Her Living Presence in their hearts. May She be with us now and for ever.

In his "Hymn to Bhagwan Ramakrishna", Swami Vivekananda says : "He that has passed by Thee has found peace; he that has taken Thy name has received Bliss and he that has surrendered himself at Thy Lotus Feet has got Freedom".

The same is true of Ma. Fortunate are we who are gathered here Let us think of her. Let us utter her Name and let us surrender ourselves at her Lotus Feet in thought and in deed.

I do not know why I have been chosen for the talk today. I heard of Ma many times but I was not called into Her Holy Presence till about a year or so ago.

I had the good fortune of being in her presence for just a couple of minutes when I asked for and received her blessings. She said to me : "Cling lovingly to the Lotus Feet of the Lord and your mind shall loosen its grip on worldly desires. Have faith in His Name and persevere and you shall make progress."

These are common words of advice but they assumed a special meaning and significance. Coming from her, they were a promise and a blessing.

---

* The following is a talk delivered at the Ranchi Ashram on the occasion of Mataji's 72nd birthday, May 1968.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

This is all that I can say about Ma from personal knowledge—that she is a Living Blessing. I am waiting till her Grace vouchsafes to me another glimpse of her. I take it as a sign from her that I have been asked to speak today. This has given me an opportunity to read about her. One has first to hear the Name, think over It and absorb It before the meaning dawns and Its living presence is felt. It is in this spirit of dedication that I join you all in offering these few words at her Lotus Feet.

It is usual to start with a very brief historical life-sketch. Ma was born in May 1896 in a small village in the Tippera (Tripura) District of East Bengal; the population of this village was predominently Muslim, mostly illiterate. Her own formal education consisted of two years' attendance at a primary Pathshala. She was married at the age of 13 to Ramani Mohan Chakravarti, later known as Bholạ Nath, who was employed as a keeper of Shah Bagh, a garden of the Nawab family of Dacca. Her spiritual life began to manifest itself even before she was old enough to enter worldly life as we know it. In fact she never entered worldly life.

The story of her life is a series of events of spiritual significance with which her devotees are familiar. I will mention only a few : her performance of nimaz (recitation of Qurana ayaat)" near the grave of a Muslim saint in Shah Bagh, her spells of absent-mindedness and the recitation of hymns and mantras, her spontaneous experiencing of yogic and other spiritual states; the coming of Jyotish Chandra Roy and Dr. Sasanka Mukherjee and his daughter (later renamed by Ma, 'Guru Priya' and lovingly called 'Didi' by everybody) her ministry and long tours including pilgrimages to Kailash and Mansarovar and of course the many miracles of which some only have been told by her devotees.

The narration of the experiences of her devotees would be an elevating *Katha* and *Kirtan* by itself, but unfortunately we do not have the time for it this evening. It is

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

enough to understand that her life story, as such, has significance only as something concrete to which our mind can cling; it serves as a vehicle of our thought, as a focus of our embodied love. What she really is her own grace will reveal to us according to our capacity. She herself has said: "I am for you what you think me to be."

"For the great majority of us", says Dr. Weintrob (Vijayananda), "she is a Mother, full of love and tenderness; to others, a friend, an elder sister or even a child. For others yet, who are spiritually more advanced, she is the Guru or an aspect of God, Durga, Krishna etc. And it is not only in the imagination of the bhakta that she represents these aspects. Her physical appearance, her behaviour and her voice are actually transformed and adapted to the part she wishes to play. I have often seen her features assuming entirely different aspects within a single hour."

I cannot, therefore, do better than relate what she is to some of her devotees. In this way, I will be able to present to you a few aspects of her many-sided personality. There is no better way of knowing Her than reading or hearing an account of the experiences of her devotees and her impact on them. Her totality is beyond understanding.

First came Hara Kumar who called her 'Ma' for the first time. Next Jotish Chandra Roy who saw Mother as 'Anandamayi' and gave her the name which seems the most fitting, more than even the name she got from her parents—'Nirmala' (the Taintless). If words can encompass her Self, it is these two words 'Anandamayi Ma.'

Mahamahopadyaya Dr. Gopinath Kaviraj has spoken of "the wonderful poise and bliss of her sweet personality which, strong as it is, blends into the impersonal and is utterly undifferentiated from it."

Another devotee declares that: "She is harder than thunder and softer than a flower". Still another says: "She is like the Ganges—her very touch purifies. In her

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

presence, one feels oneself getting better all the time. She does not seem to notice or want to notice the dark side of an individual; she only sees our luminous aspects enhanced considerably by her divine mercy".

Another devotee declares :

"Seeing the radiant face of Ma Anandamayi and hearing her laughter, you guess that she is an incarnation of joy. Touched by the caress of her glance, you know that her heart is overflowing with love for all beings. Listening to her teaching, so simple and clear, you understand that she is in possession of all Wisdom. But one cannot say whether it is Joy, Love or Wisdom that is the source of all this: for with her, all three are inextricably and indissolubly mingled-one cannot exist without the other."

Parmahansa Yoganandaji says: "I had found many men of God-realization in India; but never before had I met with such an exalted woman saint. Her gentle face was burnished with the ineffable joy that had given her the name of Blissful Mother." He adds: "She made one feel the closest of friends, yet an aura of remoteness was ever around her-the paradoxical isolation of Omnipresence."

So much about her personality. Let us now see what the devotees have to say about her teaching. Dr. Gopinath Kaviraj says: "Mother has no line of her own: No particular teaching or doctrine; she declares that the genuine teachings of all true teachers sincerely followed can lead us to the one Truth." "What is wanted is unfailing patience, grim resolution, persistent endeavour, unflinching faith and unconditional surrender." As the first commandment enjoins: "Thou shalt love the Lord, thy God, with all thy heart and with all thy soul, and with all thy mind and with all thy strength."

"There are many mansions in my father's house", says Jesus. Yes, there are infinite mansions and infinite ways but we have to remember that the house is One.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

All these statements are but a measure of our own more or less limited understanding. What Mother is, only Mother knows. Let us now see what occasionally she has said about herself. Let us hear her own words: "I am Purna Brahman Narayana" she said to a questioner. To another: "If there were *'aham jñāna'* (I-consciousness) in me I could express who I am. As it is not there, I am what you choose to say about me."

To still another she declared: "This entire Universe is my home. I am in my own home. Even when seeming to be roaming from place to place."

Going still further, she declares: "I am conditioned as well as unconditioned. I am neither infinite nor confined within limits. I am both at the same time. I exist before there is creation, duration or dissolution of the world. I was the same, I am the same, and I shall be the same."

For many of us, these declarations are beyond comprehension. Let us, therefore, say in the words of the Gopis to Uddhava: "We do not know, O Uddhava, what *jñāna* and *yoga* is, we know only love." Let us surrender ourselves to Ma with all our love and let her make of us what she wills.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MATAJI'S DARSANA

New Delhi, September 1968.

EILEEN WOOD JASNOWSKI

I am before her, the holy one, Anandamayi Ma.
I am sitting here, wearing the costume of the hill people,
 the Punjab. I am not saying anything but thinking it :
Look at me, sitting here before you, in lotus posture.
What do you think of that,—for a westerner ?

She thought highly of it. The Universal Mother was amused.
Her eyes consumed me, ate up all my passions, fused
my dreams of fame and gain into nothingness.
Her radar, love, flashed out of wisdom's third eye
halfway across the world
and brought me home to her.

She centered all her thought into my fate line,
sponged out what she wanted
from my starred and criss-crossed palm.
Ah, yes, another one; she thought,
another one who wants to have the Grace
handed to her, like an almond or an emerald
RIGHT NOW.

Come closer. Look into my eyes.
Look deeply. Tell me what you see.
The first moment I see a quiet woman, old as love
and steadfast; I see dark hair, the kindest eyes, Buddha's smile.

The second moment all expression's blotted out ; her eyes blend
into mine and I'm caught in the Madonna blue light-stream.

The third moment her upper lip twitched a gadfly of my past
had brushed it; she let it go,—an inconsequential
 incarnation.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The fourth moment her face vanished but those eyes still
held me,—
set now in a cobra's narrow head. She danced on the
hood of my ego.
The fifth moment her love cracked my heart *Chakra*,
seaped into
every part of my body, flowing, pounding, rocking me high.
The sixth moment—my last unblinking glimpse of
eternity—
she tipped and nearly toppled me off my rim of life.
She burned me out in six minutes without a flick of fire.
The circle of her love widened and took me in
—where I'd always been
in the palm of her hand. Lord Krishna held me high,—
higher.
Six moments ? No, hundred lives it took
for initiation by Mataji's look.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From the Diary of a European

MELITA MASCHMANN

(Translated from German)

Allahabad, December 28th, 1966.

Mataji has come on a visit to the Gopal Thakur Ashram at Allahabad. The house has a good atmosphere. One can feel that it is the centre of a community of persons who are occupied with someting essential. In the morning Kalyaniji performs puja for nearly two hours in the temple, in front of which the congregation assembles. I am impressed by the intensity of the atmosphere and the style of the ritual. Kalyaniji's almost air-rending invocation of the Devi : "Ma, Ma !" touches my heart. In her ecstatic appeal our yearning for God, the Eternal Mother, finds expression. "Ma, Ma !" the call comes from a depth where no falsification through sentimentality and sounding pathos is possible anymore.

Mataji is sitting at the entrance of the temple, only about a yard away from the priestess. Her whole being radiates Divinity—for our adoration. But how to describe what is taking place ? It does not happen very often nowadays perhaps, and only in response to invocations such as this one : "Ma Ma !" Also in response to silent invocations.

The Devi takes Her abode in the body of this Being whose whole existence is in complete submission to God.

Sometimes I think that these precious moments of union alone make Mataji's life bearable in our midst, with our oppressive ignorance (ignorance in all forms in which we allow it to get the better of us, such as indolence, greed, covetousness, pride and so forth.) Perhaps these react on Mataji more than we think. If our longing for God which attracts us to Mataji were quite sincere, pure and passionate,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

He would certainly have to reveal Himself to us through her. I am told that Ma once said : "My sustenance derives from those who, having come to me, lose themselves and find God." I feel sure that we often "starve" Mataji. Perhaps even when we imagine to be specially devout : in the midst of a solemn ritual.

Or is Mataji always Devi, not only in those special moments when it becomes so obvious ? The replies to such questions must always be conditioned by the particular school of thought to which one belongs. I do not feel bound to any of them and therefore no answer can be binding for me. In the first few years this uncertainty tormented me. We do not like to live with questions that have to remain unsolved. But if we give up insisting on a reply, the questions themselves one day disappear. Now I am content to love Mataji and to know that she is not threatened by the danger of succumbing to all the evils that result from our egos; and at times to see the Divine mysteriously shine through her.

It is after all only a metaphor for something indescribable when I say that Devi manifested through her body while Mataji sat on the threshold of the temple yesterday. When she was being decorated with garlands and covered with flowers like the murtis in temples, her whole body expressed depersonalization in which the self in annihilated for the sake of the Self. In such moments I have the feeling that an atom of Mataji's human self resists the destruction by the Self. It remains with us and joins into the veneration of the Self that has incarnated in her body. For this reason the tie of intimacy between her and us is never completely broken. To express it in my non-doctrinal language, she never ceases to be a human being, even while she is totally immersed in divinity.

Yesterday, when the puja was over, something very strange took place—(we should note and remember this.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Somebody had a tape recorder ready and placed it near Mataji. She was perhaps just returning from a realm into which we cannot follow her. With a smile that was still half "over there" she pointed to the microphone, saying very softly : "This body has no *kheyāla* to say anything just now."

Probably many had hoped to get Mataji's voice on the tape, for they could not be discouraged so easily. A lady said : "Ma, I have an urgent question to ask : Are Brahmins Brahmins by their birth or by their merits ?" "Both", replied Mataji almost inaudibly into the humming of the machine. She afterwards gave another answer with an equally soundless voice and then became silent. She remained mum in spite of all questions, although there were a number of very intelligent people present who introduced various topics in the hope of persuading Mataji to talk. "Ma, please, answer ! Say something ! Or if you do not feel like talking, sing a little ! Please, Ma........"

Mataji sat calmly at the entrance of the temple and smiled patiently and cheerfully at the eagerness of the people who wanted to outwither at any cost. Her gaze wandered with serene attention from face to face. In the corners of her eyes there was a faint twinkle of mockery : "Do you really believe my dear-ones, that you can make me act against my *kheyāla* ?" But her mouth remained tightly shut. It seemed to me that I had never before seen Mataji's motherliness radiate quite so warmly as during those moments in which she resisted with such adamant determination the entreaties of her children. What looked like relentlessness was nothing but love. After a while the ardour of the congregation calmed down, the questions ceased and then a great stillness began to spread which had its source in Mataji. Her face now became very serious and composed. The expression of an impersonal love shone in her eyes, and everyone on whom this gaze fell must have been filled with the certainty that something of the nature of an initiation had taken place

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

for him. Slowly her gaze wandered over the faces, and here and there sank into a pair of eyes. Then her look rose and with great tranquillity reposed on the horizon. There it dwelt for several minutes. Suddenly Mataji got up with a start and slipped into her room.

Mataji had thus refused to co-operate with the machine. I do not think it was by mere coincidence that her *kheyāla* established such a distinct borderline: Beyond it is the zone in which the truly human is threatened by encroachments of the lifeless machine. I have often witnessed Mataji speaking or singing into a tape but never in moments in which it would have meant a violation of the religious atmosphere, as here. Considering the fact that technical science has an almost demonical attraction for many, I would see in Mataji's refusal the symbolic victory of the Holy Ghost over a dangerous power of corruption.

At the Opening Ceremony of the Charitable Hospital of the Shree Shree Anandamayee Sangha.

Varanasi, December 26th, 1968.

About twenty minutes before the motorboat of the Prime Minister cast anchor near the Ashram, Mataji appeared on the dais, accompanied by two women professors of the Benares Hindu University. While walking, Mataji had that slightly forward bent attitude which is typical for her in moments of special concentration. What it expresses is not fatigue, but rather some kind of a kingly humility. Every time I observe it, it seems to me to reflect God's loving-kindness: He who could display devastating power, clothes Himself into a figure of affectionate tenderness.

Before sitting down, Mataji gravely greeted into the pandal below. She did not wear her spectacles and the total 'otherness' in her eyes put me into a holy terror. This can only be endured, never interpreted. Before the Prime Minister arrived, Mataji gave us a *darśana* of a rare intensity. In the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

midst of the general nervousness that usually precedes a function of this kind, she had the tranquillity of a rock. Most of the time she sat with her eyes shut and the few movements of her shoulders and arms were slowed down. I presumed that she was in *dhyāna*. Two or three times, one of her companions put a question to her. Easily and swiftly she emerged from her absorption and, smiling almost imperceptibly, looked round the pandal. According to my estimate, five hundred pairs of eyes, almost exclusively eyes of the so-called worldly prominence to which most of the guests belonged, were gazing at her, but not a trace of shyness was noticeable in Mataji. I was reminded of the peasant girl of the fairy tale who became a queen: In her charisma, her certainty, but also in her isolation Ma was more royal than any queen by birth. Her contacts are of a different order from ours. While we see her sit before us so silent and so calm— with whom may she be holding intercourse ?

As soon as the Prime Minister arrived, the atmosphere changed radically. From the background of the pandal one could feel intense movement—like a blast of wind : The slender figure clad in a dark green sari approached the dais with almost youthful agility and lightness. At the bottom of the steps occurred one of those tiny interludes that often throw more light on the character of a person than his utterances according to programme. Indira Gandhi hesitated for an instant, then with lightning speed moved towards the edge of the steps slipped off her shoes, left them there, and from the side set foot on the first step. Quite likely this was but an automatic reaction which she may not remember anymore. The reaction of a person who—although she could well "afford" it—does not wish to leave her shoes where they might be in the way of those who follow.

When the Prime Minister stood before Mataji and bowed down in greeting, the youthfully dynamic in her was again surprisingly strong. Her face lit up with a quick glow of joyful warmth that was equally quickly concealed behind a

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

restrained smile. At that moment I felt deeply for the woman who has to shoulder such an enormous burden of political responsibility : Before the critical eyes of her friends and adversaries she must control her personal impulses even when meeting Mataji. But who has not experienced something similar on a less prominent level : In official surroundings one meets a specially revered or loved person and is obliged speedily to withdraw into secrecy the natural expression of one's feelings. They are too precious and too personal to be exposed to the eyes of the public.

If I observed correctly, something of this kind occurred in Indira Gandhi. Mataji's position was very different from that of the Prime Minister. She could allow more of herself to be perceived while greeting and blessing. When she clasped Indira's hands into her own there was genial warmth and yet also restraint in the expression of her face. It has nothing to do with the arrangments of protocoll when I say that at that instant there was a very sublime 'in-tune-ness' in the *lila* of the two great women.

I had never before seen Indira Gandhi, and from the mostly inadequate newspaper photos I was not prepared to find her so fascinating. When she had taken her place next to the Maharaja of Benares—who by the way reminded me of a royal figure in a Mogul painting—I had leisure to watch her. I know nothing about her and still less about her politics; but for this very reason I feel free from prejudices. The woman on the dais in front of me had a certain boldness in the expression of her attitude and countenance. This observation was also in tune with the dynamic in her bearing, her walk and her movements. It was pleasing because, above all, it did not counteract anywhere the pronounced womanliness of her personality. She had a generous, surprisingly beautiful face, in which that which I called boldness was in accord with sensibility. At any rate just then this accord could be keenly felt. At other times it might have to be struggled for. Her face was intelligent,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

wide awake, and now and then a little nervous. That it looked serious was in keeping with the situation; however, at the background of this seriousness I seemed to perceive a sort of permanent sadness, (or should I call it melancholy ?) which made it specially attractive. The politician acts in the 'now' and the 'here', and has to believe in the necessity and the sense of what he is doing. Yet it is good and saves him from arrogance and vainglory if he has some notion of the ultimate vanity of all worldly activity. Even though this notion should infuse a secret melancholy into all his decisions.

I was unable to follow completely the speeches that were remarkably short, but I had the impression that none of the speakers impaired the dignity of the function by empty phrases. Anywhere in the world where politicians move, this is extremely rare. Throughout the function Mataji sat in her place with the same stillness that had already envelop-ed her like an almost tangible aura before the proceedings began. Although she never uttered a single word, she was nevertheless the real centre of everything that took place here. While all the others on the dais sat in a row, one next to the other, Mataji had her place at right angles to them all. This demonstrated in an artless manner that Mataji does not belong to the rank and to the world of the active-ones of our day-to-day life. She is "of a different world", in spite of the fact that she does not disdain—(and the construction of the hospital amply proves this)—to effectively influence the world of our daily cares.

Indira Gandhi off and on threw a quick glance at Mataji, and Mataji looked two or three times at the Prime Minister, without their eyes ever meeting. Mostly Mataji held her eyelids shut, even during the speeches. The more I watched her the more undeniable became my impression that under the cover of her almost massive outer calm she was affecting the proceedings with the highest intensity. To be sure, on a different plane than the other actors in the *lila* of the hour.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Whenever I see Mataji in an extraordinary situation I feel something of her mysterious blending with cosmic occurrence. That morning it suddenly struck me that during the last few days we had had an unusual cold wave. The night before it had rained heavily and at the time when the function was scheduled to begin (it actually took place one and a half hours later) there was thunder and lightning over the Ganges. The cosmic tensions had been so strong that I felt them physically in the form of short breath and a deep restlessness. While I was now gazing at Mataji, I believed to perceive quite distinctly that the power of her massive silence had won a victory over an unknown threat which found expression in cosmic tension. It may sound extravagant, but that morning this had a clearly perceptible reality for me. At the present moment I am unable to make it more comprehensible. While Mataji was sitting on the dais, motionless and with closed eyes, I saw her in powerful action as the protector. None of us will surely be able to tell (and perhaps even the part of her which could reply to our questions is not aware of it either ?) in what way she affected the lives of all of us during that hour. But the thought that this protective power would also (or rather first and foremost) benefit the woman who had taken on herself such a heavy responsibility for her people, made me very happy.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Can Everybody Practise Yoga ?

DR. I. K. TAIMNI

Although every human being is destined to tread the path of Yoga sooner or later and has the potential capacity for doing so, this does not mean that everyonecan start the practice of Yoga immediately. He must have evolved mentally upto a certain stage and reached a certain level of spiritual maturity for doing so. What this stage of mental and spiritual evolution is, becomes clear to some extent by considering the five-fold classification of mental states or stages of mental evolution as defined in Yogic literature. These are called *Mūdha*, *Kṣhipta*, *Vikṣhipta*, *Ekāgra* and *Niruddha*.

(1) *Mūdha* : The first and lowest state is called *Mūdha*. In this state the individual does not have the slightest idea of the nature of life and is carried along like a straw on its current, completely at the mercy of his circumstances and environment, with no discrimination and capacity to take initiative or direct his life in any manner. This is the state of mind of the mentally undeveloped man.

(2) *Kṣhipta* : The next stage is called *Kṣhipta*. In this stage desire begins to take an active part in the life of man but he still has no aim or purpose in life. Whatever comes before him and promises to give him some pleasure attracts him for the time being. He is like a butterfly flitting from flower to flower in search of pleasure or objects which can secure pleasures and comforts of different kinds. Although some capacity for taking initiative has been developed, still, there is no continuity of purpose in the pursuit of objects. He desires and runs after them in a haphazard manner according as they happen to come his way or attract his attention. This stage obviously represents a slight advance in the evolution of mind and the vast majority of people may be considered to belong to it.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(3) *Vikṣhipṭa* : The next stage of mental development is called *Vikṣhipṭa*. Here the individual pursues one object steadily, but though apparently he seems to have taken the initiative he is really a slave of the object and persues it not from free choice made with discrimination but because he cannot help it. He cannot give up the persuit of the object and has really no choice in the matter. Most people who have a bee in their bonnet belong to this class. They catch hold of an idea and it seems to possess them for the time being, if not for their whole life. Those people with a one-track mind lose all sense of proportion and perspective in persuing the idea and are not even conscious of the fact that they are pursuing it, because they cannot help it. In fact, many of them are proud of their capacity to pursue an idea with determination and perseverance and generally become experts in their own line. The majority of people who have remarkable achievements to their credit and are doing work of high quality belong to this class. They serve as very convenient though unconscious agents of the Divine Life and work out the Divine Plan in their respective spheres very efficiently. In the process they also work out their *Sāṁskāras* and develop special mental faculties.

But man is essentially a Divine being living in exile on the lower planes of illusion to unfold his Divine nature. He cannot by the very nature of things find real and permanent happiness in the illusory pursuits of the lower worlds. Those who get passionately involved in these pursuits, however glamorous they might appear for the time being, find at the end of their life—when it is generally too late—that they have been pursuing a mirage. They find to their dismay that their life is empty and frustrated and they are now face to face with a dark and uncertain future, because they have done nothing to develop their inner spiritual resources. Theoretical knowledge dealing with problems of philosophy or even observance of external forms of religious life are of no avail under these circum-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

stances. This is the inevitable result of ignoring the realities of our spiritual life and allowing ourselves to be entangled in illusory pursuits.

The man of discrimination does the work which is in his *prārabdha* or which he is required to do as an agent of the Divine life within him, but he does not allow himself to be caught in these worldly pursuits which bring temporary pleasure born of a sense of achievement. The first mantra of the *Ishāvāsyopanishad* given below warns us against such mental and emotional entanglements.

ईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद् धनम् ॥

(4) *Ekāgra*: The first three stages of mental and spiritual evolution referred to above represent the state of mind of the vast majority of people living in the world and one can easily see that an individual cannot practise Yoga as long as he has not outgrown them. The fourth stages is called *Ekāgra* which means 'one-pointed'. In this stage man is not only capable of taking initiative and pursuing a definite purpose with determination and perseverance but is also master of his own mind. It is he who selects the object of his pursuit after using his discriminative faculty freely in this selection. He is not at the mercy of an overpowering attraction or predilection for a particular kind of life or pursuit created by *saṃskāras* of activities in previous lives. He not only possesses the necessary qualifications for achieving any worthwhile object but also the discrimination and non-attachment for selecting and pursuing the highest object of human endeavour—knowledge of one's Divine nature.

(5) *Niruddha*: The last stage which is called *Niruddha* and may be translated as "controlled and capable of inhibition" represents the state of mind of the Yogi who is not only capable of practising Yoga but who is actually treading the path of higher Yoga. *Nirodha* is the essential

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

technique of transcending the mind whereby Reality can be realized and only the individual who is in this last stage of mental and spiritual evolution can learn and practise this technique. It should be noted that the *Niruddha* stage does not necessarily mean the mental stage in which the higher states of consciousness and powers of Yoga have already been acquired, but it does mean that the Yogi has the potentiality and the capacity to tread the path of higher Yoga and attain its successive stages.

Anyone who is used to the study of human beings and their outlooks and modes of behaviour will see that the above broad classification of mental states corresponding to the five stages of mental evolution is essentially correct. He will also see that only those who have reached a minimum state of mental and spiritual maturity are capable of treading the path of Yoga which is concerned with the last stages of human evolution and ultimately leads an individual out of the human kingdom. In the first three stages man is meant to go through experiences of all kinds and through these experiences to develop the various mental and spiritual faculties which are present in a potential form in every human being. Till these faculties have been adequately unfolded and a certain degree of mental and spiritual maturity has been attained, the question of treading the path of Yoga in the true sense does not arise. It does not arise not only because the capacity is not there but also because the desire is completely absent.

The complete absence of desire to develop a faculty or exercise a function shows generally an absence of capacity to develop the faculty or exercise the function. Under these conditions there will not be the slightest attraction towards the required pursuits and activities and they will appear futile or meaningless. But the underlying fact is that the individual is not yet ready for them.

When an individual is getting ready for entering the path of Yoga, he begins to feel attraction for it in an increas-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ing degree. In the early stages the attraction is weak and is generally confined to the acquisition of theoretical knowledge concerning the philosophy and technique of Yoga. But a stage comes, sooner or later, when this attraction becomes sufficiently strong to at least partly overcome the attractions of the worldly life and start the self-discipline of preliminary Yoga. This is a critical stage because it is the practice of this preliminary Yoga which is called technically Kriya Yoga that makes the individual properly qualified to tread the path of real Yoga as distinguished from the various haphazard practices which these days pass under the name of Yoga. As the fitness of the individual for treading this path increases, his desire to reach the goal also increases *pari passu*. He is now in the stage of *Ekāgratā* and adequately qualified to tread the path of Yoga.

Although the serious aspirant who is determined to tread the path of Yoga is expected to have already developed *Ekāgratā*, still, Patanjali has recommended a number of practices to develop this capacity to pursue an aim wholeheartedly and with full concentration until it is accomplished. Practices hinted at in aphorisms I-33-39 of the *Yoga-Sūtras* for achieving *mansah-sthiti-nibandhani* or 'steadiness of mind' are meant for this purpose. The aspirant can adopt any of these methods which suits his temperament or circumstances or can devise one of his own.

The reasons why these exercises have been recommended are two. One is that they bring out from latency into active functioning the capacity to make the mind steady and one-pointed. The capacity may be there owing to the efforts made in this direction in previous lives but may be lying in a latent form in this life. A definite effort of this nature either brings it out in the active form or shows the aspirant that he is still lacking in this basic qualification for practising Yoga and must acquire it before trying to enter this path.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The second reason for adopting practices of this nature lies in making the mind not only one-pointed but also turned inwards. Many people in the world can pursue an object with one-pointness and perseverance provided it is outside in the familiar world of tangible objects. But this is quite different from the one-pointedness and steadiness required by the Yogi whose object of endeavour is inside, within the deeper realms of his mind and consciousness. This requires a higher kind of endurance and perseverance and involves a more severe test of faith and capacity to pursue an object in the face of difficulties and lack of any visible signs of progress. It is comparatively easy to pursue an object even against tremendous odds provided one can measure the progress made by objective methods, can share one's knowledge and experience with others, when success brings appreciation and applause from others and even failure evokes admiration or sympathy. None of these aids or compensations are available to the lonely traveller in his flight from the alone to the Alone; at least not in the early stages. It is only his faith, his intention, his indomitable will—all expressions of the *Jivātmā's* will to liberate himself from the illusions and limitations of the lower life—which can sustain him in this work within the inner realms of the mind.

The exercises recommended by Patānjali not only develop the capacity to keep the mind steady and one-pointed but also test his ability in this direction. Either he acquires this qualification in an adequate degree and enters the path of Yoga with confidence, or he realizes his weakness and decides to set about the task of developing it. If he is not yet ready for this divine adventure he merely gives up.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Some Recent Significant Trends in Contemporary Western Psychology

DR. B.L. ATREYA, M.A., D. LITT.

(*Continued from the last issue*).

II

PARAPSYCHOLOGY

Parapsychology, of all the recent great movements in western psychology the most important one, which brings it closer to Indian psychology and which unveils and reveals a good deal of the human personality, its nature and powers, is what was formerly known as Psychical Research, and is now known as Parapsychology. It started as a scientific research in some strange and supernormal powers and faculties of man, which were believed to be exercised by him, but which were inexplicable in terms of the known laws of physics, chemistry, biology and psychology, and so not believed by scientists to be exercised by man. In the middle of the last century there were numerous reports of many strange happenings which required scientific investigation, and some individual scientists of repute devoted their time to investigating their occurrence and causes of occurrence. The movement grew strong and in 1882 it was felt necessary to establish a society of eminent scientists of England and other European countries to found a Society of Psychical Research to make a scientific study in those odd and strange supernormal occurrences of human life which were inexplicable in terms of the then known laws of science. In other countries of Europe and America also such Research Societies were formed and a vigorous research into super normal powers and faculties of man was carried on, revealing man to be capable of and exercising the following powers :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1. *Telepathy.* Minds are capable of affecting other minds without any physical means directly and at great distance and almost at the same time. This power of direct contact of mind with mind has been established by hundreds and thousands of experiments and tests.

2. *Extrasensory Perception.* In the Duke Laboratory of Parapsychology of U.S.A. thousands of experiments have established that most men and women are capable of perceiving without the use of the sense organs of perception and describing in details the objects, and established that minds have powers of cognizing sensible objects without the use of sense-organs of persons at great distances and when obstructed by other things such as a wall and other obstructive things.

3. *Clairvoyance.* One kind of extrasensory perception is known as clairvoyance that is, visual perception of occurrences at a distance both in space and time by some without any direct contact with the occurrences.

4. *Clairaudience.* Perception of sounds at great distance in time and space without the actual use of ears.

5. *Psychometry.* It is a strange capacity of the mind possessed by certain individuals by which they are capable of divining the past history of or past events connected with a material object or person with whom they come into close contact.

6. *Precognition or Foreknowledge.* Power of having a peep into what is going to happen in the near or distant future.

7. *Retrocognition.* Power of knowing what happened in the past without any present clue to it, directly by mental concentration.

8. *Crystal gazing.* Seeing a vision of happenings distant in time and place on a bright surface of a crystal or glass ball, and describing them before others with whom they might be concerned, such as a theft or murder, etc.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9. *Dowsing* or power of divining the presence of fresh running water underneath the deep surface of the earth, where a well is proposed to be dug.

Many great scientists who have devoted themselves to this field of research have borne witness to the reality of these powers in men they have examined and tested:—a few of them may be quoted here:—Prof. William Mc Dougall, the well-known psychologist writes, "In my view the evidence for telepathy is very strong...I hold that a case has been made out for clairvoyance of such strength that further investigation is imperatively needed.. ..." (McDougall : *Religion and Science of Life* p. 80). Hans Driesch, a famous German biologist writes : "The study of Psychical Research is on the right path and is pursued in the most critical manner...We have spontaneous telepathy as a quite certain fundamental phenomenon. Quite certainly established further is thought reading. To unprejudiced observers clairvoyance certainly appears at first sight to be present. Psychometry is *prima face* a fact. Prophecy is...I will describe as probable *Psychical Research.*" Dr. Rhine of Duke University, on the basis of his thousands of experiments, writes, "Extrasensory perception is an actual demonstrable occurrence". "ESP is not a sensory phenomenon. It is "fundamentally different from sensation.". J. B. Rhine : *Extrasensory Perception*, p. 222, 223). He further writes : "Extrasensory perception is fundamentally different from sensation, and it suggests the freedom of mind from the common material relations of extension and distance."

All these powers of supernormal cognition exercised by the human mind indicate that the human mind is not dependent on physical bodily conditions for its knowledge of other minds and external objects and happenings. It is something non-material and should be regarded as such by psychologists and philosophers as they do regard it in India.

Besides the above-mentioned powers of supernormal cognition, parapsychology has also discovered many other

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

kinds of supernormal powers of mind which may be called supernormal powers of action. Some of them are mentioned below:—

1. *Supernormal Control Over the Body, and Miraculous Cures of Physical and Mental Diseases*—Suggestion, Hypnosis, Prayer, which are purely mental activities but have been found very effective in producing actual changes, good or bad, in the body. Suggestion, particularly autosuggestion has been found to be a great agent in causing as well as curing diseases of the body and its organs. Hypnotism which employs suggestion "can relieve pain, in pleurisy, sciatica, lumbago, neuralgia, encephalgia, cancer, tabes dorsalis, and even in gastric ulcers, duodenal ulcers, and appendicitis, etc." Writes Alexander Cannon in his book *Hypnotism* on page 23. "Hypnotic treatment is also itself found extremely useful in the treatment of tetanus and other spasmodic diseases. The dysuria of Bright's disease or diabetes, stricture and even prostrate enlargement in some cases, can be relieved by hypnotism. Childbirth can be made painless. The menses can not only be regulated, but if absent, frequently brought on" (Cannon : *Hypnotism* p. 28,29). Cures effected by prayer, made either by the patient or by somebody else for him or on his behalf are even quicker, more marvellous and verging on the miraculous than those effected by hetero or autosuggestion. Alexis Carrel refers to such cures in his remarkable book, *Man The Unknown,* in these words : "The most important cases of miraculous healing have been recorded by the Medical Bureau at Lourdes." A detailed account of many cures effected at Lourdes is given in a nice clinical study, *Medical Proofs of the Miraculous*, written by Dr. Le Bec, translated by Drs. Ernest Ware and Elizabeth. The learned author refers to eleven serious types of cases, most of which had been previously treated in vain for a long time by several medical men and had consulations with hospital surgeons before proceeding to Lourdes. All these cases have taken almost negligible a time and were not

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

at all followed by any period of convalescence. "The patient", as Dr. Johnson puts it, "is instantaneously cured without having to undergo a period of recuperation, as invariably occurs in normal cases." (Johnson : *The Great Problem*, p. 211).

Apart from such control of the physical body in which some subconscious factor of human personality controls the autonomic functions of the body and brings about desirable or undesirable changes in the body, cases have been observed and studied where by some yogic or other training a man could consciously will and control some unconscious functions of the body, such as the pulse-rate or heart-beat. There are cases on record where animation could be suspended not only for hours but for days and months. (See pages 42, 43 of B. L. Atreya : *An Introduction to Parapsychology*).

Psychical Research or Parapsychology has not only discovered actual facts of supernormal kinds of knowledge in the mind that knows objects directly without the use of sense-organs and within the limits of time and space as ordinary psychology thinks, but also as unaided by the senses and the nervous system and knows the thoughts and feelings of other minds telepathically. Parapsychology has come across other very extraordinary powers and functions of the mind. We shall refer to some of them here.

Older Psychical Research and Contemporary Parapsychology pursued in Duke University under the guidance of Dr. Rhine, has come across what is called *Telekinesis* (Rhine calls it *psychokinesis*). It means direct action of mind on material objects in distant space, in the form of some kind of movement in them. Telekinesis (or parakinesis, as it was also called) denotes the supernormal movements of objects at a distance, under the influence of some mind, in the absence of any known force or energy moving them. Both the spontaneous and experimental kinds of evidence go in favour of telekinesis being a fact. William

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Crookes observed many telekinetic phenomena happening in the presence of the famous medium D. D. Home, studied carefully by him. He writes, "The instances in which heavy bodies, such as tables, chairs, and sofas etc., have been moved, when the medium has not been touching them, were very numerous. (Sir William Crookes : *Researches in the Phenomena of Spiritualism*, p. 88). A large number of other experiments in telekinesis are found recorded in Richet's *Thirty Years of Psychical Research* and Garland's : *Forty Years of Psychical Resarch.* Telekinesis is involved in what is called levitation of objects at a distance without any physical contact of the person lifting the object. The usual assumption made by psychical researchers to explain such movements is that some "physio-biological energy is employed, generated within the medium's organism, and exteriorised from it, into space. This must somehow become, so to say, solidified, in order to effect matter." (Carrington : *The Story of Psychic Science*, p. 137).

There are several other supernormal or ordinarily inexplicable phenomena studied by parapsychology (Old Psychical Research) which involve other mysterious powers of human personality. We shall refer to some of them here. They are *Raps*, *Poltergeists*, *Apparitions*, *Astral Body* and *Astral Projection*, *Trance-mediumship or Possession*, *Alleged Memories of Previous Lives.* We shall make passing references to them, lest this paper should become too long.

Raps are percussive sounds heard as produced from walls, floors, and articles of furniture, without anything seen as striking them. They were first heard by Fox Sisters in Hydesville near New York in 1847. They were mechanically recorded by Sir William Crookes in the presence of the famous medium D. D. Home, studied by him. Very often these raps indicate some sort of "intelligence" or "personality" other than that of the medium which seems to use them as symbols of expression of some ideas or messages to be conveyed to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

someone. Dr. Maxwell has made a special study of this aspect of the Raps in his *Metaphysical Phenomena.*

Poltergeists is the name of a peculiar kind phenomenon, common in India and the West, in which various kinds of disturbances created by some unknown agency, such as throwing about the furniture of the room, breaking of crockery, besmearing the walls with blood, placing flesh, blood or bones among the articles of food, throwing filth into the kitchen, throwing stones or brickbats into the courtyard of the house, making disturbing raps and confused noise, ringing bells, and doing such other things as annoy the family and also the person concerned. Dr. Harry Price, the founder of the British National Laboratory for Psychical Research studied in 1926 a very interesting and genuine case of a poltergeistic phenomenon. He was quite convinced of its genuineness. Poltergeistic phenomena are difficult to explain on the hypothesis of normal human behaviour and of fraud. The writer himself has come across some genuine cases of poltergeistic phenomena.

Apparitions: Ghosts, apparitions and phantasms are known to humanity from time immemorial. Every age has been believing in their existence and in every age they have been believed to exist and have been perceived by people. The Society for Psychical Research collected authentic evidence of enormous strength in favour of apparitions being something more than illusions or hallucinations, as ordinary scientific psychology regards them. This enquiry further revealed a strange and mysterious fact that apparitions do not pertain only to persons who are dead, but who are also actually alive. So it has been discovered that there are apparitions of the *dead*, as it is generally believed, but also of *dying* as well as of living persons. The only explanation of all these apparitions that Psychical Research has found is that every human being, in addition to his having a physical body, has a finer and subtle body called the *astral body*, made of subtler elements, which does not perish at

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

death or when the man is in an unconscious or trance-state. At death it leaves the dead physical body and it can leave the living physical body at will also and appear elsewhere to other persons. Many studies have been done in connection with the subtle body or the astral body. The astral body is found to be of the same size and form as the physical body, although very fine and light in structure. During the waking state it coincides with the physical body. At night however, when one is asleep, a certain detachment occurs between the two. The same happens when one faints or becomes unconscious on account of an anaesthetic or some other cause. It can also be detached from the physical body experimentally by putting it to a deep magnetic sleep, and voluntarily after one has acquired conscious power to do so, by having performed some exercises. *The Projection of the Astral Body* by Sylvan J. Muldoon with a Foreword by Hereward Carrington, a great psychical researcher, is a very interesting and authentic book on Astral Projection. Crookall's recent books : *Astral Projection* and *The Supreme Adventure* are also very informative on astral body and astral projection. He has collected and studied hundreds of cases of astral projection under various conditions and circumstances.

Automatic Writing, Automatic Speech and Trance-personality :

These phenomena occurring in human lives open another chapter in the study of the nature and interrelationship of human personality. In Automatic Writing the writer tries to with-hold his consciousness from the act and simple allows his hand and the instrument held in it to move quite automatically and freely. Such writing is done with the help of a planchette, an ouija board, or simply a pencil. Sometimes very strange and unexpected answers and messages purporting to be coming from departed spirits are written. Automatic writings include pictures, sketches and paintings etc. As Carrington says : "It is not the movement

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of the writing instrument which is the mystery, but the information which it imparts, and there is no reasonable doubt that much extraordinary information of this kind, unknown to the sitters, has been imparted". (*Psychical Phenomena and the War*, p. 121). In Automatic Speech, the same kind of information is received through the utterance of a person, who speaks in an unconscious or semi-conscious state. Its extreme form is trance-mediumship. The main characteristic of trance-mediumship is a temporary loss or withdrawal of personal consciousness and in its place appearance of a different or higher consciousness with greater power of knowledge and action through the same physical organism which has been temporarily released from the control of the limited personal consciousness. Less desirable and more common in India is the phenomenon of "possession" in which the personal consciousness of an individual makes room for some "other" personal consciousness which communicates with persons through the body owned by the consciousness which has temporarily withdrawn from the scene of manifestation. The credit of starting a scientific investigation into the phenomenon of trance-mediumship in the west goes to the great psychologist William James some years before his passing away. In the year 1885, he discovered a very strange woman, Mrs. Piper, who became an object of interest for quite a large number of scientific investigators of both America and Europe and whose study led to the discovery of many new facts about human personality. Mrs. Piper who was capable of passing into a trance in which her own consciousness appeared to have withdrawn and her physical body with its mechanism of speech and writing was in the meantime used, as it were, as a means of communication by certain seemingly other persons who professed to be denizens of other worlds, where the surviving spirits of dead were said to be living, to bring news and messages to their earthly friends and relatives. William James, did not dismiss Mrs. Piper as a case of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

mere hysteric dissociation, as psychologists would have done. On the other hand, he became very much interested in her as a great find of great scientific interest, and introduced her to Dr. Hodgson, the then Secretary of the American Society for Psychical Research, who was very critically minded and had a passion for truth. Both William James and Dr. Hodgson made a close and thorough study of Mrs. Piper for a period of seven years. Then she was handed over to other psychical researchers. From 1886 to 1911, for a period of more than 25 years, Mrs. Piper was under the full watch and observation of a large number of scientific investigators of Europe and America who made a very thorough and critical study of her trances, of the personalities manifesting and communicating through the trances, and of the information and messages given by these personalities. Amidst all the differences of opinion with regard to the facts of the case, which nobody can deny, there is a general agreement that in the trances of Mrs. Piper there is much supernormal material which needs new categories for description and explanation unknown to psychology. In the words of Tyrrell, a great scientific student of psychic phenomena: "All the investigators who made a study of the case agree that the evidence for supernormality is incontestable." (Tyrrell: *Science and Psychic Phenomena*, p. 168). William James wrote in a letter to Sir Oliver Lodge: "Taking anything I know of Mrs. Piper into account, the result is to make me feel as absolutely certain as I am of any personal fact that she knows things in her trance which she cannot possibly have heard in her waking state and that the definite philosophy of her trances is yet to be found."

In course of time many more trance-mediums have been discovered by Psychical Researchers and have been very thoroughly and critically examined and studied. Several hypotheses and counter-hypotheses have been formulated to understand them. One of the hypothes discussed theeadbare is that of the survival of the dead in the form of spirits who

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

make use of the trance-personalities to come in contact with the living by giving information and messages. In the field of Psychical Research "Practically every psychical researcher agrees in thinking that the evidence in favour of the spiritistic hypothesis is now so strong that it may be justifiably employed as *working theory*", writes Hereward Carrington in his *The Story of Psychic Science*, p. 323.

The attention of the parapsychologists of the world (particularly of Dr. Stevenson of the Medical Department of the Virginia University) has recently been directed to the alleged memories of previous lives retained by some young children all over the world, particularly in India. He has come thrice to India and travelled much in other countries to collect such cases and to study them very thoroughly. Such memories when verified in detail are so supernormal, and when studied along with the powers of mind mentioned and discussed above, throw a great flood of light on the nature of mind and human personality and bring western science of mind very close to the philosophy of mind and man that was a living philosophy in ancient India, which formed the basis of Indian Yoga practice. Stevenson "*Twenty Cases Suggestive of Reincarnation*".

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sacred Places of Kashmir, Jammu and Ladhak

"A Devotee"

HEMIS SHUKPA

Hemis Shukpa is a grove of shukpa trees (pencil-cedar) which lies between the Timisgam and Khalsi villages at a distance of about fourteen kilometers west of Tiripti and about seventy kilometers west of Leh, the capital of Ladhāk.

The grove is regarded as very sacred and is said to be protected by the gods. It consists of a few hundred pencil-cedar trees.

JAMMU

Jammu is the winter capital of the Kashmir State. It is situated at a distance of about one hundred and eight kilometers north west of the Pathankot railway station. The sacred river Tawai, also named Surya putri, (daughter of the sun god) flows near it.

There is an ancient temple of Shri Raghunāth at Jammu. It is large, and rich in architecture with beautiful sculptures inside. The marble image of Shri Raghunath, is about three feet high. Adjacent to the main shrine of Raghunāth there is a shrine of Shiva. This temple contains innumerable Sālagrama.

There are many other temples and Gurudwāras* in Jammu. The temple of Shiva called Ranabireshwara was constructed by Maharaja Ranabir Singh in the nineteenth century.

* Temples of the Sikhs.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥*

[Obeisance to Rāma, Ramabhadra, Ramachandra, the creator the Lord of Raghus, the Lord of all and the husband of Sitā.]

JWALA

The village Jwala lies at a distance of about twenty-five kilometers south-east of Srinagar by road.

There is an ancient rock at Jwala which is regarded as very sacred. It is said to be an emblem of the goddess Jwala Devi and is worshipped by the pilgrims. About forty years ago a temple was built over this sacred rock, It's origin is lost in antiquity.

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः ।
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम् ॥
रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ।
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिन्यै सुखायै सततं नमः ॥†

[Reverence to the Goddess of the Great, To Her who is auspicious, for ever reverence.

Reverence to Prakriti who maintains setting our minds wholly upon Her, we make obeisance to Her.

Reverence to Her, who is eternal, Rudra,
To Gauri and Dhatri, revence and again reverence.
To Her who is moonlight and in the form of the moon,
To Her who is supreme bliss, reverence for ever.]

KAPLAS

हिरण्यश‍ृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः ।
यन्मया भुक्तमसाधुनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥
यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम् ।
तन्नो इन्द्रो वरुणो वृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनः ॥*

† From Sri Sri Chandi Translation by Arthur & Ellen Avalon.
* Krishna Yajurveda, Taittiriya Aranyaka XI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[I take refuge in the gold crested Varuna, the Lord of the waters, I pray to thee, O Varuna May Indra, Varuna, Vrihaspati and Savitā purify me again and again from whatever sins that I have committed in my thought, speech and action and from whatever I have eaten from dishonest people and whatever I have accepted from sinners.]

Kaplas is a mountain situated between Bhadarwāh and Basohli. It is about twenty-four kilometers south of Bhadarwāh town lying on the western flank of the Chalardha pass at a height of about 14.240 feet above sea level. It is also known by the names of Kailās Kamlās and Kablas.

There are a number of sacred mountain lakes on the northern side of the Kaplas mountain. They are called Kund Kaplas, Sera Jalikā, Kālikā, Kāli kund etc. The land is regarded as sacred to goddess Kāli and Vāsuki Nāg.

Kund Kaplas is also known as Kailash Kund or Vāsuki Kund. It is egg shaped and is situated at a height of 13065 feet above sea level. There are no shrines or temples on the bank of the lake, but images of Vāsuki Nāg, Jimut-Bāhana and an emblem of Shiva are worshipped on the northern bank of the kund. It is said that when Vāsuki Nāg was chased by Garuda, Vāsuki Nag ran for life and entered into Kailāsh kund with the permission of Lord Shiva to whom the kund originally belonged. Garuda tried to empty the kund by drinking up its water but failed because the goddess Saraswati poured a huge quantity of water into it by breaking the bank of the kund named after her. Vāsuki Nag was therefore saved in this way. The waters of the Saraswati kund, though filled with ice and boulders, still flow into the Kailās Kund which from that time came to be known as Vāsuki kund also.

In order to save Vāsuki Nāg from being devoured by Garuda, Jimut Bāhana, a Vidyādhara* who dwelt at that

* A type of semi-celestial beings.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

place, offered himself to be eaten up by Garuda as a substitute for Vāsuki. Hence Jimut Bāhana is also worshipped at this sacred spot. His image is on the right side of that of Vāsuki and his worship is done before that of Vāsuki.

The pilgrimage to Vāsuki kund starts from Vāsuki temple at Gatha on the thirteenth day of the month of Bhādra every third year and reaches the kund the same evening. On that day pilgrims also come from Billawar (Basohli). The pilgrims bathe in the waters of the kund that day and the next morning and then return. Some pilgrims reach Kāilas kund via Sevajdhar by a bridle path.

Sweet grass grows on the banks of the kund. It is said that Vāsuki Nāg, when chased by Garuda, ate the grass to appease her hunger. It is also said that even to-day Vāsuki Nāg sometimes appears in the middle of the lake so that the pilgrims may see her.

Kālika kund is situated about two kilometers east of Vāsuki kund. It is sacred to the goddess Kāli.

Kāli kund which is actually Kālikā Nāg Kund is sacred to Kāli Nāg. It is about six kilometers south-west of Vāsuki Nāg. It is the source of the Tawi river, also called Surya putri (the daughter of the Sun-God), which flows near Jammu town. It is said that Bhairava Devata, a son of Vāsuki Nāg, removed boulders from the Kāli Kund and made the water flow.

सर्वे वरप्रदा नागाः सर्वे नीलं अनुव्रताः ।
सर्वेऽतिदयिता राजन् वासुकेः सुमदात्मनः ॥*

[O king ! All the Nagas are benificial. All of them are very beloved of the high-souled Vāsuki.]

* The Nilamata, verse 949.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

KISHTWÂR

Kistwār is a town on the left bank of the sacred river Chāndrabhāgā situated at a distance of about seventy-five kilometers north of Bhadarwāh and about one hundred and eighteen kilometers south-east of Ananta Nāg in Kashmir.

There is an ancient temple of the goddess Ashtabhujā in Kishtwar. The goddess was born as a daughter of Yashodā, wife of Nanda, in Gokul, district Mathura, Uttar Pradesh. In order to save the infant Krishna from being killed by Kamsa, Vasudeva, the father of Krishna, miraculously carried away Krishna at night from the prison of Kamsa to Nanda's house at Gokul and brought the daughter of Yashoda to Kamsa's prison in order to allay the suspicion of Kamsa and thinking that Kamsa might not kill a girl. But the cruel Kamsa did not show any mercy. As soon as he heard the cry of the baby he walked into the prison, snatched her away from the bosom of Devaki (mother of Krishna) and hurled her to the ground in order to kill her, but the child rose up into the sky and revealed herself as goddess in the form of Ashtabhujā (one having eight arms). There is a reference about this incident in Shrimad Bhāgavatam.

सा तद्धस्तात् समुन्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता ।
अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाष्टमहाभूजा ॥
दिव्यस्रगाम्बरालेप-रत्नाभरणभुषिता ।
धनुः शूलेषुचर्मासि-शङ्ख चक्र गदाधरा ॥*

[The moment that girl, the younger sister of Vishnu (Krishna), was hurled to the ground by Kamsa, she, being freed from his clutches, rose up into the sky and revealed herself to all as Goddess. She had eight arms, holding a bow, an arrow, a trident, protecting armour, conch, discus and mace. She was dressed in beautiful garments and her body was decorated with rich garlands, ornaments jewels and cosmetics.]

* Shrimad Bhagavatam, Tenth Skanda, Chapter 4; verse 9-10.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

KONSAR NAG

क्रमसरेति विख्यातं सर्वकल्मषनाशनम् ।*
सतिदेहस्य सरसस्तीर्थं विष्णुपदं सर: ॥†

(The sacred lake, whose water is the body of the goddess Sati and which is formed by the stampede of Vishnu, is known as Kramasara. It destroys all sins.)

Konsar Nag is a mountain lake situated between the peaks of the Pir Panzal range at the south-eastern extremity of the Kashmir valley. As the crow flies it is about sixty kilometers south of Srinagar.

The mountain lake is sacred to Vishnu. He is said to have created this lake by stamping with his foot. It is therefore called Vishnupada. Its water is regarded as very holy. Another ancient name of it is Kramasara, of which Konsar is a corruption. It was called Kramasara because it marks a foot-step (*krama*) of Vishnu, the depression of which resulted in the formation of the lake (*Sara*). Its water is said to be formed of the body of the goddess Sati

There is the following reference about the mighty footsteps of Vishnu in the Shrimadbhāgavatam :

त्रिभि: क्रमैरिमांल्लोकान् विश्वकाय: क्रमिष्याति ।
सर्वस्य विष्णवे दत्ता मूढ़ वर्तिष्यसे कथम् ॥
क्रमतां गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो : ।
खं च कायेन महता तार्न्तियस्य कुतो गति: ॥*

(Shukrāchārya said to Vali : "The god Vishnu, whose body is the entire universe, will cover the three worlds with three steps. O fool, where will you stay after donating all that you have to Vishnu ? He will cover the earth by his first step and the heaven by the second. He will cover the

---

* Shrimadbhagavatam, tenth skanda, chapter 4, verse 9-10.
† The Nilamata, verse-123.
* Shrimadbhagavata, eighth skanda, chapter 19, verses 33-34.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

region between the heaven and the earth by his body. Where will he then put his third step ?").

Shukrāchārya was the preceptor of Vali, the mighty king of the demons who drove out the gods from heaven and ruled the three worlds. In order to subdue Vali and reinstate the gods in heaven Lord Vishna incarnated as a dwarf Brāhmana called Vāmana. When Vali was performing a sacrifice, Vāmana approached him in the guise of a Brāhmana boy and begged for a plot of land which could be measured by three of his foot-steps. Shukrāchārya, who knew the motive behind Vāmana's request, tried in vain to dissuade Vali from making the promise. Ignoring his preceptor's advice the righteous Vali agreed to donate the land. Thereupon the great Vishnu, in the form of the dwarf, began to expand his body and assuming the form of Trivikrama, which means the mightiest in the three worlds, he covered the earth and heaven with two steps and there was no space left for the third. Vali then requested the Lord to step on his head and thereby became a captive in the hands of the gods, who regained their kingdom in heaven.

VISHOKA

From the mountain lake Konsar Nag rises the sacred stream called Veshan. Its ancient name is Vishoka, which means ' free from sorrow". This stream is said to represent Lakshmi the goddess of wealth and wife of the God Nārāyana. The Nilamata Purāna tells about the sanctity of this river in the following verse.

दृष्ट्वा विशोकं काश्मीर्यां केशवेनोपवृंहितम् ।
प्रतिष्ठितं केशवेन विष्णुलोके महीयते ।।*

[By seeing Vishoka in Kashmir which was brought and established by Keshava (Vishnu) one is glorified in the region of Vishnu.]

* The Nilamata, verse 1012.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The confluence of Vishoka with the sacred rivulet Godāvari at Gudar, a village on the right bank of the Vishoka in Divsar Pargana, is also regarded as very sacred.

KOTHER

आद्याय सर्वजगतामखिलेष्टदाय
नित्याय निर्जितसुरासुखैभवाय ।
कुन्देन्दुगौरवपुषे कुसुमास्त्रहन्त्रे
देवाय भक्तवरदाय नमः शिवाय ॥

[I bow down to God Shiva, the giver of boons to his devotees, who bestows all the best to the whole world, who is eternal, who is the origin of this universe, who subdued the glory of the gods and the demons, whose body is as white as the Kunda flower, and who killed the 'God of Love' (whose weapons are made of flowers.)]

Kother is about three kilometers from Achhibal, which is about eleven kilometers south of Ananta Nag. It is about sixteen kilometers north of Veri Nag. Its ancient name is Kapoteshwara. According to the Skanda Purana, Shiva and Pārvati once sported by taking the forms of pigeons. Hence Shiva and Parvati are also referred to as Kapoteshwara and Kapoteshwari. (Kapota is the Sanskrit word for pigeon). The God is also referred to as Pāpasudana, which means 'Destroyer of sins.'

There is a noted spring sacred to Kapoteshwara at Kother. Two shrines of Shiva are by the side of the holy spring. A king named Mutsukund is supposed to have founded the temples. This is supported by the following couplet quoted by the local people.

"Mutsukund Razas manshihandi kān
Tim kati salanas ? Kuther Van."

(King Mutsukund has buffalo's ears. Where will they be removed ? In the woods of Kuther.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

It is said that the king Mutsukund ears resembling those of a buffalo. He was very much ashamed of these and wanted to get rid of them. He consulted the *pandits* (learned people) and as a cure was advised to bathe in the holy waters of the spring at Kother. When he did so, the buffalo's ears disappeared. He then constructed the temples and a stone enclosure of the spring as a mark of gratitude.*

About this sacred place, Kalhana writes the following verse in the first book of the Rājatarangini.

भक्ति मुक्ति फलप्राप्तिः काण्ठरूपमुमापतिम् ।
पापसुदनतीर्थान्तर्थत्र संस्पृशतां भवेत् ॥

(There within the sanctuary of Pāpasudana, by touching the husband of Umā in the form of the wooden image people get the pleasures of life as well as final liberation.)

From the above verse it appears that in those days a wooden image of Shiva existed in Kother near the spring.

There is a reference about this sacred spring of Kapoteshwara in the Nilamata Purāna also. A verse is quoted below :

रूद्रलोकं प्रवाप्नोति स्नात्वा तु कपोतेश्वरे ।
विशलिङ्गह्रदे पुराये रूद्रलोके महीयते ॥

[One goes to the region of Rudra (Shiva) by taking a bath in the sacred spring of Kapoteshwara. One glorifies in the region of Rudra by bathing in the holy lake of Visha-linga.]

---

* See 'Ancient monuments of Kashmir' by Pandit R. C. Kak.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mātri Lila

(*December 1968—March 1969.*)

On December 7th Mataji arrived in Delhi from Naimisharanya via Lucknow, accompanied by Sri Haribabaji Maharaj and Sri Akhandanandaji with their disciples. She had come at the urgent request of Sri Haribabaji and his devotees who had arranged for a grand religious function called "*Brihat Hari Sammelan*" on the vast Subhas Maidan from 7th to 16th December. On arrival at Delhi Station, Mataji was profusely garlanded by the devotees. With an affectionate smile she accepted offerings of fruit and flowers. For those ten days Mataji stayed at her Ashram at Kalkaji, a beautiful, quiet and fairly solitary place, far away from the hub of the city. Every morning and evening she used to attend the *satsang* at Subhas Maidan. A large number of the population of Delhi could thus avail themselves of the opportunity of Mataji's *darśana* in the open pandal. One hour of the daily *satsang* was managed by our Delhi Kirtan Party who sang the *Mahāmantra*. Almost every evening Mataji would lead the kirtan for a short while, singing mostly *Rāma Nāma*. A few times she also replied to questions. Day by day the crowd grew larger and more enthusiastic. People patiently waited for hours in order to have the blessing of Mataji's *darśana* for half an hour and to hear her sing. The function proved a great success, mainly due to Mataji's gracious presence. This was the general feeling. On December 17th Mataji boarded the train to Varanasi, reaching there on the 18th midday.

Her health being indifferent and having been extremely busy both at Naimisharanya and Delhi, Mataji, for the first

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

few days remained mostly in her room behind closed doors, giving *darśana* only for one hour in the evenings. The outstanding event during Mataji's sojourn at Varanasi was on December 26th, the opening by the Prime Minister of the three main blocks of the newly constructed Mata Anandamayee Hospital.

The hospital has been run on a small scale since 1965. Several years before that, Dr. Gopal Das Gupta had started a charitable homoeopathic dispensary in our Ashram. It was attracting an ever increasing number of patients, both Hindus and Mohammedans. It was his great desire to build in Mataji's name a first class hospital equipped with all uptodate amenities that would cater to the destitute and needy of all communities without distinction of creed or caste. This project was taken up with great zeal and enthusiasm by the organizers of the Shree Shree Anandamayee Sangha. Unfortunately Dr. Das Gupta passed away at the age of 70 even before the foundation stone of the hospital could be laid.

The opening of the new double-storied western block, housing a number of out-patients departments, took place in July 1965. Since then this part of the hospital has been functioning very efficiently, thanks largely to the selfless service rendered by several well-known physicians of the city, especially Dr. U. N. Mathur and Dr. S. N. Mathur and Dr. G. S. Bhargava. About two hundred fifty patients are being treated daily. The report shows that already during the year 1967, 38,567 patients received medical aid. Within the short span of three and a half years and although as yet incomplete, the hospital has already become quite famous and earned high praise from Indian as well as foreign visitors for its unusual standard of cleanliness and efficiency.

In November 1965 the Chief Minister of the U. P. Srimati Sucheta Kriplani and the Union Health Minister Dr. Sushila Nayar came to visit the hospital. They took great interest and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Dr. Nayar suggested that the in-patients department should have not less than 170 beds, more than double the number of the original plan. Sri J.D. Shastri, Senior Architect of the Ministry of Health, who is recognised as one of the foremost hospital designers of this country, was requested to make the design. The Central Govt. has since then sanctioned more than Rs. 5.50 lakhs for construction purposes & purchase of essential hospital equipments. Several lakhs of rupees have been collected from private donations and spent, while more than half of the construction has yet to be accomplished.

On December 26th, the ground floors and first floors of the three main blocks were formally opened by Sm. Indira Gandhi in the presence of Mataji.* The elite of Varanasi as well as many distinguished guests and devotees of Mataji from all over India and even from abroad attended. The function was excellently organized and proceeded with great dignity, in perfect order and pindrop silence. On the southern side of the hospital a large pandal had been erected and beautifully decorated with garlands and flower-rings. The dais was all in white with a flowery background. There had been a heavy rainstorm in the morning and the Prime Minister's plane could therefore not take off from Delhi at the scheduled time. The function thus started one and a half hours later than originally planned. Srimati Indiraji arrived by motor boat. She was accorded a hearty welcome. The Maharaja of Benares, who is the President of the hospital, led her up to the dais. After bowing to Mataji, she took her seat. The speech of welcome to the Prime Minister by the Maharaja was followed by the reading of the Hospital Report by the Maharaja of Tehri Garhwal. Then Indiraji delivered her inaugural address. She spoke for five minutes with great simplicity, dignity and charm. She remarked that the ground on which the hospital stands has some connection with Gandhiji, with her father and

---

* See also pp. 61-65 of this issue.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-JKS

therefore also with her. She then stressed the point that the patients of this hospital would not only be cured from their bodily ailments but would return to their homes filled with the peace and inspiration that is derived from Mataji's influence.

When the function was over, the Prime Minister cut the garland and was shown round the hospital buildings. Then she came to the Ananda Jyoti Mandir. Didi presented her with a silk scarf and with garlands from Sri Gopalji's neck and *tulsi* leaves. After this she had a few minutes alone with Mataji upstairs. Indiraji seemed very pleased to be able to have a short while with Mataji even on this official occasion. Refreshments were served to her, while beautiful *bhajans*, sung in the Ashram hall by Chhabi Banerji and Pushpa, could be heard through the amplifier placed outside of the room. To the accompaniment of the sweet music, she took leave of Mataji and boarded the boat.

Mataji remained in Varanasi until January 9th. Every night Brahmachari Virajananda would read out of the book "*Amara Vani*"† and usually lively discussions ensued, Mataji often making lengthy comments. On January 3rd, full-moon day, a special *pūja* was performed in the course of which the *Narāyana Sīlā* of Annapurna Mandir was bathed in 50 litres of pure cows milk. Tumblers full of this *prasāda* were distributed to everyone who asked for it, fishermen and their families, labourers, beggars—all the poor of the locality had their share.

On January 9th, Mataji motored to Allahabad, where she remained for two nights in the Ashram of the late Sri Gopal Thakur at Allenganj. At Allahabad, Mataji is always in a special mood. Her visits are short but very intense. On the 10th morning there was puja.* At night films were

† Discussions with Mataji with a commentary by Dr. Gopinath Kaviraj, recently published in book form in Hindi and Bengali.

* Similar to the one described on p. 58 of this issue.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

shown of the consecration of the Chheliya Mandir at our Vrindaban Ashram and of the last *Gita Jayanti* that Sri Gopal Thakur had performed in our Varanasi Ashram. Mataji also sang.

On January 11th, she left for Naimisharanya with a very few companions. In the atmosphere of this hallowed abode of ancient Rishis, Mataji relaxes and is in a jolly mood, laughing and joking, walking about or lying in the sunshine, occasionally cooking—"like a child on holiday" someone remarked. Here also the daily reading of *Amara Vaṇi*, followed by discussions, was continued. Off and on devotees would come for short spells from Sitapur or Lucknow. Dr. Gouri Nath Shastri, Vice-Chancellor of the Sanskrit University, Varanasi, stayed for two days. In the mornings he would read out from the Srimad Bhāgavata, seated under a *tamāl* tree.† On January 22nd, *Vasant Panchami* day, *Saraswati Pūjā* was performed in the hall in front of the *Purāṇa Mandir*, the most fitting place to propitiate the goddess of art, learning and the highest knowledge. A beautiful small *vigraha* was brought from Varanasi. A few professors of the Benares Hindu University had come for the occasion. Mataji herself supervised all preparations. It was a charming, very intimate function. In the evening Mataji related in great detail the story of the *Purāna Mandir*. Since Mataji had left Naimisharanya in December, the well and the new electric pump had been in good order and so Swami Paramananda had with the help of an efficient gardener laid on a lovely garden with a variety of beautiful multi-coloured flowers that were in full bloom to welcome Mataji. Vegetables of the best quality had also been grown and baskets-full could be sent to Varanasi and also to neighbouring Ashrams. One day the boys of Sri Naradananda ashram was entertained to a feast. On every new moon day there is always a special puja at Lalita Devi Mandir

† The tamāl tree is sacred to Sri Krishna.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

A scene from the inauguration ceremony of Mata Anandamayee Hospital
Prime Minister along with Maharaja of Benares and Hospital Staff

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

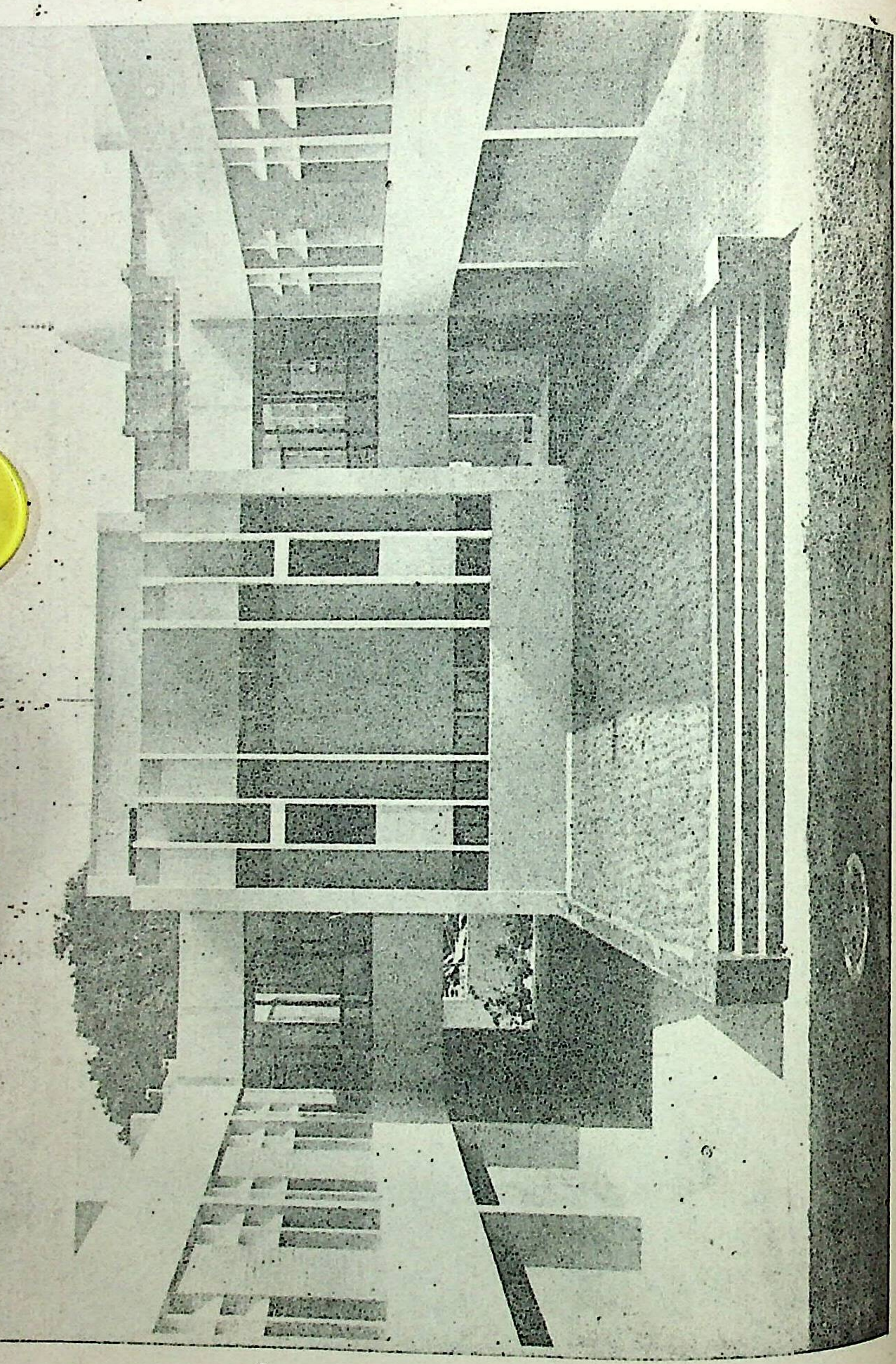

Front view of the newly constructed Mata Anandamayee Hospital at Varanasi

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

at Nimsar town and huge crowds of pilgrims assemble at Nimsar on that occasion. About a lakh of people had come this time and large streams of them flowed in and out of the Ashram grounds for Mataji's *darśana*.

On January 25th, Mataji again alighted in New Delhi where she remained over Sivaratri which fell on February 15th. Her stay was interrupted by a short visit she paid to Dehradun and Hardwar. She reached Kishenpur on February 10th morning, leaving by car for Hardwar on the 11th at midday. She did an incredible amount of work in those 27 hours, visiting twice Kalyanvan where a *Yajñashāla* is being built. On her way to Hardwar, she also halted at our Sadhan Ashram, Jakhan. In between she had any number of private interviews, gave *darsana* several times and arranged for everything conceivable. Time does not exist for Mataji, she can compress any amount of work into the shortest span. At Hardwar she went to Baghat House, Kharkhari, where the Boys' School of the Ashram is stationed at the moment, and also to Santiniketan our Ashram at Kankhal, where a small shrine for a *Siva linga* is being constructed under the bel tree in the garden. On the 12th morning, Mataji was again in Delhi.

Sivaratri in New Delhi was an event of the first order. People who took part said they would never forget that night. While two years ago when Sivaratri had been celebrated at Bandh, the attendance was a record in smallness of numbers (although the function was equally unforgettable) this time the attendance was enormous, as can easily be imagined. The spacious circular hall of the Ashram is exceptionally well suited for this function, only it proved too small. Vratis were seated in 13 circles round *Siva linga* and there were other circles on some of the verandas as well. The *Panchavati*, that had recently been converted into a room with glass walls and a proper roof and had been opened in Mataji's presence, was also used for the Puja. From one of the verandas just opposite Mataji's

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

seat, about a dozen devotees hailing from foreign countries, mostly Americans, were watching the proceedings with unfaltering interest. Brahmachari Nirvanananda who conducted the *Pūjā*, not only dictated to the participants what to do and what to say, but also along with every *mudra*, *mantra*, offering, etc explained its significance, so that nothing was done mechanically or thoughtlessly. This was an innovation, heartily welcomed by all. The *kirtan* between the four *pūjās* was exquisite. In the interval between the first and second *pūjā* a Madras *kirtan* party gave a wonderful performance, Mataji playing the cymbals in rhythm with their music. Later Pushpa and others sang, surpassing themselves. In the small hours Mataji herself led the *kirtan* for a while. Mataji was not only present throughout the whole night, but she never even once reclined. She sat in her place or moved about among the circles of the vratis, encouraging, inspiring and seeing whether everyone had all the ingredients necessary for the ritual. Among those who took part in the *pūjā* were some very high Government officials such as Dr. Triguna Sen, Minister of the Central Govt. and Sri Subimal Dutt I.C.S. (Retd), Chief Vigilance Commissioner. Those who intended to perform only the first *Pūjā* and then break their fast and vigil could not tear themselves away and remained until the morning. To their surprise they felt neither strained nor fatigued. The sacred night and the fast without a drop of water or food for 36 hours ended with the distribution of fruit by Mataji to all present. The next day also Mataji was very generous in giving *darśana*.

On the 18th morning she left for Bundh. A car took her up to Anupsahar. From there the road is not suitable for cars, only bullock carts or jeeps can be used. Mataji was taken in a closed jeep along the very dusty path of about 12 miles. Sri Haribabaji as usual gave her a spectacular welcome with elephants, horses, gunshots and a band playing religious tunes. Mataji had taken only very few people with

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

her. Swami Sharananandaji was among those who welcomed her, but had to leave the next day. Sri Haribabaji had arranged for a very fine programme of *satsang* for the whole period of Mataji's stay. Swami Akhandanandaji had come from Vrindaban, Swami Naradanandaji from Naimisharanya, Sri Ramdas Baba from Gwalior and Pt. Kapindraji from Delhi. Every morning a *Rāsalīlā* partly enacted scenes from the life of Sri Gouranga. Every evening after Sri Haribabaji's kirtan and talk the Mahatmas as well as the entertaining Ramabhakta Kapindraji gave lectures. The gatherings became longer every day and continued until 10-30 p.m. On March 3rd and 4th, Holi as well as the birthdays of Sri Chaitanya Mahaprabhu and of Sri Haribabaji were celebrated in great style. Sri Sitaram Sharandas of Ayodhya sang '*vadhai*', the story of Sri Rama's birth, beautifully and with deep feeling: At the end he spread out his cloth in the gesture of begging and said to Mataji: "When Rama was born, Kaushalya Ma in her joy took off her jewellery and distributed it to those present. Mataji what will you give me?" Without a moment's hesitation, Mataji left her seat and went near Sitaramji. With a graceful gesture she folded her hands and bowed into the cloth, saying: "This little child is giving herself." The whole congregation was deeply thrilled and people gave lavishly to the inspired singer who kept nothing for himself. The next day Mataji procured 108 volumes of scriptures such as Upanishads, Bhagavata etc. and presented them to Sri Sitaram Sharandas for free distribution.

Sri Haridham Bundh is a unique place. We have written about it at length two years ago,* when Mataji spent Sivaratri as well as Holi there. Mataji is at her best in such unsophisticated rural surroundings, and even more so when the atmosphere is surcharged with heartfelt devotion and a rare spirit of service as in Bundh.

* See Ananda Vartā, Vol. XV, 1, May 1967, pp. 48-50.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

On March 5th, Mataji accompanied by Swami Akhandanandji and her small party, left for Gwalior at the urgent invitation of Rajmata Vijayaraje Scindhia to be present at the installation of a *Siva linga* on the 6th morning and the unveiling of a statue of the late Maharaja the same evening. Arrangements were excellent and Mataji's short visit was relished greatly by one and all. Swamis Akhandanandaji, Sharananandaji, and Govind Prakashji of Ramatirtha Ashram spoke in the evening. The young Maharaja gave a moving talk about his deceased father. He related how Mataji's influence had brought about a complete change in his father's attitude to life. Before meeting Mataji, he had never had faith in any religion or Mahatma.

On March 7th morning, Mataji and her people were taken by cars to Vrindaban, where Mataji attended the inauguration of a new Radha Krishna temple built by one of Sri Haribabaji's devotees. Mataji remained in Vrindaban only for four days. While Mataji had been in Bundh, Didima and Didi were waiting for her in Delhi, proceeding to Vrindaban on March 1st. While at Delhi, Didima's health deteriorated considerably, so that her attendants felt quite alarmed, as Didima is 92 years old. But Mataji, although no physical information had reached her, at once had the *kheyāla* that Didima should get well again and so Didima recovered. Didima accompanied Mataji to Naimisharanya on the 11th and we are happy to state that she kept well there. Only a handful of people were allowed to go with Mataji and so she could have a delightful rest in our youngest Ashram, which seems to be Mataji's favourite at the moment. One day during Mataji's stay there, Sri Prayag Narayan arranged for a reading of some part of the Ramayana under a banyan tree just outside of the Ashram boundary. Mataji asked him to see that a similar function should take place at least once a year under the same tree, which seems to be rather special.

On March 17th Mataji left for Varanasi. From Naimi-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sharanya she motored to Hardoi Ry. Station. The train was late and she had to wait at the station for 1½ hours. There were very few people with her. Mataji at first walked about on the platform all by herself and then sat down under a tree. She was in a playful mood. She called a vendor who was selling Sandila *laddus* (sweets) in earthern pots, bought all the seven pots he had with him and distributed them to everyone who came along: kulis, vendors, passengers, railway staff, etc. Then she got some savoury from another vendor, and at last fruit, distributing with full hands. Finally she started singing *kirtan* of her own *kheyāla*. Now only a large crowd collected, sat down around her and joined into the singing. Mataji continued for about half an hour, chanting Rama's names, then Krishna's, Siva's and so forth. She also talked to the people, asking them to repeat God's name and keep their minds on God. None of the people had any idea who Mataji was. It was a delightful interlude, witnessed by only three or four of her companions. At last the train arrived and carried her off to Varanasi where she alighted on the 18th morning, to be present at *Vāsantī Pūjā*, the *Durgā Pūjā* in spring. *Navarātri* started on March 19th, ending with *Ram Naomi*, Sri Rama's birthday on the 27th. The *Pūjā* was celebrated in great style and Mataji was in excellent form. She sang for quite a long time on *Raam Naomi* day and again the next day, when the *image* of the goddess was removed to be immersed in the Ganges.

Mataji is expected to leave Varanasi on April 10th for Ranchi where Didima's *Sannyāsa* Utsava is to be observed on April 13th. Mataji is due to return to Varanasi on the 17th morning. On April 19th the first anniversary of the consecration of *Ananda Jyoti Mandir* is to be celebrated in Mataji's presence. On April 25th Mataji may leave for Bombay where her birthday will be celebrated from May 2nd to May 5th. It is likely that Mataji will spend the rest of the summer in Poona.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[illegible] day she motored to [illegible] Rd. Station. [illegible] was late and she had to wait at the station for [illegible]. There were very few people with her. Mataji at first walked about on the platform all by herself and then sat down under a tree. She was in a playful mood. She asked a vendor who [illegible] some [illegible] laddus (sweets) [illegible] all the seven [illegible] he had with him and distributed them to everyone who came along: kulis, vendors, passengers, railway staff, etc. Then she got some savoury from another vendor and [illegible], distributing [illegible] with her own hands. [illegible] singing kirtan of her own [illegible]. Now a large crowd collected, sat down around her and joined in the singing. Mataji continued for about half an hour chanting Krishna's names, then Krishna's, [illegible]. She also talked to the people, asking them to repeat God's name and keep their minds on God. None of the people had any idea who Mataji was. It was a delightful [illegible] accompanied by only three or four of her companions. At last the train arrived and carried her off to Varanasi where she [illegible] on the [illegible] morning, [illegible] Vasanti [illegible] Durga Puja in spring. [illegible] started on March [illegible] ending with Rama Navami, Sri Rama's birthday, on the [illegible]. The Puja was celebrated in great style and Mataji was in brilliant form. She sang for quite a long time on the [illegible] day and again the next day, when the image of the Goddess was removed to be immersed in the Ganges.

Mataji is expected to leave Varanasi on April 10th for [illegible] where Didima's Sannyasa Utsava is to be observed on April 11th. Mataji is due to return to Varanasi on the [illegible]. On April 19th the [illegible] of [illegible] Jayanti of [illegible] is to be celebrated in [illegible] presence. On April 25th Mataji may leave for [illegible] where her birthday will be celebrated [illegible] to May 31st. It is likely that Mataji will spend the rest of the summer in [illegible].

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	2.50
Sad Vāni "	1.00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I to XV	40.50
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	3.00
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Sankirtan, Stav, Arati	0.50
Aamr Vani	6.00

Bengali

Matri Darshan—"Bhaiji"	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	1.50
Mātri Vāni	0.75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I–XII	30.50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1.50
Akhanda Mahāyajña " "	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1.25
Mātri Lila Sankirtan	0.31
Anandamayee Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— "	0.50

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1.50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I —Br. Kantibhai	1.00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2.00
Ma Anandmayee—Nonubhai Dave	1.25

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"		4.00
Mātri Vāni (Sayings)	1.50, Special edition	2.50
Words of Sri Anandamayee Ma	3-00, " "	5.00
Mother as seen by her devotees	5·50, " "	6.50

Photos etc.

Photos—various sizes	0.50 to 15.00
Lockets	·1.50
Album	2.50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्रीश्री आनन्द मयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. N. 4727/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ānanda VĀRTĀ

BENGALI & ENGLISH

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Vol. XVI. July, 1969 No. 3

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুপম অধ্যাত্ম সাহিত্য
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার অমূল্য
উপদেশের অপূর্ব্ব সংগ্রহ।

❋অমর বাণী❋

ব্যাখ্যাতা মং মং ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডী, লিট্‌।

❋ জিজ্ঞাসু ভক্তবৃন্দের মনোজগতে উদিত বিভিন্ন প্রকার সংশয়ের সমাধান কল্পে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ থেকে যে সব উপদেশাবলী নিঃসৃত হয়েছে তাদের যথাসম্ভব পরিবর্ত্তনহীন অবস্থায় সংকলনের এক সফল প্রয়াস।

❋ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখের ভাষা স্বভাবতঃ অত্যন্ত সরল এবং সহজ। কিন্তু কোন কোন স্থলে সাধারণ পাঠকের নিকট ভাবার্থ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এ জাতীয় কঠিন স্থলের সাবলীল সরল ব্যাখা শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং করে দিয়েছেন।

❋ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীসমূহ বাস্তবে মাতৃভক্তগণের নিকট মহাবাক্যের সমান গুরুত্বসম্পন্ন পরম আপ্তবচন। এদের মধ্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ বিদ্যমান।

আকর্ষক গেট-আপ এবং শ্রীশ্রীমার দুখানি নয়নাভিরাম চিত্র সম্বলিত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৮৮ মূল্য—১০.০০

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘ
ভদৈনী, বারাণসী-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Mata Anandamayee and with other religio-philosophical topics

❋

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Padma Vibhushan

Brahmachari Nirmalananda, M.A., Shastri.

Kumari Lalita Pathak, M. A.

Brahmacharini Atmananda.

Sri K. Bose,—*Managing Editor.*

❋

❋ ANNUAL SUBSCRIPTION ❋

India—(Postage free) Rs. 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs. 10/50 or 15 shillings or $ 2·00
" (By Airmail)—Rs. 25/- or £ 1-10-0 (Europe etc.)
" —Rs. 35/- or $ 5.50 (North & South America.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULE

1. The magazine is published in three separate edtions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English. The magazine is published four times a year, in the months of January, April, July & October. The year begins from January.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by international Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *within the month of publication*.

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi.
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. মাতৃবাণী 101
2. শ্রীশ্রীমায়ের অমর-বাণী— 103
3. উপনিষদের আলো 107
4. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ... 110
5. শাহবাগ লীলা —"প্রত্যক্ষদর্শী" 115
6. স্বরূপ প্রাপ্তির উপায়—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ... 120
7 অমৃত অবগাহন— শ্রীমতী অমিতা ঘোষাল 125
8 মানসপূজা—শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 129
9 মাতৃ-মহিমা—শ্রীমতী কল্যাণী দাসগুপ্ত 134
10. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী অনুধ্যান—"দিব্যদর্শী" 136

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section

1. Mātri Vāṇī 103
2. About Sri Anandamayi Ma
 —Dr. Bithika Mukerji, M.A., D.Phil. ... 105
3. Man and His Goal—The Light of Viveka ... 116
4. In Search of the Mother
 —Swami Bhagavatanand Giri ... 123
5. Nada Yogi Swami Haridas—Saroj ... 130
6. Sacred Places of Kashmir, Jammu
 and Ladhak—A Devotee 135
7. Matri Lila 144

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা,—অমর পন্থী স্বয়ম্ আপনাতে আপনি।"

VOL. XVI] JULY, 1969 [NO. 3

মাতৃ-বাণী

চাই ধ্যান—চাই জপ—একটা কিছু কর। ভগবৎ চিন্তনের চেষ্টা কর। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার আবরণ রহিয়া গিয়াছে—নিরাবরণ করিবার চেষ্টা কর।

* * * *

বাসনা কামনা সহ তোমারই সূক্ষ্ম শরীর। যেমন ফুলের গন্ধ যায় আসে। তোমারই জন্ম মৃত্যু। আবার জন্ম মৃত্যু কিছুই হয় না। মৃত্যুর পর বাসনা কামনা সহ সূক্ষ্ম শরীর বায়ুভূত নিরাশ্রয়—মানুষ নিজ কর্ম্মানুসারে জন্ম নেয়। বাসনা জড়িত আমি বা অহমিকা যায় আসে—আত্মার আসা যাওয়ার প্রশ্ন নাই। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—কারণের কারণ আত্মা। তাহার প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত আসা যাওয়া। আত্মা স্বয়ং প্রকাশ। আসা যাওয়া জীবের। নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য পর্দ্দা সরান মাত্র।

* * * *

যখন সিনেমা দেখ তখন নিদ্রা আসে না। বাহিরের ভোগে মন আকৃষ্ট থাকে; নিদ্রা আসে না। জাগ্রতে যে পরিশ্রম হয়, নিদ্রায় বিশ্রাম হয়। নিদ্রায় জীব নিজ স্বরূপে যায় অজ্ঞান আবরণে। যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিরাবরণ স্বরূপ প্রকাশ সেখানে নিদ্রার প্রশ্ন নাই—। ঐ নিরাবরণ স্বরূপ স্থিতিতে ক্রিয়া ও গতি যতই বেশী হইবে নিদ্রার প্রয়োজন ততই কম হইবে।

* * * *

পূজার উদ্দেশ্য—ইষ্ট প্রকাশ। আপনাকে পাওয়া আত্ম প্রকাশের জন্য—যাহার পূজা করিলে অদ্বৈত-দ্বৈতের প্রশ্ন আসে না তাঁহার পূজা করা। ভগবানের জন্য পূজা নিষ্কাম পূজা।

* * * *

গীতায় বলা হইয়াছে—অপ্রিয় সত্য বলিবে না। পৃথিবী শুদ্ধ লোককে তুমি বলার কে? তোমার কথা তাহারা শুনিবে কেন? তোমার যদি সেই শক্তি থাকে যে বলিলে সকলে শুনিবে তবেই বলা উচিৎ। নতুবা তোমার মন ক্ষিপ্ত হইবে—সাধনায় ব্যাঘাত হইবে।

* * * *

এমন অনেক ক্রিয়া আছে যাহাতে মৃত্যু হইলে দুর্গতি হয়—সদ্‌গতি হয় না। অন্ধকার হইতে আরো অন্ধকারে যাইতে হয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের অমর-বাণী

(ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী হইতে প্রাপ্ত)

[মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কৃত ব্যাখ্যাসহ]

প্রঃ—বিরহ তত্ত্বটা কি ?

মা—এই যে সংসার, এই সংসারে সব সময় একটা অভাব লেগেই আছেত। এই যে অভাব অর্থাৎ না পাওয়া, না জানা—এতে দুঃখ দেয়। কারণ, দুইটা—পাচ্ছি না, পেতে চাই, পূর্ণ করতে চাই। আর পেলে কি হয় ?—আনন্দ। ছেলেটা হারিয়ে গিয়েছিল, পেয়ে আনন্দ হল—দুনিয়ার দৃষ্টিতে আনন্দ হল, সন্তোষ হল, তৃপ্তি হল। এই পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে স্বভাবের আনন্দ নয়, বিরহও নয়। কিসের তবে ?—অভাবের। অভাব কেন?—যা' পেয়ে যা' পূর্ণ হল, জাগতিক মনমানী গতিরও। এখানে অভাব রূপও এসে যাবে। ছেলে ছিল না দুঃখ ছিল, হল—আনন্দ। কিন্তু এত থাকবে না, আবার অভাব এসে যাবে। দুনিয়ার এই যে আনন্দ, এই যে সুখ আর দুঃখ এটা অভাবের। যা' পেলে সব পাওয়া—পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন হওয়াই না—সেই যতক্ষণ নয়, ভগবৎ প্রাপ্তির অভাব জাগরণত স্বাভাবিক।

স্বভাবের কি ?—ভগবানকে পেলে সব পাওয়া হয়। সাকার সগুণরূপে যে ভগবান প্রকাশ হলেন, এখানে কি হয় ?—মিলন। ভগবান পাওয়া যাচ্ছে না, এই প্রথমে হয়। সাধন করতে করতে ভগবান স্বয়ং প্রকাশ হলেন—পূর্ণ আনন্দ, তৃপ্ত। এই জন্য বলে চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না।

এর পর কি হল ?—ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা করতে করতে যখন ভগবান কৃপা করে দেখা দিলেন, ভগবান বল্লেন কি চাও ? বর গ্রহণ কর। সাধক বল্ল—যখনই তোমাকে দেখতে চাই, দর্শন দিবে। তথাস্তু—বলে ভগবান অদর্শন হয়ে গেলেন। সাধক বেশ আনন্দে আছে ইচ্ছা মাত্রই ভগবান দর্শন দেন, আর দুঃখ নেই। একদিন সাধক বল্ল—আর তুমি যেওনা, সব সময়ই আমার কাছে থাক। তথাস্তু—ভগবান থেকে গেলেন। রাতদিন ভগবান পাশে, সাধক আনন্দে মগ্ন। এতে কি হল, সাধকের একদিন মনে হল, ভগবান যখন আসতেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর জন্য যে ছট্‌ফটানী ছিল, সেটাত আর নাই, ঐইত আমার ভাল ছিল। ভগবান্‌কে বল্‌ল, তোমার অভাবে ঐ যে আমার ব্যাকুলতা ছিল, ঐ আবার আমাকে দেও। তথাস্তু—

এর মধ্যে এক কথা – ভগবানকে পেয়ে ভগবান কি, তার ত প্রকাশ হয়ে গেল। না পেয়ে যে ব্যাকুলতা ঐ ছিল একদিকের বিরহ, আর পেয়ে যে বিরহ ঐ আসল বিরহ। পেয়ে হয়েছে কিনা,—তাঁর অভাবটা ফিরিয়ে পাওয়া। দুনিয়ার যে মিলন আর বিরহ এটা অভাবের। আর ভগবানের সঙ্গে মিলন হয়ে যে বিরহ এটা স্বভাবের। পাওয়া মানে হয়ে যাওয়া। হয়েও আলাদা, —স্বয়ংই স্বরূপে প্রকাশিত হওয়া। এই জন্য বিরহের দিক উঁচু বলে, কেননা পূর্ণাঙ্গীন প্রকাশ হয়ে গিয়েছে কি না। তুমি ফিরে এলে সেই অভাব নিয়ে কিন্তু তাঁকে পেয়ে। তাই বলে সেবক দাস - নিত্যদাস, নিত্যপ্রকাশ, নিত্য-লীলা। এখানে মৃত্যু কোথায় ?

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এর কথা কি ? জীব যে বদ্ধ, এত ভগবানের সঙ্গে বন্ধন হয়ে গিয়েছে। নিত্যর সঙ্গে বন্ধন হয়ে গিয়েছে, তাই নিত্যদাস। ভগবান যেখানে প্রকাশ ওখানে মায়া কোথায় ? যোগমায়া কি ?—আপনার মায়া আপনাতেই আশ্রিত।

প্র ঃ—এই বিরহের পরিণতি কি, আর মিলন হবে না ?

মা ঃ—এই যে মিলন বিরহে ভগবান নেই—এই স্বরূপতঃ ভগবান। একবার পেয়ে আর নেই, এমন হতে পারে না। তাই বিরহ মিলন একই কথা। আত্মা-রাম, আত্মার প্রকাশ একবার হ'লে আর স্মৃতি বিস্মৃতির কথা কি। বিরহ রূপে নিত্য প্রকাশ। বিরহ নাই, এইরূপ নিত্য উপস্থিত। বিরহরূপে যে মিলন ঐরূপে। তুমি আমার কাছে নাই এইরূপে নিত্য উপস্থিত।

এটোয়া (১৬।৯।৫০)

ব্যাখ্যা

মিলন ও বিরহ তত্ত্ব

প্রশ্ন কর্ত্তার প্রশ্নের উত্তর দানের প্রসঙ্গে মা মিলন ও বিরহ তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কথা বলিয়াছেন। জাগতিক দৃষ্টিতে যে মিলন ও বিরহ পারমার্থিক দৃষ্টিতে মিলন ও বিরহ উহা হইতে পৃথক্‌। শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিতে একটি অভাবের দৃষ্টি ও অপরটির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবের দৃষ্টি। মিলন ও বিরহ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে একটি প্রশান্ত স্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখা উচিৎ। এই স্থিতিতে সৃষ্টি নাই সংহার নাই ইহা নিত্যস্থিতি স্বয়ং প্রকাশ। সৃষ্টি ও সংহার, মিলন ও বিরহ এই মহাপ্রকাশের উপর প্রতিষ্ঠিত। মা যাহাকে অভাবের দৃষ্টি বলিয়াছেন তাহা জাগতিক দৃষ্টি। তাহাতে মিলন আছে, বিচ্ছেদও আছে। মিলনে সুখ বিচ্ছেদে দুঃখ। কিন্তু মা যাহাকে স্বভাবের দৃষ্টি বলিয়াছেন সেখানেও মিলন বিরহ আছে। প্রাপ্তিতে মিলন, অপ্রাপ্তিতে বিরহ। ইহাতে অবান্তর বিভাগ আছে, কারণ প্রাপ্তির মধ্যেও অপ্রাপ্তি আছে এবং অপ্রাপ্তির মধ্যেও প্রাপ্তি আছে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবি তাঁহার পদে বলিয়াছেন—দুঁহু কোড়ে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' প্রণয়ী ও প্রণয়িনী পরস্পর আলিঙ্গনে বদ্ধ, কিন্তু এই যে গাঢ় মিলন ইহার মধ্যেও বিচ্ছেদের আভাস দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তাই বলিতে হয় নিত্য মিলনের মধ্যে নিত্য বিরহ লুক্কাইত থাকে। তাই নিত্য মিলনেও বিরহের বেদনা তীব্র বেগে জাগিয়া উঠে। পক্ষান্তরে নিত্য বিরহেও নিত্য মিলন প্রস্ফুট ভাবে ভাগ্যবান ভক্তের নিকট অনুভব গোচর হয়, তাই বিরহের মধ্যেও এক অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি জন্মে। ইহাকেই বিরহানন্দ বলে। কবিবর রবীন্দ্রনাথ একদিন এই বিরহের আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

বিরহ সুমধুর হল দূর কেন রে।
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে॥
আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী।
মনের যতকথা ছিল সেথা লেখা কি॥

ইত্যাদি। এইভাবে অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেলে একদিকে যেমন মিলনের মধ্যে বিরহের অনুভব হয় আর একদিকে বিরহের মধ্যেও মিলনের আনন্দ ফুটিয়া উঠে। আসল কথা সবের মধ্যেই সব আছে, কিন্তু তাহা অনুভব করিবার সৌভাগ্য এবং সামর্থ্য সকলের নাই। প্রকৃত প্রেমিক সেই যাহার নিত্য প্রেমের মধ্যে মিলনেও বিরহ দৃষ্ট হয়, এবং বিরহেও মিলনের অভাব থাকে না। ভক্ত প্রধানা মীরাবাই এর নিত্য বিরহ ছিল। মীরা তাঁহার এই জীবনব্যাপী বিরহের মধ্য দিয়া গভীর মিলনের যে আস্বাদ পাইয়াছেন তাহা সাধারণ ভক্তজনের মধ্যে সম্ভব নহে। অভাবেও সেই, স্বভাবেও সেই - ইহাই পরমাস্থিতি। লীলার মধ্য দিয়া অভাব এবং স্বভাব সঞ্চরণ করে। কিন্তু সেই গভীর সত্তার অনুভব মিলনের কালে যেমন থাকে বিরহেও তদপেক্ষা কম নহে। ভগবৎ রাজ্য অতি মধুর। সেখানে দুঃখও সুখ রূপে পরিণত হয়, তাই সেখানে বিরহের অন্তরালে মিলনের হাসি ফুটিয়া ওঠে। এবং মিলনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুকের মধ্যে অনন্ত কালের চির বিরহ লুক্কায়িত থাকে। উভয়েরই আস্বাদন হয়। তাই মিলনে যে প্রাপ্তি তাহা অপেক্ষা গভীর প্রাপ্তি হয় বিরহে।

এই যে মিলন বিরহের কথা বলিলাম ইহা লীলার কথা। যে স্থিতিতে দুই নাই একই এক প্রশান্ত নিস্তব্ধতার সহিত বিরাজমান রহিয়াছে—তাহা পরম শান্তি স্বরূপ, মিলন ও বিরহের অতীত। তাহা লীলাতীত। কিন্তু নিজেকে নিজে আস্বাদনের জন্য যখন লীলা হয় তখন একই দুইরূপে প্রকাশমান হয়। এই দুই এর যে মিলন তাহাই জাগতিক পরিভাষাতে মিলন নামে কথিত হয় এবং এই দুই এর যে বিচ্ছেদ তাহা জাগতিক পরিভাষাতে বিরহ বলা হইয়া থাকে।

অখণ্ড সত্তার মহাপ্রকাশের উপর লীলাভূমিতে নিত্য এই মিলন বিরহের খেলা চলিতেছে। ইহা ভাগ্যবান পুরুষই অনুভব করিতে পারেন। যাহা আনন্দস্বরূপ সেখানে মিলনেও যেমন আনন্দ, বিরহেও তেমনি আনন্দ—তবে আস্বাদনের পার্থক্য আছে। মা যাহাকে স্বভাবের বিরহ বলিয়াছেন তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলে ইহার নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায়।

আর একটি দিক হইতে বিরহের সার্থকতা ও প্রয়োজন অনুভব করা যাইতে পারে। বিরহের যে নিগূঢ় আনন্দ তাহা ছাড়িয়া দিলাম। তবে মনে রাখিতে হইবে যে মিলনের আনন্দের ক্রমবৃদ্ধির অনুকূলে বিরহের সত্তা কার্য করে। মনে করা যাক ক এবং খ দুইটি সত্তা রহিয়াছে। উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট সেই জন্য উভয়ের মিলনে উভয়ের আনন্দ হয় এবং বিরহে দুঃখ হয়। কিন্তু এই বিরহের পূর্ণতার পর যখন মিলনের গাঢ় সমাবেশ উপস্থিত হয় তখন যে মাত্রায় আত্মস্বরূপ—গত রসের উপলব্ধি হয় তাহা ঐ বিরহজ দুঃখেরই অনুরূপ। কিন্তু এই মিলনের পর পুনর্বার যখন বিরহ সংঘটিত হয় তখন উহার বেদনা পূর্বকালীন বিরহ বেদনা হইতে তীব্রতর হয় এবং বিরহের উত্তরকালীন মিলন অবস্থায় যে মাত্রায় রসের অভিব্যক্তি হয় তাহা পূর্বাপেক্ষা অধিক। এইভাবে নিত্য মিলন ও নিত্য বিরহ যোগমায়ার নিয়মে নিত্যলীলাতে নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া রসস্বরূপ রসময় পুরুষে অনন্ত রসের ব্যঞ্জনা করে। ভাগবৎ রসানুভূতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিরহের মূল্যাঙ্কন একটি গভীর চিন্তনীয় বিষয়। মনে রাখিতে হইবে লীলাতীত সত্তাতে মিলন ও বিরহ কিছুরই সম্ভাবনা নাই। সেখানে স্বরূপানন্দ প্রকাশমান যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ। স্বরূপশক্তির দিক হইতে লীলার ঊর্মি সেখানে উঠে না তাই সেখানে মিলনও নাই বিরহও নাই। সেখানে এক অখণ্ড স্বপ্রকাশ সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের আলো

সূক্তিসুধা ঃ

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হি এব আনন্দয়তি।

ব্রহ্ম তো রসস্বরূপ-রসরাজ! তাঁর সেই রসরূপ রসায়নকে লাভ করেই তো জীব আনন্দময় হয়ে যায়। আকাশে (সর্ব্বত্র) যদি এই আনন্দময়—রসময় ব্রহ্ম না বিরাজিত থাকতেন তবে কে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে যত্নশীল হতো! তিনিই সকল প্রাণীজগৎকে আনন্দ-রসদানে পরিতৃপ্ত করে থাকেন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ব্রহ্মের এই রসময়—আনন্দময় রূপ যিনি জানতে পারেন অনুভব করতে পারেন জগতের কোন বস্তু তাঁর ভয় উৎপাদন করতে পারে না। তিনি অভয় পদ প্রাপ্ত হন। জীব-জীবনের যে পরম আনন্দ তা তো স্বয়ং ব্রহ্মই। এই আনন্দের কনিকামাত্র পেয়ে নিখিল বিশ্ব জীবন ধারণ করতে সমর্থ হয়।

তং ব্রহ্মরসঃ প্রবিশতি। স এষঃ রসানাং রসতমঃ—পরামঃ পরার্ধ্যঃ।

ব্রহ্মরস জীবের মধ্যে প্রবেশলাভ করে। সকল রসের সার— সকল ধামের পরধাম তিনি।

তিনি রস, তিনি আনন্দ, তিনি সুখ, তিনিই সকলের প্রিয়ত্বের উৎস। তিনিই রসতম-প্রিয়তম।

রসব্রহ্ম ঃ

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলে আর্য্য ঋষিগণ বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্ম সদ্‌ঘন—চিদ্‌ঘন এবং আনন্দঘনও। এই আনন্দঘন স্বরূপটির মধ্যে তাঁর অনাবিল অফুরন্ত রসাভিব্যক্তির সাবলীল পরিচিতি। একদিকে যেমন অরস-অরূপ-অস্পর্শ ইত্যাদি নেতি নেতি করে তাঁর স্বরূপের বর্ণনার প্রয়াস দেখা যায় আবার অন্যদিকে তেমনি সকল রসের সকল রূপের সকল বর্ণের সকল ছন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সবকিছুরই মধ্যে তিনিই একমাত্র চির-প্রস্রবনশীল রস-গঙ্গার পাবনী গোমুখী। ঐ অনাদি অনন্ত সত্যের এই রসময় রূপটি ঋষিদের আত্মানুভবের সমুজ্জ্বল প্রকাশে ধরা দেয়।

মানব জীবনের সকল আনন্দানুভবের মূলে আছে এই রস। আমাদের ভিতরের আনন্দকে রস আরও বাড়িয়ে দেয়। আমাদের প্রাণ রসের দ্বারাই সদাই সংজীবিত আপ্যায়িত এবং আপ্লুত। যেখানে এই আনন্দরসের পূর্ণতার মাধুর্য্যভরা নিরাবরণ উজ্জ্বল বিলাস সেখানে প্রাণের আপাতঃ চাকচিক্যের আর চাঞ্চল্যের চির-সমাপ্তি। আর যেখানে আনন্দের অভাব—রসানুভবের অনভিব্যক্তি সেখানে তো আমাদের প্রাণিজগতে আসে নিজে না-পাওয়ার এক অভাবনীয় উদ্বেলতার তন্দ্রালু আবেশ।

রসব্রহ্মের সাধনায় আমরা আনন্দ-লাভের পথে এগিয়ে যাই। শ্রুতি খুব সুন্দর ভাবে তাই বলেছেন—আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হোত তবে কে প্রাণধারণ করতো? আনন্দের সমাস্বাদনের জন্যই তো প্রাণের প্রীণন। সেই প্রাণ আকাশ ছাড়া কি বাঁচতে পারে? সেই আকাশ কি সর্ব্বত্র সমভাবে ব্যপ্ত না হয়ে থাকতে পারে? তাই বিশ্বের সর্ব্বত্র কোনায় কোনায় কানায় কানায় এই রস এই আনন্দ আছে বলেই তারা আমাদের আনন্দ জোগায়। গন্ধ স্পর্শ রূপ রসের সমাবেশে রূপোলী বিশ্বের যে দুর্ব্বার আকর্ষণে আমরা দিবানিশি ছুটে চলেছি—সেখানে তো সেই রসের কণাটুকু নিঃশেষে কুড়িয়ে নেবার জন্য। নিজের ভিতরে যে অতল অমৃতরসের পরিপূর্ণ সিন্ধু আত্মা স্বয়ং রয়েছেন তাতে অবগাহন করতে প্রয়াস পাই কই? সৃষ্টি খেলার মধ্যে যে রসের আয়োজন আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে রসের ছোঁয়া থাকলেও সেখানে নেই তার পূর্ণতার অবাধ প্রকাশ। তাতো কেবল রসাভাবের ঈষদুষ্ণ লীলাচঞ্চল স্পর্শমাত্র। তাই জগদানন্দ আমাদের চিরন্তন আকর্ষণের মূলস্রোত হয়ে থাকতে পারে না। জগতের রস আমাদেরকে নিজেকে পাওয়ার সকলেকে পাওয়ার যে চরম পরিতৃপ্তি পরম আনন্দ তা দিতে পারে না; কারণ বিষয়কে অবলম্বন করে এই রসের অভিব্যাক্ত। দ্বৈতকে ধরে এখানে সহৃদয়ের রসানুভূতি। তবে এই রসই সেই পরম রসের সন্ধানের রাস্তা বলে দিতে পারে। তার জন্য চাই সাধনা চাই হৃদয়ের সংবেদ্যতা চাই প্রাণের প্রৈতি আর মনের ঐকান্তিক আস্বাদ-ব্যাকুলতা।

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে মানুষের আনন্দ, গন্ধর্ব্বের আনন্দ, দেবতার আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ এবং প্রজাপতির আনন্দ-মানের সুন্দর বর্ণনা আছে। এইসব আনন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মানন্দের ছায়া। এখানে এইসব স্তরভেদে যে আনন্দরসের বিলাস তার ক্রমভেদ, স্তরভেদ এবং সমাস্বাদনভেদ থাকলেও সবখানেই পরমরসের দ্বারা তা অনুস্যূত। পূর্ণরসামৃতসিন্ধু যে ব্রহ্মানন্দ তা এইসব স্তরেরও অতি উর্দ্ধে। তাই এদেরও অতিক্রমণ করে নিস্তরঙ্গ শান্তাদ্বৈত নিজরসানন্দ-সাগর লাভই ঋষিজীবনের রসসাধনার চরম লক্ষ্যস্থল। ব্রহ্মানন্দে সুপ্রতিষ্ঠা উপনিষদে রসসাধনার এই অপরোক্ষানুভূতিই বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক।

এই রস-সংবেদনের দুটো দিক আছে। একটি সৃজনের সব স্তরে প্রকৃতির প্রতি প্রান্তে এক অনির্ব্বচনীয় অনুপম আনন্দরসের পরসৌন্দর্য্যরসের স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে সব সত্তায় সমভাবে অনুভূয়মান বিদ্যমানতা। এই স্তরে অন্তর্মানসের সূক্ষ্ম-সংবেদনশীলতা যত বিকশিত ততই আনন্দের রাজ্যে প্রবেশাধিকারে অগ্রগণ্যতা। দ্বিতীয় দিকের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। তা স্বানুভবগণ্য রসানুভূতি। বিষয়বিহীন স্বসংবেদ্য নিস্তরঙ্গ—অতল অফুরন্ত আনন্দ সিন্ধুতে নিজের আনন্দে নিজে মগ্ন। চাওয়া-পাওয়ার ছোঁয়া নাই। এখানে রস ঘনীভুত। রস আর রসিক—দুই নয় এক—আবার অনন্তও। এই অনুভূতিই শ্রেষ্ঠতম। এখানে আনন্দ রস নয়, রসতম—তাইতো কবির মুখে শুনি ঃ

সুন্দর! হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন ফুল হার।
তুমি অনন্ত চির বসন্ত অন্তরে আমার॥

তাই এসো ভাই! আমরা এই বিষয়-রস বিন্দুতে বন্দী না হয়ে সেই পরমামৃত-রসসরোবর মুক্ত-পাখা মানস হংস হয়ে যাই!

অদ্বৈত গীতি!

"ওরে জীবের জীবন-ধন,
তুমি বুদ্ধ, তুমি শুদ্ধ,
তুমি নিত্য—নিরঞ্জন,
তুমি মুক্ত, তুমি শান্ত,
তুমি সত্য নারায়ণ।
(আবার) করছো কতো মায়া খেলা, দেখাও যত ভবজ্বালা,
ভাঙ্গ এবার বেড়া ঘেরা, ওরে পাগল প্রাণধন॥"

—শ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ

(পঞ্চম খণ্ড)

শ্রী অমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল,

জাতিভেদ না মানা এবং সদসদ্ বিচার ভগবান্‌কে লাভকরার একমাত্র পথ কিনা

৬ই মাঘ, বুধবার (ইং ১১।১।৪৯) বেলা ১১টার আশ্রমের হল ঘরে গিয়া দেখি যে স্বামী শঙ্করানন্দ ভারতীয় জাতিভেদ সমর্থন করিয়া বক্তৃতার ঝড় বহাইয়া দিতেছেন। বোধহয় কেহ হিন্দুদের জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বাক্যবেগ কিছু প্রশমিত হইলে শ্রীশ্রীমা একটি পার্শী মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতে লাগিলেন। এই মহিলাটি গতকল্য উপস্থিত ছিলেন। ইনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তির একজন ভক্ত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি জাতিভেদ মানেন না, গুরুর যে কোন প্রয়োজনীয়তা আছে তাহাও স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে নিত্যানিত্য বিচারই ভগবান্ লাভের একমাত্র পথ। মা বলিতে লাগিলেন, "এই যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণভেদ দেখা যায়—এ গুলির দিকে দৃষ্টি না দিয়া যে যেখানে আছে যদি সেখানে হইতেই ভগবান্‌কে লাভকরার চেষ্টা করে তবে সে একদিন দেখিবে যে এই সব জাতিবর্ণ ইত্যাদির ভেদ জ্ঞান তাহার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তখন সে নিজেকেই সর্ব্বরূপে দেখিতে পাইবে। এই অবস্থায় জাতি বা বর্ণভেদের কোন প্রশ্নই উঠিবে না। ইহা হইল একটা দিকের কথা। আবার তুমি যে বলিলে জাতি বলিতে একমাত্র মনুষ্যজাতি ; আর অন্য কোন প্রকারের জাতি মানা হইবে না এবং লোকের একমাত্র কর্ত্তব্য হইল এই যে, তাহার দ্বারা দশজনের কি ভাবে সেবা হইতেছে তাহা লক্ষ্য করা আর প্রতি কাজে নিত্যানিত্যবিচার করা, ইহা হইল আর একদিকের কথা। এই দুইদিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। কারণ মূলে পৌঁছিলে দেখা যাইবে যে একই বহুভাবে আছে। তবে জানিও জাতিভেদ না মানা এবং বিচারকে একমাত্র মুক্তির পথ বলা সকলের পক্ষে সমানভাবে সত্য হইবে না। কারণ লোকে যাহাই কিছু বলুক বা শুনুক না কেন, সে কোন পথে সত্যে পৌঁছিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে এবং সময় হইল সে তাহার আপন পথেই চলিতে থাকিবে। ইহা ভিন্ন যে অন্য গতি নাই। তবে একথাও সত্য যে, যিনি বলিতেছেন যে বিচার ভিন্ন সত্যে পৌঁছিবার অন্য পথ নাই উহা কেবল তাঁহার পক্ষেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য। আর বাস্তবিকইত যে পথে যিনি ভগবানের সামান্য পরশও পাইয়াছেন তিনিই ত কেবল ঐ পক্ষের কথাই বলিবেন। এমন অবস্থা আছে যখন বুঝা যায় যে এই ভাবের কথা যাহারা বলিতেছেন তাঁহারা সত্য কথাই বলিতেছেন এবং ঐ অবস্থায় তাঁহারা উহা ভিন্ন অন্য কিছু যে বলিতে পারেন না তাহা স্বাভাবিক। কারণ ঐ অবস্থায় তাঁহাদের নিকট অন্য কিছু প্রকাশ পাইতেছে না। আবার এমন অবস্থা আছে যখন দেখা যায় যে, লোকে যে পক্ষের কথাই বলুক না কেন তাহা সবই সত্য বলিয়া বুঝা যায়। নিজেকে সমগ্রভাবে পাইলেই বলা যায় যে সকল পথই আমার পথ। নিজেকে পাওয়া অর্থ ভগবান্‌কে পাওয়া আর ভগবান্‌কে পাওয়া অর্থ নিজকে পাওয়া।

শক্তি সাধনা

শ্রীমান্ ভূপেন মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গতকল্য আপনি বলিয়াছিলেন যে শক্তির সাহায্যে সাধন আরম্ভ করিলে শিবত্বে গিয়া পৌঁছান যায় এবং তখন শিব শক্তি উভয়কেই পাওয়া যায়। তাহার পর শক্তির ব্যবহার করিতে হয়—এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝি নাই।"

মা। হাঁ, ও গুলি শক্তি সাধনার কথা, শক্তিকে অবলম্বন করিয়া চলিলে শিবত্বে পৌঁছান যায়। ঐ শিবের মধ্যে শক্তিও আছে কিনা তাই যুগলরূপে বলা যায় যেমন হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ। শক্তিকে এইরূপে পূর্ণভাবে লাভ করিয়া তাহার ব্যবহার করা যায়। তখন ইচ্ছামাত্রই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করা যায়। কারণ ঐগুলি শক্তিরই খেলা; ইহাই স্বাতন্ত্র্য। তোমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে আলাদা আলাদা ধর। বাস্তবিক কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্য দুইটি আছে; যেখানে ব্রহ্মা সেইখানেই বিষ্ণু মহেশ্বর, যেখানে বিষ্ণু সেইখানেই ব্রহ্মা মহেশ্বর এইরূপ। সাধারণ ভাবেই ধর না, এই যে বিবাহ—তুমি ত এক, কিন্তু তুমি একা থাকিয়া আনন্দ পাও না, এই অপূর্ণতা দূর করিতে তুমি তোমার মনোমত আর একটি খুঁজিয়া বিবাহ কর। এইরূপে এক হইতে দুই হয় এবং পরে বহু হয়। জগৎ সৃষ্টির ব্যাপারও ঐরূপ কিনা। একা থাকিলে খেলা হয় না বলিয়া দুইয়ের দরকার হয়। সেইজন্য শিব শক্তি। পরে ইহাই অনুলোম ক্রমে বহু হইয়া অনন্ত জগতের সৃষ্টি হয়। আবার বিলোম ক্রমে জাগতিক শক্তি অবলম্বন করিয়া সাধন চলিলে ক্রমেই ঊর্দ্ধ শক্তি লাভ হয় এবং যতই ঐ সব শক্তি লাভ হইতে থাকে ততই জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিথিল হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আবার শিবত্বে পৌঁছান যায়। এই যে ক্রম ধরিয়া সাধনার কথা বলা হইল ইহাও কিন্তু সকলসময় একরূপ হয় না। মহাশক্তি সর্ব্বত্রই আছেন কিনা কাজেই যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ঐ মহাশক্তি লাভ হইয়া যাইতে পারে। ঐ যে কাল বলিয়াছিলাম যে গাছের যে কোন স্থানে এক লক্ষ্য হইলেই উহার মূল পাওয়া যায়। সাংসারিক ব্যাপারেও দেখা যায় যে সকলেই বিবাহ করিয়া সংসার করে না। এমনও হয় যে, কেহ বিবাহ করিয়া এবং যেইমাত্র বিবাহ হইয়া গেল, বাস্ ঐখানেই তাহার শেষ, অমনি সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মহাশক্তি সাক্ষাৎকারের চেষ্টায় লাগিয়া গেল। এখানে তাহার বিবাহ ব্যাপারটা শুধু শক্তির সহিত সাক্ষাৎকার মাত্র। এই অভাবটুকু যেই পূরণ হইল অমনি তাঁহার অন্য দৃষ্টি খুলিয়া গেল। জগতে কত বিচিত্র রকম দেখা যায় ত? এ সম্বন্ধে কত কথাই আছে তাহা কি শেষ করা যায়।

এই সব কথা হইতে হইতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল, মাকে আহার করাইতে লইয়া যাওয়া হইল। আমরাও প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের দেহে আসন মুদ্রাদির স্বাভাবিক স্ফুরণের কথা

সন্ধ্যার পর ভারত সেবাশ্রমের এক সন্ন্যাসী আসিয়া মাকে গান শুনাইলেন এবং তাঁহার অনুরোধে মাও কিছুক্ষণ গান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত কথাবর্ত্তা হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাকে নাদ, বিন্দু সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার প্রশ্নের বিষয় বা উদ্দেশ্য যে কি তাহা ভাল করিয়া বোঝা গেল না। এই নাদ, বিন্দু উপলক্ষ্যে করিয়া মা অনেক গভীর তত্ত্বের আলোচনা করিলেন যাহার অধিকাংশ বোধগম্য হইল না। বিন্দু সহজ কথায় বুঝাইতে গিয়া মা বলিলেন যে যাহা হইতে সৃষ্টি হয় তাহাই বিন্দু। এই বিন্দুও অনন্ত আবার এক। নাদ এবং জ্যোতির সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া বলিলেন যে ইহা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ যুক্ত অর্থাৎ যেখানে নাদ সেখানেই জ্যোতিঃ। জগতের সব কিছুই জ্যোতির্ম্ময়। ত্রাটক সাধনা করিলেও এ সব দেখা যায়। একটি কাল বিন্দুতে ত্রাটক সাধন করিলে পরে দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ কাল বিন্দু কত বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার কারণ এই যে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সাধকেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। সাধক যে অনন্তরূপে আছে তাহা ধীরে ধীরে বুঝা যায়। আবার শূন্যেও ত্রাটক সাধনা করা যায়। ইহা খুব শক্ত, শূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে উহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুষ্পার্শ্বে কিংবা ইহা ভেদ করিয়া অন্য কিছুই লক্ষ্য পড়ে না। মা আরও বলিলেন, "এই যে পূর্ব্বে নাদ বা জ্যোতিঃর কথা বলা হইল জানিও যে আমাদের মধ্যে ঐ জ্যোতিঃ আছে বলিয়া জাগতিক জ্যোতিঃ, যেমন ইলেক্ট্রিক লাইট ইত্যাদি আমরা দেখিতে পারি। আবার ঐ জ্যোতিঃর সাহায্যে আমরা অন্ধকারও দেখিতে পারি। জ্যোতিঃ সাহায্যে অন্ধকার দেখা কথাটা অদ্ভুত শুনাইলেও ইহা সত্য। ইহা কেমন, না, হারিকেন জ্বালাইয়া অন্ধকার দূর করিলেও যেমন হারিকেনের ছায়া বা অন্ধকার দেখা যায় ইহাও সেইরূপ।"

এই সব কথা বলিতে বলিতে মা নিজের জীবনের অনুভূতির কথা বলিতে লাগিলেন। কি ভাবে তাঁহার আসনাদি হইত, কি ভাবে তাঁহার মুখ হইতে স্তোত্রাদি বাহির হইত তাহা বলিলেন। স্তোত্রাদি কি ভাবে প্রকাশ হইত তাহা বলিতে গিয়া মা বলিলেন, "যখন এ দেহের উপর দিয়া সাধনের অবস্থাগুলি চলিয়া যাইতেছিল তখন দেখিয়াছি যে, যেমন আপনা হইতে দেহের হাত পায়ের পরিবর্ত্তন হইয়া আসন মুদ্রা ইত্যাদি হইয়াছে; সেইরূপ ক্রিয়ার ফলে মুখের জিহ্বাদির আপনা আপনি পরিবর্ত্তন হইয়া প্রণব এবং স্তোত্রাদি বাহির হইয়াছে। ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কেবল হাত পা মুখের পরিবর্ত্তন হইত তাহা নহে শরীরের ভিতরের নাড়ীরও নানারূপ পরিবর্ত্তন হইত। তখন সাধকের অবস্থা কিনা তা'ই এ গুলি খুব গোপনে হইত। শরীরের উপর দিয়া ক্রিয়া চলিতেছে আর দেখিয়াছি যে শরীর নানা প্রকার আসন মুদ্রা করিয়া যাইতেছে। এমন সময় লক্ষ্য করিলাম যে হঠাৎ সব বন্ধ হইল। ইহার খোঁজ করিতে গিয়া দেখি যে অন্য লোক আসিতেছে বলিয়াই ঐ সব বন্ধ হইল। অথচ বন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমি জানিতাম না যে কেহ এদিকে আসিতেছে। আবার অনেক সময় লোকের মধ্যেও এই সব হইয়া যাইত। মজা এই যে যেমন ক্রিয়ার ফলে দেহের কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইত আবার অনেক সময় ক্রিয়ার অপেক্ষা না রাখিয়াও আসন মুদ্রা স্তোত্র ইত্যাদি হইয়াছে; এই প্রকাশগুলিই স্বাভাবিক। স্বভাবতঃই আছে কিনা তা'ই প্রকাশ হইত। ক্রিয়ার অপেক্ষা রাখিবে কেন? এইখানেই অলৌকিক এবং স্বাভাবিকের মধ্যে পার্থক্য। অলৌকিক আমরা সেই গুলিকে বলি যখন এক লোকে থাকিয়া অন্য লোকের কিছু দেখান হয়। আর স্বাভাবিক হইল যা' আছে তা'ই। সব কিছু সর্ব্বত্র সব সময় আছে কিনা তা'ই যখন যাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহাই স্বাভাবিক। এ দেহের সম্বন্ধে নানা কথা আগে খুব হইত এবং উহা শুনিয়া তখন অনেকেই বলিত, "এ দেখি কেবল নিজের কথাই বলে।" এখন আর পূর্ব্বের মত বলা হয় না। লোকের এ জাতীয় কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া যে এ সব বন্ধ করিয়া দিয়াছি তাহা নয়। আপনা আপনি ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর যখন এ দেহের কথা এই দেহ হইতে প্রকাশ হইত তখন যদি মনে হইত যে কথাগুলি আমারই কথা তবে বোধ হয় ওরূপ ভাবে তখন প্রকাশ হইত না। ওগুলি বলার সময় এই ধারণা হইত যে এ দেহ আমা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কাজেই এ দেহ সম্বন্ধে কিছু বলাও যা' অন্য ব্যক্তি সম্বন্ধে বলাও তাই।"

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। খুকুনী দিদিমাকে একবার নিতে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

"কিং কর্ত্তব্যম্ ?"

জিজ্ঞাসু : মা, আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

মা : অমৃতের সন্ধান কর।

জিজ্ঞাসু : অমৃত কি ?

মা : যা পাইলে মৃত্যুরও মৃত্যু হয়।

জিজ্ঞাসু : রাস্তা কোনটি তাই জানি না। কোন পথে চলিব ?

মা : তোমরা দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে রাস্তা কি করিয়া দেখিবে ? যে কোন সাহায্যে দরজা খুলিয়া বাহির ত হও, দেখিবে রাস্তা দেখা যাইবে। তুমি শুধু সেই লক্ষ্য ধরিয়া চলিতে থাক, দেখিবে কেহ না কেহ আসিয়া আসল রাস্তার সন্ধান বলিয়া দিয়া যাইবে। তোমরা শুধু যাইবার চেষ্টা করিতে থাক, যতটুকু শক্তি করিয়া যাও সাহায্য পাইবেই। খাল কাটিয়া যাও, জল যখন আসিবার আসিবেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাহবাগ-লীলা

"প্রত্যক্ষদর্শী"

'শাহবাগে এক মা আছেন! যাবেন চলুন!'—ছু একটি কথা মাত্র শুনা গেল। একদল লোক ধীরে ধীরে ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে বসন্তের দ্বিপ্রহরে চলিতেছে। চৈত্রের আজ বাইশ দিন। ইংরাজী ৬ই এপ্রিল, ১৯২৬। রৌদ্র প্রখর কিন্তু যাত্রীদের ভাবের আতিশয্যে উহা স্নিগ্ধ মধুর স্পর্শ দিতেছে। তিনশ বৎসর আগের ঢাকা নগরীর বিরাট প্রাচীর বে'নীর এদিকে পড়িয়াছে উত্তর দিকের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার। এখানেই রাজপথের পূর্ব্বাংশে ঢাকা কলেজের বিখ্যাত "কার্জ্জন হল" ও পশ্চিমাংশে সুরু হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তর অঞ্চলে উহা বিস্তৃত। তোরন দ্বার পার হইলেই সুবিস্তৃত সুন্দর ময়দান। তাহার পশ্চিম খণ্ডের পরিধি দুই মাইল। পরম রমণীয় দৃশ্য; নাম ইহার "রমনার মাঠ"। প্রথমই দেখা দেয় সমুন্নত চূড়া "ভদ্রকালীর মন্দির"। সম্মুখে তার স্বচ্ছ মনোহর পুষ্করিণী ও পাকা ঘাট। মাঠের কেন্দ্রস্থলে একটি পুরানা ভাঙ্গামন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া জঙ্গালকীর্ণ একট কুঞ্জবনতুল্য- প্রবীণ ফলবান্ বৃক্ষাদিপূর্ণ প্রাচীরাবৃত আশ্রম বাটিকা শোভা পাইতেছে। "ঢাকার ইতিহাস" ইহাকে আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত যোগী সন্ন্যাসীর স্থান বলিয়া পরিচয় দেয়।, মাঠের উত্তরাংশে একটি কৃত্রিম পাহাড় বটবৃক্ষাদি মণ্ডিত রহিয়াছে। পূর্ব্বাংশে সেগুণ বৃক্ষ শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে। উহারই পাশে কৃত্রিম হ্রদ উত্তর দক্ষিণ প্রলম্বিত। আবার উহা একতীরে আম্রবন। পূর্ব্বাংশে ঐ ময়দানের পূর্ব্বখণ্ড অবস্থিত। রমণার প্রান্তর ঘেরিয়া বর্ত্তমানে ঘোড়-দৌড়ের প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা। এই মাঠের পশ্চিম ধার ধরিয়া দীর্ঘরাজপথ উত্তরদিকে চলিয়াছে নাম মৈমনসি'-রোড.। এই বসন্তের দিনে প্রকৃতি দেবী রাজপথটিকে সাজাই দিয়াছেন লাল হরিদ্রাভ কৃষ্ণচূড়াফুলে ও বট অশ্বত্থ আম্র বৃক্ষগুলিকে চেলীরঙের পাতায় ঠিক যেন ঘন ঘন তোরন সাজান হইয়াছে যেন কাহারো অভিনন্দন আয়োজন। রমণার মাঠের পাড়েতে এই সুন্দর রাজপথকে সম্মুখে রাখিয়া আরম্ভ হইয়াছে আধুনিক নবাব গণিমিঞা সাহেবের 'শাহবাগ' নামক একমাইল লম্বা বাগান।

যাত্রীদল শাহবাগ উদ্যানের আরম্ভেই বাম পাশে গুরু নানকের আখ্ড়ার দিকে তাকাইয়া হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিয়া লইল যেন গুরু নমস্কার করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইল ইষ্ট দর্শনের প্রাক্কালে। শাহবাগের সুরুতেই প্রবীণ এক বটবৃক্ষ, তার মূলে সকলে একত্রিত হইল, পাশেই কলের জলে হাত পা ধুইয়া লইল, শাহবাগের লোহার গেটে দ্বারীকে সহাস্য মিনতি জানাইতেই সে দ্বারের এক অংশ খুলিয়া ভিতরে যাইতে অনুমতি দিল। সকলে তখন দ্রুতপদে লাল সড়ক ধরিয়া চলিয়া আসিল মার্ব্বেল পাথর বিছানো এক বড় হল্‌ঘরের উত্তরদিকের লম্বা সিঁড়ির কাছে বাগানের সাজানো মাঠে। সকলেই সেখানে সন্তর্পণে মাটীতে মাথা লুটাইয়া নমস্কার করিল যাঁহাকে তাহারা দেখিতে আসিয়াছে। তিনি যেন দেদীপ্যমানা দ্বিভুজা, মধ্যাহ্ন-গায়ত্রী ঐ সোপানের এক শিলার উপর লম্বা হইয়া শুইয়া আছেন। ঐ মায়ের পরনে লালাভ শাড়ী। ভালে বড় সিন্দুর তিলক, হৈম বরণা, কেশ-কলাপ ঘনমেঘবর্ণ, নিজ বাহু তাঁহার উপাধান। মনে হইতেছে নীলাকাশে মেঘের আড়াল ছাড়িয়া সুন্দর কিরণ জাল বিস্তার করিয়া মধ্যাহ্ন ভাস্কর তাঁহার শ্রীমুখকমল জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছেন, উহাতে দর্শকের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দেয়। উচ্চ মণ্ডপের উত্তরদিক্‌টা সকাল হইতেই ছায়া পাইয়া আসিতেছে। কুলললনাগণ মাকে ঘেরিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে দুর্ব্বার উপর বসিয়া গেল। বৃদ্ধের দল অনতিদূরে এক অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আলয়ে চলিয়া গেল। অবশিষ্ট নবযুবকদল মাকে প্রণাম করিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল। পরস্পরের কথাবার্ত্তায় শুনিতে পাওয়া গেল মা প্রাতঃকাল হইতে এই অবস্থায় পড়িয়া আছেন, বেলা দুইটা বাজিলে পাঁচ মিনিটের জন্য সকলের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবেন, যে কেহ ঐ সময় মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে পারিবে নতুবা মা কখনও কাহারো প্রণামের অনুমতি দেন না। কেহ নমস্কার করিতে গেলে মায়ের শরীরে বিপরীত ক্রিয়া হয়।

দুইটা বাজিতে আধাঘণ্টা বিলম্ব আছে দেখিয়া কেহ কেহ নূতন লোক বাগানের শোভা দেখিতে লাগিল। একটি ইটের ও শূর্কীর লাল পাকা রাস্তা শাহবাগের এই অংশটি ঘেরিয়া রহিয়াছে। প্রকাণ্ড হলঘরের দক্ষিণ দিকের দুই কোণে দুইটী গোলঘর। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি ফকিরের মাজার বৃহৎ মল্লিকা বৃক্ষের তলে। আরও পশ্চিমে একটি গোল কৃত্রিম পুষ্করিণী ধূপ ও চন্দনাদি বৃক্ষপরিবেষ্টিত কলের জলে ইহা ভরা থাকে, অপরিষ্কার হইলে বৃহৎ নালাতে জল ছাড়িয়া দেয়। ইহার পশ্চিমাংশে একটি কদলীবন। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব তীরে পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঘর, উহাতে তিনটি কোঠা। অনতিদূরে উত্তর পশ্চিম দিকে কলাবাগীচার পাশে নানা সুগন্ধী পুষ্প বৃক্ষ ও বীথিকায় ঘেরা বড় দালান পাঁচটি কোঠা নাম "খানাঘর"। উহার পূর্ব্বাংশে একটি বৃহৎ গোলাকৃতি ধামপুকুর। উহার পূর্ব্বদিকে একটি পাকাঘর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা এই বাগানের প্রতিষ্ঠাতার গুরু প্রসিদ্ধ শাহ সাহেবের দরগা। উহার দক্ষিণাংশে প্রশস্ত বিরাট এক কুঞ্জবন। লৌহ জাল ও স্তম্ভ নির্ম্মিত বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ ও চাড়া গাছে সাজান। ইহার নাম 'গাছ ঘর'। ইহার অনতিদূরে দক্ষিণে এক বৃহৎ ত্রিকোণ বেদী বৃক্ষও পাতা বাহারের টবে সাজান। ইহার দক্ষিণে সুন্দর ঘাটলাসহ পুষ্করিণী ইহার জল নির্ম্মল পানাহারে জন্য, ইহার পশ্চিমতীরে বড় ঘাটলা ও অদূরে পূর্ব্বোক্ত হল ঘর। উঠানের প্রবেশ দ্বারে বিরাট কৃত্রিম ফোয়ারা উহার চারিদিকে চারিটি সুগভীর বৃহৎ চৌচাচ্চা উহাতে সন্তরণ ও স্নান চলিতে পারে। নিকটে ফুলগাছের ঝার। বাবুল, বেলা, জবা, স্থলপদ্ম, গোলাপ, টগর ও হলদে ফুলের শোভার বাহার সাজান। দক্ষিণাংশটা ফলবান বৃক্ষের বন। আঞ্জির, বিলাতী গাব, আম, জাম, কাঁঠাল, চালিতা, পেয়ারা, জামরুল, গোলাপ জাম। অপরদিকে সাজানো লিচু বাগান। ঘুরিয়া আসিতেই ২৫ মিনিট কাটিয়া গেল। শাহাবাগের অপর বৃহদংশে বন্যপশু বিচরণ করিতে পারে এইরূপ বৃহৎ জঙ্গল ও তারপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ উহাকে "পৈরীবাগ" বলে। তার পরে ছিল অপর জঙ্গল—নামছিল "ডাইনী বাগ"। এক মাইলে পূর্ণ বাগানের নাম যদিও শাহবাগ, কিন্তু মা যেই অংশে থাকিতেন উহাই উৎকৃষ্ট ও স্বর্গোপম। ইহারই নাম শাহবাগ, শাহ সাহেবের দরগা এই অংশে আছে বলিয়া। যুবকরা ফিরিল।

মা তখনও শায়িতা ও সমাধিস্থিতা। পাঁচ মিনিট শেষ হইতেছে কিন্তু সকলেই উদ্গ্রীবচিত্তে মায়ের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে, মায়ের উত্থান প্রার্থনায় জপ করিতেছে। অপর দিকে বৃদ্ধগণ মায়ের বাসগৃহ হইতে বাহিরে আসিতেছিল। এমন সময় মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাকে কেহ ডাকে নাই। প্রশ্ন হয় এখন দুইটা বাজিল মা কিভাবে জানিলেন? সকলে সরিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মা নিজে কি করেন! সকলেরই সেইদিকে নির্ব্বাক্ লক্ষ্য ছিল।

শাহবাগ চিত্র

মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আপাদ-মস্তক সর্ব্বাঙ্গ হইতে এক অনুপম ভাবচ্ছটা বাহির হইয়া চারিদিক আলোড়িত করিয়া তুলিল। দর্শনার্থীরা যেন বাহ্যজ্ঞান ভুলিয়া নির্নিমেষ নয়নে মায়ের ভাবমাধুরী পান করিতে লাগিল। মায়ের শরীর অস্বাভাবিক প'্যায়ে দুলিতেছিল। চরণ দুখানি শুধু বৃদ্ধাঙ্গুলী- দুইটীর উপর ভর করিয়াছিল। তপঃশীর্ণ তনু কিন্তু তেজঃপুঞ্জভরা। মনে হইতেছিল দেবলোক হইতে এইমাত্র ইনি নূতন আসিয়াছেন জগতের ভাব পরিচয় জানেন না। কোনরকমে দুইচার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পা পার হইয়া এক স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া গেলেন,—আগন্তক যাত্রীরা পর পর মা'র পা ধরিয়া প্রণাম করিয়া লইল। পাঁচ মিনিট পার হইয়া গেল, মা স্থির দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। পুরুষের দল সকলে মিলিয়া পনর মিনিট "হরিবোল" শব্দে করতাল মৃদঙ্গ যোগে কীর্ত্তন করিল।

মহিলাদের দুইজন মাকে দুইদিকে ধরিয়া অসমঞ্জস-ভাবে কোনরূপে পূর্ব্বের ছন্দে হাটাইয়া মায়ের আবাস গৃহের উত্তর দিকের ত্রিকোণ কোঠায় নিয়া বসাইল। মাকে পক্কান্ন ও ফলাদি খাওয়াইবার চেষ্টা চলিতেছে। নিজের হাতে দ্রব্য তুলিয়া নিজের মুখে তিনি দিতে পারেন না, ইহাই মায়ের স্বাভাবিক ভাব। জীবের মত চালচলন অনেকগুলিই মা শিখেন নাই। যিনি মাকে স্বামী রূপে পাইয়াছেন শ্রদ্ধেয় রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী এই বাগানে তিনি পরিদর্শক পদে নবাবের কর্ম্মচারী, কিন্তু সংসার তাহার গঠন হইল না, কারণ মা দিব্যভাবে দিবারাত্র কাটাইয়া দেন, অটুট ব্রহ্মচারিণী। লৌকিক স্বভাব আহারে বিহারে মায়ের মধ্যে ফোটে নাই। খাওয়া, পরা, বাক্যালাপ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, কোনরূপ ঔৎসুক্য—মা নামমাত্র রক্ষা করেন। সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াও তিনি স্বচ্ছন্দে ৫।৬ মাস কি ততোধিক কি কতক-বৎসর অতিবাহিত করিতে পারেন মা দেখাইয়াছেন।

যাহা হউক মাকে এক মহিলা (আজ ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দেও তিনি বর্ত্তমান আছেন) শ্বাসরোধ করিয়া খাওয়াইয়া দিতে বসিলেন। এক গ্রাস মায়ের মুখে ভরিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু দিব্যভাবমগ্না মার উহা গলধঃকরণ করিতে অনেক সময় গেল, তাঁহার শ্বাস ছাড়িতে হইল। ঐ এক গ্রাসই খাওয়ান হইল। মায়ের আর এক ধর্ম্ম দেখা গেল, এত নরনারী মাকে আদর পূজা নমস্কার করিল, সেবা করিল, মায়ের দৃষ্টি বা ভাবে কাহারো প্রতি কোন অনুরাগ বা বিরাগ চিহ্ন দেখা গেল না। তাই বলিয়া মা গম্ভীর বা শ্বাসরোধ করিয়া সমাধিস্থ আছেন তাহাও নহে। মাকে দেখিলেই প্রত্যেকের অন্তরাত্মা আনন্দে নাচিয়া উঠে। হৃদয় শ্রদ্ধায় ও প্রেমে আপনি নমিত হইয়া যায়।

নবীন যাত্রীদের মধ্যে একজন মনে মনে আকুল প্রতীক্ষায় মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছিল। বহুর মধ্যে সে একা যেন লুক্কায়িত হইতেছিল। অবশেষে সে মায়ের শুভ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ লাভ করিয়াছিল। সে মনে করিল, এইরূপ আগন্তুক লোকজন সকলে বিদায় লইলে সে নিজের প্রাণের ভাব মায়ের চরণে নিবেদন করিবে। মাকে ব্যাগ্র বিশাল নয়ন পাতিয়া দর্শনের সময়, সে কিছু চমৎকার বোধকরে নাই, শুধু পুনরায় সাক্ষাৎকারের অধিকার লাভ হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণ সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিবে, তাই সে মধুময় দিব্য বনভাগ হইতে প্রস্থান করিল এবং সান্ধ্যকৃত্যাদি সমাপনান্তে পুনরায় তথায় প্রবেশ করিয়া একান্তে অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের দর্শনের যে কি প্রভাব যাতায়াতের পথে পথে তাহার অনুভবে আসিল, এক অমিত তেজঃপুঞ্জ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তার জীবক্ষেত্রকে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিয়া ফেলিয়া—সেই চিন্তাপ্রবাহ নিয়াই সে অপেক্ষার খাদ্য যোগাইতেছিল।

এদিকে প্রসাদ নেওয়ার পরও, শাহবাগ যাত্রীগণ কেহই বাড়ী ফিরে নাই। আজ যে তাহাদের প্রাণাস্পদ হৃদয় দেবতার শ্রীচরণ লাভের আনন্দোৎসব। একবার মাত্র চরণ স্পর্শের অধিকার পাইয়া তাহারা নিজেদের চরম কৃতার্থ মনে করিতেছে। ভক্তি রাজ্যের ঔষধ যেন 'হোমিওপ্যাথিক-ডোজ্' অল্পেতেই বহু মনে হয়।

সন্ধ্যান্তে অন্ধকার নামিয়া আসিল। মায়ের আবাসঘরের মধ্যের বড় কোঠায় কীর্ত্তন সুরু হইল। মহিলাগণ দুইপাশের দুই ত্রিকোণ কোঠায় দরজার পাশে বসিয়া মাকে দর্শন করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে মা ধরায় লুটাইয়া শুইয়া পড়িলেন। শরীরে বাহ্য চেতনার লক্ষণ নাই। মায়ের আত্মচৈতন্য অন্তররাজ্যের কোন সূক্ষ্মতম দেশে বিহার করিতেছে—কে বুঝিবে? কীর্ত্তন 'নাম' খুব জোর চলিতে লাগিল। সকলের ধারণা নামকীর্ত্তন দ্বারাই মাকে জীব মানবের বাহ্যজগতে শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া আনা যাইবে। মাকে আমরা আবার হাতের কাছে পাইব। রাত্র প্রায় ১১টার পর ধীরে ধীরে মা আলুথালু বেশে উঠিয়া বসিলেন। অনেকক্ষণ পর ধীরে ধীরে মা চক্ষু একটু খুলিলেন, ভক্তগণ কীর্ত্তন বন্ধ করিল এবং মায়ের দৃষ্টি লাভ করিয়া যেন নবজীবন পাইল। ধীরে ধীরে একের পর এক মাকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন এবং বাবা ভোলানাথের পা ধরিয়া প্রণাম করিলেন এবং ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন। দেখা গেল বহিরাগতদের সকলেই চলিয়া গিয়াছে। নবাগত যুবক এখন ধীরে ধীরে মায়ের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবা দ্বার দেশে বসা ছিলেন। মা পিছনের বদ্ধদ্বারের দিকে বসা ছিলেন। ভাবেতে মায়ের জিহ্বা আড়ষ্ট ছিল। ভোলানাথের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"এ কি-চা-য়"? আগন্তুক উত্তর করিল "ঈশ্বর সেবায় জীবন নিয়োজিত হউক!" মা নীরব রহিলেন। প্রার্থী প্রয়ান করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপ প্রাপ্তির উপায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

আত্মা স্বাতন্ত্র্যময় ও অখণ্ড মহাপ্রকাশ স্বরূপ। তাহাকে লাভ করিতে হইলে প্রথমে তাহার নিরাকার নির্গুণ স্বরূপকে গ্রহণ করিতে হয়, তারপর তাহার সাকার সগুণ অথবা সকল দিক্‌কে গ্রহণ করা আবশ্যক। আত্মার নিরাকার স্বরূপ বিশ্বাতীত কিন্তু তাহার সাকার স্বরূপ বিশ্বাত্মক। উহা ব্যষ্টিরূপে, সমষ্টিরূপে এবং মহাসমষ্টি-রূপে গ্রহণীয়। এই দ্বিবিধ স্বরূপ প্রাপ্তির পরে আত্মার পরমস্বরূপের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এই পরমস্বরূপে সাকার নিরাকার, সকল নিষ্কল, সবিশেষ নির্বিশেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সমাধান হইয়া যায়। ইহার পর যোগের পথ খুলিয়া যায়। যোগে যখন ক্রমশঃ ঘনীভূত ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ হয় তখন তাহার ঊর্ধ্বে অদ্বয় অবস্থার আবির্ভাব ঘটে।

এই দৃষ্টি অনুসারে সর্বপ্রথমে বিশ্বভেদ করা আবশ্যক। ইহা দক্ষিণাবর্ত ক্রমে করিতে হয়। যোগী আত্মা সম্মুখে দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশক্তি সমূহকে নির্মল করিতে করিতে অগ্রসর হন। জ্ঞান যতদিন পর্যন্ত মলিন থাকে ততদিন পর্যন্ত ভিতরের ভানও থাকে, আবার উহা নির্মল হইতে থাকিলে ভিতর তিরোহিত হইয়া যায় এবং পরিশেষে জ্ঞান সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হইয়া গেলে বাহিরে জ্ঞেয়ের ভান থাকে না। যোগিরাজ পতঞ্জলি এই স্থিতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'জ্ঞানস্য আনন্ত্যাদ্ জ্ঞেয়মল্পম্।' অর্থাৎ জ্ঞান অনন্ত হইয়া গেলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে ভাসমান জ্ঞেয় তিরোহিত হইয়া যায়।

ইহার তাৎপর্য এই যে যোগ মার্গের প্রারম্ভিক অবস্থায় ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান যে ক্রমে নির্মল হইতে থাকে। ঠিক সেই মাত্রায় জ্ঞেয়ের সঙ্গে একাকারতা সাধিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ বিশ্ব আকার রহিত হইয়া নিরাকার আত্মসত্তার সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ করে। ইহারই নাম বিশ্বভেদ।

এই বিশ্ব ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রভৃতি নানা আকারে গঠিত। ইহা বিকাশের ক্রমানুসারে ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু যোগীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জ্ঞান নির্মল হইয়া গেলে তাহার প্রভাবে এই সাকার বিশ্ব জ্ঞানরূপে ভাসিত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশেষে নিরাকার আত্মসত্তায় পর্যবসিত হইয়া যায়। ঐ সময় জ্ঞাতা আত্মা নিজেকে জ্ঞেয়রূপে লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি জ্ঞাতা তিনিই তখন নিরাকার রূপে জ্ঞেয় হইয়া যান। বহু সাধক এই নিরাকার আত্মদর্শনকে সাধনার চরমলক্ষ্য মনে করিয়া এই খানেই স্থিতিলাভ করেন, কিন্তু ইহা আত্মার 'পৃষ্ঠদর্শন' মাত্র। দক্ষিণাবর্ত গতির ইহা চরম ফল এবং সাধনার অনুলোম গতি রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে।

সদ্‌গুরুর কৃপা থাকিলে যোগী এই স্থানে না থামিয়া মোড় ফিরিয়া বামাবর্ত গতিতে চলিয়া নিজ স্বরূপের নিকট উপস্থিত হইতে পারে। এই গতির নাম বিলোম গতি। তখন পূর্বে দক্ষিণাবর্ত ক্রমে যে জ্ঞেয়রূপী বিশ্বের জ্ঞানে বিলয় হইয়া গিয়াছিল তাহার পুনরুত্থান হয়। এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে এই পুনরুত্থান চিন্ময় স্বরূপে ঘটিয়া থাকে। প্রথমে বিশ্ব মায়িক অচিৎ অর্থাৎ জড়ভাবাপন্ন ছিল। বিলোমগতি না হইলে জড় বিশ্ব নিবৃত্ত হইয়া নিরাকার আত্মস্বরূপে স্থিতি হইত, কিন্তু গুরুকৃপায় পুনর্বার গতি লাভের ফলে অস্তগত বিশ্বের পুনরুদ্ধার সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু উহা তখন জড় না থাকিয়া চিন্ময় হইয়া যায়। এবার লয়ের মার্গ সমাপ্ত হইয়াছে। এই স্থিতিতে অস্তগত বিশ্ব পুনরায় আবির্ভূত হয়। পরিশেষে যখন সমস্ত বিশ্ব তাহার চিন্ময়রূপ লইয়া পুনরায় উত্থিত হয় তখন বিশ্বাত্মক আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার 'সম্মুখদর্শন'। এবং ইহাই বিশ্বাত্মক আত্মার সাকার দর্শন। প্রথমে আত্মা তাহার নিরাকার স্বরূপ লাভ করিয়াছিল, তখন বিশ্ব ছিল নিরাকার আর এখন আত্মার নিত্য সাকাররূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহারা উভয়েই পরপর ভিন্ন—এক আত্মার অনুলোমগতির ফল আত্মার পৃষ্ঠরূপ এবং দ্বিতীয় আত্মার বিলোমগতির ফল, আত্মার সম্মুখরূপ।

এই উভয়রূপই বাস্তবিক পক্ষে একই আত্মার অখণ্ডরূপের অন্তর্গত যাহার দর্শন সরলগতির অনুসরণ করিয়া থাকে। সে সময়ে গতির আবর্ত্তন থাকে না। দক্ষিণাবর্ত্ত বামাবর্ত্ত সমাপ্ত হইয়া যায়। যখন গতির আবর্ত থাকে না তখন সরলগতি খুলিয়া যায়, যাহার ফলে কেন্দ্র স্থিত বিন্দুর অখণ্ডরূপে দর্শন হইয়া থাকে। যেরূপ যোগমার্গে ইড়া ও পিঙ্গলার আবর্তগতি উহা দক্ষিণাবর্ত কিম্বা বামাবর্ত যাহাই হউক্ না কেন এবং শেষে যেমন সুষুম্নার সরলগতি দ্বারা আত্মার পূর্ণরূপের দর্শন ঘটিয়া থাকে, ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই অখণ্ড সাক্ষাৎকারে সাকার-নিরাকার, সগুণ-প্রভৃতি দ্বন্দ্বের ক্ষোভ চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই সরলগতি দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণসত্তার দর্শন হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু প্রাপ্তি তখনও হয় না; কেন না দ্রষ্টা ও দৃশ্য, উপাস্য ও উপাসকের ভেদ তখনও থাকে। কিন্তু বক্রগতি নিবৃত্ত হইবার ফলে পূর্ণসত্যের সাক্ষাৎকারে যে ছিল বাধক তাহা এখন নিবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবধান তখনও আছে। এই ব্যবধান দূর না হইলে উভয়ে যোগ সম্ভবে না। পূর্ণ স্বরূপের নিরন্তর অনিমেষ দৃষ্টিতে দর্শন করিতে করিতে এই ব্যবধানও দূরীভূত হয় এবং উপাস্য উপাসকের যোগ আরম্ভ হইয়া থাকে। তারপর যোগ প্রক্রিয়ার গাঢ়ত্ব আসিলে উপাসক উপাস্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং উপাস্য উপাসকে। তখন উভয়ে সমরসতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য শাস্ত্রে বলা হইয়া থাকে—

'শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ'

ইহাই সামরস্য। ইহাকে শিব বলিলে উভয়েই শিব, শক্তি বলিতে চাহিলে উভয়েই শক্তি। উভয়েই সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। এই সামরস্যকে পৌরাণিকগণ সাযুজ্য নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাই যোগের পরাকাষ্ঠা। ইহার পর সামরস্যও থাকে না। উহারও অতিক্রম হইয়া থাকে। ইহাই আত্মার পূর্ণস্থিতি। সেখানে সব কিছু আছে অথচ কিছুই নাই। ইহাতে পরিপক্বতা আসিলে আত্মা অচল স্থিতি লাভ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষচরিত

বলিদানঃ

সূর্য্য ডুবু ডুবু। দিনের আলো ম্লান সন্ধ্যা হয় হয়। মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেন সন্ন্যাসী গৌতমবুদ্ধ।

সুমুখে রাস্তার ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে চলমান এক পাল মেষ।

ম্যাঁ! ম্যাঁ!! করুণ আর্ত্তনাদ ভেসে আসে। গৌতম বুদ্ধ চকিতে থমকে দাড়ান; সামনে তাকান। দৃষ্টি পড়ে একটি মেষশিশুর ওপর—নধর গোলগাল তার গড়ন ঠিক যেন এক ফালি শরৎকালীন সাদামেঘ নীচে নেমে এসেছে। পা দিয়ে অঝোরে রক্তধারা ঝরে পড়েছে চোখ দুটো বেদনায় ব্যথায় আতুর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অতি কষ্টে দলের সংগে পা ফেলে তাল রেখে চলার চেষ্টা করছে।

অনুকম্পায় ভরে গেল বুদ্ধের হৃদয়। অবোধ শিশুকে সস্নেহে কোলে তুলে নিলেন। ক্ষতস্থানে দিলেন তাঁর কর পল্লবের সযতন কোমল স্পর্শ। সন্ন্যাসীর আচরণে মেষপালক অবাক্!

—কোথায় নিয়ে যাবে এদের, ভাই? জিজ্ঞাসা করেন গৌতম।

—রাজবাড়ী। সেখানে আজ পূজো। হাজার মেষ বলি হ'বে যে। প্রত্যুত্তর আসে।

"বলি?"

এই অবোধ ফুলের মতো নিষ্পাপ প্রাণীদের সবুজ রক্তে সিক্ত হবে ধরণী। সর্ব্বাঙ্গে শিহরণের সাড়া। ব্যথিত মেষ-শাবকটিকে কাঁধে নিয়ে তিনি মেষ পালকের অনুসরণ করেন।

রাস্তা শেষ হোল তোরণ দ্বারে। দ্বারীগণ দ্বার ছেড়ে দাঁড়ায়। রাজ-প্রসাদোদ্যান—নাট মন্দির অগণিত পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত মহারাজা বিম্বিসার সানন্দে পূজো দেখছেন। বলিদানের লগ্ন সমাগত।

যূপকাষ্ঠে একটি অভাগা ছাগশিশুর কচিকোমল গলা পাতা। আর সামনে এক ভীষণকায় ঘাতকের বলিষ্ঠ মুষ্টিতে সদ্য পতনোন্মুখ মন্ত্রপূত শাণিত এক খড়্গ। ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ কাঁসর-ঘণ্টা আর ভেরীর প্রলয়ংকর নিনাদে নিমেষে তলিয়ে গেল।

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধীরে পা ফেলে মেষশাবককে কাঁধে নিয়ে গৌতম বুদ্ধ নির্ভয়ে প্রবেশ করলেন। এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন যূপকাষ্ঠের ঠিক সামনে। চাইলেন ছাগশিশুর প্রাণভিক্ষা স্বীয় জীবনের বিনিময়ে।

তরুণ সন্ন্যাসীর সেই সাধন-সমুজ্জ্বল তেজোদীপ্ত মহনীয় মূর্ত্তির অভাবনীয় আবির্ভাবে সকলেই স্তম্ভিত। কারুর মুখে কথা নেই শুধু অর্থহীন মুখ চাওয়া-চাই। ঘাতকের হাতের তীক্ষ্ণ অস্ত্র শূন্যেতেই স্তব্ধ।

গৌতম বুদ্ধ মুক্ত করে দিলেন ছাগশিশুটিকে। পাংশুমুখে পুরোহিত চেয়ে আছে বিগ্রহের দিকে। তারও চোখে আজ যেন বেদনাশ্রু।

নৃপতি বিম্বিসারের দৃষ্টি অপলক-ভাবে নিবদ্ধ হোল সেই অনিন্দ্যসুন্দর সৌম্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসীর মুখ মণ্ডলের উপর। সে মুখের মৌনভাষায় তিনি শুনতে পেলেন 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ'।

—চির উদত্ত সেই সনাতন ঋষিবাণী! পাষাণ হৃদয়ে এলো ভক্তির জোয়ার। চোখ হোল ছল ছল অনুকম্পার স্পর্শানুভবে। শ্রদ্ধায় নত হোল উদ্ধতশির। বজ্র নির্ঘোষে উচ্চারিত হোল দুটি কথা ঃ মগধে বলি বন্ধ।

সমুপস্থিত জনতার বিস্মিত দৃষ্টিপাতে চিরতরে আঁকা হয়ে গেল গৌতমবুদ্ধের করুণাঘন মূর্ত্তি। আর নৃপতি বিম্বিসারের জীবন-ছন্দে রচিত হোল অভিনব এক সন্ন্যাসীর প্রীতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃত অবগাহন

শ্রীমতী অমিতা ঘোষাল

দীর্ঘ যুগ-যুগান্তের সাগর পেরিয়ে ফিরে আসে যেন সেই চির আকাঙ্খিত পরম লগ্নটি, আমার প্রথম মাতৃদর্শন। উনিষ শ আটত্রিশ সাল, চট্টগ্রামের কথা।

এখনও তেমনি সুস্পষ্ট মনে পড়ে সত্যজ্যোতিস্নাত প্রত্যুষ সেদিনের যেন আনন্দের অমরাবতী সাজিয়ে দিয়ে গেল সারা জীবনের পটভূমিকায়। আজ সেই বিগত স্মৃতির পুনরাবৃত্তি,—পরম পূণ্য স্মরণম্‌!

কেবা জানে কবে কার সম্মুখে উন্মুক্ত হবে—নব দিগন্তের তোরণ দ্বার। জীবনের সকল গুরুভার ভাবনা ভুলে হৃদয় খুলে পড়বে লুটিয়ে চরণ ধূলি পরে। কে জানে কেমন করে কার ললাট জুড়ে লিপ্ত হবে শুভ নক্ষত্রদ্যূতী, যার পরে বিভোর হবে প্রাণ মন সকল মলিনতার উর্দ্ধে, কোন অজানা আশ্রয়ে ঘটবে স্থিতি। স্তুতি মুখর হয়ে যাবে জীবন সেই অমৃত ভাবনায়।

সেদিন দুখের নিথর অন্ধকার ঘুচিয়ে সহসা অবতীর্ণ হলেন দেবী আনন্দময়ী। সুমধুর ভাষিণি! স্নেহভরে ডাকলেন—"আয়রে তোরা, ও বাবা ও মা, তোমাদের এই মেয়েটার কথা তোমরা মনে করোন—"।

সে কী মধুর আকুল করা ভাষণ! এমন ডাক তো শুনিনি কভু। এ কী লীলা প্রভু! মমতাহীন সংসারের বুকে নেমে এলো অমৃত স্রোতস্বিনী,—

তব আহ্বান ফিরিল ধ্বনিয়া আকুল করিয়া প্রাণ,
হৃদয় তন্ত্রী ঝঙ্কারিয়া উঠি শোনায় মধুর তান।

মায়ের আগমনী বার্তা মুহুর্তে জানাজানি হয়ে গেল। কত ধনী মানী, এলো সাধু সন্ত, তার সাথে ভীড় করে এলো সংসারের সাধারণ মানুষের দল। কেউ দর্শনার্থী কেউ বা করুণা প্রার্থী, যার যেমন পরিচয়। ছুটে এলো পথের মানুষ নানা ভাবের নানা চাহিদা—রোগ শোক, আশা আকাঙ্খা, বর্তমান ভবিষ্যতের সর্বতো শান্তি শুধু যেন তিনিই দেবেন এনে।

মধুর হেসে মা বলেন—"শান্তি পেতে হলে শান্ত হওয়া—একাত্ম শুভচিন্তা—" কে বা আপন স্বজন সুহৃদ, ঘরে পরে সবাই তখন আমরা একাকার হয়ে গিয়েছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য ক্ষণের মধ্যে। কেন এমন—হলেম আত্মহারা। কেন হোলনা সারা বাঁধা ধরা কাজ, সাত পুরুষের সুকঠিন রীতি নীতির শাসন, কেউ যা পারেনি ব্যতি ক্রম ঘটাতে এমন হেন পরিবেশের মধ্যে মুহূর্তে গেল সব ওলট পালট হয়ে মায়ের তর্জনী আন্দোলনে। কী আশ্চর্য্য বৈভব মাগো তোমার ! মূর্তিময়ী আনন্দ-তুমি মাগো। বহু কুমারী পরিবৃতা মা গিয়ে বসলেন উন্মুক্ত আকাশের নীচে শয্যাহীন তক্তপোষের উপর। গৃহস্থের অঙ্গন যেন রাজসভায় পরিণত হলো। মহামায়া মা মহেশ্বরী! বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করে পরিচালিত করতে লাগলেন এক মহতী সভা।

সমামো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্ত মেষাং—আমি অবগুণ্ঠিতা, সঙ্কোচ কুণ্ঠিতা অপরিণত বিবেচনার দীনতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেম আড়াল দিয়ে লুকিয়ে ঢেকে যথাসম্ভব, মা নিলেন কাছে ডেকে দুবাহু বাড়িয়ে, "আয়, গাইতে পারিস যদি, তবে গাইতে হবে—।" এমন মধুব আদেশে আমার সঙ্কোচের আবরণ মুহূর্তে গেল উড়ে আর দেরী না করে চড়া সুরে-দিলেন টান—

শ্যামা মা তোর রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব—
তোর হাতে মরণ বাঁচন—
ওরে দেখে যা আলোর নাচন।

আসলে নাচন লেগেছে হৃদয়ে আমার। একের পর এক যত রাজ্যের ঠাকুর দেবতার নাম গান মনে পড়লো গেয়ে গেয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি—। ভাবটা তখন আমার ভীষণ একটা কিছু (বাঁশ বনের শেয়াল রাজা) মাকে গান শোনানো আর মায়ের আদেশে গান করা—এই দুইয়ের তফাৎ অনেকখানি। বলা বাহুল্য এতদিনের লুকিয়ে ঢেকে সুর সাধনার সার্থক হলো আজ। এবার মায়ের লীলা হোল সুরু—

"ও মা, ও বাবা, তোমরা চুপ করে বসে কেন ? গাও তোমরাও গাও প্রাণ খুলে গাও।"

মায়ের মধুর কণ্ঠের সুরধুনী উঠলো জ্বলে—

"গোপাল বলো গোবিন্দ বলো
রাধারমণ হরি গোবিন্দ বলো"

সমস্বরে সুরু হোল কুমারীদের কণ্ঠে অনুকরণ কীর্ত্তন। বুনী, ভক্তি, মুক্তি, খুকী, হীরু, অভয়—এক একটি জীবনের শুভ্র নির্ম্মাল্য সাজিয়ে মাকে ঘিরে সারাদিন ক্ষণ। তারি মধ্যে আছে তাদের হাসি আনন্দ ভক্তি ভালবাসা দিয়ে সবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি সহজ সরল আচরণের বিশেষ মাধুর্য। সকলের মাঝে থেকেও তারা সবার চাইতে স্বাতন্ত্র। এইভাবে সারাটি দিন চলে যায়। বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানাভাবের মানুষ দেখে দেখে মহানন্দে ঘুরে ফিরে আর হাড়ভাঙ্গা খাটনী খেটে আত্মহারা মন। এই কদিনের মধ্যে আমার কাছে আমি হয়েছি অনেক দামী। মা যে ক্রমে টেনে নিয়েছেন এতো কাছে তাঁর স্নেহের ছায়ায় তা অনুভব করছি একান্তভাবে। কারণে অকারণে ডাক দেবো - আর নড়ে চড়ে ঘুরেফিরে আসি ছুটে - সকল ছোটবড় কাজের ভার পড়ে। বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেন খুকুনী দি (গুরুপ্রিয়া দেবী) ভোলানাথের সদানন্দময় ভাবভঙ্গীতে (মৌনী) উথ্‌লে পড়ে আন্তরিকতা। এই কদিনের উপস্থিতিতে গৃহস্থভবন দেবালয়ে পরিণত হয়েছে। তারপর যেদিন এল যাত্রার পালা, মেলা ভাঙ্গা বিদায়ের সুর—বুক ভাঙ্গা কান্না চাপা দিয়ে গোছগাছ তাড়াহুড়ো। দিবাসূর্য সবে তখন পল্লবিত কুঞ্জে এসে পৌঁছেছে,—ছায়াঘেরা-অঞ্চলের বেদীতে মা শুয়ে। আপাদমস্তক একখানি কম্বলের আস্তরণে ঢাকা (দ্বিতীয় কোন দ্রব্য নেই মাথায়) আস্তে আস্তে চাপা কথাবার্ত্তা চলেছে আমাদের।

ভোলানাথের ডাকে মা ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ বলে মনে হলো। ভয় এলো মনে, তফাতে থেকে প্রণাম করে জানালাম— মাগো, আমি যে আর একটি ফটো নোব।

মা বললেন—'তোর যা ইচ্ছে কর না'—

সাহস বেড়ে গেল আমার—তবে তুমি গত কালের ঐ সুন্দর মালাটা আর একবার পরে নাও, খালি গলায় ভাল লাগেনা—।

মা হেসে উঠে বললেন—'পাগলী—'

লজ্জা পেলাম তাইতো কি বোকা আমি—।

মধুর হেসে মা বললেন—"একটা গল্প বলি শোন, এক যে ছিল বুড়ো, তার সাজগোজের বড় সাধ। তাই না দেখে সবাই তাকে জব্দ করতে ছাড়তো না। একদিন তাকে সবাই বল্লে কি না—এই বুড়ো তুই নাবতে পারিস গুড়ের পিঁপেতে খুব সুন্দর হয়ে উঠবি। বুড়ো তৎক্ষণাৎ তাই করে উঠলো। তারপর আর একজন বল্লে, এবারে ঐ তুলোর বস্তায় একবার গড়িয়ে নে দেখবি কেমন শুভ্র-সুন্দর হয়ে উঠবি,— এবারও তাই করলে বুড়ো—" এই পর্য্যন্ত গল্প বলে মা হঠাৎ সু-উচ্চস্বরে হাসতে লাগলেন সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হাসি—। আমি স্তম্ভিত হয়ে বোঝবার চেষ্টা করছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ তিনি বাহু নির্দ্দেশে দেখালেন—এক অচেনা ভদ্রলোক সবে এসে দাঁড়িয়েছেন, হাতে তাঁর সদ্যপ্রস্ফুটিত রক্তকরবী আর মল্লিকার গাঁথা সুন্দর একটি মালা—। মার হাসি আর থামতে চায় না। আমি তখন দস্তুরমত কাঁপতে সুরু করেছি—। ভদ্রলোক মালাটি হাতে দিলেন মার। মা বললেন আমায়, "নে এবার ফটো তোল"—

সেই অলৌকিক ঘটনার মালিকা কণ্ঠে মায়ের ছবিখানি বহু দুর্যোগের মধ্যে রক্ষা করেছি। এবং এমনি অলৌকিক ঘটনা আরো একাধিকবার প্রত্যক্ষ করেছি যা ক্রমশঃ বিস্তারিত লেখবার ইচ্ছা রইলো।

কিছুক্ষণের মধ্যে মা যাত্রা করলেন—আমরা পিছু পড়ে রইলাম সাধারণ মানুষের মনের ব্যাকুলতা নিয়ে—

সে দিনের অনভিজ্ঞ অপরিণত মনের বাসনা আজ একান্ত চিন্তায় সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে। সংসারের কঠিন তপস্যায় জানা হয়েছে, যা কিছু মন্দ ভালর বোঝাবুঝির শেষ নতুন করে ফিরে পাওয়া পুরাতন স্মৃতির সান্ত্বনা।

"যেখানে ভগবানের প্রকাশ সেখানে দুই নাই—দুঃখের স্থান নাই।"

—শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানস-পূজা

শ্রী ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মানস-পূজার তাত্ত্বিক আলোচনার স্থান এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে নেই। সে বিষয়ে এই দীন লেখকের কোন অধিকার বা সামর্থ্যেরও একান্ত অভাব। শুনা যায়, ভক্তরাজ হনুমান্ বুক চিরে হৃদয় মধ্যে বিরাজিত শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সেটা ত্রেতা যুগের কথা। ধ্যানলোকে চিত্ত কতখানি সমাহিত হলে ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ অন্তরে প্রতিফলিত হয় তার পরিচয় বর্তমান যুগেও পাওয়া যায়, কিন্তু লিপিবদ্ধ ভাবে সেই অপরোক্ষ অনুভূতির বর্ণনা বড় একটা দেখা যায় না। যা পাওয়া যায় তারই মধ্য থেকে দুইটি চরিত-কথা ভক্ত সজ্জনের সম্মুখে তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর বাণীতে আছে, "......তোরা যে দাস দাস করিস্, সে'ত কেবল কথার কথা। দাস ছিল হনুমান্, গরুড় প্রভৃতি। প্রভুর ভাবে তারা আপনাকে এমন বিলিয়ে দিয়েছিল, যে তাদের আর স্বতন্ত্র সত্তাই ছিল না। পূর্ণ দাসত্ব চাই। প্রভুর উদ্দেশ্যে ধন, জন, মন, ও দেহাদি সর্বস্ব পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে না পারলে দাস হওয়া যায় না এবং প্রভুর কাছ থেকেও চাপরাস মিলে না।" (সদ্বাণী, ১০ নং বাণী)

"যেমন নৌকাডুবি যাত্রী কুল চায়, পুত্রশোকাতুরা মাতা সন্তানকে চায়, সে ভাবে তাঁকে যদি চাস্ তবে দেখবি তিনি দিনরাত তোর সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।" (ঐ—৬ নং বাণী)

বাহ্য আচার অনুষ্ঠান ও পূজা অর্চনার ঘটা দেখা না গেলেও ইষ্ট-মগ্ন সাধকের মানস-লোকে তাঁর দেবতা নিত্য বিরাজিত। ইষ্টের প্রতিটি কার্য সাধকের মানস-দৃষ্টিতে জীবন্ত রূপে প্রতিভাত হয়। অন্তর গুহায় থাকেন কেবল দেবতা ও ভক্ত, সেখানে আর কারও স্থান নেই। সে একাত্মতা কি ভাবে লাভ করা যায় তার সন্ধান শ্রীশ্রীমায়ের উক্ত বাণীর মধ্যে নিহিত আছে। ......ষোড়শ শতাব্দীর কথা।

সন্ন্যাস গ্রহণের পঞ্চম বৎসরে শ্রীমন্মহাপ্রভু জননী ও জাহ্নবী দর্শন করে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার উদ্দেশ্যে বিজয়াদশমী দিনে নীলাচল থেকে গৌড় অভিমুখে রওনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন। রাজধানী গৌড়ের রাজ-অমাত্য দবির খাস ও সাকর মল্লিককে (পরে রূপ ও সনাতন গোস্বামী) কৃপা প্রদর্শন করে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের পথে চলেছেন। সঙ্গে অজস্র লোক-সংঘট্ট। সনাতন মহাপ্রভুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন,—

"যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি,
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী।" চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা,

রূপ সনাতনের নিকট বিদায় নিয়ে মহাপ্রভু প্রাতে কানাইর নাটশালা গ্রামে উপনীত হলেন। সেখানে এসে রাত্রে সনাতনের সাবধান-বাণী প্রভুর স্মরণে এল। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, সনাতন ঠিকই বলেছেন। সুতরাং—

"মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে,
কিছু সুখ না পাইব হৈব রস ভঙ্গে।
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন,
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন।"—চৈ-চ-মধ্যলীলা

এইরূপ চিন্তাকরে প্রভু প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে কানাইর-নাটশালা থেকে শান্তিপুরে ফিরে এলেন এবং সেখানে ৫-৭ দিন শ্রীঅদ্বৈত ভবনে অবস্থান করে এবং মাতা শচীদেবীকে দর্শন করে এবং তাঁর রন্ধনের আস্বাদ গ্রহণ করে আবার নীলাচলে ফিরে আসেন। এদিকে পরম ভক্ত প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নৃসিংহোপাসক ছিলেন বলে মহাপ্রভু যাঁকে নৃসিংহানন্দ বলে ডাকতেন—প্রভু বৃন্দাবন যাবেন শুনে কুলিয়া নগর থেকে পরমানন্দে মানস-লোকে পথ সাজাতে সুরু করলেন এবং তন্ময় ভাবে সেই পথ ধ্যানে অনুসরণ করে চললেন। প্রভুর পায়ে ব্যথা না লাগে সেজন্য বোঁটা-শূন্য পুষ্প পথে ছড়িয়ে দিয়েছেন! পথ সুরভিত হবে বলে দুই দিকে বকুলের শ্রেণী রোপণ করেছেন। দেহ মনের তৃপ্তি হবে বলে দুই পাশে রত্ন বাঁধা ঘাট সমন্বিত সুধাসম জলপূর্ণ এবং প্রফুল্ল কমল-দল শোভিত পুষ্করিণী রচনা করেছেন। আর সেখানে প্রবাহিত হচ্ছে প্রভুর পথ-শ্রান্ত দেহের ক্লান্তি নাশক পুষ্প-পরিমলবাহী সুশীতল মৃদুমন্দ সমীরণ। এইরূপ মানস সেবার আয়োজন করে ভক্ত নৃসিংহানন্দ তদগতচিত্তে প্রভুকে মনোপথে বৃন্দাবনে নিয়ে চলেছেন। কিন্তু কানাইর নাটশালা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে নৃসিংহানন্দ আর পথ সাজাতে পারছেন না। কেন এমন হল? ভক্ত বিস্মিত হয়ে চিন্তা করছেন, প্রভুর স্বাভাবিক গতি বন্ধ হয়ে গেল কেন। তিনি ধ্যান-লোকে প্রত্যক্ষ করলেন, এ যাত্রায় প্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া হ'ল না। তখন নৃসিংহানন্দ—

"নিশ্চয় করিয়া কহে—'শুন ভক্তগণ!
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কানাইর-নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া,

জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া।"—চৈ-চ, মধ্যলীলা সূত্রবর্ণন।

নিকটে না থেকেও ভক্ত প্রভুর সঙ্গেই রয়েছেন, স্থানতঃ দূরে থেকেও আত্মিক যোগে প্রভুর নিশ্চয়াত্মক গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। তাই তিনি দূরে থেকেও প্রত্যক্ষ করলেন, এবার প্রভুর শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া হল না। এই দিব্য দর্শন মানসপূজা সিদ্ধির ফলশ্রুতি।

অনুরূপ মানস পূজার দিব্য অনুভূতি পরম শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য ভাইজী জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের জীবনেও দেখতে পাওয়া যায়। জ্যোতিষ চন্দ্র ছিলেম সরকারী কৃষি বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। কর্ম দক্ষতার গুণে তিনি আই, এস্, ও উপাধি দ্বারা সম্মানিত হ'ন। ১৯২৪ সালের শেষভাগে তিনি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সংস্পর্শে আসেন, এবং মাতৃ-দর্শনের পর থেকে তাঁর জীবনে ঘটে এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক চেতনার সূত্রপাত। তাঁর অন্তরের বুভুক্ষিত কামনা মাতৃকৃপার স্পর্শ পেয়ে দিব্য রসাস্বাদনের জন্য উদগ্র হয়ে ওঠে। মা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন,— "সর্বদা স্মরণ রাখিও যে তুমি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত ভগবদ্ ভাবরূপী সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম সূত্রে এই শরীরের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রহিয়াছে—"। মায়ের এই কৃপা-বাণী ভাইজীকে রক্ষা কবচের মত সদাচারে সুসংযত করে রাখল এবং তিনি মাতৃ-চরণে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন। এই সময়ের ভাব রাজি তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ 'শ্রীচরণে' বিধৃত হয়ে আছে। তিনি গেয়েছেন,—

"তোমারি সাধনা, তোমারি বন্দনা,
হউক আমার জীবন সম্বল।
তোমারি স্তবে তোমারি ভাবে
পরাণ আমার হউক উছল।
আমি আকাশের পানে
তোমারি সন্ধানে অনিমেষে চেয়ে রব
আমি চাহিবনা কিছু, কবনা কথাটি,
কোন চরণে লুটাব নিয়ে আঁখি জল।" (৪ নং গান).

মাতৃ ভাব সুবলিত ভাইজীর জীবনে মাতৃ-বাণী পরিপূর্ণ সফলতার বীজ রোপণ করল। তিনি মানস পূজার অধিকারী হলেন। মায়ের চিন্তা ছিল তাঁর দিবসের ধ্যান, রাত্রির স্বপ্ন। বাহ্য আকার অনুষ্ঠান ও পূজা আরাধনা তাঁর কিছুই দেখা যেত না বটে, কিন্তু মাতৃ ভাবে তিনি নিরন্তর তন্ময় হয়ে থাকতেন। মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিটি প্রয়োজন, প্রতিটি ভাবের ইঙ্গিত তাঁর অন্তরে সাড়া জাগাতো। তাঁর হৃদয়-মন্দিরে ছিল মায়ের ভাব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। সেখানে পূজা নিবেদন করে বলেছেন,—

"মা, তোরে পূজিব আজি মানসের শতদলে,
অনাহুত মহাশঙ্খ নিনাদি হৃদয় তলে ;
ধূপ-ধূমে নানা ছন্দে
অগুরু চন্দন গন্ধে
সমাধি নিলীন আঁখি অলৌকিক কুতুহলে।
ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রারে—
জ্যোতির্ম্ময় পারাবারে,
মুক্তিস্নানে প্রেমাঞ্জলি দিব শ্রীচরণ-মূলে।" (১৩ নং গান)

তাঁর অনুভূতির স্তর থেকে অবিচল নিষ্ঠা-সহকৃত এই প্রার্থনা নিরন্তর স্বতঃ উৎসারিত হ'ত, —যার শক্তি ছিল দুর্বার -

"আমারে ভাঙ্গিয়া কর চূরমার, ওহে প্রিয়তম, প্রাণেশ আমার
তোমার বাহিরে যেন মোরে আর কোথা দেখা নাহি যায় হে,
তুমি কত বড় গিরি হিমাচল, আমি ক্ষুদ্র অতিহীন, নিঃসম্বল,
তোমারি ছায়ায় করিয়া শীতল, তোমার কাঙাল কর হে।
সুখে দুঃখে মোর জীবনে মরণে, পুলকে, বিষাদে, ঘুমে জাগরণে
লুটায়ে পড়িতে তোমার চরণে আমায় শকতি দাও হে।" (৪০ নং গান)

ভাইজী মা-ময় হ'য়ে গেলেন। উর্দ্ধে নিম্নে, সম্মুখে পশ্চাতে, ডাইনে বামে সর্বত্রই মাতৃ স্ফুর্তি, মাতৃ-সঙ্গে থাকলেও মায়ের নৈকট্য লাভের জন্য তাঁকে লালায়িত দেখা যেত না। তিনি সকলকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে দূরেই অবস্থান করতেন। দূরে থেকেই মায়ের সঙ্গে চলত তাঁর ভাব রাজ্যের খেলা। সেই ভাবের আবেশে তিনি দর্শন করছেন,—

"আমার সাধন ভজন সকলি তুমি,
কভু দেখি তুমি, কভু ও বা আমি,
কভু নাই আমি তুমি।
কভু দেখি তব নাই কায়া ছায়া
কভু দেখি আছ সেজে মহামায়া,
কোথায় বা আছ কোথায় বা নাই
খুঁজিয়া না পাই আমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে আদি অনন্ত জগত-জীবন,
ঘুচাও মরম-নিবিড় ক্রন্দন,
রাখ অবিচ্ছেদে মিলনে, বিচ্ছেদে
ও রাঙা চরণে স্বামী।" (৫৭ নং গান)

কত ছিল মায়ের জন্য ভাইজীর ব্যাকুলতা এবং কিরূপে মা নানা লীলা-রহস্যের ভিতর দিয়ে তাঁর অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করে তাঁকে বিচিত্র অনুভুতির রস-আস্বাদন করিয়েছিলেন সে সকল ঘটনা তাঁর প্রাণময় গ্রন্থ 'মাতৃদর্শনের' পাতায় পাতায় বিধৃত রয়েছে, এখানে তা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। ভাইজী বলেছেন,—

"আমি আমার ঘর বা আফিসে বসিয়া দেখিতে পাইতাম মা কোথায় কখন কি অবস্থায় আছেন, ইচ্ছা করিলেই যে এরূপ হইত তা নয়। আপনা হইতেই কোন কোন সময় চোখের উপর ঐ সব চিত্র ভাসিয়া উঠিত।"

মা বলিতেন,—"তোর ঘর তো শাহবাগে, বাড়ীতে তো বেড়াতে যাস্ মাত্র।"

ভাইজী বলেছেন,—"এমন ও অনেক সময় ঘটিয়াছে যে মা ঢাকায় নাই। নীরবে আমার ঘরে বসিয়া সন্ধ্যায় বা নিশীথে আপন প্রাণে আপন ভাবে গান উঠিয়াছে, আর সম্মুখে দেখিতেছি যেন শ্রীশ্রীমা স্থির মূর্তিতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। কোন কোন সময়ে প্রবাস হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলে মা বলিয়াছেন, সেদিন যে গানটি গাহিতেছিলি এখন শুনা তো। অথচ তখনো তাঁহাকে সে গান দেখানো হয় নাই বা সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই।"

ভাইজীর ভাবের আবেগ ও স্ফুরণ দেখে মা বলেছেন,—

"জগৎ ভাবময়, সৃষ্টবস্তু সকলই ভাবের মূর্তি। ভাবের দ্বারা যদি নিজকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পার, দেখিবে ব্রহ্মাণ্ডে সর্বত্রই এক খেলা চলিতেছে। ভাবের অভাবেই মানুষ ইতস্ততঃ হাতড়ায়, তাই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।"

"শুদ্ধ অনন্য ভাবের জোরে সবই সম্ভব হয়।"

মহাত্মাদের জীবন যেন সমুদ্রের অগাধ জলে ভাসমান বিরাট একখণ্ড হিমশিলা, উপরে ভেসে-থাকা সামান্য অংশটুকুর উপরই আলোক পড়ে, বাকী বৃহৎ অংশ থাকে অতলে। অধ্যাত্ম সাধনার পরমানুভূতি যা তাঁরা রেখে যান তারই রসাস্বাদ হয় অনুগামী সাধক বৃন্দের পরম পথ্য ও পাথেয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃ-মহিমা

শ্রীমতী কল্যাণী দাসগুপ্ত

এবার ৺পূজার ছুটীর পরে দেরাছুন বেড়াতে গেলাম। শুনলাম শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সংযম সপ্তাহ সেখানে হচ্ছে। মায়ের দর্শনও হবে বেড়ানও হবে ভেবে মনে আনন্দ হ'ল। আজ দশ বছর ধরে আমার মাথার অসুখ—কত চিকিৎসা হয়েছে, কিছুতেই কিছু হয়নি। সব সময়ই অসংলগ্ন এলোমেলো চিন্তারাশি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে। কোথাও গিয়ে শান্তি পাই না, লোকজন ভাল লাগে না, এমনকি মঠ-মন্দির, সাধু সন্ন্যাসী, প্রার্থনা কীর্ত্তন কিছুই ভাল লাগে না—আমার মস্তিষ্ক কিছু ধারণ করতে পারে না। ওই অস্থির অবস্থার মধ্যেই আমার স্বামী আমাকে দীক্ষা নেওয়ালেন দিদিমার কাছে, নিজেও নিলেন; বল্লেন, দীক্ষাটা একটা সংস্কার, যদি ভাল হয়। দীক্ষা নিয়েও আমি কিছুমাত্র শান্তি পেলাম না। আমার স্বামীকে বল্লাম, একটু মাকে বল আমার মাথার অসুখ যাতে ভাল হয়। তিনি বল্লেন, জাগতিক কিছু আমি মায়ের কাছে চাইব না। আমি নিজে মাকে কতবার বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও মাকে একা পাইনি। অত লোকের মধ্যে বলার সুযোগও পাইনি। কেবল দিনরাত মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, খেতে শুতে উঠতে বসতে যা কিছু করেছি সব কাজে মাকে চিন্তা করে করেছি গীতার সেই কথা মত—

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।

আমার যা কিছু সব তোমায় দিলাম, তবে একটু আকাঙ্খা তার মধ্যে ছিল, মা আমায় সুস্থ করে তোল, তোমাকে ডাকবার শক্তি দাও। মায়ের মুখে কোথায় যেন শুনেছিলাম প্রার্থনাই সাধনা। প্রার্থনা করবার ধৈর্য্য তো হারিয়ে ফেলেছি, তাই ব্যাকুল হয়ে যা কিছু করেছি মাকে শরণ করে করেছি।

দেরাছুন গিয়েই আমার স্বামী মাকে দেখতে গেলেন, আমি গেলাম না প্রথম দিন। অত লোকজন, আমার মন বসে না, সব সময়ই চঞ্চল, কিছু ভালভাবে চিন্তা করতে পারি না। সংযম সপ্তাহের শেষের দিন আমার স্বামী আমায় বল্লেন, কতদূর থেকে কত কষ্ট করে মানুষ আসে শুধু একটু দর্শনের জন্য, এত কাছে থেকেও আমি গেলাম না। খুব ক্ষুণ্ণ হলেন, উনি চলে গেলেন মায়ের দর্শন করতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের বাসা ডি, এল, রোডে। উনি যাবার কিছু পরে কি মনে করে আমি উঠলাম। দিলারাম বাজার থেকে কিছু ফল-ফুল কিনে আশ্রমের দিকে রওনা হ'লাম। আমি গিয়ে দেখি মা প্যাণ্ডেলে বসে আছেন, একটি সাধু ভাষণ দিচ্ছেন। প্যাণ্ডেল লোকে লোকারণ্য, আমার স্বামীও বসে আছেন। আমি একটু বসলাম। তারপর আমার আর ভাল লাগল না, তক্ষুণি উঠে পড়লাম। মায়ের বিশ্রাম মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য দিদিমার দর্শন করে বাড়ী ফিরে যাব। বিশ্রাম মন্দিরে গিয়ে দিদিমার দর্শন করে বাইরে এসেছি। সেই মুহূর্ত্তে দেখলাম একখানা গাড়ী ওপর থেকে ঢালু যায়গায় আসছে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানা বিশ্রাম মন্দিরের সামনে এসে থেমে গেল। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি, দেখলাম মা গাড়ী থেকে নামছেন, সংগে একটি সেবিকা, আর কেউ নেই। আমি তখনই ফলফুল দিয়ে তাকে প্রণাম করলাম। তিনি সেবিকাকে বল্লেন, "একটু ফল দে ওকে দিই।" এতদিন যে কথা বলার সুযোগ আমি খুঁজেছি, সে সুযোগ আজ এসে গেছে। আমি বল্লাম, 'মা আমার অসুখ।' তিনি বল্লেন, "ভগবানে ডাক।" তা'র কথার স্বর যেন দুন্দুভীর মত বেজে উঠল অতি মিষ্টি সুরে। পর মুহূর্ত্তে তিনি বল্লেন, "মাগো আসি, মা আসি"। বলে তিনি তাঁর বিশ্রাম মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর বাক্য প্রভাবে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি অনুভব করলাম যে জটিল চিন্তারাশি অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত ও পীড়িত করত তার পরিবর্ত্তে তাঁর সবল শান্ত ভাবরাশি আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল। আমি নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলাম। এ তাঁহারই ইচ্ছাশক্তির ফল। সেদিনের অপরাহ্ণ আমি শান্ত গম্ভীর ভাবে এক অপূর্ব প্রশান্তির মধ্যে কাটিয়েছিলাম। মানুষকে ভগবানের কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়। দুঃখ না পেলে আমি এমনি করে— ব্যাকুল হয়ে তার কাছে এগোতে পারতাম না। দুঃখ মানুষের প্রধান শিক্ষকও বটে।

আমার মনোবীণায় দিনরাত মায়ের কথা কয়টি বাজছে—"মাগো আসি, মা আসি,"। আমি ভাল হয়ে গেছি, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। তিনি সত্যিই আমার জীবনে এসে গেছেন পরম আশীর্ব্বাদ রূপে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী অনুধ্যান

"দিব্যদর্শী"

সংস্কৃতি ও প্রার্থনা মন্দির, চন্দন নগর

(১)

ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা আত্মার দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখ, ভারতের সকল ঐশী প্রতিভার ঐ এক নির্দেশ। খণ্ড দৃষ্টি ত্যাগ কর। অখণ্ড দৃষ্টিতে জীবনকে দেখ, দেখিবে তুমি জীব নও তুমি শিব। দেখিবে প্রতি জীবের গভীরে চেতনার চরম কোটীতে স্বয়ম্ভুসত্তার আশ্বাস, অমৃতের নির্ঝর। এই শৈব চেতনাই আত্মচেতনা। এইখানেই নিস্পন্দ সত্তার মর্মে নিখাত বজ্র বিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছে ব্রহ্মের বিশ্বরূপে আত্মরূপায়ণের রশ্মিজাল। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে অনেক দিন শুনিয়াছি 'অখণ্ডের ঘর কর'। গভীর তাৎপর্য্য পূর্ণ কথা। তত্ত্বানুরাগী মাত্রেই এই বাণীর মর্ম উপলব্ধি করিবেন সন্দেহ নাই। এই অখণ্ডভাবে ও দৃষ্টিতে জানাই জানা, তাছাড়া খণ্ডিত মানসে, ইন্দ্রিয় নির্ভর যে জানা তা অবিদ্যার বেড়াজালে বসিয়া অহংয়ের কুণ্ডলি-পাকানো, অখণ্ড জানা আর হওয়া এক।

কিন্তু প্রাকৃত ভূমিতেই মানুষের নাটক অধিকাংশ সময়ে জমিয়া উঠে, যখন আমিত্বের প্রবাহে তাহার জীবন ভাসিতে থাকে, তখন তাহার উৎসাহ উদ্যম সবই বহিরংগের দিকে, তখন আত্মোন্মিলনের বাণী, পরমার্থের কথা, বৃহত্তর জীবন বোধের কথা, তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেও অন্তরকে স্পর্শ করে না। সেই অবস্থায় মানুষ কেবল আধ্যাত্মিক জল সিঞ্চন করিয়াই তাহার কর্ম চিন্তা ও ঘোর বৈষয়িক ভাব ও ভাবনাকে মহিমামণ্ডিত করিয়া আত্মিক পূজার বেদিতে উন্নীত করিতে চায়। এইখানেই মানব সভ্যতা ও ব্যক্তি জীবনের সংকট। তাছাড়া বর্ত্তমান শতাব্দীতে আত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষ আরও নূতন সংকটের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। এক দিকে যেমন মানব সভ্যতা নব নব উন্নতির সম্ভাবনায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ তাহার অধিকারকে বুঝিয়া নিবার সংগ্রামে মানব সভ্যতাকে এক নূতন দিগন্তে উপস্থিত করিতেছে, আরেক দিকে মানুষ পরিপূর্ণ রিক্ত হইতে চলিয়াছে। সর্বত্র এক

CC0. In Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অকল্যাণকর বৈষয়িক মত্ততা দেখা দিয়াছে, চারিদিকে প্রবৃত্তির উল্লাসের জয়ধ্বনি উঠিতেছে, মানুষের আন্তর মহিমার মূল্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে। মানব সভ্যতা আত্মিক মাধুর্য্য সুষমা হারাইতে বসিয়াছে। চারিদিকে ইট পাথরের জয় যাত্রাকেই সভ্যতার অগ্রগতি বলিয়া মনে করিতেছে। আত্মিক সভ্যতাকে বাদ দিয়াছি। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির নব ইমারত গড়িয়া উঠিতেছে, এই ইমারতে সবার স্থান আছে. নাই শুধু ভগবানের। দুঃখের সংগে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, বহু শিক্ষিত লোকও মনে করেন নিজেকে খুব সংস্কৃতিবান অগ্রগামী (Progressive) হিসেবে চালাইতে হইলে, ভাগবত সংস্কৃতির কথা উচ্চারণ করা চলিবে না। বিস্ময়কর চিন্তার বিকৃতি। ভ্রান্ত বৌদ্ধিক প্রলাপ !! অবশ্য যথার্থ অধ্যাত্মবাদী এই জাতীয় মনোভাবকে দেখিয়াও আশাহত হইবেন না। এও অনন্ত কাল সমুদ্রে একটী ব্রহ্মক্ষোভ !! যে মহাশক্তির অনন্ত প্রবাহে জগৎ ও জীবন বিধৃত তার কাছে মানুষের চিন্তা রাজ্যে এই উল্লম্ফন সাময়িক একটা অবস্থা বিশেষ। মানুষের সমাজের বিবর্ত্তনের জন্য, সকল মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য, ভাগবত জীবন বোধকে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এইটীই শাশ্বত সুস্থ চিন্তা।

× × × ×

এই ধরণের নাস্তিকবাদের ঘোর মত্ততার প্রভাব না থাকিলেও, স্বাভাবিক ভাবেও মানুষ বিষয়ের মধ্যে যদি ডুবিয়া থাকে, তবুও সে বিষয়ের স্বরূপকে জানিতে পারে না, পুরাপুরি মানুষ তাহাকে বুঝিতে পারে না, এই হইল প্রাকৃতজীবনে অবিদ্যার মার। ভারতের আর্য্য চিন্তা, আর্য্য দৃষ্টি একথা বহুবার ঘোষণা করিয়াছে। জ্ঞানের এক প্রান্তে পড়িয়া থাকে জ্ঞেয় বা বিষয় আরেক প্রান্তে জ্ঞাতা বা বিষয়ী। বিষয় বিষয়ীর কাছে আসে সত্য তাহাতে লাভ হয় জ্ঞান · সে ব্যবহারিক জ্ঞান, পরমার্থ জ্ঞান নয়, তাহার সব জ্ঞান ইন্দ্রিয় নির্ভর। বস্তু চেতনায় বাইরের দিকে ঝোঁক প্রবল, তাই আত্মচেতনা সেখানে ফিকা হইয়া যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর সে রাখে, নিজের অন্দরমহলের খবর সে রাখে না। তাই সে বলে 'আমার মন বুঝেত প্রাণ বোঝে না।' তাহার সব জ্ঞানই আমিত্বের বেড়াজালে ঘেরা। জড়কে হয়তো কিছুটা জানে কিন্তু প্রাণ আর মনকে জানে আরও কম, এই জানার মাঝে গোঁজামিলের যেমন অন্ত নাই, তেমনি তাহার দরুণ ঝামেলারও অন্ত নাই, ভালবাসায় মানুষ পরকে হয়তো খানিকটা জানে, কিন্তু ভুল বোঝার দুর্দৈব সেখানেও কি কিছু কম। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া বিষয়ের স্বরূপ না জানিলে সংহতি সংসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা জীবনে কখনই আসিতে পারে না। সংসারের দিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের একটা কথা স্মরণ আসিতেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা যখন খেলিতে যায়, তখন কত আনন্দ কত হাসি, আবার ঐ ছেলেমেয়েরাই খেলার মাঠে ঝগড়াঝাটী করে; তখন ঐ মাঠ হইতেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাহারা ফিরিয়া আসে,—সংসারটাও ঠিক এইরকম। তাঁহাকে না জানিলে অখণ্ড শান্তি নাই। তত্ত্বদর্শীরা বলেন চেতনা মনের উর্দ্ধে বিজ্ঞান-ভূমিতে আরূঢ় না হইলে জগৎ ও জীবনের আসল স্বরূপসত্ত্বা জানা যায় না, জীবনে, আসে না ভূমার দৃষ্টি, আসেনা দৃষ্টিশুদ্ধি। আমিকে কেন্দ্র করিয়াই জগতের সব জানা বোঝা, এটা যেমন সত্য, তেমনি আমির বেড়াকে সরাইতে না পারিলে সেই প্রতিভা, জ্ঞানলব্ধ অখণ্ড দৃষ্টি খোলে না। জীবনে নিরবচ্ছিন্ন তৈল ধারাবৎ সেই পরমার্থ প্রেমবোধ জীবনকে রসায়িত করে না, জীবনে বৌদ্ধিক (Intellectual) মহাস্তুপ রচনা করিলেও জীবন রসময় হয় না, 'রসৌবৈসঃ' বহুবার উপনিষদে পড়িলেও, তা সত্য বলিয়া জীবনে অনুভূত হয় না। তাই আন্তরসত্ত্বার সেই মর্মকোষকে উন্মোচিত করিবার জন্য যোগীরা বলেন 'চাই তপস্যা, চাই স্বাধ্যায়, চাই ঈশ্বর প্রণিধান, চাই অকুণ্ঠ ক্রিয়াযোগ, প্রেমিক বলেন, চাই অখণ্ড নামামৃত আস্বাদন, "হরেনামৈব হরেনামৈব কেবলম্"। ভক্ত সাধকের কত না সাধনা, কত না আকুতি! কত না অশ্রুজল! তবুও প্রাকৃত চেতনায় ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হতে চায়। দ্রষ্টা ও দৃশ্য যে এক সে বোধ জীবনে কি জাগে?

রহস্য এইখানেই। ব্যক্তি চেতনার পিছনে এবং গভীরে আছে এক অন্ত-শ্চেতনার সমুদ্র। সেইখানে ডুবিলে সব ভেদ জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়, বহুর মধ্যে একের সন্ধান মিলে, রূপের মাঝে অরূপের ঢেউ লাগে, ভাব সমুদ্রে তুফান উঠে। আত্মা সমুদ্রে অনন্ত জীব অনন্ত বীচিতরংগে ঘুরিতেছে স্পষ্ট অনুভব হয়। তখন আত্মজিজ্ঞাসা আর বিশ্বজিজ্ঞাসার আসে মৈত্রী বন্ধন। তখন আমিত্বের হয় ব্রহ্মা-বগাহন। সাধক আনন্দরসে তখন গাহিয়া উঠে "নাহং নাহং ত্বং হি কেবলম" হে প্রভো তুমিই সব, আমি মিথ্যা, তুমি আশ্রয়, আমি আশ্রিত, তখন মনে হয়, 'এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম এতদালম্বনমপরম্'। তখন অবিদ্যার দীর্ঘ অভিসার শেষ হয় বিদ্যার সাগর সংগমে। তখন প্রপঞ্চের রাসমঞ্চে দেখা দেয় রসের উল্লাস। আনন্দ বৃন্দাবনে নেমে আসে নিত্য রসোন্মাদ। ভারতের ঐশী প্রতিভা এইখানেই প্রতিষ্ঠিত, এই দেখিতেই সিদ্ধ হয় ভারতের সাধক। এই ভূমি এইতেই ঋষিবাক্য সানন্দে ঘোষণা করেন—'ইয়ং পৃথিবী সর্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্বাণিভূতাণি মধু। যোঽয় মা আত্মা ইদম্ অমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্বম্।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই পৃথিবী সর্ব্বভূতের মধু, সর্ব্বভূত পৃথিবীর মধু, সবই তিনি সবই আত্মা, সবই অমৃত সবই ব্রহ্ম। তখন সর্বত্র মধু ক্ষরিত হয়, তখন অগ্নি, জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, সব মধু, পৃথিবীর ধূলিকণা মধু। ঋষি বলেন—

"মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মধুনক্তম্ উতোষসো, মধুমৎ প্রার্থিবং রজঃ।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

এই ভূমিতে সাধক যখন সিদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি লোক হইয়াও লোকোত্তর হন। তাঁর ভাগবতী মহিমা দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। বিশ্ববাসী তাহার পায়ে মাথা লুটায়। তখন ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মুর্খ, পাপী, পুণ্যবান, আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাহার পণ্য দর্শনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এই ভূমি হইতেই বিশ্ববাসীকে ঐশী যাত্রার পথে আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার অপূর্ব ভাবমাধুর্য্য বিকিরণ করিতেছেন। এই প্রসংগে আজ বার বার একটী ঐতিহাসিক ঘটনার কথা মনে হইতেছে। ১৮৯৬ সাল স্বামিজী নিউইয়র্কে 'মদীয় আচার্য্যদেব' (My master) বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। ঐ ১৮৯৬ সালেই শ্রীশ্রীমা ধরাধামে অবতীর্ণা হন। যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে স্বামিজী বলিলেন—'এমন দেখিতে পাই একজনের খুব ভাল বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, তাঁহার যুক্তি সমূহ অকাট্য, তিনি খুব উচ্চ ভাব প্রচার করিতেছেন, তথাপি তাঁহার কথা কেহ তেমন শুনিতেছে না। আরেকজন অতি সামান্য ব্যক্তি নিজের মাতৃভাষাই হয়তো ভাল করিয়া জানেন না, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় দেশের অর্ধেক লোক তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে বন্দনা করিতেছে'—স্বামিজীর এই কথা কয়টী শ্রীশ্রীমাতৃ কথা অনুধ্যানের সময় আজ বার বার মনে হইতেছে। ধর্ম বিষয়ে কথা জ্ঞানী ব্যাক্তি মাত্রেই আলোচনা করিতে পারেন। আর ভাগ্যবান পণ্ডিতগণও সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অনেক অবদান করিয়া যান। কিন্তু ধর্মদান করিতে পারেন, এমন প্রতিভা পৃথিবীতে যে কোন শতাব্দীতেই খুব বিরল দৃষ্ট হয়, যাঁহার একটু স্পর্শে একটু দৃষ্টিতেই ভক্ত হৃদয়ে হয় পরমোল্লাসের সঞ্চার, জীবনে আনে আত্মোন্মীলনের প্রেরণা। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী বিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণোত্তর যুগে ভারতের সেই লোকোত্তরী প্রতিভা—সেই অনির্বচনীয় মাধুর্য্য প্রতিমা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

প্রথম মাতৃ দর্শনের পর এই সর্বতত্ত্ব ও কথা মনে উদয় হইয়া মাতৃদর্শনের মহিমা ও মাধুর্য্য হৃদয়কে অভিভূত করিতে লাগিল। মাতৃ আকর্ষণ যে কত প্রবল হইতে পারে, তাহা মাতৃ অনুরাগী সজ্জন ভক্তগণ অনেকেই সাক্ষ্য দিবেন। অন্তরে সর্বদাই সেই মহাপুণ্যময়ী মাতৃমূর্ত্তি ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতে লাগিল, কখনও দেখিতেছি মাতৃ সান্নিধ্যে পাহাড়ে পর্বতে প্রান্তরে ঘুরিতেছি বেড়াইতেছি, অপূর্ব আনন্দে ভাসিতেছি, কখনও নদী, জলাশয় পার হইয়া মাতৃসকাশে আত্মনিবেদন করিতেছি, কখনও মাতৃ বিরহে ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছি, কখনও সর্পাকুল বেষ্টিত হইয়া মা-মা নাম জপ করিতেছি, সর্পকুল ছুটিয়া পলাইতেছে। নিদ্রা ভংগ হইলে, দেখি সবই স্বপ্ন। জাগরণেও মাকে কখনই ভুলিতে পারি না। নিত্য কর্ত্তব্য সকল করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। প্রায়শঃই মন উদাস হইয়া আকাশের নিলীমায়, সবুজ দুর্বাদলে মিশিয়া নিজ সত্ত্বাকে যেন কোথায় হারাইতে লাগিল। সর্বদাই মাতৃকথা শুনিতে ইচ্ছা করে। ভাগবত বন্ধুটী সে অভাব পূরণ করিতেন। মাতৃকথা শুনিবার জন্য 'আনন্দ ভারতী' হইল। 'মচ্চিন্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্ত পরস্পরম'। ভাবাদর্শ স্থির করিলাম, খঞ্জনী, খোল আসিল। দুই বন্ধুর আনুকূল্যে মাতৃকথার সভা আরম্ভ হইল। আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা, শাস্ত্রচর্চার মধ্যেও যেন শান্তি পাই না, মাতৃ মহিমার কথা মনকে পাইয়া বসিয়াছে। কর্ত্তব্য কর্ম ছাড়িয়া মন কখন যে গবাক্ষপথে রাজভবনের পাশে, শ্যামল দুর্বাদল শোভিত প্রান্তরে, কখনও মেঘ-মালা শোভিত উদার আকাশে, পরমৌদার্য্যে মাতৃ-ভাব মাধুর্য্যে বিচরণ করিতে লাগিল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

১৯৬০ সালের পূজা আসিয়া পড়িল। ভাগবতবন্ধুটী যথারীতি খবর দিয়া গেলেন মা আসিতেছেন। রবিবার অপরাহ্নে আগরপাড়া উপস্থিত হইলাম, দেখি মণ্ডপের বারান্দায় শ্রীশ্রীমা যেন ঘরের ছেলেদের নিয়া বসিয়া আছেন। অন্যান্য ভক্তগণ মাতৃদর্শন পুণ্যস্নাত হইয়া সানন্দভাব বিকীরণ করিতেছেন। আমি উপস্থিত হইয়াই মাকে নতজানু হইয়া প্রণাম নিবেদন করিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া আসিয়া ভক্তগণ মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। আমার পরে যাহারা প্রণাম করিল তাহারা কেহ কেহ ফল পাইল, আমি কিছু পাই নাই। সে কথা বন্ধুটীকে বলিলাম। আরেকটু বেশীক্ষণ প্রণাম করিলে আপনিও ফল পাইতেন, বন্ধুটী উত্তরে জানাইলেন। শিশুসুলভ সরল উক্তি শুনিয়া খুব আনন্দে হাসিতে লাগিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিব বলিয়া রওনা হইলাম। আগরপাড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের ফাটক পার হইতেই আমার মনে হইল আমার মন হইতে যেন কি সরিয়া গেল। যেন ঘরটা ধোয়া হইয়া গেল। গঙ্গা পার হইবার জন্য খেয়া নৌকাতে বসিলাম। অনুভব করিতেছিলাম আমার শরীর ও মন যেন তফাৎ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত মন ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। গঙ্গা পার হওয়ার পর পথ মধ্যে এক আত্মীয় বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীশ্রীমায়ের কথা বলিতে লাগিলাম ও অত্যল্প সময়ের মধ্যে এক দিব্যানন্দে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তাহাছাড়া ঐ বাড়ীর লোক জনকে বড়ই অধ্যাত্মভাবের চরম বিরোধী মনে হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্ত ওখানে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছে না, মনের এই অবস্থায় ওখানে থাকা বড়ই সংকট পূর্ণ। দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম। রাস্তায় চলা কঠিন হইল। চোখের জলে পথ ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। ট্রেনে উঠিয়া বসিলাম। একটী কোণে বসিয়া নীরবে একান্তে চোখ বুজিয়া রহিলাম, অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! সেই সময় স্বর্ণসূত্র পরিবেষ্টিতা শ্রীশ্রীমায়ের মূর্ত্তি সর্ব্বদা চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, সেই এক অপূর্ব বিস্ময়কর দর্শন !! ট্রেন ভর্ত্তি লোক, আমার ঈদৃশ অবস্থার যখনই খেয়াল হইতেছে, তখনই বিপদাপন্ন মনে করিতেছিলাম। লোকেরা কী ভাবিবে !! আবার পরমুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া যাইতেছিলাম। মনে হইতেছিল, শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন একমাত্র কাম্য বস্তু আমার। আর সব মিথ্যা। মাতৃময় জগৎ ; মধু-মা আমার, মধু-মা আমার !!

চন্দন নগর ষ্টেশনে নামিয়া ধীরে ধীরে বনের পথ দিয়া চলিলাম। লোকালয়ের মধ্য দিয়া পথটী বর্জন করিলাম। ভাগবত বন্ধুটীর বাড়ীর কাছে আসিলাম। কথা বলার যে শক্তি নাই। বলিলাম—মাতৃ দর্শনের পুণ্য ফল পাইয়াছি।—তারপর সব নীরব। অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। বিলম্ব না করিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া আমার নির্দিষ্ট কক্ষে চুপচাপ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। অনুজটী মনে করিল আমি বোধ হয় মনক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়া আছি, ওকে বুঝাইয়া বলিলাম 'একটী বিশেষ ভাবের মধ্যে অভিভূত হইয়া আছি, এখন খাওয়া বা কথা সবই অবান্তর। রাত্রিতে নিদ্রার কোন লক্ষণ নাই, ক্লান্তি নাই। শরীরের যেন ওজন নাই, আনন্দে ভাসিতেছি; কেবল মাঝে মাঝে 'মা মা' ধ্বনি আসিতে লাগিল। মায়ের দর্শন ভিন্ন আর কিছু ভাল লাগে না। শ্রীশ্রীমায়ের একখানা পটমূর্ত্তি ছিল। তাহার দর্শনে শান্তি পাইতে লাগিলাম। কখন যে ভোর হইয়া আসিল লক্ষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করি নাই। চারিদিকে পাখীর কলরব শোনা যাইতে লাগিল। দূরে পাটকলের বাঁশি বাজিয়া উঠিল। দ্রুত স্নান ইত্যাদি শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ভাবাবেগে ভজনাদি শেষ করিলাম, আনন্দ যেন আর ধরে না।

আগরপাড়া আশ্রমের জন্য রওনা হইলাম। সেদিন জরুরী কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, সব ভুলিলাম, আর যেন কোন ভাবনা নাই। রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতেই বন্ধুটীর সংগে দেখা হইল। বাড়ীর বারান্দা হইতে আহ্বান করিলেন। 'সময় নাই, মার কাছে চলিলাম'—এই বলিয়া দ্রুত বেগে চলিতে লাগিলাম। বিস্ময়ের কথা বটে, গতকাল যে বিলম্ব না করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের কাছ হইতে চলিয়া আসিল আজ সে কাল বিলম্ব না করিয়া দ্রুত পদক্ষেপে শ্রীশ্রীমায়ের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে !! রাস্তা আর শেষ হয় না। কোন্নগর হইতে খেয়া নৌকায় গংগা পার হইতে লাগিলাম। গংগা যেন আর শেষ হয় না, যে দিকে তাকাই যেন সব কিছুতে মাতৃসুধা পরশ লাগিয়াছে। নদীবক্ষ, আকাশ, লোক লস্কর সবার মুখে যেন দেবী সুষমা আজ মাধুর্য্য বিকীরণ করিতেছে। কী আনন্দ ! কী বিরহ ! মাঝি ভাবিল আমার গর্ভধারিণী জননী বোধহয় অসুস্থা, তাই মাতৃ দর্শনে ছুটিয়া চলিয়াছি। তাহাকে বলিলাম—হ্যাঁ মা বটে তবে **'তবে আমার সকল জন্মের মা'**। কি বুঝিল কে জানে নিমাই ঘাটের ওখানে কিছু রজঃ মাথায় নিলাম, মনে মনে 'জয় মা জয় মা' বলিলাম। আশ্রমের ফটকে আসিতেই আনন্দে একা একা হাসিয়াছিলাম, চোখে-মুখে যেন বল আসিল। এখনি শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাইব। আশায় ও উৎসাহে মন আনন্দে পূরিত হইল। তখনও তেমন বেলা হয় নাই। সকাল ৭টা বাজে, চারিদিক নীরব, পুণ্য সলিলা গংগা আপন মাধুর্য্যে বহিয়া যাইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য করিবার সময় নাই। অন্যদিন কত সংকোচ ছিল। একে আশ্রমে নবাগত, তাহার উপর স্বভাবধর্মে অভিমানী। সেদিন কোন সংকোচ নাই, লজ্জা নাই একেবারে মা দোতালার যে কক্ষে থাকেন সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত। সেখানে মা নেই। এ ঘরে সে ঘরে উঁকি দিতে লাগিলাম। কোথাও শ্রীমায়ের দর্শন মিলিল না। নীচে নামিয়া আসিয়া রন্ধনশালায় ঢুকিলাম। যাহারা ওখানে ছিলেন তাহারা অসন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীমা এখানে কেন আসিবেন। মা কোথায় ঠিক জানিনা, আশ্চর্য্য আমি যেন আর পারিতেছি না, বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল, এত ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিলাম তাহার ফল এই !! আবার মণ্ডপের পিছন দিক দিয়া দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ ডান দিকে একটী ছোট দ্বারদেশের দিকে তাকাতেই দেখি, একটি অনতি উচ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসনে শ্রীশ্রীমা বসিয়া আছেন। সম্মুখে নিত্য পূজিত বিগ্রহ, বিগ্রহের অংগরাগ সাজান হইতেছে। আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। একেবারে সাষ্টাংগে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলাম। শ্রীশ্রীমা আসন ত্যাগ করিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন—'কেমন আছো?' অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিলাম—"মা কি যে হইয়াছে, তোমাকে না দেখিয়া আর মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেছিলাম না।' শ্রীশ্রীমায়ের মুখে দিব্য সুষমা মণ্ডিত হাসি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমার বদ্ধাঞ্জলীপূর্ণ হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"সব ঠিক আছে কিছু ভাবিও না—পূজার কয়দিন এখানে থাক।" আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা—যেই মাত্র মা স্পর্শ করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্তেই আমার সমস্ত ভাব-ঘন মত্ততা যেন শূন্যে মিলাইয়া গেল। সমস্ত শরীর একেবারে হাল্কা হইয়া গেল। কিন্তু অন্তরে একটি অপূর্ব ভাব লহরী খেলিয়া গেল। শুধু মনে হইতে লাগিল—'মা আমার, মা আমার'—চকিত স্পর্শ ও বাণীতে অন্তর মাতৃময় হইয়া গেল। আমার হৃদয় মন্দিরে যেন কে আসন পাতিয়া বসিল। মন গাহিতে লাগিল—

মন্দিরে মম কে আসিল!
সকল গগন অমৃত মগন,
দিশি দিশি গেল মিশি, অমানিশি দূরে দূরে
সকল দুয়ার আপনি খুলিল
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সকল বীণা আজিকে বাজিল নব নব সুরে সুরে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Just as there is a veil of ignorance for the individual,
So there is also a door to Knowledge.

Mātri Vāni

God is complete. Thus for full revelation one has to go to Him. Only because of the notion of God's absence is there sorrow in the world. Where God is manifest there are no 'two'—sorrow has no place.

* * *

Go forth to realize God—try at least. This is the genuine madman.† Madman (*pagol*) means *pawa gol, peye gele*†† achieved; signifying unlimited enlightenment. When one becomes obsessed by this madness, the madness after the world of duality takes flight. Some people are crazy over another's body. By this sort of insanity, falling a prey to infatuation (*moha*) and delusion (*māyā*), one ruins one's body. Turning into a maniac after God will not spoil one's body.

* * *

If, instead of being consecrated to God's work, divine power is employed for worldly ends, it is wasted. By using spiritual energy for worldly pursuits, the current of this energy will be broken. When by sustained *sādhana* one has been blessed with power, it is not right to squander it.

* * *

† Madman in the sense of otherworldly, visionary, seer. Siva for instance is also called "*Pagla*" (madman).

†† A play upon words that cannot be translated. Being mad after something implies intense concentration and one-pointedness and therefore achievement is bound to follow.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Everything is God's *vibhūti,*† His *māyā,*†† His *līlā,* His very own play. To spend for worldly purposes what one has received spiritually in the course of that play is not correct.

* * *

Mahāmāyā is one thing and *vishaya māyā,* the delusion of sense objects—sense enjoyment—quite another. For you, a pilgrim to the Eternal, it is detrimental not to tread the path to Him. Having left aside sense objects, do not remain entangled in supernormal powers. Supernormal powers are but a stage. They may be beneficial, they may also be harmful. But through them you will not attain to the Supreme, the Ultimate. Having obtained power it must not be dissipated. Aspire to Self-realization. Otherwise there will be obstacles— decline.

* * *

Using power is a very different matter from coming about spontaneously, of its own. If power is used deliberately, the 'I' remains and consequently a downfall may result from it. Whereas in the case of a spontaneous occurrence this is not so.

* * *

Infatuation (*moha*) causes entanglement while the love of God (*prema*) leads to Self-revelation. Having become involved in *moha,* weeping and regret is bound to follow.

* * *

He who is the Supreme Friend never deceives. From the wordly point of view, a son may be disowned, but that Friend can never be given up.

---

† *Vibhuti* The one Supreme From revealed in all objects of the senses.

†† The Supreme Divine Power by which the One conceals Itself and appears as the many.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

About Sri Anandamayi Ma*

DR. BITHIKA MUKERJI, M.A., D. PHIL.

June 1966. Satsang Hall of the Sri Anandamayi Ashram in Kishenpur, Dehradun. Kirtan is just over. It is the time for conversation with Mataji. The hall is quite crowded with the inmates of the Ashram, guests from out side who have come to spend some time with Mataji, and visitors from the town. An old gentleman who is occupying a front seat asks permission to put a question to Mataji. She smilingly nods assent.

"What have you achieved by your *sādhanā* ?" he asks.

"Here the question of achievement or *sādhanā* does not arise. I am what I have always been."

The gentleman consults a paper and then says :

"What is your message to the world ?"

"What message can one give who has not achieved or learnt anything ?"

The gentleman does not share the general appreciation of this prompt rejoinder. He is in earnest.

"Ma, I have travelled a long distance to see you. When I go back, my friends will ask : 'What is she like ? What did she say ?' and then what am I to tell them ? I want to understand your message !"

"Very well, tell them 'I have a small daughter; she prattles of whatever occurs to her.' You said, 'When others ask', therefore, I said 'I am your child', but actually you and I are one, aren't we ? There is only one all-pervading *Ātmā*, naught else except the ONE. You yourself are a barrier unto yourself in the form of *saṁskāras*. The destiny of

* Reprinted from "The Mountain Path," vol. XI 3, July 1968.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

every human being is to destroy the veil that hides his own Self. To realize the Self means to realize God and to realize God is to realize one's Self."

"There are good as well as bad *samskāras*. Do good *samskāras* also act as barriers ?"

"The bad-ones do not allow the good-ones to be effective. However, from the ultimate point of view there is no such thing as good and evil."

The gentleman professes himself pleased and satisfied with this answer.

He no doubt would have been extremely surprised to hear Mataji on other occasions advocate the ritualistic worship of deities. She also countenances forms of worship which relegate ritualism to a bare minimum. It cannot be said that Mataji has any religion, doctrine or method of her own because she accepts and approves of all of them. She would in effect say: "How can you impose limitations on the Infinite by declaring : 'This is the only true way' ?"

*"Why should there be so many different religions and sects ? Because through every one of them He gives Himself to Himself, so that each person may advance according to his individual uniqueness..."

Mataji's teachings are mainly for the individual and as such it would be as futile to enumerate her words of guidance as to pinpoint the radiating flashes of a diamond. To each questioning person she generally replies according to his cultural background, his capacity to understand and also the degree of his conviction. However, some generalizations may be attempted without fear of misrepresentation.

Mataji has been guiding people away from the ways which lead to religious frenzy or extreme rigorisms. Mataji

---

* "*Words of Sri Anandamayi Ma*" (Published in 1961 by the Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

never delivers a talk. Neither does she herself perform any ritual whatever. She usually encourages the singing of *Nāma Kirtana* and sometimes takes active part in it. Mataji is easily able to establish rapport between herself and people of all countries, age groups and coming from various walks of life.

Now that she is quite well known, many foreign seekers after Truth, artists, journalists and tourists visiting India make it a point to meet her. Mataji receives them as she receives thousands of others. The writer of this article, as one of the interpreters has had numerous opportunities to watch Mataji with foreigners. She gives them the same individual treatment as to persons well known to her. To superficial questions her answers consist of two or three words and the interview is terminated before it has well begun. To a few she gives detailed instructions about many things.

In a particular case the interpreter had a strong feeling that the translation was superfluous. Mataji hardly waited for it to be over before she would start speaking again. The man, looking at her face, would nod understandingly, as if the meaning, which was already clear to him, was being confirmed by the translator. Indeed, many foreigners have experienced no difficulty in communicating with Mataji although she speaks only Bengali and Hindi.

The variety of the advice she gives would explain to a large extent the difference of opinion amongs her devotees about Mataji's teachings. Some will claim that she upholds orthodoxy: "She told me not to eat food cooked by a non-brahmin." Another will say: "Mataji never believed in the caste system. Did she not have the temple doors in the Ashram at Dacca opened for all, many years before such a movement started elsewhere in India ?"

We may hear such contradictory statements as: "She believes in education. She has asked me to study hard and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

finish my educational career before I think of doing anything else," and : "Education is not important. She told me: 'This education will help you to earn material wealth only. You must strive for spiritual wealth'." Or : "Mataji so strongly advises against the breaking up of a home; it is no use arguing that my difficulties can be solved only by going away. She always exhorts me to have patience and forgive again and again." And "She has told me that no duty is binding for one who goes forth in quest of God."

Some will assert that she upholds the ideal of social service, others that she advocates renunciation of the world for the sake of God, and each person will be correct.

It must be understood that all these teachings are the variations of just one theme : The supreme duty of every human being is to strive for the realization of THAT WHICH IS. She knows no compromise in this. All other obligations, namely towards family, country, humanity have their places in the hierarchy of human values but they are all subsumed under the supreme duty towards God:* "To aspire for the realization of Truth is alone worthy of man." "It is man's duty to bear in mind that he exists for God alone—for His service and for the realization of Him."

But it cannot be said that Mataji recommends renunciation of the world. To the oftrepeated question : "Should I renounce the world because this would be helpful to a life of *sādhana*," she has variously replied : "The time has not come for you to do so since the question arises in your mind whether you should or not."

"The call of the Divine must be felt as a compulsion. A man who hears this call leaves all behind even as a dry leaf falls from its branch."

---

* Quoted from *"Matri Vani"*, a collection of Mataji's replies to letters.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"If renunciation does not purge one clean of every sense of duty and obligation it is merely of a flight into another world."

"A man does not debate whether he should escape from a holocaust."

Mataji generally maintains that so long as duties are meaningful they should be carried out meticulously and as a service to God.

She repeats this again and again to statesmen, businessmen, intellectuals, ignorant, rich, poor, old and young. "The Ashram of the householder is a field of service and every service should be performed as a worship of God".

*"Abide by your duty. To live in the home that he has created for himself is surely fitting for a householder. Do not, however, neglect the search for your real Home. Only when this has been found has one truly come home."

"There are various modes of living : one is the Ashram of the householder; another to do service, regarding whomever one serves as a manifestation of the Supreme Being; a third way is to fix Self-realization as the one and only goal and advance towards it with uninterrupted speed and determination. In keeping with his inclination and bent of mind everyone chooses one of these modes of living. God Himself will take care of everything that concerns a man who puts his whole trust in Him."

To children Mataji sometimes says something like this: "You are my friends, aren't you ? Will you do something for this friend of yours ? (1) As soon as you wake up in the morning bow down to God and pray to Him to make you a good boy or girl. Say: 'Lord, I don't know where you are. Grant that I may find you.' At night, do *pranāma* again and if you have done anything wrong, ask God to let you do

* "Maṭri Vani."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

better the next day. (2) Try to obey your parents and elders. (3) Study well. (4) Always speak the truth. (5) Laugh and play, run and jump to your heart's content and if you can do the first four things you may be naughty and mischievous as well."

To a busy housewife she said: "You have no time during the day but the nights are your own. It does not matter when or how you remember God. Divine Grace is all-pervasive. Everyone should constantly endeavour to be in readiness to receive this ever-present Grace."

A religious life does not mean a life of idleness. What is required is to live constantly in the presence of God. Nobody need neglect any duty to practise *sādhana*. Admittedly, there are conditions that are not conducive to a religious atmosphere. But Mataji's counsel in general would be to make the best of the existing circumstances. It is only she who can devise ways and means out of seemingly unsurmountable difficulties.

Mataji is rather strict about the quality and purity of food for persons engaged in spiritual discipline. The general rules of orthodoxy are maintained in her ashrams because this seems a desirable arrangement for all concerned. She sometimes says: "You have come here for the purpose of serious *sādhana*. Everyone lives within an aura of his own creation. The comingling of natures is not conducive to progress on this path." Such advice is for the inmates of the ashrams and for other serious minded devotees. She does not seek to change the customs ordinarily followed by people.

* * * *

Mataji was born in 1896 in the village of Kheora, now in East Pakistan. Her parents, devout Brahmins, named her Nirmala Sundari.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

By all accounts she was an extremely obedient, helpful and radiantly happy child. Her mother does not recall that Nirmala Sundari ever expressed a wish of her own. From her infancy she exercised unusual attraction on all who met her. For a short time only she was a pupil of the local village school. She was ever ready to help with the chores, not only at home but at all the neighbouring houses. Mataji has always approved of physical work. She herself was untiringly engaged in household work till the years 1923-24. She was able even to combine the life of a hard-working housewife with that of the ascetic engaged in rigorous *sādhana*.

Before completing her thirteenth year, Mataji was married to Ramani Mohan Chakravarti, known as 'Bholanath'. In accordance with village customs, she stayed with husband's family for the first few years after marriage. When she was about 18 years old, she went to keep house for Bholanath at his place of employment.

The question of leading a conventional married life just did not arise for this unusual couple. Mataji has said : "My parents told me that I should respect and obey Bholanath and look upon him as my guardian. Consequently I gave him the respect and obedience due to my father. He was always like a father to me." Bholanath, by all accounts, was a remarkable man himself. When the time came for them to stay together, the young husband found that he had a most extraordinary wife to look after. She was gentle, hard-working and of a joyous nature, but without a trace of worldly feelings and desires. Her innocence and unquestioning trust in him made him the devoted guardian he was to her throughout his life. Mataji has a delightful sense of humour. The anecdotes of her life with her relatives by marriage and also with Bholanath are full of penetrating observations. About her marriage Mataji has once said : "In the beginning Bholanath used to say : 'You are very immature and childlike........ It will be all right when you

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

grow up.........,' but it seems I never grew up !" More seriously: "Bholanath's restraint and sense of dignity were always exemplary. All the years I was with him I did not have even an inkling of the desires which assail mankind. It is now that I hear unending tales of troubles and transgressions."

Mataji was never taught any spiritual practices, neither did she engage in the accepted sense of the term. However, during the years she spent in Bajitpur and Dacca (roughly from 1918-1926), she spontaneously went not only through the variegated *sādhanas* indicated in the Hindu Scriptures but also those of other faiths. The effects of these practices manifested on her body. She would be in exalted states of *bhāva* or *samādhi* or her body would assume various yogic postures. She has no previous knowledge of such matters. She watched herself go through the innumerable paths of *sādhana* as she watched herself performing household work. She refers to this period as "The play of *sādhana*". She has said........"As a rule there is a veil that separates man from his own self. This veil has to be worn of by practising *sādhana*. But here, there was no veil, it was drawn only in order to be removed again. Therefore, what else should this be called but play ?" What she has related about this phase of her life would fill a volume, yet she says that she has not disclosed even one hundredth part of the entire experience. The minutest details of each line of approach were revealed to her in their true significance.

Mataji did not need or ask for publicity. In fact, she tried her best to avoid it. In the beginning a few of Bholanath's friends would come and talk to her about religious topics. All knowledge of rituals, spiritual exercises and also philosophical evaluations of such matters came unhesitatingly, clearly and convincingly from this untutored village maiden. These friends brought others and gradually crowds began to assemble round Mataji's radiant personality,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust, Funding by MoE-IKS

seeking advice on spiritual things as well as on their own problems.

Mataji herself did not go out of her way to talk to anyone. If Bholanath asked her to speak to people she would do so, not otherwise. Throughout his lifetime Mataji never did anything without his consent. Bholanath occupied a peculiar position. He looked upon Mataji as his guru and spiritual preceptor and also received from her the untiring service of which she alone is capable. After his death in 1938 at the age of 56, other devotees have tried to serve Mataji and make all arrangements for her.

* * *

It is difficult, indeed impossible to understand Mataji because her actions and words reveal nothing about her. Usually action gives a clue to the mental make-up of a human being. Mataji's actions arise out of the people around her. For herself no action whatever is necessary. Even bodily requirements such as food, rest, sleep and so forth do not influence her behaviour and may remain suspended for any length of time. During earlier days this was a more frequent phenomenon. Once she did not eat or even drink water for 13 days. On the 14th day, she broke this remarkable spell of abstinence with the remark : "I just wanted to see how it would be to remain without water. I find that even the need for water it becoming extinct. But for the comfort and convenience of people a semblance of normal behaviour must be kept up."

Other similar features make it impossible for ordinary judgement to be meaningful in her case. To the question : "If you have no mission to fulfil or message to give, why do you tell us to worship God ?", Mataji replied : "If you do not ask, I have nothing to say. But if you ask and it is my "*kheyāla*" then I shall certainly tell you about the better way of life."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji herself has had no Guru and she does not give formal initiation to anyone. The hundreds of people flocking round her are not bound to her even by this intangible tie. The secret of her attraction she somtimes explains in this way: "It is natural for people's hearts to go out to a child. My body is aged but actually I am a small child and as such receive affection from all. Although this little girl cannot do anything for anybody, people out of the goodness of their hearts love her nevertheless.'" or alternatively: "All children and unmarried people are my friends, and married people are my fathers and mothers and so I am dear to all. Is it not natural to love one's friend and child?"

Mataji has no chosen attendants. Her companions, travels, places of residence are fortuitous. One is as good as the other. One of Mataji's favourite expressions, repeated by her again and again is: "जो हो जाय" (*jo ho jay*): Whatever comes to pass is equally welcome". Nobody can presume to say that he or she is indispensable to Mataji or specially favoured by her. Out of the throng that surrounds her, there may be one or two who understand the immeasurability of the personality that gives of herself freely and unstintingly to all who have need of her and yet remains so remote. Her compassion for suffering humanity is unbounded. Her days are more than full with assuaging the sorrows of the bereft, unlucky and afflicted. Mataji has no mission to fulfil in the world because no lack in her requires fulfilment. This self-sufficiency makes her personality absolutely enigmatic. From this point of view her closest companion of over 40 years' standing is as distantly placed as the stranger at the fringe of the crowd. She passes through the multitudes mostly as an on-looker. She has no fault to find with anything or anybody but if approaced in perplexity she will give guidance and hope and advice as only she can.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

All those who have seen Mataji will however subscribe to one general opinion about her: In Mataji's proximity there is no room for pessimism, despair or depression. The divine presence seem to permeate the atmosphere. The razor's edge path appears easy to traverse. The heart is buoyed on a wave of joyousness unimaginable before. It seems a miracle to be born a human being to whom the Kingdom of Heaven has been promised. Mataji's mere presence awakens in every man, woman and child a sense of destiny which is ANANDA.

—-—

"He who makes you turn towards the One Beloved, he, verily, is a real and true friend."

—Mata Anandamayi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Man and His Goal—The Light of Viveka*

The first question which the seeker must inquire into is what is his ultimate destination, his hidden want; for no traveller can chalk out a plan for his journey unless he knows or believes where he is to go.

Attachment to the changeful objects of desire and yearning for Reality are the two opposite components of a man's being.

As no massing of clouds can obliterate the sun, but can only hide the sun from our eyes for a while, even so no motley of fleeting desires can kill our inherent and real want—they can only cover it up temporarily. Just as the dawn of the sun dissipates the clouds in no time, so does the awakening of the inner want and aspiration of man free him from all fleeting desires.

Man's innermost thirst for Truth or God can never be satisfied with any compound beings, objects or circumstances. The most pleasing set of objects or circumstances by themselves are like a well-decorated house where you may be without a friend, a lonely soul. Devoid of faith in the Divine, man is like a body without soul; an ornamented body a well-decorated house, a beautiful garden, but a lone resident therein.

The Infinite, which is our goal, is the Eternal whose Light and Love give light and life to all passing things.

The very fact that nothing is able to destroy the natural yearning of man for love and joy shows that the Lord of Love and Joy is ever calling man to his hidden heritage.

Before the fulfilment of our inner want, we run after the world but the world eludes us. On the fulfilment of our

---

* Reprinted from the book : "A Saint's call to Mankind", Published by the Manav Sewa Sangh, Vrindaban.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

inner want, the world will run after us but not we after the world.

The realization of one's want enables one to set up one's goal. Thereafter a divine discontent carries one forward.

Man must carefully think over and determine what is his goal. The goal can only be that which is of his inmost nature, and therefore attainable. When the goal is set up the means come of themselves.

Our daily affairs and necessities do not constitute our life; they are merely bubbles in the sea of life. The secret of rising above objects and circumstances is to regard them all as the means to an end and never the end. If our gaze is fixed on the goal, we will make the best use of all these, which will only help us in attaining the goal. We should remember that no one, no object and no circumstance is to be blamed for our helpless state, but that imperfection is the very nature of transitory life, which includes our body and the world. Yearning or our real want is for that which is immutable : the Divine Eternal.

As the thirsty man drinks water eagerly, so *sādhana* comes naturally to one whose goal is established. When the *sādhaka* has set up his goal once for all and does all work for the sake of the goal, all his work becomes worship. The light of *viveka* (discrimination) illumines his path and indeed *viveka* becomes the captain of his soul until the goal is reached.

Viveka is the light of Wisdom that is rooted in man and marks him out from the sub-human creation. It is not the same thing as the intellect, but is that from which the intellect derives its force. The intellect is a mechanism of nature, whereas *viveka* is the supra-mental light illuminating it. As the sun is the source of the electric or the candle light so is *viveka* the source from which the intellect and the senses derive their light and power. *Viveka* is the light of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Truth whose ray is imbedded in the innermost shrine of the heart of man and which leads pilgrim man to the realization of his being an image of the Divine.

Viveka enlightens us that man is not the human skeleton, but consciousness focussed in the human body. What he is—Consciousness—is the hidden target of discovery for the individual. But it should be discernible to each thinking man that he is not the body, even though normally he may be all too body-conscious. Each man calls the body *his* body, not himself; and there are many men who are ready to lay down their bodies to protect something they value higher—honour of self, family, country, etc.— or who would rather be released from their body if faced with an incurable and agonizing malady in the body. What, then, does man find himself to be ? A being or consciousness who is discontented with his incompleteness – reflected in his unceasing desires—and is impelled by an urge for fulfilment, perfection or liberation, being endowed with *viveka* which guides him onward all along, this is what man actually finds himself to be. It follows therefore, that man's life must be a process of *sādhana* : a conscious aspiration and ceaseless effort to emerge from want to fulfilment, from imperfection to perfection, from bondage to liberation. *Sādhana*-less living is living by instinct, the life of the sub-human; or it is the life of the liberated man who has fulfilled himself through the school of human life—not of the normal man. Man as he is, is an entity of conscious *sādhana*. Unconscious gifts one finds even in many trees, but they do not equate with man for they lack the self-awareness of *viveka*. Non-possession is the attribute of many animals, but none calls them *sannyāsis*. So, it is *viveka* or self-awareness which marks out man as the highest of God's creation, verily made in the image of God.

Mystics, saints and sages of all lands and ages have offered their testimony that, eventually, man must inevitably

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

realize his kinship or unity with the True, the Good and the Beautiful—the Divine, or by whatever name we may call the ultimate Reality. His transitional identification with the outer appearances imposed upon him by age-long habit then disappears. In other words, the manhood of man consists in a process of his integration into completeness which is a mark of divinity.

True integration of man's personality is not possible without control of the senses, transmutation of selfishness into selfless service and of fissiparous thoughts into contemplation of God or yearning for Truth. These are labeled as the paths of *yoga* – *karma*, *bhakti* and *jñāna* respectively.

The part enacted by an actor on the stage is not his own true nature. The states of wakefulness, dream and deep sleep are the state of the physical, the subtle and the causal bodies of man. The true man is beyond these three states of the object world.

Knowledge is one; but we experience it at different levels—one through the senses, a second through the mind and a third direct by oneself. This threefold knowledge may be considered relatively progressive knowledge. But all these three states of knowledge are illumined by one Supreme Consciousness. As the sun is the sole source of light to the eye and of electricity, so is the Divine the sole repository of all knowledge and consciousness. *Viveka* is the light of the Divine.

As the clouds born of the heat of the sun itself hide the sun for a while, even so the knowledge at the level of the senses beclouds the intellect and the knowledge at the level of the intellect hides true supramental knowledge. *Viveka* pertains to that level of man's consciousness whose light enables him to see the fleeting phenomena of the body, the mind and all things and states as on the screen: the non-Self.

Truth, being self-aware and sure of itself, is infinitely patient. Just as salt does not beat the drum of its own

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

flavour but brings out goodness in everything that it contacts, so does Truth impart light and life to everything. *Viveka* is the light of Truth.

Man rightly calls his body his body, his mind his mind, and so on. But he does not pause to inquire who *he* is As soon as he dissociates himself from the body, the mind and their environment, he will stand by himself and know himself. Ask any man if he is the same person who was studying at the same school with another who is now in entirely different circumstances. One might be highly placed, while another might be a beggar. The circumstances of the two are now widely different, but both know themselves to be the same as they were as school-mates. Thus any change in their bodily circumstances and environment does not affect their awareness of what they are. This shows that man by himself is distinct from his surroundings.

The enquiry 'Who am I ?' arises in the mind of a man when he finds himself bound in limitations but swelling with an inner urge to cut asunder the bonds of environment and states of mind. The false 'I' is but a yearning for its real content. Put otherwise, it is like a thief who elopes the moment the master 'I' dawns on man's consciousness.

Aham-vritti (false I, egoism) is the disease, while *Aham-sphurti* (emergence of the true I) is its cure. The latter consumes the former and what remains then is effortless awareness, which is Self-realization.

An investigation into the contents of the false 'I' will reveal that the *swarūpa* (real nature) of the real 'I' is the hidden want and aspiration of the ego, even though dissipated in numerous reflections of desire.

The enquiry 'Who am I ?' or yearning after God arises in a man only after he has repaid the debts of society by selfless service. Man identified with the body is an embodiment of the calls of society. Deeper down he is a longing for the Divine,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Desire is born in man because he identifies himself with the body. The cessation of desire for the fleeting robs the passing I-sense of its main prop. It then survives for a time on the desire for the Eternal which consumes what remains of him till he resurrects into divinity. As the concept 'I am His devotee' or 'I am a seeker after Truth'—i. e. *one* all-consuming aspiration—replaces a medley of desires, God or Truth does not take long to own the aspiring soul. Aspiration is directed to one, desire to a multitude of objects.

All the various rules of conduct prescribed by different religious are meant only to rid man of his body-consciousness through right action, of the subtle body by right thinking, of the causal body by detachment, etc. With the dissolution of body-consciousness, Self-realization dawns by itself. It is only until man has not realized his true Self that the aspirant engages in various efforts to unwind the false identification with which he has bound himself. The dawn of *viveka* and the ending of body-consciousness constitute a simultaneous process. The elimination of 'I am the body' concept is the gift of *viveka*; the false belief 'I am the body' is created by the lack of discrimination (*aviveka*). The sunrise of true knowledge (*jñāna*) dispels in a flash the age-long nightmare of darkness. *Viveka* is not a matter of practice, it is the fruit of all practices.

As the eye can see every object but no one can see his own eye, so One who knows everything and is self-luminous is the Self or Divine—who cannot be percieved by the intellect or seen by the eye. Even as the light of the candle merges in the light of the sun, so does the knowledge of the senses merge in the knowledge of the Self.

Viveka is the self-sufficient torch-bearer of truth; for it is the light of Truth itself. Thus, when *viveka* is ablaze there is effortless awareness, supreme *jñāna*. Effort pertains to the 'I' and lasts only as long as it has not consumed the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'I' itself. All *sādhana* is meant to lead to *sādhana*-lessness. Realization dawns when the 'I' has set. The 'I' is motion; *jñāna* is the stillness of the Self. Just as where light is, darkness is not, so in stillness there is no motion and no effort.

Viveka is the true *guru*. Just as the fragrance emitted by the flower is in fact latent in the seed as well as in the tree, but it is given to the flower to emanate it by virtue of its perfection, so is Truth or God, though omnipresent, revealed to man by Flowers of the race: saints and sages. The *guru*—saint or sage—accordingly is *viveka* itself personified. The person who remains indifferent to his *viveka* remains indifferent to the *guru* and the scriptures as well, just as one who closes his eyes to the light cannot derive light even from the sun. Man can escape the *guru*, the leaders and laws of society or government; but he cannot escape his own *viveka*.

In fact, as in all sweetmeats the sweetness is of the sugar, so is all that appears true and beautiful a reflection of *viveka*.

As the pure water of a flowing river, enclosed in a pit, breeds various germs, so does universal love, encased in a body, object or environment degenerate into *moha*. The ego is the limiting agency.

Viveka is the splitter of the ego, which is the atom of the spiritual world. The splitting of the ego is the key to *moksha* and the realization of Truth. Truth is the substratum that is eternal and knows no change; untruth is that which floats on the screen, an influx of ever-changing appearances. The latter feeds on desires; the former is what remains on the cessation of desires.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In Search of the Mother

SWAMI BHAGAVATANANDA GIRI

(*Translated from Hindi*)

For the first time I was blessed by Mataji's *darśana* on January 6th, 1942. Mataji was then staying in Gujerat; on the banks of the holy river Narmada in Yogashram at the so called 'Vyasa Kshetra'. My good luck brought me there. I feel that gracious Ma attracted me by her divine power to give shelter at her lotus feet to this erring individual.

From the very first moment I felt great love and veneration for Mataji. Two months later I left home, family, friends and society to seek refuge at her feet for the rest of my life. While staying with Mataji, I was vouchsafed many beautiful inner experiences. In her presence I felt an abiding deep peace and overwhelming bliss. Inspite of this there was some uneasiness in my mind. I was perplexed as to who or what Mataji actually was. Some people said she was God Himself, others that she was Devi, yet others that she was Krishna, and so forth. Unable to solve the riddle, I once took heart and asked Mataji in private: 'Ma, who actually are you? People have varying opinions about this, but unless I have first-hand experience, I am not ready to accept any of them." Mataji gave me a beautiful reply—"Whatever you think me to be that I am." This however did not allay my doubts. Therefore, in November 1942, I once said to Ma: "Before deciding finally to remain with you for good, I should like to go on a pilgrimage through the length and breadth of India and get acquainted with the greatest saints and sages, so that later I should not be able to feel I might have made better spiritual progress elsewhere. If you grant me permission I want to try and fulfil this wish of mine."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji said : "Most gladly. And if you find a place that seems congenial to you, remain there; if you feel inclined to take initiation from a competent Guru, you may do so."

Thus, after several conversations of this kind with Mataji, I set out on my pilgrimage. Apart from visiting many holy places, I spent about three weeks at the Ashram of Swami Ramdas at Kerala, another three weeks at the Ashram of Sri Ramana Maharshi and had *darśana* of Sri Aurobindo in February 1943 at Pondicherry. Proceeding from there to Jaganath Puri and Calcutta, I reached Sri Rabindranath Tagore's Santiniketan in March 1943. From Puri I had written a letter to Mataji and her reply came to me at Santiniketan. At that time Mataji was in retreat in a place which was kept secret. Only one or two devotees knew where she was. Sri Hariram Joshi would redirect Ma's correspondance from Lucknow. Thus the letter I received from her bore a date but no address. It contained nothing of special importance. After replying to it I went to sleep. Suddenly I felt a powerful urge to go to Mataji. It was as if she were calling me to her. I got up at once and decided to leave by the next train. But oh! What hard luck! Where was I to find her ? I had not the faintest idea where Mataji was hiding. There was no indication in her letter. My mind was in great agitation. I felt I must go to Mataji without delay, but how, and in which direction was I to start ? At last I had a brilliant idea. I looked at the post mark and found 'Sagar City' stamped on the letter. I immediately went to the Post Office to consult the 'Postal Guide'. To my dismay I found that there were five or six places in India that were called "Sagar City." In which of them was Mataji ? How could I possibly come to know this ? In my despair I sought advice from the students of Santiniketan. One of them, who was a friend of mine, said : "Go to Sagar City in the Central Provinces, Ma may possibly be there." Of course, nothing could be said for certain. At any rate, I

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

decided to leave at once. My hosts were rather taken aback at my running away without even spending a night, while I had come with the intention of staying for a whole week. However, nothing could keep me and after taking leave from them, I proceeded on my search. On the way it occurred to me that since I had to pass through Varanasi, it might be wise to stop there and try to collect some information from Ma's devotees. At that time the Varanasi Ashram did not exist as yet. Whenever she came to Varanasi in those days, Mataji would stay in a hut in the garden of the late Sri Nirmal Kumar Chatterji's residence. I therefore paid him a visit but could not get any information as to Mataji's whereabouts. Mataji changes her programme so suddenly, there is no knowing where she may go within an hour. Consequently one can never be sure where one may find Mataji and when. I met some other devotees at Varanasi as well—in vain. Someone said that Sagar City in the Central Provinces might be the right one. So I continued my journey to that place. In the meantime I was getting more and more inpatient to be with Mataji at long last. I reached Sagar City at 2 A.M. and went to a *dharmaśāla* near the station for the night. My mind was busy devising ways and means how to find Mataji. After completing my morning prayers, I started out on my quest. I had brought a photo of Mataji with me, as it might possibly help to get a clue of where she was hiding. I knew that only Gurupriya Devi and Abhaya were with her. I thought Abhaya would most probably go to the market in the morning to buy vegetables. So I went there first of all looking for him everywhere—without any result. Walking on, I came to the Post Office. "Let me at least make sure whether the postmark on my letter is from here", I thought. When the postmaster had confirmed this, I asked him whether any letters were arriving addressed to Sri Anandamayi Ma. But he said : "This is a branch post office, you will have to go to the main P. O. to find out." Near the post

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

office there was a pharmacy. I went in and inquired whether they had seen a young man called Abhaya, giving a detailed description of his looks. However, the shopkeeper was unable to help me. The idea came to me to look for a Bengali family, they might possibly know where Mataji was staying. In my eagerness I entered a Bengali home without even asking permission. As a result the master of the house gave me a good scolding. I felt ashamed of my rude behaviour. Those people knew nothing about Mataji. I became more and more worried. How was I to get to my destination? As I strolled on, I discovered the name of a Bengali lawyer written on a board. I stepped into his office and asked him, whether by any chance he knew anything about Anandamayi Ma. "I have heard her name many times but I have never had the good fortune of her *darśana* so far," he said. "Do you mean to say that she has come to Sagar City?" I replied, "she must be staying somewhere here, but I do not know her address". I then requested the lawyer to introduce me to the Post Master of the main post office so that I might possibly get her address from him. The lawyer very kindly guided me to the Post Master who took pity on me and looked through the whole mail, but could not find a single letter addressed to Mataji. All my efforts had thus proved fruitless. I thought: "Whatever I have tried has been in vain. Now only one thing remains: to pray to Ma to let me find her." So I trudged on, praying fervently: "Merciful Mother, compassionate Mother, let me find you, let me reach your holy feet." I became to absorbed and one-pointed that the difference between trees and stones, between living beings and lifeless things vanished. Everything had become alive for me. I began to talk to the trees and stones: "Dear tree, have you not seen Ma walk on this road? And you stone, surely you have seen her, do tell me where she is!" In this manner I took a solitary path, crying for Ma at every step. Later I learnt that at that very time

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji had called my name: "Kanti, Kanti!" two or three times and had been laughing. Gurupriya Didi had asked: "Do you mean the Gujerati Kanti?" and Mataji had affirmed this. This is how Mataji's strange *līlā* was being enacted.

Walking on and on in deep despair, I came to a temple of Rama at about midday. I approached the priest, showed him Mataji's photo and asked him whether she had not by any chance visited this temple. "Yes," he said, "about a fortnight ago this Mataji came here with another woman and a young man with long hair. She stayed for a little while, but where she went from here I do not know." Hearing this, I was thrilled—at least I knew now that this Sagar City was the right one. Yet a fortnight was a long time for Mataji who changes her programme from moment to moment. So, after all, it seemed to me that I had not come any nearer to my destination. What was I to do next? It now occurred to me to inquire at the Railway Station. For if Mataji had left for some other place she must have left from there. And her personality is such that she is bound to attract attention wherever she goes. I therefore went to the Station Master and showed him Mataji's picture. However, he said he had not seen her. All I could do was to request him to send word to me at the *dharmasāla* in case he should come across Mataji. He promised to do so.

It was about 1 p.m. now. I had not eaten anything that day, neither did I feel like eating. Would I be able to trace Mataji? I felt dejected and was wondering whether Mataji was in Sagar at all and whether it was not futile to continue my search. The money I had brought with me was also getting exhausted. How much longer could I go on in this manner? My thoughts were all in a turmoil. Once again I was moving towards the bazar. Full of despair I sat down in a tea shop and had a glass of milk. My eyes fell on the board of a motor company just opposite. It suddenly struck me that Mataji might perhaps be in a village

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in the neighbourhood rather than in Sagar itself. The buses of this Company were running up to a distance of hundred miles. It might be possible to get some information from the bus drivers. I thus saw the manager of the Company and related my pitiful tale to him. I also showed him Mataji's photo and requested him to ask his drivers to send word to me immediately in case they came to know that Mataji was in a village or any other place. He agreed to talk to his drivers and to do whatever was in his power to help me. I now reflected that I had tried every possible means to locate Mataji and that nothing further could be done. So I went back to the *dharmaśāla* to have a rest. How extraordinary Ma's *līlā* is! At about 4 p.m. someone came and called my name. He said: "A Mataji of your description in the company of another woman and a young boy is staying in a forest called Chitora about 9 miles from here. Of course I cannot be absolutely sure that she is the Mataji you are looking for." I thanked him and asked him to arrange for a conveyance to take me there. As soon as I heard of the forest I at once felt it must be Mataji and none else who was staying there. I was beside myself with joy at the prospect of being with her soon. How merciful, how compassionate Ma was! With "Jai Ma!" on my lips I picked up my luggage and hastened to the bus stand. The bus did not start at once. I was so impatient I could hardly bear to wait any longer. Every minute seemed an eternity to me. I wished I could fly instead of riding in a bus. At last the bus started. Stopping after about nine miles' run in a forest, the driver said to me: "Your Mataji lives in the house that is visible over there. You have to get down here." I jumped on to the road. There was jungle all round. Only one small cottage could be seen. No village nearby. By the side of a small rivulet in the shade of trees a single, solitary house. I felt as if submerged in happiness—now I was going to find Mataji. In

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

a few minutes I would reach her lotus feet. The place was completely calm and quiet. Not a sound could be heard from anywhere. Peace and stillness. I slowly approached the house and entered. There was no one in the room. At once my heart fell. However, I continued to explore and found Abhaya sleeping in the next room. My hopes rose again. Not finding Mataji inside the cottage, I began to look for her outside. At some distance I saw Mataji walking towards the house with Didi. When my eyes discovered Mataji, I became entirely drowned in an ocean of bliss. At once I fell at her feet. Didi was amazed to see me. "How did you manage to come here ?" She asked. "Only today Mataji was calling your name three times. And now you have actually turned up yourself !" Mataji laughed heartily. Then she sat down and I buried my head in her lap and shed profuse tears of joy. Didi and Abhaya were curious to know how I could have come without knowing Mataji's address. But I was speechless with happiness. Seeing my condition, Mataji put her hand on my head to calm me and said : "He who seeks, finds."

———

"To know the Mother means to find the Mother, to become the Mother."

—Mata Anandamayee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Nāda Yogi Swami Haridas

'SAROJ'

"न नादेन बिना गीतं, न नादेन बिना स्वरः ।
न नादेन बिना नृतं, तस्मान्नादात्भरं जगत ।
न नादेन बिना ज्ञानं, न नादेन बिना शिवः ।
नादरुपपरंज्योतिः, नादरुप स्वयं हरिः ॥"

"There is no song without *nāda*, no melody and no dance movement without *nāda*, hence the universe is replete with *nāda*. There is no knowledge without *nāda*; even Siva is not without *nāda*. *Nāda* is the final beatitude of the Supreme Light, the Lord Himself is *nāda*."

Such was the *nāda* worship of Swami Haridas. Being permeated by *nāda*, he accomplished his *sangīta sādhana* (worship by music) at the feet of his chosen deity Radha Krishna in Nidhiban, Vrindaban. Consumed by exclusive devotion for Sri Krishna and Radha, Haridas took to music for the pleasure of his Lord Kunjbehari (Krishna). Music to him was simply an expression of Krishna *bhakti* and applicable to life merely for the adoration of Beharilalji (Krishna) whose love lures made Haridas drunk with ecstasy.

Swami Haridas was a sole adorer of Sri Krishna who for him was the only *Purūṣa*, while all other men and women were His *gopis*, the humble attendants of the Lord Ghanashyāma. Filled with the *rasāswāda* (delight) of divine love for Radha Krishna, Haridas would sing out his heart for the attainment of ecstatic heights in classical melody. Music was to him a sublime means for his identification with the celestial couple Shyāmā-Shyāma (Radha Krishna).

Swami Haridas was born on *Bhadrapada Shukla Ashtami* in 1537, in a small village known as Rajpur near Vrindaban, the place where Sri Krishna's *rāsa līlā* had been

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

enacted. Haridas' father, Sri Gangadhara and his mother Smt. Chitra Devi, Brahmins by caste, were rich in religious experience. Haridas, in the prime of his youth, felt inspired to take to renunciation. The germs of *vairāgya* (dispassion) had already been in him right from his infancy. His urge to give up worldly life was so vital that no earthly allurements could stop him from adopting *sannyāsa* in the year 1562, at the age of twenty-five. Swami Asudhirdeva, his religious preceptor, enunciated him in Krishnabhakti of *Nimbārka Sampradāya* that led to his life-long dedication at Lord Krishna's feet amidst the groves of Vrinda plants in Nidhiban, Vrindaban.

Swami Haridas, an ascetic of the highest order, was consecrated to *sātvik sangīt* in the theory of Indian music. He adopted *Dhrupada* and *Dhamar gayaki* to this effect and championed the spread of the *sātvika* element in music. The concept of *sātvika sangīta* as opposed to *rajasika* music was innovated by Haridas to derive devotional delight of intense sublimity. His spiritual practices of music gradually elevated him to the level of Oneness with the whole of creation. This sort of empathetic state enabled Haridas to see and feel in living beings and in insensate things an over-seeing power of *Brahma*, the supreme Spirit permeating the whole universe. This experience of oneness made Swamiji's tunes so captivating that all people around him would feel bewitched for long. Such was the overwhelming and enthralling effect of his waves of melody both on animate and inanimate beings.

The *Dhrupad* style requires high concentration in music; *swara sādhana* (song as *sādhana*) comes to the fore in this mode of music. Actually, *prāṇayama*, one of the exercises in yoga, furnishes the basis for *Dhrupad* style. Haridas was an exalted maestro of *Dhrupad* who had passed long days and nights in the endeavour to achieve proficiency in it. It is said that Lord Krishna had appeared in person

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to His dedicated disciple Haridas to grant him perfection in *Dhrupad* style, since it is pledged by the Lord to incarnate Himself where His devotees sing His glories :

नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च ।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥

In this way Swami Haridas sang the glories of the celestial couple Radha Krishna from the core of his heart, touching divine dimensions in the musical firmament.

The music-sage Swami Haridas treated music as the basis of the fundamental unity of sound and light. He conceived of music as an entity of two different aspects, namely the sound form and the visual form, as he made out fully well the fundamental psychic values of all the chief *rāgas*, such as Bhairava, Hindol, etc., and to apply them to the requirements of a particular emotional situation or interpretation.

It goes without saying that each *rāga* has its peculiar psychic form corresponding to its sonant body over which the presiding deity rules. This *arādhya devata* (image form) dwells in the super-consciousness of the elevated singer and can be invoked to descend on earth through the genuine prayers of a singer who is aided by a definite symphonic formula peculiar to such melody.

Swami Haridas was well versed in spiritual exercises through music; besides this, he was blessed by the Lord Himself. He had, therefore, the insight of seeing a particular *rāga-swarūpa* (sound form) face to face. For example, his song :

जुगल नाम सौं नमैं, जपत कुंज बिहारी ।
अवलोकत रहैं केलि, सखो सुख के अधिकारी ॥

made him see in visible form the divine couple Radha Krishna, making fretful attempts amidst *gopis*. In a similar manner he was endowed with the power of invoking

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Varuna Devata (the god of water) at the performance of *megha rāga* (cloud *rāga*) and *Agni*, the god of fire, by *dipak* (light) *rāga.* To cap it all, *rāgas* used to play and trip about him full of grace and charm, affording inward calm to this unassuming singer saint.

This concept of invoking the presiding deity or the spirit of divinity by means of a *dhyāna* formula accounts for Haridasji's saintliness and *nāda* worship. It is an evocative scheme of incessant concentrated prayer that led to the birth of his divine music.

Among Haridasji's disciples are the names of such noted singers as Tansen, Baiju Bawara and Gopala Nayaka. It is said that Akbar had expressed the desire to hear Tansen's Guru. At his disciple's request Swami Haridas sang and made Akbar spell-bound by his unique performance of music and his mystical achievements.

The fifth day of *Margashirsha Shukla* is sacred to the followers of Swami Haridas and to numerous devotees of Lord Krishna, as on this day Haridasji achieved self-realization and got the *Sri vigraha*, the supreme image of Banke Beharilalji that is installed in the famous Behariji temple of Vrindaban at present.

Swami Haridas started a music tradition of his own. Some of his followers are well-known *achāryas* (instructors), such as Sri Vitthala Vipul Devaji, Swami Rasikadevaji, Swami Lalita Krishoredevaji and Swami Lalita Mohinidevaji whose compositions have copiously contributed to and enriched the *Braja Sahitya* and classical music tradition of India. Those singers have, like Swami Haridas, mostly concentrated on the eternal *līlā* of Radha Krishna.

Swami Haridas entered the all-pervading spirit of the celestial couple Radha Krishna finally on the eve of *Sharad Purnima* in the year 1632 at the ripe age of ninety-five.

Each year, the sacred earth of Vrindaban and Mathura, which is called '*Brajabhumi*', becomes resonant with the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

breath-taking performances of artistes of national fame. These musicians experience an inward gratification after paying their homage to Swami Haridas in musical language.

Thousand of salutations to this sage singer of Braja bhumi who embodied the essence of Indian classical music and represented a rich tradition in devotional songs.

"Who is the Kriya Shakti? Thou thyself. And who is the Shakti? He, the One."

—Mata Anandamayee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sacred Places of Kashmir, Jammu and Ladhak

A DEVOTEE

(*Continued from the April issue.*)

KSHIR BHAWANI

The ancient shrine of Kshir Bhawāni or Rājnia Devl, as the local people call the goddess, is situated near a sacred spring at Tulmul, which is two kilometers north of Srinagar. The spring itself is regarded as an emblem of the goddess. It is called Kshir Bhawāni because she is as sweet and tasty as 'Kshir' (a delicious preparation of milk). The goddess and her shrine are mentioned in Kalhana's Rājatarangini. The Rajniā Kavacha (the holy psalm in praise of the goddess) is found in the Sanskrit scripture called Rudrayāmala Tantra, which also proves the antiquity of the sacred shrine.

A big religious fair is held before the shrine of Kshir Bhawāni on the eigth and the fifteenth day of the bright half of Jyaishtha which corresponds with May-June of the English Calendar. The pilgrims offer milk, rice, sugar, honey etc. to the goddess by throwing these into the water of the sacred spring. The colour of the water changes several times during the day.

There is a legend that the image of the goddess which existed at that place was originally worshipped by Rāvana in Ceylon (Lankā). The image was brought to this place in Kashmir by Hanumān after Rāvana was killed by Sri Rāma.

---

* The Nilamata, verse 1302.

** Rājni in Sanskrit means queen. The goddess is also called Mahārajni which means 'the great empress.'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We are told that when Swāmi Vivekānanda visited the sacred shrine of Kshir Bhawāni during his stay in Kashmir, his heart became full of sorrow at the sight of the broken temples and images all around the place. He thought within himself; "Had I been living at that time, I would have never allowed the ruffians to destroy the temples and desecrate the shrines. I would have protected them at the cost of my life". When he was thinking thus he heard a heavenly voice saying; "Son, if the followers of another faith enter my shrine and desecrate it, what does it matter ? What is that to you ? Am I protecting you or are you protecting me ?" Vivekānanda pondered within himself. "If only I could build a nice temple here !" Again he heard the same heavenly voice : 'Son, I wish I can create innumerable temples and towers. At this very moment a seven-storeyed golden temple may be constructed, so you need not worry." After this incident Vivekānanda's outlook on life underwent a thorough change and from that day he felt as if he were a child in the lap of the divine Mother.*

न तातो न माता न बन्धुर्न नत्पा
न पुत्रो न पुत्री न भृत्यौ न भर्तृ ।
न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि ॥**

[O Bhawani ! Thou art my refuge, thou art my refuge thou alone art my refuge, and not my father, not my mother, not my friend, neither grandson, nor son, nor daughter, nor servant, nor husband, nor wife, neither learning, nor profession.]

---

* See Punyatirtha Bharat by Swami Divyatmananda.
** Bhawanyashtakam by Shankaracharya, verse–1.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIKAR

तस्स पदे नमस्सित्वा सम्बुद्धस्य सिरीमतो ।
सद्धम्मञ्च पूजेत्वा कत्वा सङ्घस्य चाञ्जलिम् ॥*

[I reverently bow at the sacred foot of Sambuddha. I observe the perfect religion and I pay homage to the Sangha (the Buddhist Church) with folded hands.]

Likar village is situated at a distance of about thirty kilometers west-north-west as the crow flies from Leh, the head-quarters of the Ladhak area of Kashmir. Leh can be reached by road or air from Srinagar.

There is an ancient Buddhist monastery at Likar. Images of the Buddhas are worshipped in the monastery. On all ceremonial occasions people in large numbers assemble offering prayers and receiving the blessing of the Lāmā of the monastery.

LODUV

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि ।
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥**

(We comprehend that supreme Being. We meditate on that great God Mahādeva. May that Rudra protect us.)

Loduv is situated at a distance of about five kilometers south-east of Pampur and about twenty-six kilometers south-east of Srinagar.

The ruins of the ancient temple of Rudreshwara are in the middle of a sacred tank at Loduv. The tank is fed by the waters of two adjacent springs. There is a Shiva-Linga even today by the side of the springs which the pilgrims visit.

* Dhammapadatthakathā. A Buddha, who attained all-round, perfect wisdom.

** Krishna Yajurveda, Taittiriya Āranyaka, X-1.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The shrine of Rudreshwara was praised by Kalhana in the following verses of that Rājatarangini.

अद्यापि विक्षरत्क्षीरार्णवकान्तिच्छटाच्छलात् ।
यो भाताव सुधासूतिसितश्वेतास्मनिर्गतः ।।
उपमन्योरुदन्याया दारिद्रयोपद्रवाहृतः ।
रुद्रो रुद्रेश्वरो नाम्ना श्रीमान्कश्मीरभूषणम् ।।
जगत्सौन्दर्यसारं सस्वर्णमलसारकः ।
शान्तावसादप्रासादोद्धारश्च विहितस्तया ।।*

[She ; Radda Devi, wife of Jayasimha, 1128-1149 A. D., erected the illustrious shrine of Rudra called Rudreshwara, which has a golden Āmalaka and which is the ornament of Kashmir and the quintessence of the world's beauty. Made of white stone bright as the moon, it shines forth at this day even as if it were Rudra when he removed Upamanyu's sufferings from thirst by making flow forth the radiant expanse of the milk-ocean.]

DEVSAR

प्रल्हाद प्रभुरस्ति चेत् तव हरिः सर्वत्र मे दर्शय ।
स्तम्भे चैनमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासिद्धरिः ।।
वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखवौत्सत्यभावेदयन्नातेत्राणपरायणः ।
स भगवान्नारायणो मे गतिः ।।*

The moment the demon said to Prahlāda, "Prahlāda! If your Lord Hari is every-where, then show him to me in this pillar", Hari appeared there. Being affectionate to Prahlāda like a father to his child, He, who always saves the afflicted, pierced the chest of the demon with His nails. I take refuge in that God Nārāyana.)

* The Rājatarangini, eighth Taranga, verse 3389. Translation by M. A. Stein.

* Artatrānaparāyana Nārāyanashtadashakam-Vrihatstotraratnākarah.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Devsar is situated on the sacred river Veshau, about ten kilometers west of Kulgam, which is about twenty-five kilometers south-west of Ananta Nāg. The village lies on the Kazigund-Kulgam Bus routs from Srinagar. The distance is nearly eighty kilometers. The ancient name of Devsar is Devasaras which means the lake of the gods.

There is a noted shrine of the goddess Tripura-Sundari at Devsar by the side of a grove of pine trees about a kilometer from the main road. At a little distance from this temple, there is a spring called Nrisimha Rājā which is regarded as sacred to Lord Narasimha from very ancient times. It is believed that there was a shrine of Nrisimha at this spot.

Lord Nārāyana incarnated in the form of Narasimha (man-lion) in order to kill Hiranyakashipu, the king of the demons, a fierce enemy of the gods, and save Hiranyakashipu's son Prahlāda, who, unlike his father was a great devotee of Hari. There is a legend about Hiranyakashipu in the Mahabharata, which is given below.

Once the four sons of Brahmā, called Sanaka, Sanandan, Sanātana and Sanatkumāra, went to Vaikuntha to see Lord Nārāyana. Jaya and Vijaya, the two gate-keepers of Vaikuntha, whipped the sages and prevented them from entering the shrine of the Lord. The sages became very angry at the behaviour of the gate-keepers and cursed them. Due to this curse Jaya and Vijaya were born on earth as demons, as sons of the great sage Kashyapa and his wife Diti. Kashyapa named them Hiranyakashipu and Hiranyāksha. Both of them committed terrible atrocities against gods, sages and men. They were fierce enemies of Lord Nārāyana. Hiranyakashipu had a very pious wife called Kayādhu. They had a son called Prahlada unlike Hiranyakashipu, Prahlāda was very righteous and greatly devoted to Nārāyana. Hiranyakashipu ordered Prahlāde to abstain from worshipping Nārāyana. He engaged two tutors called

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shanda and Amarka to dissuade Prahlada from worshipping Hari but Prahlada's devotion went on increasing. Failing to convert Prahlada by peaceful means, Hiranyakashipu began to persecute him, giving him posion, burning him in fire and drowing him in the sea, but Prahlāda always remained unhurt due to the Lord's grace. Being frustrated in all his attempts, Hiranyakashipu once asked Prahlāda where is your Lord Hari? Prahlāda said, "He is everywhere." Hiranyakashipu said, "Then show him to me in this pillar." The moment Hiranyakashipu uttered these words the Lord came out of the pillar in the form of a terrible Man-Lion and pierced the chest of the demon with his nails. Prahlada was saved gods and sages rejoiced.

In olden days there was a temple of Shri Nrisimha at this place but no ruins are visible on the surface. Now there is a shrine of Bharaba instead. Previously annual sacrifices were performed at this spot.

At a distance of about two kilometers from the temple of the goddess Tripurasundari, in the adjoining locality called Khana Barani, there is a holy spring sacred to Shiva. Pilgrims assemble on the day of the annual worship. Near Devsar there is a beautiful shrine of Vishnu which is also visited by the people.

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णाम् ।
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥*

[O Vishnu ! Make me free from arrogance, control my mind, pacify my hankering after illusory objects of enjoyment; create compassion for all beings in me and save me from this sea of becoming.]

---

* Shatpadistotram by Shankaracharya, verse-1.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LOKABHAVANA

उदयस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम् ।
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नमाम्यहं रामवल्लभाम् ॥

(I bow to Sita, beloved of Rama, who does all good and removes all miseries and who is the cause of creation, preservation and destruction of this world.)

Lokabhavana, the ancient name of which is Lokapunya, is situated about eight kilometers south-west of Achabal. It is near Larikpur in Bring pargana, nearly sixty kilometers from Srinagar.

There is a beautiful spring at Lokabhavana which is regarded as sacred to Sitā Devi, wife of Shri Rāma. It is in the hamlet called Gagar Tahunda.

King Lalitāditya of Kashmir built a town at Lokabhavana. There is a reference about this in Kalhana's Rājatarangini.

लोकपुण्ये पुरं कृत्वा नानोपकरणावलीम् ।
प्रतिपादितवाञ्जिष्णुर्ग्रामैः साकं स विष्णवे ॥*

(After constructing at Lokapunya a town, which was provided with the requisite accessories, the victorious king made it, together with other villages, an offering to Vishnu.)

The Nilamata refers to the sanctity of the spot in the following verse which shows it was held sacred even long before Lalitāditya.

लोकपुण्यं हि तं नाम सर्वपापहरं परम् ।
कपोतके नरः स्नात्वा गोप्रदानफलं लभेत् ॥†

(Its name is Lokapunya which removes all sins and which is very sacred. By bathing in Kapotaka one derives the benefits of making a gift of cows.)

---

* Fourth Taranga, verse 193.
† The Nilamata, verse 1292.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MAMAL

शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकलङ्कं श्रुतिनुतं
महेशानं शम्भुं सकलसुरसंसेव्यचरणम् ।
गिरीशं गौरीशं भवभयहरं निष्कलमजं
महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपशमनम् ॥*

[I bow to the great god Shiva, who is peaceful and pure, who is manifested and unblemished who is the supreme ruler of all, who is Shambhu (cause of good), whose feet are worshipped by all the gods and who relieves the sorrows and pains of those who are devoted to him.]

Mamal village is in Pahalgam which is about ninety-seven kilometers east of Srinagar. The ancient name of Mamal is Mamalaka. Pahalgam is on the way to the sacred shrine of Amarnāth.

At Mamal, on the right bank of the sacred Lidar, there is an ancient temple in ruins. It was dedicated to Shiva called Mammeshwara. In front of the temple there is a tank fed by a sacred spring. This holy spot is visited even to-day by the pilgrims on their way to the cave-shrine of Amarnāth. Most of them do not know when and by whom the temple, the ruins of which they see here, was constructed.

There is a reference about the temple of Mammeshwara in the Rājatarangini where Kalhana says that the temple was adorned by a golden Āmalaka by King Jayasimha, who ruled in Kashmir from 1128 A.D. to 1149 A.D.

मम्मेस्वरं स सौवर्णामलसारं चकार यः ।
सोमतीर्थं तथा तोयोद्यानमुद्दय्योतितान्तिकम् ॥*

[He furnished the shrine of Shiva Mammeshwara with a golden Āmalaka and embellished the surroundings of Sometirtha by bringing water there and laying out a garden.]

* The Rajatarangini, eighth Taranga, verse 3360.
* The Rājatarangini, eighth Taranga, verse 3360.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MANASBAL

Manasbal is a very sacred lake on the northern side of the Jhelum river (ancient Vitasta) situated about twenty kilometers north-west of Srinagar. It is about three kilometers long and about one hundred meters wide. It contains deep azure blue waters with pink lilies floating on its surface. It is connected with the sacred Vitastā by a short canal. Its name is in analogy with the sacred lake in the Kailash mountain. It is the loveliest of all the lakes of Kashmir.

At Andarkot, two kilometers from Sumbal village at the entrance of Manasbal, there was the ancient capital of king Jayapida (753-784 A.D.), who was the grandson of the famous king Lalitāditya. The place was called Jayapura in those days. There are ruins of Buddhist Viharas (temples) and the temple of Keshava built by Jayapida. It is mentioned in Kalhana's Rājatarangini that Sri Krishna appeared to the king in a dream and asked him to raise a fort in the lake near the town and name it Dwārāvati. A temple of Sri Krishna was therefore constructed at this place by Jayapida. In Kalhana's time the temple was called Abhyantar Kottā of which Andarkot seems to be a corruption.

तत्पुरे चतुरात्मा च शेषशायी च केशवः ।
विष्णुलोकं स्थितिं त्यक्त्वा बध्नाति सन्निधिम् ॥*

In his town of Jayapura, Keshava, in his quadruple form and reclining on the divine serpent Shesha, has taken up his abode abandoning his residence in the region of Vishṇu.]

---

* The Rajatarangini, fourth Taranga, verse 508

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Matri Lila

(March 15th—June 15th 1969.)

In the last issue of Ananda Varta we already reported that Mataji arrived in Varanasi from Naimisharanya on March 18th, in time for *Navaratri* which started on the 19th. The yearly celebration of Vasanti Puja, the Durga Puja in spring, has always been a special feature of the Varanasi Ashram. In 1945, when only a small portion of the Ashram had been constructed, Mataji together with Sri Chakrapaniji and Sri Prabhudatt Brahmachariji and others were present at the first celebration. On that occasion special puja for Rama had been performed on Ramnaomi day, similar to the one described below.

This year the puja started on March 24th (*Sashti*) in the Chandi Mandap. The traditional *vigraha* of Durga, Lakshmi and Saraswati etc. was small but extremely beautiful and alive and charmed everyone. Mataji was present almost throughout the ceremonies on those four days. She even daily attended the *Mangal Arati* at 5 a.m., which is not at all usual with her. Mataji was in a wonderful mood and of her own *kheyala* sang in great ecstasy more than once. Every evening after the *ārati*, a Bengali singer used to recite from the Ramayana for about three hours in the courtyard in front of the Chandi Mandap. His rendering was greatly appreciated and attracted a large audience. Mataji remained present daily for the whole of this programme as well.

Quite unexpectedly the grand-daughter of one of Mataji's oldest devotees arrived from Calcutta. At her request a special *puja* to celebrate Sri Rama's birth anniversary was performed on March 27th, Ram Naomi day. This function took place in Sri Gopalji's temple called 'Ananda Jyoti Mandir'. Sri Narayan Swami cut a papaya fruit in half and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanashi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

after removing its seeds, placed a *Narayana Sheela* into it. Wrapping the closed fruit into a silk cloth, he kept it in Gopal Mandir near Mataji. At exactly midday, which is the time of Sri Rama's birth, Narayan Swamiji produced the *Narayana Sheela* from inside the papaya, to the blowing of conch shells, and put it in Mataji's lap. Under great rejoicing, the *Narayana Sheela*, representing Sri Rama, was bathed in curds and turmeric and offered durbagrass. Mataji then put a mark of curd and turmeric on the forehead of each one present. Mataji was all inspiration. For nearly an hour she sang Rama Nama with raised hands, swinging from side to side like the boy she had seen last summer at Kishenpur and also heard him sing: *"Nartan pāya, ao pyāre, bolo Rāma nāma...."* People felt as if Kaushalya Ma and the newly born Rama were actually among them and deemed themselves singularly blessed to have been able to witness this blissful occasion. The next day Mataji sang again before the goddess was taken to the Ganga for immersion.

Mataji remained at Varanasi until April 10th. She would give *darśana* every evening on the open terrace on the first floor of Ananda Jyotir Mandir. Dr. Gourinath Shastri, Vice-Chancellor of the Sanskrit University used to deliver interesting as well as learned lectures on the Srimad Bhagavata every evening. Sometimes there were also questions and answers.

On April 10th, Mataji and Didima with a small party left for Ranchi, where Didima's Sannyāsa Utsava was observed on April 13th. Mataji had not visited Ranchi for several years. Many devotees arrived from far and near and the residents of Ranchi daily collected in large numbers throughout Mataji's stay. Didima's puja was performed by Swami Bhagavatananda Giri in the morning of the 13th to the accompaniment of kirtan and bhajans that were sustained all day whenever there was no other satsang. At midday a feast was given to *sannyāsis* and to all present. A

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

renowned Swami of the Ramakrishna Mission had been invited to talk on *sannyāsa* in the afternoon. At night Mataji sang and also replied to questions.

On April 15th, Mataji all of a sudden decided to go to Calcutta for a day only. She left by the night train, reaching Calcutta the next morning. Only two persons were allowed to accompany her. It was her express wish to keep her visit strictly confidential. Nobody was therefore informed of Mataji's arrival. From Howrah Station Mataji proceeded straight to her Ashram at Agarpara Since her arrival was completely unexpected, she was alone and able to rest for a couple of hours. A few people of Calcutta were now given the good news that Mataji had come. Those devotees had been waiting (some of them for four or five years) for Mataji to grace their newly-built houses with her presence before occupying them with their families. Like a whirlwind Mataji rushed by car to those various places one after another—eleven in number !—and also went to two hospitals to see some sick devotees who had been sorely longing for Mataji's darsana. At the end she paid short visits to the houses of Prof. Tripurari Chakravorty and Sri Ganga Charan Das Gupta. Sri Das Gupta is now full 100 years old. He and his whole family are deeply devoted to Mataji. From there Mataji motored to Howrah Station to catch the evening mail to Varanasi, where she alighted the next morning after two nights in the train and a very hectic day in between.

On April 19th, the festival of *Akshaya Tritiya*, the first anniversary of Ananda Jyotir Mandir was celebrated in great style by a special puja, performed by Brahmachari Nirvana-nanda, in the course of which Sri Gopalji was bathed in milk. Mataji was present from beginning to end. The temple was beautifully adorned with flowers and coloured lights. Kirtan was kept up all the time. Mataji herself distributed the *prasāda*.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

On April 25th Mataji left for Bombay reaching there on the 26th afternoon. She was met at Dadar Station and taken straight to her pagoda at Sri B. K. Shah's residence at Vile Parle. From May 2nd to 5th Mataji's birthday was celebrated there itself. All arrangements were quite first class. The atmosphere was full of joy and happiness and everything proceeded without a hitch not withstanding the enormous attendance. The whole space between Mataji's cottage and the main house was taken up by a pandal which looked very picturesque with some of the trees of the garden serving as pillars. The dais was decorated in Kathiawar style in a really exquisite artistic mannner. The guests from outside who had flocked in great numbers even from considerable distances, including Madras, were accommodated mainly in two school buildings in the close neighbourhood. Several devotees hailing from foreign countries such as France, Germany and U.S.A. also took part in the whole of celebrations.

As customary in our Ashram, uninterrupted *japa* was kept up day and night; one hundred *Durga Saptah shatis* were recited by some Pandits in a special room, ending with a fire sacrifice. One morning there was Kumari Puja and a feast and presents given to 108 little girls including a few boys, Mataji taking a very active part in this item of the programme as she always does. It goes without saying that the lepers of Bombay were not forgotten on Matajis birthday. A feast was arranged for them at their own place. And first and foremost there was of course the main programme in the pandal, which continued from early morning until 10 p. m. or later, with Kirtan in the intervals. The Rasa lila was performed in the morning in the hall of a school in the vicinity. The stage was elevated and very spacious. Mataji would be present daily for a whole hour sitting on one side of the stage and Sri Hari babaji on the other. So one could enjoy very good *darśana* of Mataji & Sri Haribabaji as well as the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

extremely well done dramatic performances simultaneously. After the *Lilā* Mataji would give *darśana* in the pandal. In the afternoon and evening several well-known Mahaṭmas delivered talks. The day ended with *Matri Satsang*, when Mataji either replied to questions or there was music by renowned artists, with a song by Mataji as the climax. Arạti was performed daily both at midday and at night after the *satsang*.

On May 4th music continued all night until the *Tithi* Puja began at 4 a. m. of May 5th. That night the very spacious pandal was not large enough but people sat all over the garden and the verandas and everything as always proceeded with great dignity and solemnity, Mataji lying on a couch in deep *Samādhi* until noon, when she was taken to her room. After the puja at about 6 a.m. everyone was allowed to ascend the dais to offer his pranama & flowers at Mataji's feet while Mataji lay in awe-inspiring silence and complete immobility. The queue of people seemed unending and it took about two hours until the curtains of the dais could be drawn and Mataji left herself.

For the late afternoon of the same day Mataji had accepted an invitation to Sannyasa Ashram Vile Parle. Mahamandaleshwara Sri Maheshwarananda showed her round the various temples of the Ashram. This was followed by *satsang* in the large open hall. Several Mahatmas gave short talks and at the end Mataji sang for a short while. Her *bhāva* had not quite worn off and she looked unearthly beautiful and incredibly young on the day she completed her 73rd year. On returning from Sannyasa Ashram, we found the preparations for the *Nama yajña* of *Mahāmāntra* to be performed the next day by our Delhi Kirtan party in full swing. After the usual evening satsang, *adhivāsa* began and Mataji was of course present throughout and at about midnight started the women's kirtan before retiring to her room. She came out again an hour or so later and stayed for a little while

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

with the women who were singing kirtan all night, circumambulating round the traditional circular altar. When at 4-30 a.m. Sri Haribabaji arrived for his daily morning kirtan, Mataji was present once more, and after the men had taken over the *Mahāmantra*, Mataji distributed *prasāda* to the women. The *Nāma yajña* ended at sunset on May 6th. Mataji always sings for the *Purnāhuti*.

Originally Mataji was to leave for Poona immediately after the birthday celebrations But she actually remained in Bombay until the 20th of May. Thus Bombay devotees were amply rewarded for their generosity and splendid selfless service to all, by Mataji's presence among them for full 25 days.

The birthday celebrations had been terminated, but as long as Mataji stayed on, the Rasalila (which was shifted to the pandal and changed into "Sri Chaitanya Mahaprabhu Lila"), Sri Haribabaji's satsang at 4 p. m. & evening session from 8--10 p. m. continued in Mataji's gracious presence. Almost daily Mataji replied with great vivacity to very interesting questions after 9 p m. and one can well imagine that large numbers of people came daily from all over Bombay. Mataji's cottage was besieged practically all day, and half the night by those clamouring for *darsana* and private. However during the later half of her sojourn Mataji was taken for a drive to the sea shore or some other solitary place every evening for an hour and a half. This was the only daily holiday she had from the multitude. At midday, after the Rasalila, Mataji would sit on the veranda of her cottage and everyone could line up and offer his individual *pranāma* to Mataji and thus had the chance of a short word with her, or to ask for a private interview and receive her blessing. As a rule she would immediately after grant a number of short interviews in her room.

On two occasions the evening *satsang* was held in the centre of Bombay, once at the house of Sri Thakorebhai

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Patel and once on the lawn of Sri Mafatlal's house at the Cumballa Hill. Both evenings were extremely well arranged and proved a great success.

One morning Mataji visited the Ashram of Swami Akhandanandaji of Vrindaban.

One evening, Ex-Minister Sri Gulzarilal Nanda suddenly appeared in the audience of the evening gathering. Mataji sent one of our sadhus to request him to give a talk, which he did very successfully after a good deal of hesitation.

Another evening a well-known christian saint, who has lived in India for 37 years, Mother Anna Huberta, hailing originally from Germany, attended the evening satsang. The next morning she, together with an English Reverend Father of the Catholic Church and two nuns had a long private with Mataji. Anna Huberta was deeply impressed and delighted. The next evening 15 of her young novices (who are being trained to work in the slums without converting people) attended our evening meeting and listened with great interest to Mataji's replies. The day before Mataji left for Poona Sri Kamubaba, a famous Mohammedan saint, came to see Mataji. An informal meeting was held in front of her cottage and Mataji requested him to reply to questions.

A few days before Mataji left, some Bengali and Gujerati devotees' sons received their sacred threads in her presence.

On May 20th early morning Mataji and Sri Haribabji motored to Poona. A large mumber of Mataji's party had gone ahead by train the day before, others followed by bus. Mataji had not spent the summer there since 1961. Then the Ashram was new and very small. This time also it could accommodate only a few of Mataji's companions, the rest staying in various houses in the vicinity. Poona is of course more restful than Bombay, but there also Mataji is kept extremely busy.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Early in the morning Mataji usually takes a brisk walk in the open grounds adjoining the Ashram. At 10 a.m. she attends the Rasalila for 1½ hours and then gives *darśana* for some time. At 4 p. m. and again at 7-30 or 8 p. m. she comes for Sri Haribaba's *satsang* and after that usually sits on the veranda of the Ashram with a smaller group. A large pandal has been erected in the Ashram compound, where the Rasalila and the *satsang* are held. In the late afternoon Mataji almost daily goes for a drive, sometimes to a lake, or up to Kharakvasla gate or some other place, where she takes a walk. Sometimes she drives to the Poona University which is near the Ashram. One day she and Haribaba visited Alandi, the *samādhi* of Saint Dhyaneswar, the author of the world famous "Dhyaneswari" (a commentary on the Bhagavad Gita). This place is 16 miles distance from Poona. Another day they went to a Siva Temple at Bhageshwar at the other end of Poona. Mataji also accepted invitations to residences of various devotees.

One day the famous singer Srimati Hirabai Barodekar came to see Mataji and delighted everyone by her inspired singing. Sri Dilip Kumar Roy came several times. Once he gave a recital of his beautiful songs and another day he recited his poetry. Swami Akhandanandaji paid a visit to Poona and talked in our Ashram about *Bhakti* on three successive nights. On four nights films of Mataji and Sri Haribabaji were also shown.

Mataji is expected to remain in Poona until July 15th and then go to a place near Pandarpur for a few days. She will probably reach Ahmedabad on the 27th where Guru Purnima is to be celebrated on July 29th. Before going to Ahmedabad, she is expected to return to Poona againf or a few days, to be present at the opening ceremony of a new cottage that is being constructed for Mataji's use in the Ashram grounds. After Ahmedabad she is likely to visit Bhavanagar and Bhopal inthe first week of August before proceeding to Vrindaban where the *Jhulan* and *Janmasthami* festivals are expected to be celebrated this year.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Statement about ownership and other particulars about newspaper

ANANDA VARTA

FROM IV

(*See* Rule 8)

1.	Place of Publication :	Varanasi
2.	Periodicity of its Publication	Quarterly
3.	Printer's Name	K. Bose
	Nationality—	Indian,
	Address :	Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi
4.	Publisher's Name :	K. Bose
	Nationality	Indian
	Address :	Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi
5.	Editor's Name	K. Bose
	Nationality	Indian
	Address :	Mata Anandamayee Ashram Bhadaini, Varanasi
6.	Names and addresses of individuals who own newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total capital.	Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd). Bhadaini, Varanasi

I, K. Bose, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date 31st March, 1969.

(Sd) K. Bose
Signature of Publisher

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	3.00
Sad Vāni "	1.00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I to XV	40.50
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	3.00
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Sankirtan, Stav, Aratī	0.50
Amar Vani	6.00

Bengali

Matri Darshan—"Bhaiji"	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	1.50
Mātri Vāni	0.75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I–XII	30.50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1.50
Akhanda Mahāyajña " "	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1.25
Mātri Lila Sankirtan	0.31
Anandamayee Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali— "	0.50
Amar Vani	10.00

Gujarati

Mātri Darshan—"Bhaiji"	1.50
Ma Anandamayee Ke Sannidhyame, Part I —Br. Kantibhai	1.00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2.00
Ma Anandamayee—Nonubhai Dave	1.25

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"		4.00
Mātri Vāni (Sayings)	1.50, Special edition	2.50
Words of Sri Anandamayee Ma	3·00, " "	5.00
Mother as seen by her devotees	5·50, " "	6.50

Photos etc.

Photos—various sizes	0.50 to 15.00
Lockets	1.50
Album	2.50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्रीश्री आनन्द मयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. N. 4727/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ānanda VĀRTĀ

BENGALI & ENGLISH

श्री श्री आनन्दमयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Vol. XVI No. 4
October, 1969

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুপম অধ্যাত্ম সাহিত্য
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মার অমূল্য
উপদেশের অপূর্ব্ব সংগ্রহ।

❋অমর বাণী❋

ব্যাখ্যাতা মং মং ডাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডী, লিট্।

❋ জিজ্ঞাসু ভক্তবৃন্দের মনোজগতে উদিত বিভিন্ন প্রকার সংশয়ের সমাধান কল্পে বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন সময়ে শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখ থেকে যে সব উপদেশাবলী নিঃসৃত হয়েছে তাদের যথাসম্ভব পরিবর্ত্তনহীন অবস্থায় সংকলনের এক সফল প্রয়াস।

❋ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখের ভাষা স্বভাবতঃ অত্যন্ত সরল এবং সহজ। কিন্তু কোন কোন স্থলে সাধারণ পাঠকের নিকট ভাবার্থ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। এ জাতীয় কঠিন স্থলের সাবলীল সরল ব্যাখ্যা শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বয়ং করে দিয়েছেন।

❋ শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীসমূহ বাস্তবে মাতৃভক্তগণের নিকট মহাবাক্যের সমান গুরুত্বসম্পন্ন পরম আপ্তবচন। এদের মধ্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সমূহ বিদ্যমান।

আকর্ষক গেট-আপ এবং শ্রীশ্রীমার দুখানি নয়নাভিরাম চিত্র সম্বলিত।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৮৮ মূল্য—১০·০০

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সঙ্ঘ

ভদৈনী, বারাণসী- ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ সংযম সপ্তাহ মহাব্রত

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘের উদ্যোগে সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের বিংশ অনুষ্ঠান আগামী ১৭ই নভেম্বর হইতে ২৩শে নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, বৃন্দাবনে সম্পন্ন হইবে। নিজকে জানা, আপনাকে পাওয়া, সর্বতোভাবে সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা ইত্যাদির পালন দ্বারা স্ব-স্ব আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সাধনের চেষ্টা এবং সকলের আত্মোন্নতির অনুকূলতা সম্পাদনের জন্য সেবাই সংযম সপ্তাহের উদ্দেশ্য।

ঐ সময়ে শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে উপস্থিত থাকিবেন আশা করা যাইতেছে।

শ্রীমান্ দুর্গা সিং
সভাপতি
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ

১লা অক্টোবর, ১৯৬৯

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

যাঁহার এই উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছুক এবং যাঁহাদের পৃথক তাঁবুর আবশ্যকতা আছে তাঁহারা অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের আগমনের সংবাদ নিম্নলিখিত ঠিকানায় দিবেন—

স্বামী পরমানন্দ
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
পোষ্ট—বৃন্দাবন
জিলা—মথুরা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teaching of Mata Anandamayee and with other religio-philosophical topics

❋

BOARD OF EDITORS

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.
Padma Vibhushan

Brahmachari Nirmalananda, M.A., Shastri.

Kumari Lalita Pathak, M. A.

Brahmacharini Atmananda.

Sri K. Bose,—*Managing Editor.*

❋

** ANNUAL SUBSCRIPTION **

India—(Postage free) Rs 6/- only
Foreign—(By Sea Mail) Rs. 10/50 or 15 shillings or $ 2·00
" (By Airmail)—Rs. 25/- or £ 1-10-0 (Europe etc.)
" —Rs. 35/- or $ 5.50 (North & South America.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULE

1. The magazine is published in three separate edtions—(1) Hindi-English (2) Bengali-English (3) English. The magazine is published four times a year, in the months of January, April, July & October. The year begins from January.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by international Money orders or Postal orders.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha Bhadalnl, Varanasi, (U. P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhaldaln, Varanasl, (U. P.)

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *within the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to dishonour any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

Published by Shri K. Bose, for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi
Printed at the Indian Press (Pte.) Ltd., Varanasi-Branch VARANASI.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

Bengali Section

1. মাতৃবাণী 145
2. উপনিষদের আলো 147
3. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত ... 150
4. শ্রীমন্দির—ডাঃ ভানুশঙ্কর মেহতা 155
5. শ্রীমাতার মন্দির—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ 161
6. মহাপুরুষ চরিত— 167
7. শাহবাগ লীলা—"প্রত্যক্ষদর্শী" 170
8. তীর্থের আহ্বানে—কুমারী চন্দন ভট্টাচার্য্য 176
9. শ্রীশ্রীমায়ের অমর-বাণী— 186

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CONTENTS

English Section

1. Mātri Vānī 153
2. Sri Sri, Mataji's Amar Vani —(Reported by Brahmachari Virajananda) 155
3. Mātri Satsang—Swami Bhagavadanand Giri 158
4. Mataji and the Cosmic Elements —R.K. Banerjee ... 163
5. The Blissful Witness—Jainath Kaul, M.Sc. ... 172
6. The Upanisads and Life Divine— (Eternal Religion)—Divya Darshi ... 175
7. The Heart and Soul of India —Elleen Jasnowski and Marion Booth ... 179
8. Sacred Places of Kashmir, Jammu & Ladakh—A Devotee 181
9. Matri Līlā 189

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—*Mataji with her mother*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ānanda Vārtā

"অমর আত্মা—অমর পন্থী স্বয়ম্ আপনাতে আপনি।"

VOL. XVI] OCTOBER, 1969 [NO. 4

মাতৃ-বাণী

পার্থিব প্রেম বড় কষ্টদায়ক ও নাশবান। আর ভগবৎ প্রেম বড়ই সুখদায়ক।

* * *

ভগবানের স্বভাবই তিনি সর্ব্বদা কপাট খুলিয়া রাখেন। যতটা সময় ও শক্তি দুনিয়ার কাজের জন্য দেওয়া হয়, ততটা যদি তাঁর জন্য দেওয়া হয় তবে নিজেকে চিনিবার পথ আপনিই খুলিয়া যায়।

* * *

ভগবান যে প্রাণের প্রাণ—আত্মা। তাঁহাকে পাওয়া মানে নিজেকে পাওয়া। দুনিয়া বলে তাহাকে যাহা দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্গতির দিকে নিয়ে যায়। ভগবানের নিকট হইতে দূরে নিয়া যায়। তাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হইল—আপনাকে পাওয়া, আপনাকে জানা।

* * *

এই শরীরটার অজানা বা ভুল বলিয়া কিছুই নাই। সামনে হোক, দূরে হোক। বাহ্যত দেখা না দেখা যাহা হইবার হইয়াই যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব সময় শান্তভাবে মনে রাখতে হবে ভগবান যখন যাহা করেন মঙ্গল। পরিস্থিতি যদি সাময়িক ভাবে একরূপ না থাকে ভাবিবার কি? যখন যাহা হয় তাঁহার ইচ্ছায়ই।

* * *

আকুলি বিকুলি হইয়া গ্রহণ করা কেন? উহা আধ্যাত্মিক পথের যাত্রীদের কর্ত্তব্য নয়। তবেই না সৎসঙ্গে সৎভাবে জীবন কাটাইয়া আসার সফলতা।

* * *

সেবা বুদ্ধি থাকিলে তবে ভগবৎ সেবায় থাকা যায়। মোহ বুদ্ধিতে মৃত্যু প্রাপ্তি। তাঁহার বিধান বড়ই সুন্দর।

* * *

আত্ম চিন্তাই স্বগতির দিক। আর জগতের ক্রিয়ায় অরূপ প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনিষদের আলো

সূক্তিসুধা ঃ

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

আত্মাই আমার প্রিয়বস্তু এইভাবে আত্মার উপাসনা করবে। যিনি ঐরূপে আত্মোপাসনা করেন তাঁর প্রিয়ের বিনাশ হয় না কারণ তাঁর উপাসিত আত্মা যে সর্ব্বথা অবিনাশী।

*　*　*　*

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সকল মানবের উপাসনীয় ঐ যে আত্মা তিনি তো পুত্রের চেয়েও প্রিয় ধন-রত্ন-সম্পদাদির চেয়েও প্রিয়। জগতের অন্য সকল প্রিয় বস্তুর চেয়েও প্রিয়তর-প্রিয়তম-অন্তরতম যা তাই তো আত্মা।

*　*　*　*

ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

অয়ে মৈত্রেয়ি! পতির প্রতি প্রীতি বশতঃ পতি প্রিয় বলে মনে হয় না। আত্মার প্রতি প্রীতি বশতঃই পতি প্রিয় বলে মনে হয়। জগতে যা কিছু প্রিয় বলে বোধ হয় তা সব আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য প্রিয় রূপ ধারণ করে।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম

আর এই আত্মাই ব্রহ্ম

প্রিয় আত্মা ঃ

সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মোহনীয় প্রিয়তার নিবিড় মিহি মায়াজালের ফুরফুরে বাঁধনে আমরা নিরন্তর নিজেদের ধরা দিয়ে থাকি। দুদিনের দুনিয়ায় প্রিয়প্রেমের হাসিখেলায় নিজেদের ভাল ক্রীড়ামোদী বলে জাহির করতে মৌমাছির মতো নিজেদের প্রিয়ের গুণ-গানে অহর্নিশ গুন্-গুন্ করতে থাকি। বাইরের সকল সৌখ্যের সকল প্রেমালুতার সকল প্রিয়তার দুর্ব্বার সঙ্গ-লাভের পরিতৃপ্তিতে যার পর্য্যবসান বলে মনে করি আসলে কিন্তু তা নিজের আত্ম ভালবাসা থেকে উত্থিত যে আনন্দানুভূতি ও রসাভিব্যক্তি তারই প্রত্যনুব্যক্তি ও প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নয়। জগতের সকল ভাললাগা মনে ধরা বস্তুর মধ্যে সেই ভিতরের আনন্দের অমিট ছাপ দিয়ে তাকে নিজের বলে প্রিয় বলে গ্রহণ করতে সমর্থ হই। প্রিয় বস্তুর মধ্যে প্রিয়ত্বের যে সুমধুর মাধুর্য্যভরা টলটলে লীলাচমকিত বিলাসের মিঠি মিঠি সঞ্চরণ শিহরণ ও সাড়া পাই তার পিছনে কিন্তু আত্ম-প্রেম আর আত্মপ্রিয়তাই চির-আকর্ষণের সূত্ররূপে বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ ভাবে জৈব প্রকৃতির নিম্নস্তরের মানসচেতনায় যা প্রিয়বলে আদরের ধন বলে ভালবাসার বাসর বলে আর আকর্ষণের উৎস বলে প্রতীয়মান হয় আর তার রূপের মধুরিমা আর গুণের গরিমা বোধই বাঁধনের সূত্র বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু তা নয়। আর্য্য ঋষিরা ধ্যান যোগে তাঁদের প্রজ্ঞালোকে সত্যের ও প্রিয়ের যা নিরাবরণ ও নিরাভরণ রূপ দেখেছেন তার বর্ণনা করে গেছেন উপনিষদের মাধমে।

(আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবাতি) সকল প্রীতির পিছনেই আত্ম প্রীতি বর্ত্তমান। নিজের অন্তরাত্মাকে যে পরিমাণ ঐ প্রিয়ের অন্তঃস্থলে সন্দর্শন করতে পারা যায় সেই পরিমাণে তার প্রীতি তোমার প্রীতির প্রবাহে সমুজ্জলিত হবার সুযোগ পাবে। বিশ্বপূজারী হতে গেলে বিশ্ব প্রেমিক হতে হলে সংসারের কোণায় কোণায় প্রিয়কে পেতে হ'লে, আত্মার পূজারী আত্মার প্রেমিক আত্মপ্রিয় আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হতে হবে। তবেই আমরা ক্রিয়াবান্ ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ হবার যোগ্য হবো। প্রিয়তম প্রাণের প্রাণ সেই আত্মব্রহ্মকে পরম প্রেমাস্পদ বলে বরণ করে নিতে হবে। সেই চির পুরাতনই তো নিত্য-নব প্রেমের দেবতা। তিনিই প্রিয়-আকর্ষণকারী বলে আনন্দঘনশ্যাম মনোমোহন মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণরূপে, আত্মারাম প্রাণারাম বলে রামরাঘব সীতাপতি দাশরথিরূপে, আবার দেবী নারায়ণী অসুরদলনী মা দুর্গা রূপেও। আবার সকল রূপের যে অরূপস্থিতি সেখানেও।

জগতের যে বস্তু আমাদের প্রিয় বলে বোধ হয় সত্যই তা আমাদের চির প্রিয় হয়ে থাকে? উত্তরে বলা যায়—'না'। জগতে বস্তু অনন্ত এবং প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে যে প্রিয়তার সন্দর্শন আর অনুরণন তাও এক নয়, চিরস্থায়ী নয়। পুত্রের প্রিয়তা আর ধন প্রিয়তাতুল্য নয়। এককে পেলে অপরের অভাববোধ দূর হয় না। এর মধ্যেও আবার দেশ কাল পাত্র এবং মানবিক চেতনার ক্রমবিকাশের তারতম্যের প্রভাব দেখা যায়। যে পুত্র আজ প্রিয় তার অপ্রিয় হতে কতো সময় লাগে? যে সম্পত্তি আজ আনন্দের খোরাক যোগায় কাল তা নিয়ে যে রক্তারক্তি হবে না কে বলতে পারে? কিন্তু একমাত্র নিজাত্মাই সকল কালে জাগরণে স্বপ্নে সুষুপ্তিতে এবং সমাধিতেও পরম প্রিয় বলে এক রস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে বোধ হয়।

জীবন-নদী কতো ঘাত প্রতিঘাত কতো বিষম বিষময় আবর্ত্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। নিরন্তর চলার পথে কতো ভালবাসার পাত্র অপ্রিয় হয়ে যায়। আবার কতো শত্রুও মিত্র রূপে দেখা দেয়; কিন্তু এই সব অনুকূলতা ও প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে নিজের আত্মা সব সময়ে সমভাবে প্রিয়ভাবে ভাবিত হয়ে থাকে। তাই উপনিষদ্ বলেন তাঁকে প্রিয় ভাবে উপাসনা করবে। খণ্ড খণ্ড প্রিয়ের মধ্যে সেই আসল প্রিয়ের ছোঁয়া আছে ছায়া আছে। দেশ কাল জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আত্মা সকলেরই প্রিয়। কাজেই আত্মাকে প্রিয়ভাবে উপাসনা তখনই চরিতার্থ হবে যখন সকল প্রিয়ের মাঝে সেই আসল প্রিয়তমের অবাধ দর্শন হবে। সকল প্রিয়তার মাধ্যমে নিত্যপ্রিয় আত্মার সন্দর্শন হলে জীবন হয়ে উঠবে উপনিষদ্‌ময় যার প্রশান্ত আলোর চ্ছটায় চলার পথ হবে সদা প্লাবিত। তাই এসো ভাই একসুরে গান গাই ঃ—

"জাগো! অমৃত-পিপাসিত
আত্মা অনিরুদ্ধ।
কল্যাণ প্রবুদ্ধ।
জাগো! শুভ্র জ্ঞান পরম
নব-প্রভাত সম
আলোক স্নান-শুদ্ধ।
সকল পাপ কলুষতাপ
দুঃখ-গ্লানি ভোলো,
পুণ্য প্রাণ প্রদীপ-শিখা
স্বর্গ-পানে তোলো।
বাহিরে আলো ডাকিছে, জাগো
তিমির কারারুদ্ধ।
আলোর সম ফুলের সম
ফুটিয়া ওঠো হৃদয় মম।
রূপ-রসগন্ধে
অনায়াস আনন্দে
জাগো! মায়ামুগ্ধ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী প্রসঙ্গ

পঞ্চম খণ্ড

শ্রীঅমূল্য কুমার দত্তগুপ্ত এম-এ, বি-এল

সৎ চিৎ আনন্দ

৭ই মাঘ বৃহস্পতিবার (ইং ২০।১।৪৯) বেলা ১০॥০টার সময় আশ্রমে গিয়া দেখিলাম যে মা হলঘরে বসিয়া আছেন। অনেক ভদ্রলোক এবং মহিলা মাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। মা কি একটা বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। আমি ঐখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ আলোচনা শেষ হইল। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, "মাতাজী, ব্রহ্মকে সৎ চিৎ আনন্দ বলে। এই চিৎ শব্দটির অর্থ কি?" দেবশঙ্কর বাবু ঐ সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৎ" বলিতে যাহা বুঝায়, "চিৎ" বলিতে তাহা বুঝায় না, আবার "আনন্দ" বলিতে অন্য কিছু বুঝায়। একই বস্তুর তিন নাম এক সময় হইতে পারে না। 'সৎ' 'চিৎ'—এগুলিকে গুণ বলা যায় না কারণ ব্রহ্মে গুণ নাই। তাহা হইলে একই জিনিষের তিনটি বিভিন্ন নাম হয় কেমন করিয়া?

মা। চিৎ অর্থ চেতন, জ্ঞান, চিৎ হইতে চিত্ত কিন্তু আলাদা। চিত্ত হইল ঘষা মাজার জিনিষ, যেমন চিত্তশুদ্ধি করা বলা যায়। চিত্তশুদ্ধ হইলেই চিৎ প্রকাশ হয়। (দেবশঙ্কর বাবুকে) আর তুমি যে বলিলে, এক জিনিষের তিনটি নাম হয় কি করিয়া। তাহাতে বলা যায় যে, সৎ, চিৎ, আনন্দ আলাদা আলাদা নয়। সৎ অর্থাৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহাতে চিৎ ফুটিয়া উঠে এবং চিৎ বা জ্ঞানের প্রকাশ হইলেই আনন্দের প্রকাশ হয়। সৎ-এর প্রকাশ পূর্ণ ভাবে না হইলে চিৎএর প্রকাশ হয় না। উহার আভাস মাত্র আসিতে পারে। যখন সত্যের পূর্ণ প্রকাশ হইল তখনই চিৎএর প্রকাশ আরম্ভ হইল। চেতন যতই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবে আনন্দ ততই পূর্ণভাবে খুলিতে থাকিবে। কাজেই সৎ, চিৎ, আনন্দ একই বস্তু, ইহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল। আবার সৎ এক হইয়াও অনন্ত হইতে পারে। সৎকে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিলেই উহা অনন্ত। সেইরূপ চিৎ ও আনন্দ। সাধন করিতে করিতে সত্যকে খণ্ডভাবে লাভ করা যাইতে পারে। আবার ভগবানের কৃপায় পূর্ণ সত্যকে একবারেও লাভ করা যাইতে পারে। কত রকমই ত হয়!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটি ভদ্রলোক। মাতাজী, সাধন করিয়া ভগবান্‌কে লাভ এবং ভগবৎ কৃপায় ভগবান্‌কে লাভ—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

মা। ভগবানের কৃপায়ই ভগবান্ লাভ হয়। লোকে অবশ্য দেখে যে ইনি সাধন-ভজন করিয়া ভগবান্ লাভ করিয়াছেন ; কিন্তু কখন কি ভাবে লাভ হইবে তাহা ভগবানই ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হইতেছে তাহা আপনা আপনি হইতেছে ; সাধন ভজনের ফলে কিছু হইতেছে না। তবে সাধন ভজনের সার্থকতা এই যে ইহা অহঙ্কার নষ্ট করে। সেইজন্য বলা হয় যে কিছু করা যায় না, সবই হয়। ভগবান্‌কে যে লাভ করা বলা হইল উহা মাত্র ব্যবহারিক ভাবে। এখানে লাভালাভ কিছু নাই। সত্তা যখন মাত্র একটিই কে কাহাকে লাভ করিবে?

একটি মহিলা। মাতাজী, ভগবান্ ত আমাদিগকে দূর হইতে আকর্ষণ করিতেছেন।

মা। হ্যাঁ, যদি বল দূর, তবে দূর। আবার ভগবান্ সবচেয়ে নিকটের চেয়েও নিকট। তিনিই যে আমার অন্তরাত্মা। দুই থাকিলেই দূর থাকে, তাহা না হইলে দূর কোথায়? আত্মা যখন একটি তখন নিকট দূরের প্রশ্ন থাকে না।

সান্ত সাধন দ্বারা অনন্ত ভগবান্‌কে লাভ করা যায় কিরূপে?

এই সময় এদেশীয় আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন। মা তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা কোথা হইতে আসিলে?" ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন, "মাতাজী, আমরা কাশীতে থাকি। মনিকর্ণিকার নিকট আমাদের বাড়ী। আমাদের এই সঙ্গী একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্।" মা তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন। ভদ্রলোকেরা আসন গ্রহণ করিলে পর তাহাদের মধ্যে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতাজী, ভগবান্ ত অনন্ত, তাঁহাকে পাইবার জন্য যাহা লইয়া সাধন করা যায় তাহা সান্ত। কাজেই যাহা সান্ত তাহার সাহায্যে অনন্তকে কি ভাবে পাওয়া যায়?

মা। না, সাধনও অনন্ত; কথাটা এরূপ নয় যে, এতটা সাধন করিলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। সাধনের যে কোন অবস্থায়ই ভগবানের প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। আর সাধন করার কথা যদি বল তবে এই করার শেষ নাই। উহা অনন্ত। সত্তা যখন একটি তখন যে কোন সময়ই ইহার প্রকাশ হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভদ্রলোক। সত্তা দুইটি বলিলে দোষ কি ?

মা। দোষের কথা বলিতেছি না। দুইও বলিতে পার। প্রভুদাস, পূর্ণঅংশ হিসাবে ত এক হইয়াও দুই আছে। বীজ আর গাছ এই দুইটিকে তোমাদের কাছে আলাদা আলাদা লাগিতে পারে কিন্তু বাস্তবিক উহা আলাদা নয়। বীজের মধ্যেই গাছ আবার গাছের মধ্যেই বীজ। একের মধ্যেই অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত গতি। গতি কি ? না, গাছের ছোট বড় ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আকার ঐ বীজের মধ্যেই আছে।

ভদ্রলোক। কেবল বীজ হইতে গাছ হয় না। মাটিরও প্রয়োজন হয়। কাজেই গাছ বীজ হইতে আসিল কি মাটি হইতে আসিল তাহা বলা শক্ত।

মা। বেশ ত বল না কেবল মাটি হইতেই গাছ হয়। কারণ গাছ হইবার পূর্ব্বে বীজকে মাটিতে মিশিয়া যাইতে হয়। গাছ হইতে বীজ এবং মাটি এই দুইটির প্রয়োজন হয় কেন জান ? সৃষ্টি করিতে হইলেই দুইয়ের প্রয়োজন হয়। এক হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না।

অন্য এক ভদ্রলোক। ধর্ম্ম পথে চলিতে এত বাধা বিঘ্ন কেন ?

মা। ইহা জন্মান্তরের সংস্কার হইতে হয়, তুমি জগতের নানা জিনিষে তোমার বাসনা কামনা ছড়াইয়া রাখিয়াছ, তুমি যখন তাহাদিগকে ছাড়িয়া ধর্ম্মপথে চলিতে আরম্ভ কর তখন তাহারাই আসিয়া "আমাদিগকে ছাড়িও না" বলিয়া কাতর প্রার্থনা জানায়। ইহাদের নিকট হইতেই বাধাবিঘ্ন আসে।

ভদ্রলোক। ছেলে লেখাপড়া শিখিতে চাহিলে যেমন বাবা মা তাহাতে বাধা দেন না, সেইরূপ ধর্ম্মপথে চলিলে ভগবানই বাধাবিঘ্ন সরাইয়া দেন না কেন ?

মা। এই যে সব বাধাবিঘ্ন আসে তাহা মঙ্গলের জন্যই আসে। সাধনের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য, ধৈর্য্য শিক্ষা দিবার জন্যও এই সব বাধাবিঘ্নের প্রয়োজন আছে।

কথা শেষ হইতে না হইতেই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার শিষ্যা কৃষ্ণার্পিতাকে সঙ্গে করিয়া আসিলেন। আজ তাঁহাদের আসিবার কথা ছিল, কাজেই আলোচনা আর হইল না। ইহার পর শ্রীযুক্ত কুমার বাবু ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। তাহাতেই বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। আহারের সময় চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতিকে আহার করাইবার জন্য খুকুনীদিদিকে বলিলেন। দিদিও এতক্ষণ রান্না করিয়া ইহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সকলকে লইয়া রওনা হইলেন। আমরা প্রণাম করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলাম।

বিকালে গোপীব বু শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। মা কবে এখান হইতে চলিয়া যাইবেন একথা জিজ্ঞাসা করিলে মা গোপীনাথবাবুকে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আগামী শনিবার দিন এখান হইতে বিন্ধ্যাচল যাওয়ার কথা। বাবাজী, চল না একবার বিন্ধ্যাচলে বেড়াইয়া আসা যাক্।" গোপীবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ৩।৪ দিনের জন্য বিন্ধ্যাচলে যাইতে সম্মত হইলেন। মা গোপীবাবুকে পরের দিন আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বলিয়া বলিলেন, "কাল যখন বাবাজী এখানে আসিবে ঠিক্ করা যাইবে যে আমরা কোন গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল রওনা হইব।"

ইহার পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতি হলঘরে আসিয়া বসিলেন। মার অনুরোধে তিনি একটি কীর্ত্তন গান করিলেন। গোপীবাবু শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। প্রায় সন্ধ্যার সময় গোপীবাবু বিদায় লইলেন। সন্ধ্যার পর মা গঙ্গার ধারে চত্বরে বেড়াইতেছিলেন। আমরা ঐখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বিন্ধ্যাচলে যাবে নাকি?" আমি বলিলাম, "জানি না।" মা বলিলেন, "চল, বিন্ধ্যাচল দেখিয়া আসিবে।" মা বন্ধুবর মনমোহনকে যাইতে বলিলেন। ভাবিলাম আমি একাই যাইব। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলাম যে স্ত্রী, মেয়ে সকলকে লইয়া আমি বিন্ধ্যাচল যাই—ইহাই মায়ের আদেশ। সেইভাবেই প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

বিন্ধ্যাচল যাত্রা

৯ই মাঘ শনিবার, (ইং ২২।১।৪৯) বেলা প্রায় ১টার সময় আমরা একটি বাসে করিয়া বিন্ধ্যাচল রওনা হইলাম। আমি সকলকে লইয়া চলিলাম, বাসায় তালা লাগাইয়া গেলাম। আমার বাসার নীচের তলায় বাড়ীর মালিক থাকে। কাজেই বিশেষ সাবধান হইবার প্রয়োজন দেখিলাম না। বাস গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের বাসার নিকট থামান হইল। গোপীবাবু এবং সদানন্দ দাদা ঐখান হইতে বাসে উঠিলেন। এইবার ষ্টেশন হইয়া রাজঘাটের দিকে চলিল। বাসা কি ভাবে রাখিয়া আসিয়াছি মা তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যে বাসায় কোন লোক রাখিবার বন্দোবস্ত করি নাই উহা মায়ের পছন্দ হইল না। বাস্ রাজঘাটে পৌঁছিলে খুকুনী দিদি কুসুম (ব্রহ্মচারী) দাদাকে আমার বাসার চাবি দিয়া বলিলেন, "এই চাবি যোগেশ (ব্রহ্মচারী) দাদাকে দিয়া বলিও যে অমূল্য দাদার বাসায় রাত্রে যেন লোক থাকার বন্দোবস্ত করা হয়।" মাও বলিলেন, "যতদূর সাবধান হওয়া দরকার তাহা হওয়া গেল। এখন যা হয়ে যায়।" মার এই কথা শুনিয়া আমার একটু ভয় হইল। মায়ের ব্যবহারে মনে হইল তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ যে আমি যেন বাড়ীওয়ালাকে বেশী বিশ্বাস না করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গা পার হইয়া বাস বিন্ধ্যাচলের দিকে চলিতে লাগিল। বেলা প্রায় আটার সময় আমরা চুনারে পৌঁছিলাম। এখানে বাস থামান হইল। আমরা বাস হইতে নামিয়া পড়িলাম। একদা এই চুনারে জ্যোতিষবাবু (ভাইজী) বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাসা করিয়া ছিলেন। মা এবং ভোলানাথ ঐ বাসায় আসিয়াছিলেন। যে বাসায় জ্যোতিষবাবু ছিলেন আমরা সেই বাসায় গেলাম। উহা গঙ্গার অতি নিকটে। স্থানটি দেখিতে সুন্দর। এইখানে একটি অলৌকিক ঘটনা হইয়াছিল যাহা জ্যোতিষবাবু তাঁহার 'মাতৃ দর্শনে' উল্লেখ করিয়াছেন। মা যেদিন চুনার ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন সেইদিন জ্যোতিষবাবু মাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে আসেন। তাঁহারা এক্কাগাড়ী করিয়া চুনার দুর্গের ধার দিয়া ষ্টেশনে চলিয়া যান। ষ্টেশন হইতে জ্যোতিষবাবু যখন বাসায় ফিরিতেছিলেন মা তখন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে চুনার দুর্গের পাদদেশে জ্যোতিষবাবু যে একটি জবাফুলের মালা দেখিবেন, তিনি যেন সেই মালাটি লইয়া যান। জ্যোতিষবাবু ফিরিবার সময় ঐ দুর্গের কাছে আসিয়া দেখিলেন যে রাস্তা হইতে অনতি দূরে একটি সুন্দর জবা ফুলের মালা পড়িয়া আছে। এই নির্জ্জন স্থানে কে যে পাহাড়ের গায়ে মালা রাখিয়া গেল তাহা ভাবিয়া জ্যোতিষবাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে জানা গিয়াছিল যে, যেদিন ঐ মালা পাওয়া যায় সেদিন ঢাকার আশ্রমে মা কালীর গলায় ভুলে জবা ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছিল না। যে স্থানে মালাটি পড়িয়াছিল ডাঃ পান্নালালের অনুরোধে মা সেই স্থান দেখাইয়া দিলেন। ডাঃ পান্নালালের ইচ্ছানুসারে ঐখানে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করা হইল। প্রসাদও বিতরণ হইল। পরে আমরা বাসে উঠিয়া বিন্ধ্যাচলের দিকে রওনা হইলাম। সন্ধ্যাবেলা আমরা বিন্ধ্যাচলে পৌছিলাম। পাহাড়ের পাদদেশে আমরা নামিয়া পড়িলাম। আমাদের মালসহ বাসটি উপরে উঠিয়া গেল। বাসে আমরা প্রায় ২৬।২৭ জন লোক ছিলাম। আমাদের থাকিবার বন্দোবস্ত মা-ই করিয়া দিলেন। আমি, মনোমোহন, মিঃ পেতিত, গোপীবাবু, সদানন্দদাদা আমরা সকলে মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভজনালয়ে স্থান পাইলাম! ডাঃ পান্নালাল, শ্রীযুক্ত বিনয় সেন এবং শ্রীযুক্ত অমল সেন মহাশয় পিতৃ মন্দিরে স্থান পাইলেন। মেয়েরা আশ্রমের নীচের ঘরে স্থান পাইল।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রী মন্দির*

ডাঃ ভানু শঙ্কর মেহতা

মা,
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার,
অপরম্পার।

বাহিরের প্রাচীরে বিরাজমান দশসিদ্ধি[১]
ভিতরে দশদিক্‌পাল[২]
অষ্ট মাতৃকা[৩]
যাঁদের কৃপায়
কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ
মাৎসর্য্য পাপ পুণ্যে
বিজয় লাভ করে ভক্ত সাধক
পরিপূরিত শ্যামল ফলে ফুলে ত্রৈলোক্য
মোহন
এই ভূপুর
ভিতরে তড়াগ বিশাল
যার তীরে বিরাজমানা
মুদ্রা শক্তি দশ[৪]

মনোহর
মন্দিরে এই দশ আধার
মা,
মন্দির বিশাল তব মহিমা অপার
অপরম্পার।

রচনা বিচিত্র
সরোবর মধ্যে
অপূর্ব্ব কমল
সর্ব আশা পরিপূরক
বাহ্য পংক্তিতে
ষোড়শ দল শোভায়মান
যার উপর দশারদ্বয় বাসনা
মন, বুদ্ধি, অহংকার,
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,
চিত্ত, ধৈর্য্য, স্মৃতি, নাম,
বার্ধক্য, সূক্ষ্মশরীর,
জীবন ও স্থূল তনু

---

* মূল হিন্দীর অনুবাদ করেছেন—শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

১ অণিমা, মহিমা, লঘিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, প্রাকাম্য, মুক্তি, প্রাপ্তি, সর্বকাম।

২ ইন্দ্র (পূর্ব), বরুণ (পশ্চিম), কুবের (উত্তর), যম (দক্ষিণ), ঈশ (ঈশান), নৈঋত্ব (নৈঋত), বায়ু (বায়ব্য), অগ্নি (আগ্নেয়), ব্রহ্মা (উর্দ্ধ), শেষ (অধঃ)।

৩ ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, মহালক্ষ্মী।

৪ সর্বসংক্ষোভিনী, সর্ববিদ্রাবিনী, সর্বআকর্ষণী, সব আবেশকারিণী, সর্ব উন্মাদিনী, মহাঙ্কুশ, খেচরী, বীজমুদ্রা, মহাযোনী, ত্রিখণ্ডিকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ আকর্ষণ দেবীগণের[৫]
ষোড়শ নিত্যাগণের.
শরণে বিরাজমান।
তারপর
অষ্টদল
সর্ব সংক্ষোভিনী
বচন, আদান, গমন, বিসর্গ,
আনন্দ, হান, উপাদান, উপেক্ষা,
অষ্টবুদ্ধি
অষ্টার বাসনাগণ
অষ্ট অনঙ্গ দেবীগণের[৬]
ছত্র ছায়াতে
শোভায়মান
মা,
মন্দির বিশাল, তব মহিমা অপার
অপরম্পার।

কমলদলের উপরে
বিরাজমানা
ত্রিকোণময়ী
ভবন রচনা বিচিত্র
আশ্চর্য্যের রাশি
বাহিরে ত্রিকোণ
ভিতরে ত্রিকোণ

ত্রিকোণের ভিতরে ত্রিকোণ
সবদিকে ত্রিকোণ
ত্রিগুণ ত্রিকোণ
ত্রিগুণ এই সৃষ্টি
ত্রিগুণাত্মিকা
ত্রিদেব
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব,
আদি, মধ্য, অন্ত,
ত্রয়ী ঋক্, যজু:, সাম।
মন, বুদ্ধি, চিত্ত,
শক্তি তিনটি
জ্ঞান, ক্রিয়া, ইচ্ছা,
ইড়া,পিঙ্গলা, সুষুম্না,
তিনটি নাড়ী
ত্রৈলোক্যে ত্রয়ীর মহিমা অপার
মা,
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার,
অপরম্পার।

সর্ব সৌভাগ্য দায়ক
চতুঃ দশার
নীলবর্ণ ত্রিকোণ
স্থিতি-চক্র সাকার

---

৫ কামাকর্ষিণী, বুদ্ধ্যাকর্ষিণী, অহংকারকর্ষিণী শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী. রূপাকর্ষিণী, রসাণকর্ষিণী, গন্ধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্য্যাকর্ষিণী, স্মৃত্যাকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, আত্মাকর্ষিণী, অমৃতাকর্ষিণী, শরীরাকর্ষিণী।

৬ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গমেখলা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, অনঙ্গরেখা, অনঙ্গবেগিনী, অনঙ্গমদনাঙ্কুশা, অনঙ্গমালিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দিরের সোপান
যার উপরে সুশোভিত
চতুর্দ্দশ নাড়ীর[৭]
স্বামিনী
চতুর্দ্দশ দেবী
সর্বসংক্ষোভিনী সর্ববিদ্রাবিনী
আকর্ষনী আহ্লাদিনী
সম্মোহিনী,
স্তম্ভিনী, জৃম্ভিনী,
বশংকরী, রঞ্জিনী,
উন্মাদিনী,
অর্থসাধিনী,
সম্পত্তি পূরিনী,
মন্ত্রময়ী,
দেবী দ্বন্দ্ব ক্ষয়ংকরী।
নাড়ীগণ রচনা করে যাহা
জাগ্রত স্থূল শরীর
ঝংকৃত যাহাতে অর্চনার করতাল
ভক্তির তাল,
মা,
মন্দির বিশাল, তব মহিমা অপার,
অপরম্পার।

মন্দিরের প্রাচীর
ললিত লাল
দশ ত্রিকোণের জাল
সর্বার্থ সাধক মালিকা
যেখানে বিরাজমানা
প্রাণের স্বামিনী
দশ দেবীগণ
সর্বসিদ্ধিপ্রদা সম্পদপ্রদা
সর্বপ্রিয়ংকরী মঙ্গলকারিণী
সর্বকাম প্রদা, দুঃখ বিমোচিনী
সর্বমৃত্যু প্রশমিনী
সর্ব বিঘ্ন নিবারিণী
সর্বাঙ্গ সুন্দরী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী
পঞ্চভূত তন্মাত্রার এই দ্বার
শোভা অপার
মা,
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার
অপরম্পার।

তার পরে মণ্ডপ মহান
সর্বরোগহর
দশ ত্রিকোণ বিনির্মিত
বদ্ধ যেখানে ইন্দ্রিয় বাসনা
রচনাতে রত দশটি কলা[৮]
দশ শক্তি সর্ব্বজ্ঞা
প্রদান করেন যাঁরা শক্তি, ঐশ্বর্য্য

[৭] অলম্বুষা, কুহূ, বিশ্বোদরা, বারণা, হস্তিজিহ্বা, যশোবতী, পয়স্বিনী, গান্ধারী, পূষা, শঙ্খিনী, সরস্বতী, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না।

[৮] রেচক, পাচক, শোষক, দাহক, প্লাবক, ক্ষারক, উদ্ধারক, ক্ষোভক, জৃম্ভক, মোহক, বহ্নি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা জ্ঞানময়ী ব্যাধি-নাশিনী
অ'ধারা, পাপহরা
সর্ব আনন্দময়ী রক্ষিণী
পূর্ণ ইচ্ছিত ফল প্রদায়িনী
এই পুণ্যস্থলা দর্শন অনুপম কৃপাল
মা
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার
অপরম্পার।

এই অন্তরাল,
এখানে আসিয়াছে যে
সর্বদ্বন্দ্ব মুক্ত হইয়াছে সেই
সর্বরক্ষাকর
হরিৎ অন্তরাল
বিশাল
অষ্ট ত্রিকোণ সৃষ্টি চক্র দ্বার
যাহার উপর
আসীন
বশিনী, কামেশ্বরী
মোহিনী, বিমলা
অরুণা, জয়িনী,
সর্বেশ্বরী, কৌলিনী,
অষ্টদেবী।
শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ,
ইচ্ছা সত্ত্ব, রজ-তমো থেকে
যে করে উদ্ধার।
মা
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার,
অপরম্পার।
প্রবেশিয়া গর্ভগৃহে আসিলাম
সর্বসিদ্ধিপ্রদ যাহা
আছা শক্তির নিবাস যেখানে
শাশ্বত ত্রিকোণ বিধান
কোণে কোণে বিরাজমান
দেবী মহিমাময়ী
কামেশ্বরী,
ভগমালিনী,
বজ্রেশ্বরী,
করে করে জয় জয় কার
মহিমাময় মন্দির বিশাল
তব মহিমা অপার,
অপরম্পার।

নমন কর দর্শন কর
করিয়া প্রণিপাত
হৃৎ পুণ্ডরীকের উপর
মণিদীপের উপর
বিরাজমান
সর্ব আনন্দময়ী
নাদ বিন্দুরূপ
ত্রিপুর সুন্দরী
ললিতা
অনুপম অলৌকিক
ত্রৈলোক্য শক্তি
পরম মাতা
শক্তি শিবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিমূলা
যাঁর চরণ যুগলের উপর নত
ত্রিদেব দেবাধিদেব
যাঁহার ভ্রুকুটী বিলাস
সৃষ্টির সৃজন বিনাশ
প্রণাম কর হইয়া শরণাগত
চাহ ভক্তি অবিচল
চাহ 'মা অম্বে
সদা বিরাজিত থাকো
দীন হীন ভক্তের
মন মন্দিরে
হৃদয় কমলে
নমো নমো
জগন্মায়াকে নমো নমো
নমো সর্ব আধার
তব মহিমা অপার
মা,
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার
অপরম্পার।

এসো
পরিক্রমা করি
নব ত্রিকোণের এই মন্দিরের
পঞ্চ উর্দ্ধমুখ
চার অধোমুখ
নব যাহা নিরাকার শিবের,
দ্যোতক যাহা মূল প্রবৃত্তির !
পঞ্চ উর্দ্ধমুখ যাহা

ত্রিকোণ দেবীর,
শিব যুবতীর,
শক্তির,
ত্রিকোণ
যাহা
ব্রহ্মাণ্ডে
রচনা করেন
পঞ্চ মহাভূত
পঞ্চ তন্মাত্রা
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়
পঞ্চ প্রাণ
মহাপ্রাণ এই পিণ্ডে
ত্বক্, অসৃক্,
মাংস, মেদ, অস্থি
আর
চার অধোমুখ ত্রিকোণ
যাহা
শিব
শ্রীকণ্ঠ
চিত্ত বুদ্ধি অহংকার মন
পিণ্ডে
মজ্জা শুক্র প্রাণ জীব
এই নয়টিতে রচিত হয়
এক আট দশ দশ চতুর্দ্দশ
ত্রিকোণ
উহাতে ব্যপ্ত বিশ্বের ক্রিয়াকলাপ
সৃষ্টি, সংস্থিতি, সংহার,
প্রকৃতি,-বিকৃতি,
ব্রহ্মের লীলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সচরাচর, উৎপত্তি, বিকাস,
সৎ, চিৎ, আনন্দ,
পরমানন্দ,
এসো পরিক্রমা করি
এই মন্দিরের,
মা
জগদম্বার,
দেবী
চিরন্তন সত্যের
যাঁর কৃপা বিনা হয়না উদ্ধার
মহিমা অপার,
মা,
মন্দির বিশাল,
তব মহিমা অপার
অপরম্পার।

———————

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমাতার মন্দির

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম. এ. ডি. লিট্, পদ্মবিভূষণ

এই বিশ্ব পরাশক্তি শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশ্রাম ও লীলার নিত্য নিকেতন। তাঁহার লীলাক্ষেত্র ইহাই এবং লীলাতীত বিশ্রাম ভূমিও ইহাই। সিদ্ধ যোগিগণ আপন আপন দৃষ্টিকোণ অনুসারে মায়ের মন্দির দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি যে পথের পথিক তাঁহার দৃষ্টিও সেই পথের অনুরূপ এবং তাঁহার দর্শনও তদ্রূপ। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার বিশ্বের বহিরঙ্গ প্রদেশে নিত্য চলিতেছে, কিন্তু বিশ্বের অন্তর্গৃহে কোন প্রকার কলধ্বনি নাই। সেখানে শান্ত পরিবেশের মধ্যে মা পরমেশ্বরের সহিত সামরস্য প্রাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেখানে সৃষ্টি সংহারের কোন কলধ্বনি পৌঁছায় না। বিশ্বজননী ও বিশ্বপতি যাবতীয় দ্বন্দ্ব পরিহার পূর্বক অখণ্ড অদ্বয় স্বরূপে সেখানে বিরাজ করিতেছেন। সেখানে শক্তির স্পন্দন এবং শিবের নিত্য অস্পন্দ ভাব অদ্বয় সমরস স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান। বিশ্ব মহাশক্তির কার্য। কার্য-রূপে স্ফুরিত হওয়ার পূর্বে ইহা মহাশক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মহাশক্তি স্বরূপেই বিরাজমান, এবং পরমশিব পূর্ণ অহংরূপে নিজের স্বরূপভূত শক্তি-আত্মক বিশ্বকে নিত্য দর্শন করিতেছেন। কারণ তাঁহার স্বরূপ স্বপ্রকাশ। শিবভাব নিষ্ক্রিয় এবং নিরাকার এবং শক্তিভাব সক্রিয় ও সাকার। পরম স্বরূপ উভয়েই এক মহাবিন্দু রূপে নিত্য বিরাজমান। মহাবিন্দুতে একই পূর্ণ অখণ্ড সত্তা বিরাজ করিতেছে। তাহা পরম অদ্বয়। তাহা শিব হইয়াও শক্তি এবং শক্তি হইয়াও শিব।

বিশ্বরচনা বুঝিতে হইলে ধীর ও স্থির ভাবে মহাবিন্দুর স্বরূপ ও কৃত্য লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই মহাবিন্দুই শাস্ত্রের পরিভাষিক ভাষা অনুসারে কামরূপী পরবিন্দু। পারমার্থিক দৃষ্টি সম্পন্ন ঋষিগণ ইহাকে রবি অথবা আত্মারূপী সূর্য বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ইহাই পরম স্থিতির সাংকেতিক নিদর্শন। এই স্থিতি সৃষ্টি ও সংহারের সমন্বয়ের নিত্যরূপ। দুইটি বিরুদ্ধ শক্তি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের খেলাতে বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারের ক্রিয়া নিত্য চলিতেছে। কিন্তু এই খেলার মধ্যেও স্থিতিরূপ স্থির বিন্দু নিত্য অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিরুদ্ধ দুইটি বিন্দুর একটির নাম অগ্নি এবং অপরটির নাম সোম। অগ্নি তাপ স্বরূপ—ইহার কার্য্য সংহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা, অর্থাৎ ছড়ান শক্তিকে গুটাইয়া আনা। এই অগ্নি ও সোম অনন্ত প্রকারের বিরুদ্ধ শক্তির প্রতীক স্বরূপ এবং স্থিতি বিন্দু সবিতা সমস্ত বিরোধের সমন্বয় স্বরূপ। একদিকে স্থিতিবিন্দু নিত্য স্থিতিশীল রহিয়াছে। অপরদিকে নিত্য ক্রিয়াবিন্দু অগ্নি ও সোমভাবকে আশ্রয় করিয়া নিত্য ক্রিয়া করিয়া চলিয়াছে, সৃষ্টি ও সংহার উভয়ই যাহার অন্তর্গত।

বিভিন্ন ঋষি ও বিভিন্ন সিদ্ধ পুরুষ আপন আপন ইষ্টভাবের মধ্য দিয়া এই সৃষ্টি, সংহার ও স্থিতির ক্রিয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন, এবং এই প্রসঙ্গে বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার এবং ভিতর হইতে বাহিরে আসিবার ক্রম বুঝিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ বিভিন্ন চিত্র যন্ত্ররূপে অথবা চক্ররূপে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটি যন্ত্রের বাহিরে ভূপুর এবং সকলের ঊর্ধ্বে বিন্দু—একটি সাধারণ ব্যাপার। বিশেষ ক্ষেত্রে তারতম্য হইতে পারে এবং আছেও কিন্তু এখানে তাহা আলোচ্য নহে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বিশ্বচক্রের যেটি বিশিষ্ট স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এইটিকে শ্রীচক্র বলে। এইটি শ্রীমাতার যন্ত্র এবং বিশ্বরচনার একটি প্রসিদ্ধ সাংকেতিক প্রতীক।

এই যন্ত্ররূপী মাতার মন্দিরে সকলের মধ্যে এবং সকলের ঊর্ধ্বে বিন্দু বা মহাবিন্দুর স্থান জানিতে হইবে। এইখান হইতে সৃষ্টির প্রবাহ নির্গত হয় এবং ঐ প্রবাহ এইখানে আসিয়াই শান্তি লাভ করে। বলা বাহুল্য আমরা মহাবিন্দুর সাম্যভাবের দিক্ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। এই মহাবিন্দু নিরন্তর স্থির থাকিলেও নিরন্তরই গতিশীল। সুতরাং ইহা নিষ্পন্দ হইয়াও নিরন্তর স্পন্দনময়। এই মহাবিন্দুতে একদিকে যেমন দুইটি বিষম বিন্দুর ক্রিয়া হইতেছে, অপরদিকে তেমনি একটি সমবিন্দুর ক্রিয়াও নিত্য চলিতেছে। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এক বিন্দুই তিন বিন্দুরূপে কল্পিত হইয়া থাকে। এই তিন বিন্দু হইতে তিনটি রেখা উৎপন্ন হয়।

এই তিনটি রেখার পরস্পর সংযোগে একটি ত্রিকোণ উৎপন্ন হয়। এই ত্রিকোণ ধামটি বিশ্বসৃষ্টির যোনি স্বরূপ মাতৃমণ্ডল রূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই কথাটি আর একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। বেদান্ত দর্শনে সূত্র আছে 'যোনেঃ শরীরম্।' শরীর রচনা যোনির অধীন। বিন্দু ও যোনির সংঘর্ষে ব্যষ্টি ও সমষ্টি সমগ্র বিশ্বক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কথাটা আরও পরিস্কার করিয়া বলিতেছি। সৃষ্টির মূল পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে ইহার মূল সত্তা একদিকে নিরংশ এবং অপরদিকে সাংশ। নিরংশ সত্তা স্পন্দনহীন অথবা স্পন্দনাতীত নিত্য শান্ত। বস্তুতঃ উহাই শিবভাবের বা আত্মার পরম স্বরূপ। এই নিরংশ সত্তায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবশক্তি উভয়ই আছে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। কারণ সেখানে একই সত্তা। শৈব তাহাকে শিব বলিতে পারেন, শাক্ত তাহাকে শক্তি বলিতে পারেন। এই নিরংশ দিকটা চিরদিন নিরংশই থাকে। ইহা মন বুদ্ধির অগম্য—অথচ মন বুদ্ধির সকল ক্রিয়া ইহারই অধীন। সাংশ দিক্‌টা শিবভাব প্রধান অথবা শক্তিভাব প্রধান এই দুই প্রকার। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু উভয়ই শক্তিস্বরূপ। কারণ উভয়ই সাংশ। সাংশ সত্তার শিবের দিকটাকে অম্বিকা বলে এবং শক্তির দিকটাকে বলে শান্তা। উভয় দিক হইতেই ধারা প্রবাহিত হয়—অম্বিকার দিক হইতে যেমন ধারা নির্গম হয় তেমনি শান্তার দিক্ হইতেও হয়। ত্রিকোণের অথবা যোনির রচনাতে এই ধারাগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্ব রচনার মূলে ত্রিকোণ রচনা হয়। ত্রিকোণ রচনাটি অত্যন্ত রহস্যময়। প্রত্যেকটি ধারা প্রবাহে যে স্থিতির আবির্ভাব হয় তাহার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যও এই উভয় ধারার সম্মিলন বৈশিষ্ট্যমূলক। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে ধারার মূলস্থান অম্বিকা ও শান্তা—ইহাদের মিলন উভয় সত্তার সমাংশেও হইতে পারে, বিষমাংশেও হইতে পারে। তদনুসারে সৃষ্টির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। এইখানেই পীঠ রচনার গুপ্ত রহস্য নিহিত রহিয়াছে। চারিপ্রকার বাক্ তত্ত্বও এই রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ত্রিকোণের যেটি মধ্যবিন্দু তাহাই চরমপীঠ। যাহাকে পরাবাক্ বলিয়া বর্ণনা করা হয় ইহার সহিত তাহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে।

(১)

শ্রীমাতার মন্দিরাত্মক এই শ্রীচক্র একদিকে সমষ্টি অথবা মহাসমষ্টিরূপ বিশ্ব এবং অপরদিকে ব্যষ্টিরূপ মানবদেহ এই উভয়ের সহিত অভিন্ন—ইহা মনে রাখিতে হইবে। পরাশক্তি বিশ্বরূপিনী। এইটি তাঁহার ইচ্ছাত্মক অবস্থা। ইচ্ছার অপর পৃষ্ঠে তাঁহার বিশ্বাত্মক স্বরূপ রহিয়াছে। পরাশক্তি বিশ্বরূপ হইলেও চক্ররূপে প্রকাশমান নহে, তাই ইহা অঙ্কুরিত বিশ্ব। স্ফুরণ হইলে এই ইচ্ছা চক্ররূপ ধারণ করে। পরাশক্তি বিমর্শরূপা। জগতের উৎগিরণ ও নিগিরণ তাঁহার স্বেচ্ছার স্ফুরণ মাত্র। এই যে বিশ্বচক্রের কথা বলা হইল ইহা বিন্দু হইতে ভূপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সৃষ্টির ক্রম কি এবার তাহা বলা যাইতেছে।

সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন প্রপঞ্চ না থাকার দরুন তাহাকে শূন্য বলা হয়—ইহা প্রকাশাত্মক পরমশিবের স্থিতি। তান্ত্রিকগণের সাংকেতিক ভাষায় ইহার নাম বিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—যাহাকে অগ্নি ও সোমের সামরস্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহার অন্তিম অবস্থা বিসর্গ নামে আখ্যাত হয়। সামরস্যরূপ এই বিন্দুই কাম অথবা সূর্য—ইহা শিবশক্তির মিলিত রূপ। চিদ্গগন চন্দ্রিকাতে 'ভানু ভূষণ' নামে ইহার নির্দ্দেশ আছে। এই সামরস্যাত্মক কামবিন্দুর দুইটি দিক্ আছে—একটি অগ্নিস্বরূপ এবং অপরটি সোমস্বরূপ। আগমের সাংকেতিক ভাষায় একটির নাম 'অ' এবং অপরটি নাম 'হ' অগ্নিবিন্দু রক্তস্বরূপ এবং সোমবিন্দু শুক্রস্বরূপ—উভয়বিন্দুর সংযোগ হইতে চিৎকলা বা সংবিতের আবির্ভাব হয়। এই সংবিৎ আর কিছুই নহে—প্রকাশরূপী অগ্নির সম্বন্ধবশতঃ বিমর্শরূপী চন্দ্রবিন্দুর স্রাব। অগ্নির স্পর্শে ঘৃত যেমন বিগলিত হয় ইহাও সেই প্রকার। এই দুই বিন্দুর অন্তরাল বা মধ্যবিন্দু হইতে যে ধারা নিঃসৃত হয় ইহারই নাম হার্ধকলা। যখন কামকলারূপ অক্ষর এই হার্ধকলার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সেই অক্ষর হইতেই বৈন্দব চক্রের আবির্ভাব হয়।

এই বৈন্দব চক্রটি তিনটি মাতৃকার সমষ্টিরূপ অর্থাৎ পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরীর সমষ্টি। এই চক্র হইতেই ৩৬ তত্ত্বরূপ বিশ্ব উৎপন্ন হয়। শ্রীচক্রের অঙ্কিত স্বরূপে ইহা মধ্য ত্রিকোণ নামে পরিচিত। ইহা মাতৃকাত্রয়ের সমষ্টি বা সদাশিব বা পরমাত্মা বা তুরীয় বিন্দু হইতে উদ্ভূত।

পরাশক্তি পরিস্ফুট শিবশক্তি সমাপন্ন বীজের অঙ্কুরস্বরূপ। যখন পরমশিবরূপী সূর্যের কিরণ বিমর্শরূপী স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিফলিত হয় তখন চিত্তরূপী প্রাচীরে মহাবিন্দুর আবির্ভাব হয়। এই যে চিত্ত ইহা অহঙ্কারাত্মক এবং পরিস্ফুট অকার ও হ'কারের সামরস্য স্বরূপ। রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ দুইটি বিন্দু বাক্ ও অর্থের আভাস ফুটাইয়া তোলে। অহঙ্কারাত্মক সূর্য অথবা রবি উভয়ের সামরস্যরূপ বলিয়া কমনীয় ও কামপদবাচ্য। এই রবির কলাগুলি অগ্নি ও সোম নামে দুইটি বিন্দু রূপে পরিচিত। এই কামকলাবিদ্যা দেবীর স্বরূপ। ইহার চক্রক্রম জানিতে পারিলে জগন্মাতা মহাত্রিপুরসুন্দরীর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে।

কালচক্রাদি তন্ত্রে কামকলা লিখিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে প্রথমে একটি বিন্দুর সন্নিবেশ আবশ্যক। উহার নীচে তির্যগ্ভাবে পাশপাশি দুইটি বিন্দু বসাইবে। এই তিনবিন্দুর নীচে হংসপদ অঙ্কিত করিবে। আচার্যগণ বলেন—এই পর্যন্ত লিপি সম্ভবপর। ইহার পর যাহা তাহা লিপির দ্বারা লেখনের অতীত, তাহা আনন্দস্বরূপ। কামকলার অভিব্যক্তি হয় কামালয়ে অর্থাৎ যোনিস্থানে। উহা আনন্দের দ্যোতক। যখন লিপিবদ্ধ করা হয় তখন উহাই হংসপদ নামে লিখিত হইয়া থাকে। ভগবান শঙ্করাচার্য কামকলার যে ধ্যান বলিয়াছেন তাহাতে পাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় যে সর্বপ্রথম চিন্তনীয় দেবীর মুখ। তাহার নীচে দুইটি কুচ বা স্তন, তাহার নীচে কামকলাতত্ত্ব ধ্যানের বিষয়। মুখবিন্দুই কামবিন্দু। কুচবিন্দু দুইটি বিমর্শবিন্দু। তাহার নীচে যাহা হকারার্দ্ধ বা অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের যোনিস্থান।

(২)

এই যে ত্রিকোণাত্মক বৈন্দবচক্র ইহা তিন প্রকার। সৃষ্টিরূপে ইহার স্বরূপটি শক্তি। কিন্তু সংহাররূপে ইহার স্বরূপ অগ্নি। এই চক্রই ক্রমশঃ নবযোনি চক্ররূপে পরিণতি লাভ করে। নয়টি যোনির মধ্যে চারিটি আত্মস্বরূপ (আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা)। একটি প্রমাতা বা জীব। একটি প্রমেয় বা গ্রাহ্যবর্গ, একটি জ্ঞান, এবং বাকী দুইটি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কর্ম্মসংস্কার। এই কয়েকটি মূলসত্তা অবলম্বন করিয়াই মহাপ্রলয়ের পরে সৃষ্টির অবতারণা ঘটে। নবযোনিচক্রের ইহাই স্বরূপ। ইহা চিদানন্দঘন বলিয়া সর্বশাস্ত্রে বর্ণিত হয়। ইহাতে একদিকে যেমন চিৎ বা চৈতন্যকলা আছে, অপরদিকে তেমনি বিশ্বাহন্তার পরিণাম আনন্দও আছে। ইহা দেশ কাল ও আকারের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; কারণ এইসবগুলি স্বরূপতঃ চিন্ময়। এই নবযোনিচক্র নয় প্রকারে বিভক্ত। প্রতিচক্রে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সকল মন্ত্র চক্রেশ্বরী, করশুদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ।

প্রথম চক্র অম্বিকা স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এইখানে মহাবিন্দুরূপ সদাশিব আসনরূপে রহিয়াছেন। এই আসনে অধিষ্ঠাতারূপে উপবিষ্ট আছেন শিবশক্তির যুগলস্বরূপ। শিবকে প্রলয়াগ্নি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই অগ্নিতে ৩৬ তত্ত্বের মধ্যে আদিতত্ত্ব শিব হইতে অন্তিম তত্ত্ব পৃথিবী পর্যন্ত সবগুলি অন্তর্লীনভাবে বিদ্যমান আছে। ইহা হইল অর্থের স্বরূপ। এই অগ্নিটি সকল বর্ণের আদিভূত অনাশ্রিত প্রকাশরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ ইহাই অকার। যাহাকে চিৎকলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে তাহা বিমর্শরূপাও বলা হয়। 'অহং'এর অকারটি আদিবর্ণ ও প্রকাশরূপ এবং হকারটি অন্ত্যবর্ণ বিমর্শরূপ।

এই ত্রিকোণটি মহাবিন্দুরূপ মধ্যচক্র হইতে উদ্ভূত যাহাকে শিবশক্তির সামরস্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ত্রিকোণটিই অম্বিকা। এই ত্রিকোণের তিন কোণ হইতে তিনটি স্পন্দের আবির্ভাব হয়। যাহার প্রভাবে অষ্টকোণাত্মক অষ্টার চক্র আবির্ভূত হইয়া থাকে। ত্রিকোণটি অষ্টারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং ইহা স্বরবর্ণের দ্বারা আচ্ছন্ন। ত্রিকোণের তিনটি রেখাই পরস্পর সমান এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যেকটি রেখাই পাঁচটি স্বরবর্ণের দ্বারা আবৃত। অকার হইতে পাঁচটি স্বরবর্ণ লইয়া একটি রেখা রচিত হয়। এই প্রকারে তিনটি রেখা পনেরটি স্বরবর্ণের দ্বারা রচিত হয়—যাহার অন্তিম স্বরটি বিন্দু নামে পরিচিত। ত্রিকোণের কেন্দ্রস্থলে আছে বিসর্গ। এই ত্রিকোণটিই শাস্ত্রে মহাত্রিকোণ নামে প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য এই ত্রিকোণটি নয়টি চক্ররূপে পরিণত হয় একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ত্রিপুরাদি নব চক্রেশ্বরী ও করশুদ্ধি আদি মন্ত্রের কথাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অম্বিকা ও শান্তার সামরস্যরূপ সদাশিবরূপ আসন ইহাই। কামেশ্বর ও কামেশ্বরী দ্বারা এই আসনটি অধিষ্ঠিত।

ক্রমশঃ

"এই মরধামে আয়ুর তর্পণে
পরাজয়ে, ব্যর্থতার বিপদে আপদে
ঘর করি প্রতিদিন। আমরা দেখিনি
কভু আমাদের মুখ, সম্মুখ দর্পণে।
তাই তো মরণ গানে, আমরা হারাই,
বাঁচার আশ্চর্য্যগীতি; আমরা মাড়াই,
প্রতিক্ষণে সত্যপথ, মিথ্যার ইঙ্গিতে।
শুধু শুধু ভুলি কামনা সঙ্গীতে।
তাইতো আমরা ভাবি প্রতিটি প্রত্যহ,
এর চেয়ে মাঠ বন ঢের ঢের ভালো
সেখানে বেদনা নাই, আশ্চর্য্য সুন্দর।
মনে হয়, সেখানের পৃথিবী উর্ব্বর।
এ-সব কিছুই নয়, কল্পনা শংকার।
তার চেয়ে মুক্তি খোঁজো এধার-ওধার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপুরুষ চরিত

যজ্ঞোপবীত ঃ

উত্তর পশ্চিম সীমান্তের এক অখ্যাত গ্রাম। সৌম্যদর্শন, বুদ্ধি-দীপ্ত ফুটফুটে এক কিশোরের আজ উপনয়ন সংস্কারের পুণ্যতিথি। এই উপলক্ষ্যে ছোটখাট উৎসবের আয়োজন। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্বদের আগমন হয়েছে। চারিদিকে আকাশে বাতাসে উৎসবের আমেজ। ঐ কিশোর আজ যজ্ঞোপবীত ধারণ করে দ্বিজ বলে পরিচিতি পাবে সমাজে। বালকের বয়স কোমল কিশলয়ের মত অপরিণত হলেও বুদ্ধি দর্পণ-স্বচ্ছ এবং তাতে নির্ভিকতার এবং স্পষ্টবাদিতার প্রদীপ্ত চমক প্রতিফলিত।

দ্বিজত্বের দ্বারে এসে তার মনে নানা সংশয় এবং সন্দেহের ধূমায়িত সমাবেশ। প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দান করে কুল-পুরোহিত মন্ত্রপূত পরম-পবিত্র যজ্ঞোপবাত ধারণ করাতে বালকের কাছে সমুপস্থিত।

মাতাপিতা এবং সমুপস্থিত অভ্যাগতবৃন্দকে অপার বিস্ময় সাগরে ডুবিয়ে কিশোর ধীরে পুরোহিতের হাত ধরে তাঁকে যজ্ঞোপবীত পরাতে নিষেধ করে এবং মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কয়েকটি উদ্ধত অথচ সরল প্রশ্ন ঃ পিতঃ! কেন এই সূতার উপবীত ধারণের আয়োজন? কি হ'বে এই উপবীত ধারণ করে?

পুরোহিত ক্রোধে ফেটে পড়লেন। মুখ থেকে ছিট্‌কে বেরুলো কয়েকটি কথার টুকরো—'ওহে উদ্ধত কিশোর! চিরাচরিত এই পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ না করলে দ্বিজন্ম-লাভের মহিমা লাভ হয় না। বেদপাঠে অধিকার হয় না, ধর্ম্ম-ক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকে।' বালক অধীরকণ্ঠে বলে উঠলো ঃ "অতি উত্তম কথা। আমায় সেই উপবীত দিন আমি চাই সেই পবিত্র যজ্ঞমাল্য—দয়া হোক যার কার্পাসতুলা—সন্তোষ হোক সূতা, সংযম আর সত্য হোক গ্রন্থি এবং পাক। তবেই তো তা হবে উপযুক্ত উপবীত। পারেন যদি তো পরিয়ে দিন আমার গলায় সেই উপবীত যার ধ্বংস নেই, পাতিত্য নেই, অগ্নির ভয় নেই—হারাবার ভয় নেই। সেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করে আমি আমার জীবন ধন্য করি।"

সমুপস্থিত সকলে বালকের কথায় মাথা নীচু করে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরতি দর্শন :

ঐ কিশোর বড় হয়েছে। তার নাম-যশ দেশান্তর ছেয়ে গিয়েছে। এক সময় ভ্রমণ করতে করতে ঐ মহাপুরুষ জগন্নাথধাম পুরীতে উপস্থিত। মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময় সমাগত। পূজারীরা সাদরে আরতি-দর্শনের কথা নিবেদন করলেন।

যিনি সর্ব্বত্র তাঁর প্রিয়তমের দর্শন করে থাকেন—তাঁর ঠাকুরের মন্দির তো সর্ব্বত্র। মুখ দিয়ে তারা তাঁর কবিতাধারা ঝরে পড়লো অর্ঘ্য হিসেবে সেই বিরাটের চরণতলে :

"হে আমার প্রভু! গান হয়েছে তোমার আরতির থালা, রবি চন্দ্র এই দুই দীপ জ্বলছে যেথায় নিরন্তর। তারকামণ্ডল যেখানে শোভা পায় মুক্তাখচিত চাঁদোয়ার প্রায়। মলয়জ-চন্দনই তোমার ধূপ—তারই সৌগন্ধ বয়ে নিয়ে পবন করছে তোমার ব্যজন। হে জ্যোতির্ময় প্রভু! পুষ্প সম্ভার সাজিয়ে বনস্পতিরা নিবেদন করছে তোমার আরতির পুষ্পার্ঘ্য। হে ভবখণ্ডন! প্রভু মুক্তিদাতা! অনির্ব্বচনীয় তোমার আরতি। এই আরতি বেজে উঠছে অনাহত-ধ্বনির মধ্য দিয়ে অপরূপ স্তবগানে।"

সমবেত সাধু এবং দর্শনার্থিরা এ সুন্দর স্তবগানে বিস্ময়ে নির্ব্বাক। পীত-বসনধারী এই ভক্তিসিদ্ধ সাধক আর কেহ নহে সুপ্রসিদ্ধ শিখধর্ম্ম-প্রণেতা মহাপুরুষ শ্রীনানকজী নিরহংকারী।

প্রিয়তম কোথায় ?

আর এক সময়ে নানকজী এসিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রিয়তমের মধুর মূরতি প্রকৃতির মধ্যে দর্শন করতে করতে পদব্রজে এগিয়ে চলেন। সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্র নেই। শ্রীভগবানের নামে মাতোয়ালা বিভোলা।

একদিন রাত্রিতে মক্কার রাস্তায় শায়িত পথচারী মোল্লাসাহেব তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো।

"বেতমিজ—তোমার পা পূততম কাবা মস্‌জিদের দিকে—অমার্জ্জনীয় তোমার অপরাধ!"

"বন্ধু! বিস্মরণ ক্ষমা করো। কোন দিকে পা প্রসারণ করবো—কোথায় আল্লা নেই আমায় বলে দাও।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাহে রে বন খোজন যাই
সুরব নিবাসী সদা অলেপা তোহি সংগ সমাই
পোহবা মধ জিও বাস বনত ছায় মুকুর মাঝে
জ্যায়সে ছাই
ত্যায়সে হি হর বসে নিরন্তর ঘট হি খোজো ভাই !

বনে কি খুঁজবে তাঁকে ? সর্ব্বত্র যাঁর নিবাস। অলিপ্ত যিনি তোমার মধ্যেই আছেন তিনি। পুষ্পে যেমন গন্ধ, দর্পণে যেমন ছায়া থাকে—তেমনি তোমার মধ্যে তিনি নিরন্তর প্রতীক্ষায় বসে আছেন। সেখানেই তার সন্ধান লও।"

মোল্লার মন গলে গেল।

মা ! তুমি আর আমি !

শরৎ প্রাতে শিউলি তুমি
বাদল বেলার যুঁই,
স্নিগ্ধ তুমি, জুড়ায় জ্বালা
তোমায় যখন ছুঁই।
তোমার দুটি নয়ন যেন
ভোরের বেলার তারা
কোন অতলে হারিয়ে গেছে
কোন ভাবেতে হারা।
আমার 'আমি' 'তোমার' মাঝে
মিলিয়ে গেছে, তাই
তোমার সকল ছন্দ গানে
আমায় খুঁজে পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাহবাগ লীলা

(২)

"প্রত্যক্ষ-দর্শী"

২৩শে চৈত্র ১৩৩২ সাল। ইংরাজী ৭।৪।২৬, প্রাতঃকাল, স্থান—মায়ের আবাস গৃহ। মধ্যের বড় কোঠা। মায়ের অস্বাভাবিক ভাব। যেন কোন এক আশ্চর্য্য-জগৎ হইতে অদৃশ্য শূন্যপথ অতিক্রম করিয়া সবেমাত্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঘরের মেঝেতে মাটীর উপর বসিয়া আবেশ চকিত দৃষ্টি—কিন্তু কেন কে বলিবে?—নয়ন যুগলে যেন স্নেহ সৌন্দর্য্যপূর্ণ আলোকরেখা কখনো কখনো ক্ষরিত হইতেছে। আট দশজন দর্শনার্থী যাত্রী আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বসিয়া আছে। অদূরে বাবা ভোলানাথ আনন্দময় সুশান্ত সদয় মূর্ত্তি। আজ যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের সকলকেই গতকাল চরণধূলি স্পর্শহেতু অপরূপ নমস্কার-যজ্ঞের হোতা হইতে দেখা গিয়াছে। আজ তাহারা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভেট দিতে আসিয়াছে। সকলেই নিঃশব্দে মায়ের দিকে কেবল তাকাইয়া আছে। দর্শন শেষ হইতে চায় না। মায়ের মুখমণ্ডলের এতই মাধুরী। গত-কাল যার যার প্রাণ ওই চরণে স্পর্শ করিয়া আহুতি দিয়াছে, মা তাহাদের আপন হইয়াছেন; তাই তাহাদের আজ প্রাতে "দর্শনোৎসব" চলিতেছে।

বেদের পূজাহ্নিকের প্রথম মন্ত্রটির সার্থকতা এই সময় হৃদয়ঙ্গম যোগ্য। "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" ধীমান শিষ্যগণ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরম পদ অপলক-বিস্তৃত-নেত্রে কেবলই দেখিয়া যাইতেছে। এখানে—চরণযুগল হইতে মুখমণ্ডল ও শিরোনেত্র সকলই—আত্মচৈতন্য-জ্যোতির আশ্রয় হেতু অব্যক্তের দেহ ধারণ বলিতে যাহা কিছু প্রকাশ পাইবে সকলই চরণ স্থানীয়।

একজন নবীন যুবক কৃষ্ণ ও খর্ব্বাকার—প্রবেশান্তে নমস্কার করিয়া বাবা ভোলানাথের একখানি পত্র ফেরৎ দিল। মাতৃ-সদনের মৌনত্ব ভাঙ্গিল। ভোলানাথ—'পুরোহিতের কর্ম্মপটুতা কেমন?' আগন্তুক—'নব্য শিক্ষিত। অভিজ্ঞতা নাই।' বিরাট ব্যাপারে তাহাকে একাজে নির্ভর করা যায় না—ইহাই সকলের মত। ভোলানাথ—'তাহা হইলে ঐ পুরোহিতের আশা ছাড়িয়া দিলাম।' এই প্রসঙ্গ শেষ হইলে আগন্তুক সকলকে নীরবে লক্ষ্য করিয়া মায়ের সম্মুখীন হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক ভগবৎ সেবা জীবন-পথে মায়ের শ্রীমুখের কিছু উপদেশ-বাণী লাভের প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইল। মা নীরব রহিলেন। প্রশ্নকারী অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই অবসরে বাবা ভোলানাথ, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—'এই বাগানে একজন হিন্দুস্থানী প্রৌঢ় কাজ করে। সে বিবাহ করে নাই, যাহা বেতন পায় মামা ভাইদের পাঠিয়ে দেয়, আর নিজে অবসর সময় কাটা ঘাস বিক্রী করে উহা দিয়া নিজের খাওয়া খরচা চালায়। শুনিয়াছি মামার সংসারে প্রতিপালিত। এখন তুমিও অর্থোপার্জ্জন করিয়া মামাকে সাহায্য কর ও অবসর সময়ে ভগবৎ চিন্তা কর। এই ভাবে চলাই সঙ্গত মনে করি। প্রথমতঃ কর্ত্তব্য শেষ করা ভাল।' এই সময় মা উহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ও ভোলানাথকে বলিলেন—"ইহাকে জ্যোতিষের কাছে যেতে বল।" কণ্ঠস্বর ঈষৎ জড়িত ও ক্ষীণ। মায়ের ভাষা বাবা ভোলানাথ বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষ চন্দ্র রায় ঐ সময় বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী। আগন্তুক ঐ বিভাগেরই কেন্দ্রিয় গবেষণাগারের এক কর্ম্মচারীর বাড়ীতে বাস করে। জ্যোতিষ বাবুকে সে জানে। দেখিয়াছে লোকে চাকুরী লাভের জন্য তাহার কাছে যাইয়া থাকে। কিন্তু চাকুরী লাভের ইচ্ছা তাহার অন্তরে ছিল না বলিয়া মায়ের ঐ কথায় সে নিরুত্তর রহিল এবং নমস্কার করিয়া বিদায় নিল। ঐ সময় মা কি জানি নির্দ্দেশ দিলেন। একজন একটি ডাব নারিকেল আনিয়া তাহার হাতে দিতে গেল কিন্তু সে অস্বীকার করিল। বাবা ভোলানাথ বলিলেন—"তোমাদের মা আশীর্ব্বাদ দিতেছেন। নিলে মঙ্গলই হইবে।" যুবকটি নম্রভাবে জানাইল—জাগতিক মঙ্গলে আমার রুচি নাই।

গতকল্য যাহাদের সঙ্গে সে এখানে আসিয়াছিল তাঁহারা সকলেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাহাকে "ডাবটি" মাথা পাতিয়া নিতে বলিলেন। যুবকটি মৃদুভাবে উত্তর করিল —"মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করা হয় নাই বলিয়া এইখানে খাইতে পারি না, আর ঘরে লইয়া গেলে—এখানকার সকল কথা তাহাদিগকে বলিতে হইবে।" বুঝা গেল মায়ের বিষয় সে গোপনে রাখিতে চায়। ইহাই প্রত্যাখ্যানের কারণ। কিছুদূর সে চলিয়া গিয়াছে। তখনও সকলে ডাকিয়া নারিকেলটি তাহাকে নিয়া যাইতে উপদেশ দিল। প্রত্যুত্তরে সে বলিল—"জাগতিক বিষয় নিয়া ত এখানে আসি নাই। অমঙ্গলের ভয় কি?" এই বলিয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল।

আগন্তুক চলিয়া গেলে, মায়ের ইসারা পাইয়া ডাবটি কাটিয়া আনা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা গেল উহাতে একটুও জল নাই। উপস্থিত ভক্তগণ মনে করিলেন মায়ের দেওয়া আশীর্ব্বাদ সে প্রত্যাখ্যান করাতে মা নিজেই উহা সূক্ষ্মে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছেন। হায়! লোকটি কত দুর্ভাগা! জীবনের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ সে ঠেলিয়া ফেলিল !!

কিন্তু যুবকটির বাসায় ফিরিবার পথে বারম্বার মনে আসিতেছিল, পার্থিব বস্তু না নেওয়াটাই সঙ্গত হইয়াছে। মায়ের নিকট হইতে জীবনের পথ নির্দ্দেশ-বাণী— চাহিয়াছিলাম। আমার সেই প্রার্থনাই প্রবল রহিল। যদি তিনি কখনও তাহা দিতে চাহেন—মিলিবে নচেৎ পথের লোক পথেই বিলীন হইয়া যাইব।"

কল্কীপুরাণে লিখিত আছে—

"ন দদাতি হরি কিঞ্চিৎ সেবকোঽপিন যাচকঃ।
তথাপি এতয়োঃ প্রীতির্ভবতিকিমিতিশাশ্বতী ॥"

শ্রীহরি কিছু দেন না (অপরকে) তাঁর সেবকও কিছু চাহে না ; তথাপি পরস্পরের প্রীতি নিত্যকাল চলে আশ্চর্য্য !

মা তিন বৎসর যাবৎ মৌন আছেন। কেবল বাবা ভোলানাথের সঙ্গেই কখনো দুচারটি প্রয়োজন হইলে কথা বলেন। মায়ের দ্বারা যেমন নিজহাতে নিজমুখে কিছু খাদ্য গ্রহণ সম্ভব হয় না সেইরূপ সংসারের রন্ধনাদি বা দ্রব্যাদি সংরক্ষণ অথবা বিধিব্যবস্থা হেতু মনোযোগ দেওয়াও কিছুই সাধ্যায়ত্ব ছিল না। মা সর্ব্বদা আধ্যাত্মিক জগতে মজিয়া থাকেন, শরীর যৌগিক ভাবে কখনো সমাধিতে অবশবং হইয়া থাকে। প্রায়শঃ সকাল হইতে ভাবাবস্থায় কখনো একবস্ত্রাবৃতাবস্থায় মাটীর উপর শুইয়া থাকেন। আগন্তুক লোকজনের মানসিক তীব্র প্রার্থনার ফলে কখনো আলুথালু বেশে মাকে উঠিয়া বসিতে দেখা যাইত। বাবা ভোলানাথের ছোট ভগ্নী মটরী পিসীমা, এখানে আসিয়া রন্ধনাদি যাবতীয় কাজ পূরণ করিতেছেন। মা অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত নিজ ভাবের আবেশে ডুবিয়া থাকেন। তাহার পর বাবা ভোলানাথ, হাতমুখ ধুইয়া কিছু মাকে খাইতে দিবেন মনে করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মায়ের ভিতরে বাহিরের চেতনা জাগরুক করিলে—হয়ত মা অর্দ্ধস্ফুট স্বরে চক্ষু খুলিয়া বলিতে চেষ্টা করেন—"তুমি উঠিতে বল ?" বা "তুমি খাবার ঘরে যাইতে বল ?" অথবা "কি করিতে হইবে বল ?"

আবার কখনো বাহিরের খেয়াল যদি আসিয়া যায়, তখন মা ক্ষিপ্রহস্তে প্রসাদ বিতরণের জন্য পরিবেশন করিতে, কখনো বা রন্ধনাদি কাজে বা তাহার আয়োজনে যোগ দিতেছেন। সকল কাজেই মায়ের কুশলতা ও দক্ষতা। অল্প সময়ে অধিক কাজ করিয়া নেওয়াই মায়ের বৈশিষ্ট্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা ভোলানাথের সংসারে থাকেন মায়ের পিতৃদেব। দেখিতে ঋষির ন্যায়। মটরী পিসীমার ছেলে—অমূল্য—কীর্ত্তনে মৃদঙ্গ বাদক। পিতাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র—আশু বিদ্যার্থী এবং মায়ের অনুজ—মাখন, সেও শিক্ষার্থী। শাহাবাগে প্রায় ষোল জন মালী, একজন দ্বার রক্ষী। বাবা ভোলানাথ, তাহাদের দ্বারা ঘাস কাটা, জঙ্গল পরিস্কার, বৃক্ষলতা রোপণ, জল সেচন প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন এবং উদ্যান স্বামী নবাবের বাড়ীতে ফুলের তোড়া, উত্তম উত্তম ফুলাদি প্রেরণ—এবং সর্ব্বোপরি বাগানটি মসৃণ ও পরিষ্কার রাখা তাঁহার কর্ত্তব্য।

এই সময় যাঁহারা মায়ের দর্শন করিতে প্রায়ইঃ আসিতেন, তাঁহাদের পুরাতন ও নবীন দলের দুখানি গ্রুপ্ ফটো মায়ের বাসগৃহে রাখা ছিল। একটির ভিতরে দাঁড়ান ছিলেন বাউল বাবু, প্রমথ বাবু, প্রাণগোপাল বাবু, ননী বাবু, নিশি বাবু, অটল বাবু ও শশাঙ্ক বাবু। অপরটিতে রাজেন্দ্র, কুশারী, অন্নদা ঘোষ, পূর্ণ সরকার, সতু রায়, চিন্তাহরণ সমাদ্দার, সুরেন ব্যানার্জী, অনাথবন্ধু, ধীরেন সরকার, ভূপেন দাশগুপ্ত, গিরিজা সরকার, ধীরেন চৌধুরী, বিনয় ব্যানার্জী, হেম নাগ, নরেন রায়, মথুর বাবু ও সীতানাথ। জ্যোতিষ রায়, নিরঞ্জন রায় প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে আসিতেন। ফটোতে তাঁহাদের বা দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী ও অপর বিশেষ ভক্ত মহিলাগণের চিত্র দেখা যায় নাই। বাগানের অধিনায়ক যোগেশঘোষ এবং ভুপেন বসুও চিত্রে দাঁড়ান নাই। ঐ সময়ের ভক্তগণের মধ্যে আরও বিশেষ কয়েকজন ছিলেন। তাঁহারা যতীন মজুমদার, হীরালাল বাবু, যোগেশ ব্যানার্জী, চিন্তাহরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পদাবলী কীর্ত্তনীয়া), যোগেশ ভজন (গায়ক), সিদ্ধেশ্বরীর মহেন্দ্র নাগ, টিকাটুলীর নৃপেনদা, চারুদা, মনোরঞ্জন সমাদ্দার, ধীরেন ব্যানার্জী, চন্দ্রকুণ্ডু ও অধীর সেন।

মায়ের ভোগের আয়োজন যেইঘরে হইত, সেই ঘরের উত্তর কোণে স্থাপিত ঠাকুরের ঘট ছিল এবং মা কালীর একটি রঙ্গীন ফটো যত্নে রক্ষিত ছিল। লক্ষ্মীর আসনও ছিল। ভোগের সময় ধূপবাতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইত। মধ্যের ঘরের দেয়ালে সাজান ছিল, একখানা মায়ের হাতের কার্পেটে রঙ্গীন ডোরে বুটা দিয়ে তৈয়ারী ঠাকুরের প্রতিকৃতি, তাহার নীচে লেখা ছিল, "সকৃতানায় নমঃ"। এইরূপ নানা মন্ত্রাত্মক শব্দ মায়ের শ্রীমুখ হইতে ভাবাবস্থায় প্রায়ই স্ফুরিত হইত। ঘরের একপাশে একটি টেবিল। উহার উপরে দুই তিনখানা পুস্তক। তাহার একখানার নাম—ঠাকুর দয়ানন্দ। বইখানা মাকে উপহার দিয়াছেন শ্রীশারদা সেন—অষ্টগ্রাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে। এই দালানের দক্ষিণ দিকের ত্রিকোণ কোঠায় বাসনপত্রাদি থাকিত। রন্ধনান্তে অন্নব্যঞ্জনাদি এইঘরে সুরক্ষিত রা া হইত। ইহার প্রায় পঁচিশ গজ দূরে একখানি ছোট চালাঘর ছিল। রন্ধনাদি ওখানেই করা হইত। ঐ সময় পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণ কক্ষটির সম্মুখে গোল কৃত্রিম পুষ্করিনীর ধারে একটি মায়ের শ্রীহস্ত রোপিত পেঁপে গাছ ছিল। মা ও ভোলানাথ বসিয়া আছেন ভাবাবস্থায়—হাস্যময়ী মায়ের বামহস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত, যেন জীবগণকে অভয় দিতেছেন—এইরূপ একখানি যুগল ফটো দেয়ালে ছিল। টেবিলে আয়না চিরুণীও ছিল। কয়েকটি বাসনপত্রে মায়েরই নাম খোদিত ছিল—"নির্ম্মলা"।

মাকে কখনো নিজমনে বাগানের দুর্ব্বাদলাচ্ছাদিত মাঠে বা কখনো লাল পাকা সড়কে বেড়াইতে দেখা যাইত। তখন দূর হইতে ঐ বাগানের দিকে দৃষ্টি দিলে, দেখা যাইত—ইহা যেন দেবগণের শোকদুঃখাতীত বৈকুণ্ঠাদি লোক বিশেষ। পরম পবিত্র আলোক-বাতাস, দিব্য তেজোময়, এক বৈদ্যুতিক প্রবাহতুল্য শক্তির দ্যোতনায় ভরপুর। এই মর্ত্তলোক যেন মা-দেবীর জন্যই তৈয়ারী হইয়াছে। মা যেন এই জগৎ রাজ্যের একমাত্র মহিষী। আর দূর হইতে মায়ের দিকে তাকাইলে মনে হয়—পাঞ্চভৌতিক শরীরখানি – আমাদের চোখেতে কেবল পরিচয় দিবার জন্যই পোষাক পরিচ্ছদরূপে আবৃত করিয়া লইয়াছেন। মায়ের ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব এক অননুভূত ও অজ্ঞেয় চৈতন্যময় ও জ্যোতির্ম্ময় জগদাতীত—সত্ত্বাবিশেষ।

অতীতের ঐ সময়ের মায়ের এক লেখচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করা হইল। অযোগ্যতা ও ভ্রান্তি, ভ্রান্ত দর্শকের পদে পদে ঘটিবে ভুল নাই। তথাপি অন্তরাত্মার তৃপ্তি।

ইংরাজী ১৯২৪ সন এপ্রিল মাসের কথা। নবীন সেই যুবকটি মাঝে মাঝে শাহাবাগে মায়ের দর্শন পিপাসায় প্রায়ই আসে। কিন্তু, কিরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে ঠিক নাই, ইহা মনে করিয়া সে প্রাচীরের বাহিরে থাকিয়াই ভ্রমণরতা বা অস্বাভাবিক ভাবাবিষ্টা মাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া চলিয়া যাইত। শাহবাগ হইতে ফিরিবার পথে একা একা সে এইসকল বিষয় নিয়া চিন্তা করিত এবং এক এক দিন এক একটি পুরাতন চিত্র তার স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিত। শাহাবাগের উত্তর দিকে বা পশ্চাৎভাগে "ধানমণ্ডাই গ্রাম"। সেখানে এক সাধুপুরুষ ছিলেন। তাহার শিক্ষাগুরুর নাম—ইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী। ঋষিদের আদর্শে তিনি জীবন যাপন করিতেন—তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইহার সমপাঠী ও যোগ্য ছাত্র ছিল। ইন্দ্রমোহন ঠাকুর দুর্গাপূজা করিবেন ইচ্ছা করিলেন। এই যুবকটিকে তাঁহার পূজামণ্ডপের কাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়োগ করিলেন এবং শাহবাগ হইতে পূজার পাঁচদিন ফুল তুলিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একটি চিঠি দিয়া এই বাগানের পরিদর্শক শ্রদ্ধেয়, রমণীমোহন চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই শ্রীশ্রীমায়ের জাগতিক দৃষ্টিতে পতি—বাবা ভোলানাথ। ১৯২৪ সেপ্টেম্বর বা আশ্বিন মাস। ঐ সময় সে পাঁচদিন প্রাতে ফুল তুলিয়া নিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সময় একদিনও এই অভিনব দেব শরীরধারী মাকে দৃষ্টিপথে পায় নাই। সেইসময় শাহাবাগে বাহিরের লোকজনের যাতায়াত সেরূপ ছিল না।

বাবা ভোলানাথ প্রতিদিন প্রাতে ৯।১০টায়, তরকারী পত্র কিনিবার জন্য শাহাবাগের ফটকে আসিয়া দাঁড়াইতেন। যুবকটি প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে পাইত। উনিও তাহাকে দেখিতেন। তাড়াতাড়ি হাঁটা, বই পড়িতে পড়িতে পথ চলা ইহার বৈশিষ্ট্য ছিল। বাবাও উহা লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু মায়ের দর্শন ঘটে নাই বলিয়া কোনও সংযোগ তখনও ছিল না। বৈকাল বেলা স্কুল হইতে ফিরিবার পথে শাহাবাগের ফটকের পাশে—বড় বটগাছের ছায়া ছিল, জলের কল ছিল। ছেলেটি চলার বেগ সেখানে কমাইয়া দিত বিশ্রাম উদ্দেশ্যে। মাঝে মাঝে, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত। একজন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণকায় প্রৌঢ়। দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু বিলম্বিত, লাবণ্যময় মুখশ্রী, মুখে বৈরাগ্য ও ঈশ্বর প্রেমের লক্ষণ যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উনি ত্রিশূলের ন্যায় লৌহময় দণ্ডতাল নামক যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে উচ্চকণ্ঠে, ভাবমূলক ভজন সঙ্গীতে টান দিতেন। কখনো সপ্তম স্বর, কখনো পঞ্চম স্বর। দেখিতে ঋষির ন্যায় তপস্বীর আকৃতি। মনে হইত পথচারী দেবর্ষি নারদ মুনি, ভাব মুখে, তত্ত্ব সঙ্গীত আপন মনে গাহিয়া যাইতেছেন। ইনিই মায়ের পিতৃদেব বলিয়া পরিচিত, নাম পরম শ্রদ্ধেয় বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য্য।

ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীর্থের আহ্বানে

(১)

কুমারী চন্দন ভট্টাচার্য্য

আবহমান কাল ধরে চলে আসছে তীর্থের আহ্বানে মানুষের অভিযান ও যাত্রা। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্শী সকলের মধ্যেই পাওয়া যায় আপন আপন তীর্থযাত্রার ইতিহাস। বিশেষ করে আমাদের পুরাণাদিতে বর্ণিত রয়েছে তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী ও মাহাত্ম্য স্থানে স্থানে—পাতায়-পাতায়।

তীর্থ দর্শনের প্রবল আকাংখায় মানুষ পথের বাধাকে বাধা বলে মনে করত না, মৃত্যুকে করতনা ভয়। সব জেনে বুঝেই যাত্রায় বের হত, যদিও ছিল না গাড়ী, বাস, মোটর, জীপ, কিছুই। পদে পদে বাধা। তীর্থ যাত্রার আনন্দে তারা অতিক্রম করত বাধা-বিঘ্ন-সংকুল সংকীর্ণ পথ। সেখানে দেবতাদের, মুনি-ঋষিদের বাস, যেখানে তাদের প্রাণের ঠাকুর বিরাজমান, সেখানে পৌঁছে তারা নিবেদন করত নিজ নিজ প্রাণের ব্যাকুলতা, আকুলতা, ঠাকুরের পায়ে দিত ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি। তাদের মধ্যে কেউ প্রত্যাবর্ত্তন করত আনন্দে, আবার কেউ আশ্রয় নিত মৃত্যুর কোলে। সেই দুর্গম তীর্থে, আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে, বিশালকায় দেহ নিয়ে যাত্রীপূর্ণ বাস ধূয়া ছড়িয়ে ছুটে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর পার করে দিচ্ছে দুর্গম পার্বত্য পথ।

তীর্থ যাত্রার ইচ্ছা ছিল আমাদেরও। কিন্তু শুভ সময় জীবনে আসে বিলম্বে কারণ সময় না হলে কিছুই হয় না। সেই শুভ আহ্বান আমাদেরও একদিন এলো। স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের মুখে শুনলাম সেই আনন্দময় সংবাদ। আমরা যাব তীর্থ যাত্রায়। কেমন ভাবে যেতে হবে, কি কি নিতে হবে, সব বলে গেলেন মা। এবার জন্মোৎসব হবে বম্বে শহরে তাই মা চলে গেলেন।

তীর্থের ডাক এল এতদিন পরে। আমরা তিনজন বিশুদ্ধা, গীতা ও আমি ছুটির পর ৫ই জুন রওনা হলাম হরিদ্বারের দিকে। সঙ্গে যাবতীয় তীর্থের প্রয়োজনীয় জিনিষ। আমাদের তীর্থ যাত্রার সঙ্গী হলেন বেলুদি আর "গাইড" হলেন স্বয়ং পানুদা।

কাশী ষ্টেশনে 'দেরাহুন জনতায়' আমরা চড়লাম বেলা ১টায়। দীর্ঘ ২৩ ঘণ্টায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ী আমাদের পৌঁছে দিল হরিদ্বার ষ্টেশনে। আমরা নেমে স্পর্শ করলাম হরিদ্বারের পবিত্র ভূমি। হরিদ্বার আকারে বৃহৎ না হলেও গুরুত্বে প্রধান। হরিদ্বার—পবিত্র তীর্থদ্বার। ভগীরথের কঠোর তপস্যায় প্রীতা হয়ে ভগবতী গঙ্গা মহাদেবের জটা হতে মুক্ত হয়ে বহু পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করে সর্ব প্রথম সমতল ভূমিকে স্পর্শ করে পবিত্র করলেন হরিদ্বারকে। সহজ হলেন পৃথিবীর মানুষের কাছে। এখানে অনেক ঘাট আছে স্নানের, তার মধ্যে ব্রহ্মকুণ্ড প্রধান। শোনা যায় এখানে স্নান করলে সর্বপাপ মুক্ত হয় মানুষ। এস্থানে রাজা শ্বেত ব্রহ্মার তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট ব্রহ্মা রাজা শ্বেতকে বরদান করেন। এজন্য এ স্থানের ঘাটের নাম ব্রহ্মকুণ্ড। এছাড়া দর্শনীয় স্থান বিল্বকেশ্বর, মনসা পাহাড়, চণ্ডী পাহাড়, ভোলাগিরির আশ্রম, কনখল, ঋষিকেশ ইত্যাদিতো আছেই।

ষ্টেশনে পৌঁছেই দেখলাম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন শৈলেশ-দা—বিদ্যাপীঠের প্রধানাচার্য্য ব্রহ্মচারী শৈলেশ-দা। সঙ্গে এসেছেন টিহরী মহারাজের প্রেরিত ট্রেলর সহ জীপ। বর্ত্তমান রাজা দয়ালু ও সজ্জন। এক এময় টিহরী গাড়োয়াল ছিল এঁদের রাজত্ব। নরেন্দ্রনগর ছিল এঁদের রাজধানী। প্রজাপ্রিয় ছিলেন এই বংশের রাজারা। বদ্রীনাথ এক সময় এঁদেরই অধিকারে ছিল। যার জন্য এখনও রাজাকে বলা হয়—"বোল্‌তা বদ্রীনাথ"। রাজবংশীয় মহিলারা একত্র হয়ে ব্রত নিয়ে নিজ হাতে তৈরী করতেন বদ্রীনাথের জন্য তিল তেল। সেই তেল মাখানো হতো বদ্রী বিশালকে।

হরিদ্বারে আমরা উঠলাম সোলন-এর রাজা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে। গঙ্গার তীরে অবস্থিত শিব মন্দিরটি বেশ সুন্দর, নিত্য পূজা ভোগ আরতি হয় বিধিযুক্ত ভাবে। হরিদ্বারে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন পদ্মাজী। মায়েরই বিশেষ আদেশে তিনি যাচ্ছেন আমাদের সকলের ভার নিয়ে।

এখানে তিনদিন বিশ্রাম করেও যাত্রার প্রয়োজনীয় টুক্‌টাক্ জিনিষপত্র যোগাড় করে ৯ই জুন ভোর পাঁচটায় জীপে করে আমরা যাত্রা করলাম তীর্থের পথে। সেই অন্ধকারেও বিদ্যাপিঠের সব ছাত্ররা এলো আমাদের বিদায় আনন্দ জানাতে। এলেন শৈলেশ দাও, অত্যন্ত হাস্যরসিক এবং কবি মানুষ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। কি কি দেখতে হবে—খালি দেখা নয় ভাল করে দেখা এবং মনে রেখে সবাইকে বলা। তারই প্রেরণায় পেয়েছি লেখার উৎসাহ না হয় লেখবার ক্ষমতাও নেই এবং লেখার মত কোনও নোট রাখা হয়নি। স্মৃতি রোমন্থন করে যা এসেছে তাই লেখা হোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের জীপ হর্ণ বাজিয়ে রওনা হলো আমাদের নিয়ে। তীর্থ যাত্রার অনেক আনন্দ নিয়ে আমরাও চলেছি এগিয়ে যমুনোত্রীর পথে তীর্থের ডাকে। অনেকদূর যেতে হবে, ড্রাইভার হুশিয়ার সিং যাত্রাপথে নিপুণ ভাবে গাড়ী ছুটিয়ে চলেছে। আজ আমাদের গন্তব্য স্থান বারকোট। পাহাড়ী রাস্তার সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে অপূর্ব আনন্দ নিয়ে এগিয়ে চলেছি যমুনার উৎপত্তি স্থানের দিকে যেখান থেকে তিনি অকৃপণ হস্তে বিতরণ করছেন সেই স্নেহধারা। সেই মাতৃস্নেহে শস্যপূর্ণ হয় বসুন্ধরা। কিন্তু বেশীক্ষণ আর দৃশ্য দেখা হলো না। একটু পর পেট গুলিয়ে বমির ভাব হলো। বমির হাত থেকে বাঁচার জন্য চোখ বুজতে হলো। মধ্যে মধ্যে পন্নাজীর ডাকে চোখ খুললে দেখা যায় পাহাড়ী পথের সৌন্দর্য্য। কোথাও বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী, কোথাও ঝরণা ঝর্ ঝর্ রবে জল ধারা বইছে নীচে। কোথাও কেবল বিরাট পাহাড়ের সৌন্দর্য্য।

জীপ নরেন্দ্রনগর পেরিয়ে টিহরীতে এসে থামল, কারণ গেট বন্ধ। পাহাড়ী রাস্তায় গেটের বড় কড়াকড়ি। উপর থেকে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে প্রথম বাস এসে জানিয়ে দেবে উপরের গেট আসবে, তার পিছনে লাইনবেধে যাত্রীপূর্ণ বাস একের পর এক আসবে। সব শেষে সবুজ ঝাণ্ডা উড়িয়ে আসবে মালবাহী ট্রাক বা যাত্রীপূর্ণ বাস, সে এসে জানাবে এবার নীচের পালা। অমনি নীচের বাস পুলিশের নির্দেশানুসারে লাল পতাকা উড়িয়ে চলল। তখন কি তাড়াহুড়ো। কে কার আগে যাবে। এও এক দেখবার জিনিষ! টিহরী জেলা খুবই সুন্দর, স্বাস্থ্যের জন্য লাভপ্রদ। জীপ থেকে দেখলাম টিহরী মহারাজের রাজপ্রাসাদ। টিহরী থেকে জীপ এসে থামল ধরাসূতে। কিছুদিন আগে এখান থেকেই যমুনোত্রীর যাত্রীরা আরম্ভ করত পদযাত্রা। এখন অনেক এগিয়ে কুতনোর পর্য্যন্ত হয়েছে বাস রাস্তা। এখানে আমরা জলখাবার খেয়ে নিয়ে আবার জীপে বসলাম। জীপ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় আমাদের পৌঁছে দিল বারকোট শহরে।

উত্তর কাশী জেলার এই শহরটি বেশ উন্নত। এখানে আছে জুনিয়ার হাইস্কুল, ট্রেনিং স্কুল, কলেজ ও রেষ্ট্ হাউস। শিক্ষার ব্যবস্থা বেশ ভাল। আধুনিক শহরের মত সন্ধ্যায় 'মাইকে' শোনা যায় আধুনিক গান, বক্তৃতা ও নাটক। আমরা বন বিভাগের রেষ্ট্ হাউসে স্থান নিলাম। এত উপরে এই সুন্দর ব্যবস্থা, জলকল, বিজলী সহ ব্যবস্থা দেখে মনটা ভালই লাগল। কারণ এমন দুর্গম স্থানে এত সুন্দর ব্যবস্থা হবে কল্পনাও করতে পারিনি। এখানকার রেঞ্জার সাহেবেও বেশ ভদ্র ও সজ্জন। তিনি আমাদের সব ব্যবস্থা নিজে করে দিলেন, এমন কি হরিদ্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে পেট্রোল আনার ব্যবস্থা পর্য্যন্তও। চৌকীদারটিও বেশ ভাল। সরকার এমন সুন্দর স্থানে রেষ্ট্-হাউস তৈরী করেছে যেখান থেকে দেখা যায় সম্পূর্ণ শহরের সৌন্দর্য্য এবং বরফাবৃত পাহাড়। সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্তের স্পর্শ পেয়ে পাহাড় হয়ে উঠল সৌন্দর্যময়। বাইনোকুলার দিয়ে আমরা সকলেই সেই দৃশ্য দেখলাম। তারপর যার যার বিছানা খুলে বিশ্রামের ব্যবস্থা হলো। রান্না করলেন বেলুদি। সারাদিন পর পেট ভরে খিচুড়ী খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে সকলেই শুয়ে পড়লাম।

পাহাড়ী কুলীরা এলো এখানেই। যারা হবে তীর্থ যাত্রার সাথী ও বইবে মাল। এখানে কুলী ব্যবস্থা বেশ ভাল। ঠকবার ও ঠকাবার কোন রাস্তা নেই। কুলীদের আছে এজেন্ট ও রেট বাঁধা। প্রতি কিলো একটাকা দশ পয়সা, যাওয়া ও আসা দুয়েরই। তিন জন কুলি ঠিক করলেন পানুদা। এরাই আমাদের দুর্গম পথ পার করিয়ে নিয়ে যাবে। কুলীদের নেতা বলবাহাদুর। লিডারের মতই তার চেহারা, সুন্দর গঠন, নেপালী তাই স্বভাবও সরল সোজা। যাত্রীদের সুবিধা ও অসুবিধার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মিষ্ট ব্যবহার।

ভোর পাঁচটায় আবার যাত্রার তৈয়ারী। সাড়ে পাঁচটায় জীপে চড়ে রওনা হলাম কুতনোর-এর পথে। কুতনোর এখান থেকে দূরত্বে মাত্র ১২ মাইল। কিন্তু গেটের পাল্লায় প্রায় আটটা নাগাদ আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। এখান থেকেই আমাদের আরম্ভ হবে পদ যাত্রা। জীপ আসার সঙ্গে সঙ্গে কুলীরা আমাদের গাড়ীটাকে ঘেরাও করে ফেলল। আজকাল ঘেরাও-এরই যুগ চলছেতো! কিন্তু আমাদের কুলী আগেই ঠিক ছিল। তারাই মাল নামাল! পানুদা কুলীদের নিয়ে মাল মাপতে গেলেন, এই সময়ে আমরাও তৈরী হয়ে নিলাম যাত্রার জন্য,—পায়ে মোজা জুতা, চোখে কাল চশমা, হাতে লাঠি, মাথায় যার যার চাদর, পাহাড়ী রোদ থেকে নিজেদের বাঁচবার জন্য। বাস ষ্টেশনে ধীরে ধীরে অনেক বাস এসে থামল। যাত্রীরা দেখা গেল অনেক। কিন্তু উদ্দেশ্য এক সকলেরই। বাস থেকে নেমে যার যার মাল মাথায় নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। বাস ষ্টেশন প্রায় খালি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এই সময়ের মধ্যে বিশুদ্ধা ক্যামেরায় তুলে নিল যাত্রার পোষাকে আমাদের প্রথম ছবি।

কুলীসহ পানুদা এলেন। আমরা "জয় যমুনা মাই" বলে চলতে আরম্ভ করলাম। প্রথম যাত্রা, সকলেই উৎসাহের সঙ্গে চলেছে, তবে এত চড়াই যে ঘণ্টায় আধ মাইলএর বেশী এগুনো যাচ্ছেনা। শুধু বিশুদ্ধা ও গীতা চলেছে খুব এগিয়ে যেন আমাদের অগ্রদূত হয়ে। ওদের চলার গতি সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু চলার আগেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল—সকলকে চলতে হবে একসাথে। তাই ওদেরও মধ্যে মধ্যে থামতে হয়েছে। ওরা বসে বসে হয়রান, আমরা চলে চলে হয়রান। বেলুদিও হেঁটেই চলেছেন, কিন্তু ৬০ বৎসর বয়সে অসুস্থ শরীর নিয়ে চলা খুবই কষ্টকর। রাস্তায় বেলুদি কাতর হয়ে পড়লেন, হাঁটা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ল, পিছিয়ে পড়লেন অনেক। কিন্তু পদ্মাজী সাথে সাথে থেকে ধীরে ধীরে চলে গল্প করে করে এগিয়ে নিয়ে এলেন বেলুদিকেও।

কুতনোর থেকে সেয়ানা চটি পর্য্যন্ত খুবই চড়াই। আর প্রথম হাঁটা, তাই সকলেরই খুব কষ্ট হচ্ছিল। যাত্রীরা একটু চলে, আবার একটু বসে, আরাম করে নিয়ে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু বসলেত চলবে না। আমরা সেয়ানা চটিতে একটু বিশ্রাম করে এবং জলযোগ সেরে নিয়ে আবার চল্লাম। আজ আমাদের পৌঁছাতে হবে হনুমান চটি। এখান থেকে রাস্তা একটু ভালই মনে হয়। কারণ কখনও চড়াই, কখনও উৎরাইএতে কষ্ট কম হয়। সন্ধ্যা প্রায় ৬টায় গন্তব্যস্থলে এসে পৌঁছলাম। সকলেই খুব ক্লান্ত, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে আবার বিছানা খোলা হলো, ব্যবস্থা হলো রান্নার। আমরা আমাদের নিত্য সন্ধ্যা ও ভজন সমাপ্ত করে বেলুদির রান্না ভাতে-ভাত খেয়ে পরিতৃপ্ত মনে শুয়ে পড়লাম।

এখানেও আমরা বন বিভাগের রেষ্ট্ হাউসেই উঠলাম। বারকোটের তুলনায় এর স্থান অতি নিম্নে। তবে পাহাড়ে সর্ব্বত্র অতটা আশা করা যায় না। এখানে জল নেই, লাইট নেই, লণ্ঠন জ্বালান হলো। কুলীরা বাল্তি বাল্তি জল আনল। হনুমান চটির উচ্চতা প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোমুগ্ধকর না হলেও স্থানটি এক বিশেষ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

১৮ই জুন ভোর পাঁচটা থেকে আবার তৈরী হলাম যাত্রার জন্য। আজ আমরা পৌঁছাব যমুনোত্রী। এখান থেকে বেলুদির জন্য কাণ্ডি করা হল। পাহাড়ে বেশ ভাল ব্যবস্থা। যারা অসুস্থ বা হাঁটতে অক্ষম তাদের জন্য আছে ডাণ্ডি ও কাণ্ডি। আবার ঘোড়াও আছে যারা মানুষও নেয় মালও বয়। ডাণ্ডি চারজনে বহন করে, বেশ আরামের। কাণ্ডি নিয়ে যায় একজন কুলী পিঠে করে, অর্থাৎ একটা লম্বা টুক্রী সেটা দড়ির সাহায্যে বেঁধে নেয়। জীবনটা তারই হাতে! নড়তে পারবেনা। একভাবে তপস্যায় বসে থাকা। পয়সা নেবে কুলীরা মানুষের ওজন হিসাবে। এখানেও রেট বাঁধা।

যমুনোত্রীর সম্পূর্ণ পথই সৌন্দর্য্য পূর্ণ। কিন্তু এখান থেকেই আরম্ভ হল প্রাকৃতিক বিশেষ সৌন্দর্য্য। বেদে আছে—"যস্য ভাসা ভাসিতমিদং জগৎ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ স্থানের দৃশ্য দেখলে সত্যই মনে হয় চির সুন্দর ভগবান অকৃপণ হাতে ঢেলে দিয়েছেন তাঁর সৌন্দর্য্য রাশি ও আলোক। অসীম পাহাড়ের নীচে বরফাবৃত বিশাল পাহাড়, ধাপে ধাপে শ্যামল ক্ষেত, নীচে কল কল শব্দে বয়ে চলেছেন যমুনা নদী আমাদেরই সাথে। পাহাড়ের নীচে উপরে ফুটে আছে নানা রংয়ের ফুল। এদের দরকার হয় না যত্নের, বিনা যত্নে আপন মনে সৌন্দর্য্যের ডালি ভার ফুটে আছে, মনে হয় যেন বিচিত্র বর্ণের গালিচা পেতে দিয়েছে সযতনে। পাতাও বড় সুন্দর—কত রংয়ের যে পাতা কিনে সুন্দর এদের আকৃতি। মনে হয় প্রকৃতি রাজ্যের সৌন্দর্য্য নিকেতন এখানেই। কিন্তু রাস্তার সৌন্দর্য্য দেখলে তো চলবেনা। তাই সকলেই এগিয়ে চলেছে।

রাস্তায় দেখা হলো বহু রকমের যাত্রীর সাথে। যারা যাচ্ছেন তারা জিজ্ঞাসা করছেন—আর কতদূর? এ রাস্তার বিশেষত্ব এই যে—কেউ কাউকে নিরাশ করেনা, আর বেশী দূরে নয় বলে, শোনায় আশার বাণী। ধীরে ধীরে চললে ঠিক পোঁছে যাবে। এক জায়গায় বসে কয়জন বিশ্রাম করছেন। এক বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন—আউর কিতনা দূর? আরও দুমাইল উত্তর পেয়ে বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিজ মনেই বলে উঠল—'য়হাঁ কা এক মিল্ আউর হমারা দেশ কা এক কোস বরাবর (কোস=দু মাইল)। বৃদ্ধার কথা শুনে মনে হলো—উক্তিটি বড় সত্য। কারণ পাহাড়ী রাস্তার মাইল আর শেষ হতে চায় না। এক মাইল পার করতেই বেশ কষ্ট হয়।

কিছুদূর চলে দেখা হলো একজন বৃদ্ধ ও মোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি লাঠির সাহায্যে মধ্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন ভীষণ ভাবে। তিনি আমার অবস্থা দেখে একটি সুন্দর কথা শুনালেন, বললেন—"বেটি, এ রাস্তায় ধীরে ধীরে চলতে হয় আর পাঁচ মিনিট চলে দু মিনিট বিশ্রাম করে নেবে। লাঠির সাহায্যে দাঁড়িয়ে আরাম করবেনা। পাহাড়ের গায় হেলান দিয়ে বসে আরাম করবে।" বৃদ্ধের দেখাবার ঢংটী বড় সুন্দর ছিল। আগে কেদার নাথের পথে বৃদ্ধের উপদেশ সত্যই আমার কাজে লেগেছিল।

দর্শন করে যারা ফিরছে—তাদের মুখে কেবল—"জয় যমুনা মাঈ।" আনন্দে তারা ভরপুর। যারা দর্শনার্থী তাদের বলছে—"মাঈজী, আউর থোড়া দূর। পঁহোচ যাও তো কোই কষ্ট নহী, যমুনা মাঈ কা স্পর্শ সে দূর হো জাতা হ্যাঁয় সারা কষ্ট।" তাদের দেখলে সত্যই মনে হয়—তারাই পেয়েছে আনন্দের আস্বাদ—পূর্ণ হয়েছে তাদের যাত্রা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হনুমান চটি থেকে রাস্তা একবার চড়াই ও একবার উৎরাই। পথে জানকী চটিতে আমরা অল্প কিছু খেয়ে নিলাম কারণ পাহাড়ে বেশী খেলে পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা ও চলতে কষ্ট হয়। চলতে চলতে আমাদেরও হলো চলা শেষ। যমুনোত্রী পৌঁছালাম বেলা প্রায় ৪টায়। এখানেও বন বিভাগের রেষ্ট্ হাউসেই উঠলাম। পৌঁছাতেই আরম্ভ হলো বৃষ্টি। খুব ঠাণ্ডা, যত গরম জামা কাপড় সব পরে ফেল্লাম, তবু শীত যায় না। যমুনোত্রীর সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা প্রায় দশ হাজার আটশত ফিট্। এখানে এসে পানুদার একটু শ্বাস কষ্টের মতই হয়েছিল। মনে হল উচ্চতার জন্যই। পাণ্ডাজী এলেন কিছু পরে—শুনালেন পূজাবিধি। পূজা হয় এখানে ধারা ও মন্দির দু'জায়গায়। মন্দিরের পূজায় ভাগ নেই পাণ্ডাদের। পূজার সবই সরকারী বাক্সে চলে যায়। ধারার পূজা পাণ্ডাদের নিজস্ব, এখানে হাত নেই সরকারের। যাত্রীরা ভক্তিভরে প্রথম পূজা ধারায় যা দেবে সবই পাণ্ডাদের প্রাপ্য।

সন্ধ্যায় পাণ্ডাজী এসে নিয়ে গেলেন যমুনা মাঈর আরতি দেখাতে। পা আর চলছে না, আর ব্যাথাও ছিল বুকে। তাই আমি আর যেতে পারি নি। পানুদা এবং বেলুদিও রয়ে গেলেন। আরতি দেখে বিশুদ্ধারা ফিরে এলে শুনলাম—দেবীর কর্পূর ও পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি হয় এবং আরতি সমাপ্ত হলে সমবেত ভাবে স্তব পাঠ করা হয়।

১২ই জুন বৃহস্পতিবার। তৈরী হয়ে ভোর ৭টায় আমরা পূজার থালা হাতে নিয়ে পাণ্ডাজীর সাথে চলেছি পূজা দিতে। আজ যমুনামাঈর দর্শন পাব। এতদিন পথ চলার সার্থকতা হবে। তাই মনে এক আনন্দ নিয়ে এগিয়ে চলেছি। প্রথম দর্শন হলো, জলধারা। যেখানে যমুনা প্রথম নেমেছেন এবং নীল জলের রূপ নিয়ে বয়ে চলেছেন কল কল শব্দে, বিরাম বিহীনভাবে। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই। জল খুব ঠাণ্ডা। তারপর দর্শন হলো সূর্য্যকুণ্ড। গরম জল, তাতে সকলে স্নান করে। এই কুণ্ডে স্নান করলে শুনলাম পঞ্চগব্য স্নানের ফল হয়। আমরাও নেমে স্নান করলাম। এখান থেকেই দেখা যায় দূরে যমুনোত্রীর উৎপত্তি স্থান যেখানে পৌঁছান মানুষের পক্ষে অসম্ভব। 'বন্দর পুঁছ' পর্বত এরই পিছনে। একটু একটু দেখা যায় তার চূড়া। হিমাচ্ছাদিত পাহাড়ের যে কি সৌন্দর্য্য তা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না। ভাষার অতীত। সম্পূর্ণ চূড়া বরফে সাদা। এ সাদা দুধের মত নয় একটু নীলাভ রংয়ের। গাঢ় হয়ে বরফ জমে আছে। দুটি বেশ মোটা বরফের ধারা তোড়ে নেমে আসছে নীচের দিকে। পাণ্ডারা বলল্লেন তিনটি ধারা, কিন্তু তৃতীয় ধারাটি দেখার সৌভাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের হয়নি। এই দুই ধারার মধ্যেই একটি যমুনার ধারা। কি যে অপূর্ব দৃশ্য। নীলাভ বরফের উপর পড়েছে প্রভাতী সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ। ঝক্ ঝক্ করছে—মনে হয় প্রকৃতিদেবী যেন হীরার মুকুট পরেছেন আর চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন মোতির মালা। দেখে সত্যিই মনে হয়েছিল—যাঁর সৃষ্টি এত সুন্দর এত উজ্জ্বল তাঁর রূপ না জানি কত সুন্দর। মনে হয়েছিল কবীরের উক্তি—

"সভ মহি জ্যোতি, জ্যোতি হোই সৌই।
তিসদৈ চাননি, সম মহি চানন্থ হোই॥"

অর্থাৎ সব বস্তুর মধ্যে যে জ্যোতি ওতপ্রোত হয়ে আছে হে প্রভু, এ তোমারই জ্যোতি, সেই জ্যোতিতেই প্রকাশিত হয় চন্দ্র ও সূর্য্য। তাই হাত তুলে আমরা প্রণাম জানিয়েছিলাম সেই সৌন্দর্য্যময় ও জ্যোতির্ম্ময় পাহাড়কে, যেখানে ঢেলে দিয়েছেন তিনি আপন সৌন্দর্য্যরাশি। পাহাড় থেকে দশ মাইল নীচে নেমে এসে সেই বরফের ধারাই রূপ নিল জলধারার। এ ধারা এখানে উত্তর বাহিনী, তাই এর নাম যমুনোত্রী বা যমুনোত্তরী।

গরমকুণ্ডে স্নান করে আমরা উপরে উঠে গেলাম ধারায়, যেখানে একটি উঁচু পাথর আছে। পাণ্ডারা বলেন এখানেই প্রথম নেমেছিল যমুনার ধারা। এখানে আমাদের প্রথম পূজা ভাল ভাবেই হলো, পাণ্ডারা বেশ নিষ্ঠাবান। পূজান্তে যমুনার স্তব পাঠও করলাম। পাশেই স্থিত আর একটি গরম জলের কুণ্ড দেখলাম। এর নাম বশিষ্ঠ কুণ্ড। ফুটন্ত জলে অনেকেই পোটলা করে ভাত ও আলু সিদ্ধ করে নিচ্ছে দেখা গেল।

এই দুর্গম পাহাড়ে যেখানে জলে হাত দেওয়াই যায়না ঠাণ্ডায়, সেখানে কেমন করে সৃষ্টি হলো এই গরম কুণ্ড? মনে হয় পাহাড়ের খানিকটা অংশই যেন গরম। অতি আশ্চর্য্য ভগবানের সৃষ্টি। তিনিই জানেন তাঁর রহস্য। আমরা যমুনাদেবীর মন্দিরে গেলাম, দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে সরকারী পাণ্ডা। মন্দির অতি ছোট, কে কবে তৈরী করেছেন এই মন্দির কেউ বলতে পারল না। মন্দিরের ভিতরে যমুনাদেবীর কষ্টি পাথরের মূর্ত্তি বিরাজিতা, পাশে গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি, যমরাজও স্থান নিয়েছেন ঐখানে। ভাই কিনা, তাঁর স্থান তাই বোনের পাশেই। দুপাশে জ্বলছে দুইটি বড় প্রদীপ। প্রচণ্ড শীতে পুজারীরা যখন সব নেমে যান নীচে তখনও এই ঘিএর প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে অখণ্ডভাবে। এখানেও পূজা হলো ভাল ভাবেই। স্তব পাঠ করে আমরা মূর্ত্তি স্পর্শ করলাম। বেশ সুন্দর মূর্ত্তি। ভাল লাগল দর্শন করে। মন্দির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিক্রমা করলাম। মন্দিরের সামনে যজ্ঞ কুণ্ডও রয়েছে, এখানে নাকি বিশেষ পূজান্তে হবন হয়।

পূজা হয়েছে, দর্শন হয়েছে, আর দেরী নয়, এবার রেষ্ট্ হাউসে পোঁছে আবার চলার তৈয়ারী। কুলীদের মাথায় মাল চাপিয়ে, নিজেরা যাত্রার জন্য তৈরী হয়ে আরম্ভ হলো আবার চলা। যে উদ্দেশ্যে চলা আরম্ভ হয়েছিল তা হয়েছে পূর্ণ, পেয়েছি তাঁর দর্শন। জানিয়েছি প্রাণের আবেদন নিবেদন। অবশ্য কিছু পেয়েছি কিনা জানিনা, কিছু হয়েছে কিনা বুঝিনা। যে রিক্ত হাতে গিয়েছিলাম সম্ভবতঃ সেই ভাবেই ফিরেছি। তবে এই টুকু না বললে বড়ই অকৃতজ্ঞতা হয় যে দর্শন করে ভাল লেগেছিল, আনন্দ পেয়েছিলাম। জগৎ-কারণ দেবী দর্শন দিয়েছেন আজ। এই আমার আনন্দ, আর কিছু চাই না আমি। রাস্তায় নেমে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম দূর হতে। দেখে নেবার চেষ্টা করলাম সেই মহিমাময় রূপ। কিন্তু এ দেখার শেষ নাই, এ যে তাঁর অসীম রূপ!

নামবার সময় তেমন কষ্ট হল না। কারণ চড়াই থেকে উৎরাই বেশী। বেলা ১০টায় রওয়ানা হয়ে বিকাল ৫টায় হনুমান চটিতে ফিরে আবার থাকার ব্যবস্থা হলো আগেকার সেই রেষ্ট্ হাউসে।

মনে পড়ল পুরাণে আছে—সগর বংশের উদ্ধারের জন্য রাজা ভগীরথ কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যায় তুষ্টা হয়ে দেবী বর দিতে চাইলে ভগীরথ নিজ প্রার্থনা জানালেন। গঙ্গাজী রাজী হন এবং বলেন—"আমি তোমার বংশের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করব। কিন্তু কলির দ্বিতীয় চরণে আমি পাতাল প্রবেশ করব।" এই খবর শোনা মাত্র সর্পরাজ বাসুকী নিজ সেনা সহ হরণ করলেন গঙ্গাদেবীকে। এই উপদ্রব দেখে ভগীরথ আবার তপস্যায় তুষ্ট করলেন বাসুকীকে। শেষ নাগ তুষ্ট হয়ে গঙ্গাকে ছেড়ে দেন। গঙ্গাকে নিয়ে ভগীরথ যখন চলেছেন হঠাৎ দেখলেন অপূর্ব সুন্দরী শ্বেতাঙ্গী ও শ্যামাঙ্গী দুই কন্যাকে সেই গভীর জংগলে বিচরণ করতে। আশ্চর্য্য হয়ে ভগীরথ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—"হে কন্যাদ্বয়, তোমরা কি প্রয়োজনে এ গভীর অরণ্যে বিচরণ করছ? তোমরা কে? আমি কোন বিশেষ কার্য্যে এ গভীর বনে ভ্রমণ করছি, তোমাদের ভ্রমণের কি উদ্দেশ্য?" প্রশ্ন শুনে শ্বেতাঙ্গী কন্যা বললেন—"আমি গঙ্গাদেবী, ইনি সূর্য্য পুত্রী যমুনা। হিমালয় থেকে শতধারা হয়ে আমি পৃথিবীতে অবতরণ করব, এরই একধারা এই যমুনা।" তাই দক্ষিণ দিকে দেবতাদের দ্বারা সেবিত গঙ্গোত্রী তীর্থ, আর তারই বাম দিকে যমুনোত্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হনুমান চটি হতে পরদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে সেয়ানাচটিতে জলযোগ করে আমরা কুতনোর পৌঁছলাম বেলা প্রায় ২-৩০ মিনিটে। এখানে জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার হুশিয়ার সিং। যমুনাদেবীর প্রসাদ পেয়ে সে খুব আনন্দ প্রকাশ করল। একটু পরেই কুলীরা এসে পৌঁছাল। তারা মাল দিয়ে খালি ট্রেলর ভরে ফেলল, এখানেই কুলীদের বিদায় করা হলো। মোটে পাঁচদিনের সাথী কিন্তু মনে হয় কত পরিচিত। গাড়ী ছাড়লে কুলীরা হাত নেড়ে জানাল বিদায় অভিবাদন। যতক্ষণ দেখা যায় তারা দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে ছোট হতে হতে, মিলিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে। বিকালে বারকোটে পৌঁছাল। এখানে আবার পূর্ব্বের সেই রেষ্ট হাউসে রাত্রি বাস করে পরদিন ভোরে রওয়ানা হয়ে বেলা ১১টায় আমাদের উত্তর কাশী আশ্রমে পৌঁছালাম।

আশ্রমটি ছোট কিন্তু বড় সুন্দর, শান্ত পরিবেশ এবং একান্ত। গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছোট আশ্রমটি ফলে ফুলে সুসজ্জিত। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভাল লাগল। পূজারী কানু ভাই আমাদের সহায়তার জন্য সর্বদা তৎপর। আমাদের সুখ সুবিধার উপর প্রখর দৃষ্টি ছিল পূজারী কানু ভাইএর। বাবা ভোলানাথ এই তপোভূমি উত্তর-কাশীতেই তপস্যা করেছিলেন। তিনিই গঙ্গার তটে ছোট আশ্রমটি তৈরী করে প্রতিষ্ঠা করেন ইষ্টদেবী মা কালীর। মন্দিরের জমিটি দান করেছিলেন টিহরীর স্বর্গীয় মহারাজা স্যার নরেন্দ্র শাহ, বর্ত্তমান মহারাজার পিতা। যদিও মায়ের অঙ্গে নেই মূল্যবান আভূষণ কিন্তু দেবীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য মন আকর্ষণ করে।

এখানে এসে শোনা গেল জীপের গীয়ার বেয়ারীং কেটে গেছে। মিস্ত্রীরা দেখে অবাক হয়ে বলছে কি করে এ গাড়ী এলো এতদূর। মনে পড়ল যার কৃপায় জগৎ গতিশীল, তিনিই আমাদের নিয়ে এসেছেন। দয়াময়ী জননী, জীব কল্যাণ করা যাঁর স্বভাব তিনি কি করে ফেলে রাখবেন তাঁর সন্তানদের দূরে। তাই তিনি টেনে এনেছেন নিজের কাছে, স্থান দিয়েছেন নিজ অঙ্কে। তাই বলি— "মাগো তোমার দয়ার নাইকো সীমা"।

(ক্রমশঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী মায়ের অমর বাণী

(৪)

(ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী হইতে প্রাপ্ত)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ কৃত ব্যাখ্যাসহ

প্রঃ—শরীরে হৃদয়টা কোন্ জায়গায় ?

মা—হৃদয় কোথায় নেই। যেমন এক বৃক্ষ—মূল থেকে নিয়ে পাতা পর্য্যন্ত একবীজ। উপমা সর্ব্বাঙ্গীণ হয় নাত। বৃক্ষের কোন স্থানে শাখা উৎপন্ন হয়ে বীজ না নিতে পারে ? যে বীজ মাটীতে, তাহা বৃক্ষের কোথায় নাই ?

প্রঃ—শরীরের জায়গায় ২ কেন্দ্র আছে—শুন্‌বার দেখ্‌বার ইত্যাদি। এইরূপ আধ্যাত্মিক কেন্দ্রও আছে যেখান হতে ভগবান প্রকাশ হন—

মা—বৃক্ষেতে যেমন বহু গতি স্থিতি প্রকাশ আছে, এইরূপ কেন্দ্র সব জায়গায়ই।

প্রঃ কঃ—কেন্দ্রত মধ্যস্থলে হয় ?

মা—তবে কেন্দ্র মধ্যস্থলেই। ভগবান যেখানে প্রকাশ হন ঐ হৃদয়। হৃদয় একই আবার অনন্ত হৃদয়। ও বলে আমার হৃদয়, এ বলে আমার হৃদয়, কিন্তু হৃদয় একই।

প্রঃ কঃ—শাস্ত্রেত বলে হৃদয় কোথায়।

মা—বাবা শাস্ত্রত পড়াও নাই ! হৃদয়ের স্থান একই—মধ্য কোথায় আছে আর কোথায় নাই। তুমি যদি বল, এই মধ্যস্থান, এ শরীর বল্‌বে এইই মধ্যস্থান। সাধারণ দৃষ্টিতে হৃদয় বুকের মধ্যস্থলে এবং যার ২ স্থিতি অনুসার যে কথা। এ শরীরের দিকও—হ্যাঁ, যাহার যে স্থিতিতে যেরূপ প্রকাশ। ভগবান কোথায় নাই বলত, সেই জন্যই হৃদয়ের কথা ঐরূপ—এক আর অনন্ত যা' বল্‌বে।

প্রঃ কঃ—হার্টফেল হলেত সমাপ্ত হয়ে গেল।

মা—হার্টফেলের হার্ট আর হৃদয় এক কথা নয়। শরীরে যে বল্‌ছ, এই দৃষ্টিতে যে বীজ বুন্‌লে তাই ফিরে পেলে ক্রমগতিতে। আবার সারা বৃক্ষের কোথায় বীজ নেই। এই দৃষ্টিতে বলা, হৃদয় কোথায় নেই। একে অনন্ত, অনন্তে এক—যার যেখানে প্রকাশ হয় তার হৃদয় সেখানে।

প্রঃ—বীজের উৎপত্তি কেমনে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা -বীজরূপে তিনি স্বয়ং, তাঁকে বাদ দিয়ে কি বীজ আছে?

প্রঃ—ভাগবতে লীলা রহস্য কি?

মা - সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই 'কেন' এই প্রশ্ন থেকেই যায়। এর সমাধান করার জন্য কি করতে হয়? আই. এ, বি. এ, এম. এ কাকে বলে—পাশ কর্‌তে হয়। এখানে পাশ করা মানে নিরাবরণ। নিরাবরণ হলে তখন 'কেন' চলে যায়। এই জন্য বলা হয় ভাগবৎ পড়। যে কিছুই পড়ে নাই তার প্রশ্ন নাই, আর যে পাশ করে ফেলেছে তারও প্রশ্ন নাই। ভাগবৎ কি?—ভাগবৎ ভগবান এক। ভগবানের সমস্ত লীলা —সাকার সগুণরূপে ভগবানের যে প্রকাশ তার লীলা ভাগবতে।

প্রঃ—ভগবান এই লীলা কেন করলেন, (রামলীলা)। এতে কি মর্য্যাদার হানি হয় নাই?

মা—এই শরীরের ব্যক্তিগত কোন কথা নাই। ভগবান আপনাকে নিয়ে আপ্‌নি খেলা করেছেন। কেহ বলে, আপনার মায়াতে রচনা করেছেন, কেহ বলে মনশ্চক্রে। কার সাথে খেলা করে?—আপনার সঙ্গে। আপনার যে মায়াশক্তি আলাদা ২ আছে তার সঙ্গে। আর এক কথা, তোমরা যে বল ঋষিরা নাকি বামন অবতারে লীলার প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন রামচন্দ্র বলেছিলেন, কৃষ্ণ অবতারে লীলা হবে, এখন নয়। সমস্তইত ভগবানের, তাই নিজকে নিয়েই নিজের খেলা।

আর এক কথা শক্তিমান পুরুষ সবই কর্‌তে পারেন, ইহাত বল। সবস্থানে একথা নয়। বিষ একমাত্র নীলকণ্ঠই হজম করতে পারেন।

প্রঃ—গীতায় একবার বলেছে কর্ম্ম কর, আবার বলেছে সব ত্যাগ কর—এর সামঞ্জস্য কি?

মা - দেখ অধ্যায় আছেত—কোনও স্থিতিতে কর্ম্ম আর কোনও স্থিতিতে শরণ। শরণ নেও বললেই কি শরণ নেওয়া যায়? শরণ নেওয়া ছাড়ারও স্থান আছে।

গীতা রোজ পড়বে। পড়তে ২ কি হবে?—স্বয়ং যেমন কেহ এসে বলে দেয়, তেমন গীতা ঐ রূপে, অক্ষর রূপে কৃপা করেন। তুমি বল্‌বে, অক্ষর আবার কি কৃপা কর্‌বে? দেখ, এই জন্য গ্রন্থের কথা হয়। তার কর্ম্ম কর্‌তে ২ এক স্থিতি এসে যায়। সাধারণত বড় ক্রিয়া, এর চাইতে বড় ক্রিয়া নাই ই। গীতা পড় আর নিত্য কিছু ক্রিয়া কর্ম্ম কর, তখন তোমার প্রশ্নের উত্তর এসে যাবে। আন্তরিক প্রশ্ন হলে তার সমাধান হতে বাধ্য। এক লক্ষ্য বিনা কাজ হয় না। এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্র, মনত বস্তু অগ্রে। এক অগ্র হলেই তখনই প্রকাশের দিকে হওয়া। তাই যতক্ষণ তোমার মধ্যে গীতা প্রকাশ না হয়; ততক্ষণ গীতা পড়া না ছাড়া।

প্রঃ—মায়ার মধ্যে থেকে মায়ার হাত হতে উদ্ধার পাব কি করে?

মা—জঙ্গল কেটে ময়দান করতে হলে, জঙ্গলে গিয়েই জঙ্গল কাট্‌তে হবে। মায়া কার?—ভগবানের মায়া অনাদি। কিন্তু এর মধ্যে রাস্তা রেখে দিয়েছে। যেমন জঙ্গলে গিয়ে জঙ্গল কেটে ময়দান হয়ে গেল। বাসন মাজা হলে তখন বাসনের আসল প্রকাশ—আবরণ চলে গেলে আসল প্রকাশ হয়। এইরূপ মায়া মোহের যে আবরণ এটা কাটাবার উপায় কি?—সৎসঙ্গ, আপন ২ গুরু যা বলে দিয়েছেন।

আর গুরু মিলে নাই—সর্ব্বনাম তাঁর নাম, সর্ব্বরূপ তাঁর রূপ, সর্ব্বগুণ তাঁর গুন। আর কি উপায়ে আমি মায়া মুক্ত হব, কোন্ রাস্তা, কেমনে হবে—সর্ব্বদা এই ধ্যান রাখলেই হবে। কোনও প্রকারে তাঁকে মনে রাখা—

হরি কথাই কথা,
আর সব বৃথা, ব্যথা।

ব্যাখ্যা

১। হৃদয় কি ও কোথায়?

জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে মা হৃদয় প্রসঙ্গে সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে অতি নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন। যাহারা উপাসনা পথের পথিক তাহাদিগকে হৃদয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেই হয়। প্রাচীন বৈদিক যুগেও দহর বিদ্যা প্রসঙ্গে দহরাকাশ বা হৃদয়াকাশ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। শাস্ত্রে বহু স্থানে এই দহর পুণ্ডরীক বা হৃদয় কমলের আলোচনা হইয়াছে। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে যে ঈশ্বর বা পরমাত্মা সর্বভূতের হৃদয়ে বাস করেন এবং সেখান হইতে মায়াশক্তির দ্বারা যন্ত্রারূঢ় রূপে সর্বভূতকে সঞ্চালিত করেন। হৃদয়স্থ ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই জীব তত্তৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহাই মায়াযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ। মানুষ কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ মনে করে তাহার শরীর দ্বারা অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যের কর্ত্তা সে নিজে। এই কর্ত্তৃত্বাভিমানের প্রভাবে সে বস্তুতঃ কর্ত্তা না হইয়াও নিজেকেকর্ত্তা মনে করে বলিয়া ঐ কর্মের ফল সুখ দুঃখ যাহাই হউক অনুভব করে।

এইখানে একটি রহস্যের কথা আছে। গীতাতে সর্বভূতের কথা বহু বচনের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু সর্বভূতের (সর্বভূতানাং) হৃদয়ের কথা একবচনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশিত হইয়াছে (হৃদ্দেশে)। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে দেহাবচ্ছিন্ন জীব সংখ্যায় বহু হইলেও তাহাদের সকলেরই হৃদয় একই। হৃদয় আকাশ স্বরূপ। বাহিরে যেমন একই ভূতাকাশকে যাহাকে আমরা নীলাকাশ বলি সকলেই তাহাকে নিজের নিজের মস্তকের উপর দেখিতে পাই, তেমনি অন্তরেতেও একই আকাশ, যাহাকে কেহ কেহ চিত্তাকাশও বলিয়া থাকেন, আমরা আমাদের নিজেদের হৃদয়ে পৃথক্ পৃথক্ অনুভব করি। হৃদয়টি বিশ্বের কেন্দ্র। আমাদের জ্ঞান সকল এই অন্তরাকাশরূপ হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়াই বহির্মুখে ইন্দ্রিয়দ্বারে দেহকে আশ্রয় করিয়া রূপ রসাদি বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। ইহার মূল কারণ দেহাত্মবোধ যাহার দরুণ আমাদের আত্মসংবিদ্ প্রাণরূপে পরিণত হইয়া প্রাণময় কোষরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-রূপে প্রকাশিত হইয়া দেহকে আশ্রয় করিয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। পরমাত্মাকে পাইতে হইলে শূন্যকে ভেদ করিতেই হয়। আপাততঃ এই হৃদয়রূপী শূন্যকে ভেদ করিয়া হৃদয়ের ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে পারিলে এই পরিচ্ছিন্ন হৃদয়াকাশই চিদাকাশে পরিণত হইতে বাধ্য। চিদাকাশে আত্মশক্তি অনুগ্রহরূপে স্ফুরিত হইয়া হৃদয়োত্থিত ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। ঐ স্থানেই ভগবৎ প্রেমের পূর্বাভাগ অনুভূত হয়। চিকিৎসকগণের পরিচিত হৃদয় বা heart এবং আমাদের বর্ণিত দহরাকাশরূপী হৃদয় এক নহে। জীব অনন্ত বলিয়া হৃদয় অনন্ত, অথচ হৃদয় একই, এবং এই হিসাবে বলা যায় যে প্রতি হৃদয়েই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। প্রকৃত হৃদয় চিদাকাশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। তাহা দেশ ও কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। সেখানে তাহার অধিষ্ঠাতা নিত্য বিরাজমান। চিত্ত অন্তর্মুখ হইলেই ইড়া নাড়ী ও পিঙ্গলা নাড়ীর স্বরূপ বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্ত নামক দুইটি কাল প্রবাহ বৈষম্য ত্যাগ করিয়া সাম্যভাবে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মধ্য নাড়ী খুলিয়া যায়। তখন শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন সময়ে বুদ্ধদেব ইহাকেই মধ্যমার্গে প্রবেশ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মা বলিয়াছেন—বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলেও বৃক্ষের সর্বত্র যেমন বীজের সত্তা অনুভব করা যায়, তেমনি মানবদেহের স্থান বিশেষে হৃদয়ের অনুসন্ধান প্রচলিত থাকিলেও যথা সময়ে বুঝিতে পারা যায় যে উহা সর্বত্রই আছে। এই হৃদয়রূপী বা আকাশরূপী কেন্দ্র হইতে চারিদিকে বায়ুমণ্ডলের বিস্তার হইয়াছে। এইজন্য যে কোন মুহূর্ত্তে বায়ুমণ্ডলকে নিস্তরঙ্গ করিতে পারিলে আকাশরূপী হৃদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোট কথা অন্তর্মুখ না হইলে হৃদয়ের প্রকৃত সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং হৃদয় প্রাপ্ত না হইলে হৃদয় হইতে ঊর্ধ্বমুখী গতি লাভ হইবে কি প্রকারে? বলা বাহুল্য এই ঊর্ধ্বমুখী গতি মূর্দ্ধন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাড়াকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে। এইটি উজ্জ্বল গতি। উপনিষদে আছে—"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ।" এই 'এক' শব্দে মূর্দ্ধন্য নাড়ীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উপনিষদে তাহা শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ৩৬ আঙ্গুল বলিয়া এই উর্দ্ধমার্গের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই গতি হৃদয় হইতে ব্রহ্মস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

একটি প্রচলিত কথা আছে—

যতো নির্যাতি বিষয়ঃ যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে।
হৃদয়ং তদ্ বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতি কারণম্॥

ইহা হইতে জানা যায় যে হৃদয় হইতেই বিষয় সকলের নির্গম হয় এবং পুনরায় হৃদয়েই তাহাদের লয় হয়। এই হৃদয়েই চিরচঞ্চল মন স্থিরত্ব লাভ করে। সুতরাং হৃদয় সম্বন্ধে মা যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছেন তাহা সর্বাংশে সত্য এবং অনুধাবন করিলে সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

২। ভগবানের লীলা রহস্য

ভগবানের লীলার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদিতে আছে। এই লীলার তত্ত্ব ও ঔচিত্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মনে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক - লীলা কি? আমরা খেলাকেই লীলা বলিয়া থাকি। খেলা হইল প্রাণের স্বতঃস্ফুর্ত্ত উচ্ছ্বাস। ইহা আনন্দের প্রভাবে ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ শিশু ক্ষুধায় কিম্বা রোগে কাতর ততক্ষণ তাহার খেলা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যতক্ষণ মানুষ অভাবের পীড়নে ব্যতিব্যস্ত ততক্ষণ সে অভাব পূরণেই ব্যস্ত, খেলাধূলাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? যতক্ষণ জীব আবরণের মধ্যে রহিয়াছে ততক্ষণ ঐ আবরণ হইতে মুক্ত হওয়াই তাহার কাম্য ও লক্ষ্য। তখন তাহার স্বাভাবিক ব্যাপার হইল আবরণ হইতে মুক্তিলাভ করা। সুতরাং অভাবের যে কার্য তাহার একমাত্র প্রয়োজন অভাব নিবৃত্তি এবং অভাব নিবৃত্তি জনিত সুখ; কিন্তু লীলা সেরূপ নহে। ইহা নিরাবরণ অবস্থায় স্বভাবের স্বতঃস্ফুর্ত্ত স্পন্দন। আত্মা প্রকাশ স্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মায়ার আবরণে আচ্ছন্ন থাকার জন্য তাহার যাবতীয় ক্রিয়া ঐ আবরণ নিবৃত্তির জন্যই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশ যখন আবরণ শূন্য হয় তখন প্রকাশের অন্তর্নিহিত আনন্দশক্তি স্বতঃই স্ফুরিত হয়। ইহাই হ্লাদিনী শক্তির খেলা। ভগবৎ লীলা ইহারই আত্ম প্রকাশ মাত্র। কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাস লীলার উপর কটাক্ষ পাত করেন। যাঁহার যে প্রকার দৃষ্টিকোণ তিনি সেই ভাবেই দেখিবেন। ভগবান্ আপ্তকাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তের তৃপ্তির জন্য তাঁহার লীলা। অনেক মুনি ঋষি এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অবতারে গোপীরূপে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। ভগবৎ লীলা যোগ মায়ার অন্তরালে এবং যোগমায়ারই প্রভাবে সংঘটিত হয়। সাধারণ লোকের তো দূরের কথা ইহা দেবদেবীরও দর্শনের অধিকার নাই। শ্রীভগবানের সত্তা সচ্চিদানন্দ রূপে বিশ্ব-আত্মার সহিত অভিন্নরূপে বিদ্যমান। যাহার সঙ্গে তাঁহার মিলন হউক না কেন উহা বস্তুতঃ তাঁহার নিজের সঙ্গেই নিজের মিলন। অদ্বৈত দৃষ্টিতে দ্বিতীয়ের স্থান কোথায়? যাহার এই প্রকার দৃষ্টি হয় নাই অথবা যে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবৎ স্বরূপ বলিয়া মনে না করে তাহার সমালোচনা বহিরঙ্গ, উহা লীলাতত্ত্বের বাস্তবিক আলোচনা নহে। সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবল্লীলাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার অনুকরণ যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রথমতঃ ইহা গুপ্তলীলা, কারণ যোগমায়ার অন্তরালে ইহার অনুষ্ঠান হয়। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—"নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"—সুতরাং ভগবৎ চরিত্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে উচিত নহে। মনুষ্যই মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহাশ্রিত হইলেও তাঁহার লীলাদি সবই তাঁহার পরমসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল পুরুষের উপদেশ গ্রাহ্য—তাঁহার কার্য অনুকরণীয় নহে। সমুদ্রমন্থন কালে ভগবান্ শিব কালকূট বিষ পান করিয়াছিলেন! মনুষ্য তো দূরের কথা, দেবতার পক্ষেও তাহা সম্ভব হয় নাই। অগ্নি শক্তি সম্পন্ন বলিয়া সর্বভুক্। মানুষের সে শক্তি কোথায়? মা ইঙ্গিতে এ সব কথাই বলিয়াছেন।

৩। কর্ম করা ও শরণ গ্রহণ

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলিয়াছেন—কর্ম করিতে হইবে আবার তিনিই নিজমুখে বলিতেছেন—সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে ইহা বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু ইহা বিরুদ্ধ নহে। যতক্ষণ জীব কর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছে, সেই স্থানে কর্তৃত্বাভিমান রহিয়াছে। তাই কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য তাহার দায়িত্বও রহিয়াছে। তাই জীবনের প্রাথমিক স্থিতিতে কর্ম না করিয়া একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু কর্ম করিলেই সুখ দুঃখরূপ ফলের ভোক্তা হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে হইবে। তাই এমন ভাবে কর্ম করিতে হয় যাহাতে সুখদুঃখরূপ ভোগের বন্ধনে বদ্ধ না হইয়া পড়ি। জীবাত্মা স্বরূপতঃ কর্মের কর্ত্তা নহে, কিন্তু কর্ম করিলেই সুখ দুঃখরূপ ফলের উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই জীবকে কর্মনিমিত্তক সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। এইজন্য ভগবানের উপদেশ—সকাম হইয়া কেহ যেন কর্ম না করে। কামনা বর্জিত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইষ্টানিষ্ট ফলভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ হয় ; কিন্তু কর্ম করিলে ফলের উৎপত্তি তো অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। এইজন্য কর্মজন্য ফলকে নিজের ভোগ্য না করিয়া জগৎকে অর্পণ করিতে হইবে। ইহাই অধ্যাত্ম জগতের সাধারণ নিয়ম। কর্মপথে অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতির গুণ হইতেই কর্ম সম্পন্ন হয়। অহঙ্কার বশতঃ জীব বৃথা মনে করে যে কর্ম সেই করিয়াছে। এই কর্মফলকে নিজের ক্রিয়াজন্য মনে না করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। তখন দেখা যায় যে কর্মের যে ফল তাহা স্বতঃই উৎপন্ন হয়। তখন কর্তৃত্বাভিমানী জীব ভোক্তা সাজিয়া কর্মফল ভোগ করে। বাস্তবিক প্রকৃতিনিষ্ঠ গুণ সকল স্বভাবতঃ ক্রীয়াশীল হইয়া কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকে। অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া আত্মা নিজেকে কর্তা মনে করে এবং তাই ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে যখন দেখিতে পায় নিষ্ক্রিয় আত্মা উদাসীন সাক্ষী মাত্র, তখন সে নিজেকে ফলের ভোক্তা বলিয়া মনে করিতে পারে না। যখন বুঝিতে পারা যায় প্রকৃতির গুণ চেতনপুরুষরূপী পরমাত্মার দ্বারা সঞ্চালিত না হইলে ক্রিয়া করিতে পারে না। তখন পরমাত্মাকেই জগতের যাবতীয় কর্মের কর্তা বলিয়া বুঝিতে পারে। এইভাবে জীব নিজের দেহাত্মভাব হইতে মুক্ত হইয়া প্রথমে প্রকৃতি বা গুণকে এবং তাহার পর প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে কর্তা বলিয়া চিনিতে পারে। পুরুষ যে কর্তা নয় এই বোধই ভগবানের উদয় এবং পরমাত্মাই একমাত্র কর্তা ইহাই ভক্তির উদয়। ভক্তির প্রভাবে নিজ হৃদয়বিহারী পরমাত্মাকে দর্শন করিতে অধিকার জন্মে। তখন তিনিই যে একমাত্র কর্তা সে তাহা বুঝিতে পারে এবং নিজের কর্তৃত্ববোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যতদিন তাহা না হয় ততদিন কর্তৃত্বাভিমান থাকে বলিয়া জীবকে কর্ম করিতে হয়। তারপর জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইলে নিজের কর্তৃত্ববোধ কাটিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যতক্ষণ দেহাভিমান আছে ও নিজের কর্তৃত্ববোধ আছে ততক্ষণ জীব কর্তা। এই অবস্থায় কর্মত্যাগ অনুচিত। জ্ঞানের উদয়ে কর্তৃত্বাভিমান যখন কাটিয়া যায় এবং ভক্তির-প্রভাবে ভগবৎ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বুঝা যায় যে সর্বত্র একমাত্র ঈশ্বরই কর্তা, তখন কর্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের সময় আসে। ইহাই শরণাগতি। কাজেই মা যে বলিয়াছেন—'কোন স্থিতিতে কর্ম করা, কোন স্থিতিতে শরণ' ইহা খুবই সত্য।

৪। প্রকৃত গীতা পাঠ কাহাকে বলে

গীতা পাঠ অনেকেই করিয়া থাকেন কিন্তু মা যে ভাবে দেখিয়াছেন সেইভাবে দেখিতে গেলে প্রকৃত গীতা পাঠ খুব কম লোকেই করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃত গীতা পাঠ কাহাকে বলে? গীতাকে জীবন্ত ও চৈতন্য সম্পন্ন ধারণা করিয়া হৃদয়ে জিজ্ঞাসা লইয়া গীতা পাঠ করিতে হয়। এইরূপ করিতে পারিলে গীতাপাঠ হইতেই নিজের সকল সংশয় কাটিয়া যায়। ক্রমশঃ এমন অবস্থা আসে যখন গীতাপাঠক স্বয়ংই গীতা স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। তখন আর গীতা পাঠের প্রয়োজন থাকে না।

৫। মায়ার মধ্যে থাকিয়া মায়া হইতে উদ্ধার

মা এই বিষয়ে অতি সারগর্ভ একটি উপদেশ দিয়াছেন। মায়ার মধ্যে অবস্থিত জীব মায়ার বাহিরে যাইবে কি প্রকারে? মা বলেন—মায়ার মধ্যেই মায়াতীতও আছেন যাঁহার শক্তিরূপে মায়া খেলা করিতেছেন। গীতাতেও আছে—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

মায়াস্থিত মায়া সঞ্চালক সত্তাকে প্রপন্নরূপে আশ্রয় করিতে পারিলে তাঁহার কৃপাতে মায়া নিজেই কাটিয়া যায়। মায়াতে প্রবিষ্ট না হইয়া মায়ার অতীত হওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

৬। গুরু প্রাপ্তির অভাবে কর্ত্তব্য কি?

অনেকের মনে প্রশ্ন হয় যে গুরু প্রাপ্তি হইলে গুরুর নির্দেশ অনুসারে কর্মে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু যাহার গুরু লাভ হয় নাই তাহার কি কর্ত্তব্য। মা বলেন—মূলে এক অখণ্ড সত্তাই তো ভিন্ন ভিন্ন সত্তার স্বরূপ। যে সত্তা যে ভাবে প্রকাশিত হউক না কেন, মূলে তো সেই একই সত্তা। এই ভাবে একই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অবশ্য তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া মানুষকে অগ্রসর হইতে হয়। সেই মহা সত্তা তো সর্বত্রই রহিয়াছেন। তিনিই ভক্তির ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া যথা সময়ে স্বেচ্ছানুরূপ যে কোন আধারে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে কৃপা করিবেন। প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলে ভগবৎ কৃপায় কিছুরই অভাব থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

*Just as there is a veil of ignorance for the individual,
So there is also a door to Knowledge.*

Matri Vani

Be it meditation (*dhyāna*) or the repetition of a mantra (*japa*)—engage in some practice of this kind. Try to keep your mind on God. The impressions and dispositions developped in countless lives act as a cover of ignorance veiling the true nature of things; endeavour to get rid of that screen.

* * *

Desires and cravings make up the contents of your subtle bodies. Just as the scent of a flower goes and comes, such are your births and deaths. Again, from another angle of vision, there is no birth or death at all. When the physical body is dead, those desires and cravings, that subtle body, float about shelterless—and then man is born again according to his karma. The ego or Iness which is studded with desires comes and goes, while for the *Ātmā* there is no question of coming and going. Man has a gross, a subtle and a causal body; the root-cause of the causal is the *Ātmā*. Until this is realized there will be birth and death. The *Ātmā* is self-effulgent. Coming and going exist only for the individual. In order to realize your Self, you have just to remove the curtain.

* * *

There are many actions as the result of which one goes through great suffering after death—one is not saved. From darkness one has to proceed into deeper darkness.

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In the *śāstras* it is said: "Do not utter unpleasant truths." Who are you to lecture to the whole world? Why should they listen to your words? If you have the power to make everyone listen to what you say, then only will speaking be fitting and right. Otherwise your mind will become distracted and your *sādhana* obstructed.

* * *

When you watch a show at the cinema you do not feel sleepy. Entertainment keeps the mind engrossed and sleep does not supervene. From the exertion during the waking state one rests during sleep. In deep sleep man goes to his true Being under the cover of ignorance. Where there is the unveiled revelation of one's true Being, the question of sleep does not arise. In the measure as the practices and the intensity aiming at that state of unveiled revelation gain in momentum, the necessity of sleep will diminish.

* * *

The purpose of ceremonial worship (*pūjā*) is the revelation of the Beloved (*Iṣṭa*). For the sake of finding oneself, for Self-realization should be worshipped He, at the worship of Whom the question of non-duality and duality does not arise. To perform *pūja* for the sake of God is disinterested worship (*nishkāma pūjā*).

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sri Sri Mataji's Amara Vani

(REPORTED BY BRAHMACHARI VIRAJANANDA)

September 16th, 1950.

Question : What in essence is *viraha* ?*

Mataji : In this world of coming and going there is always a lingering sense of want. This sense of want, of lacking something, of not knowing, produces sorrow. Because there are two : one has not got what one wants, one desires fulfilment. And when one gets it, what happens ? There is happiness. When the lost son has been found there is great rejoicing—from the point of view of the world one feels delighted, contented, satisfied. On the level of obtaining and not obtaining, real *ānanda* does not exist and neither does *viraha*. What kind of happiness is it then ? The happiness of the realm of want. Why ? What has been received, what has been fulfilled belongs to the world, is within the movement of the mind. Here the sense of want will appear again. One has no son and therefore feels sick at heart; when he is born one is jubilant. But this cannot last, the sense of want will spring up again. The *ānanda* of the world, the opposites of happiness and pain belong to the realm of want. So long as one has not found that which, when found all is found, where no question of receiving or not receiving can arise, until then it is but natural that the desire for God-realization should remain kindled.

What belongs to man's true nature (*svabhāva*) ? By realizing God everything is realized. When God with form and attributes becomes revealed, what is experienced ? Union. At first one is unable to find Him. Then, after having engaged-

* *Vivaha* Separation from one's object of love and adoration.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

in *sādhana* with great steadfastness and perseverance, God reveals Himself. Now there is perfect bliss, fulfilment. This is why the *bhakta* says : "I want to taste sugar and not to become sugar."

So then, what happens ? Having persevered in *sādhana* for a long time, the Lord in His mercy appears and says : "What do you want ? You may choose a boon." The *sādhaka* replies : "Whenever I wish to see you, grant me your *darśana*." "Be it so". With these words the vision fades away. The aspirant is blissfully happy, for as soon as he desires the presence of the Lord, He appears before him. His sorrows are over. One day the *sādhaka* says : "Do not leave me any more, remain with me constantly." This also is granted. The Lord remains with him. Day and night God is present. The *sādhaka* is immersed in bliss. And what is the outcome of this ? One day, the thought occcurs to the aspirant : "When the Lord did not show Himself to me, I was yearning for Him desperately. Now this is no more so, but I miss that yearning." So he prays to the Lord : "Give me again that intense longing that I felt in your absence." It is granted.

With regard to this, something has to be made clear : Having found God, one has of course realized what He is. The yearning one felt before finding Him is one kind of *viraha*, but the *viraha* that is experienced after having found Him is the genuine *viraha*. One has already found Him, yet His absence is experienced again. The union and the separation of the world belong to the level of want. But the *viraha* after having found God is an expression of one's true Being (*svabhāva*). To find means to become. Having become one with Him, yet distinct from Him, signifies the Realization of God Himself, Self-effulgent. For this reason, the state of *viraha* is regarded as an advanced state, since full Revelation has already taken place. You have returned to the sense of the want of Him, but you have found Him. Thus one speaks of the Lord's servant—of the perpetual

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

servant, of perpetual revelation, prepetual *līlā*. In this there can be no death.

The individual (*jīva*) is the everlasting servant of Lord Krishna, what does this signify? The *jīva* who is by his very nature bound, has been bound to God. Tied to the Eternal, he has thus become His eternal servant. Where God stands revealed, how can there be *māyā*? What does '*yogamāyā*' signify? Refuged in His own *māyā*, He reposing within Himself.

Question: In what does this *viraha* result? Will there be no more union?

Mataji: The union in separation, the experience of His absence—this is God Himself. Once found and then again without Him—this can never be. Thus separation and union are one and the same thing. Once the bliss of the Self, the *Ātmā* has been realized, one can no more speak of awareness and forgetting. He is eternally revealed as *viraha*. Separation does not exist, as such He is ever present in separation which actually is union. As the feeling: "He is not with me!" He is ever present.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mātri Satsang

Swami Bhagavadanand Giri

(*Translated from Hindi.*)

January 21st, 1948.

Question : If constant change is the law of the world, what can be gained by performing a *yājña* (fire sacrifice ?*)

Mataji : In *prakriti*, creation, preservation and destruction go on at all times. The whole universe is being maintained by God. But people have no direct experience of this. If they could see God, they would know by first hand knowledge that everywhere there is God and God alone. Just as there is water in the waves of the ocean and the waves are in fact nothing but water. But when one's attention is focussed on the waves, one does not see the water and when it is focussed on the water, the waves are not noticed. What appears, depends on one's way of seeing. Just as there is the natural (*prākrit*) world, there is also the supernatural (aprākrit) world. *Prakrit* implies constant change and therefore it is transitory. Take for example a flower : it is ever changing, ever in a state of development. Transition is its very nature.

All good actions are oblations. Everything that happens in the world is in essence sacrificial offering. He who was first a child, then grew into a man, in his old age he gets ready to be sacrificed to death. What actually is fire ? Fire is present in eyeryone. There is no difference between the fire you see before you and the fire within you. The daily act of eating food is in fact also an oblation. Everything is sacrifice in essence. The whole universe is kept going by

* The questioner obviously refers to the great *yajña* performed in our Varanasi Ashram from 1947-1950.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sacrifice. What does *āhūti* (oblation) mean? An act of sacrifice to God. Sacrifice yourself to God. How? Lay your animal nature on the altar to be sacrificed. Give your head to God. By offering one's head to God, one finds everything. To give means to become. In ancient times the Rishis would produce rain by vedic mantras. A violent storm also could be appeased by mantras. Whatever the Devas were lacking was supplied to them by mantras. Just as we experience satisfaction when eating, so do the Devas experience satisfaction when *yajñas* are performed. A light can be lit by kerosene as well as by fine oil. Fire is potentially contained in wood, but without igniting it, food cannot be cooked. A yogi may of course prepare food even in a wooden vessel. Water also may become an oblation. Some men advance towards their goal by bullock-cart, others by train, and yet others by aeroplane. If by chance the train or aeroplane meets with an accident, the bullock-cart may reach earlier. Sacrifice in going on at all times. The Rishis enjoined on men to perform *yajñas* for various purposes. When you do *pūjā*, why do you put a garland of fresh flowers round the deity's neck? Why don't you rather offer a garland in thought? If the physical body is not given physical food, how will it thrive? Therefore there is need of material oblations also. By offering such oblations again and again, inner oblations are produced. Yogis can live also without eating. How? Because the energy that is necessary to sustain the body can be generated by their yogic power. They do not require any material substances. There is something else to be said regarding this. The five elements of ether, air, fire, water and earth are present in every one of you. Each of them is closely connected with each of the others Just as one official meets another, so the elements are related to one another. Some people perform *havan* (fire sacrifice) for a particular purpose and some just for the love of God. Material oblations are offered at those sacrifices. But if someone does not feel inclined to do this, he may offer oblations in

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

thought. When doing physical *pūjā*, it is necessary to do mental *pūjā* simultaneously. Only by becoming one with the object of one's worship can *pūjā* be effectively performed. By identifying oneself with the adored, real *pūjā* comes about. Mentally sacrifice your all at the Lord's lotusfeet.

If for example if today you decide to cultivate the soil, you will first buy land, then sow the seeds and later the crop will be harvested. First of all the decision was taken by the mind. By the cause the effect is created. In the Vedas there are definite rules according to which various substances are mixed together and offered as oblations in the sacrificial fire. All those substances are accepted by the Devas. If you have made up your mind to give a donation to someone, you should certainly do so.

Some people say that meditation and *japa* cannot be accomplished by the mind. Start meditation and *japa* with your mind. There are great yogis who can create any kind of thing by thought power. Therefore start meditation with your mind. If you continue faithfully and regularly, a time will come when God will appear to you face to face. By the sustained adherence to such a concrete practice, God finally reveals Himself. Therefore people also offer oblations to something concrete. *Nāma-Kirtana* is also called "*Nāma Jajña*" by some. Whatever happens, constantly changes. Everything is replete with sacrifice.

Swami Sharananandaji : Fire has the capacity to transform material things. It makes them pervasive.

Mataji : What the *Sāstras* say, you people know.

Suppose someone has made accounts with meticulous care, but has forgotten to write down one zero. The entire account becomes thereby wrong. Because of one single zero all his labour has turned worthless. In one grain of sand the whole universe is contained potentially. The drop is in the occan and the ocean in the drop. Everything that is true reveals Truth.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : What is a *mudra* ?*

Mataji : How are *Mudras* connected with *pūjā* ?

Swami Sharananandji : *Mudra* is a part of *samyam* (self-mastery).

Mataji : It leads to self-mastery. *Mudras* and *pūjā* are connected. When the entire worship becomes real worship, then *mudras* come about. When Sri Krishna was teaching Arjuna, which *mudra* did he assume ?† Every person at all times shows some *mudra* or other. Why ? The *mudra* is an expression of one's mood and attitude of mind. The pose one takes on depends on one's state of mind. Just as the *Jñāna mudra* (the tips of the thumb and the first finger join and form a circle) is a *mudra*. While performing ceremonial worship, one's poses (*mudras*) come about in keeping with what one feels and thinks. By identifying oneself with the deity He is worshipped. There are many kinds of poses (*mudras*). Movement is contained in stability and stability in movement.

The variety of *mudras* is infinite. *Mudras* and *āsanas* are connected. There is a special *āsana* even for taking one's meal. Weakness also is expressed by a particular pose. By looking at the posture of a person one can detect what is going on within him. The *āsana* and the *mudra* occur jointly. When someone thinks of sense objects, his pose and expression undergo a change. The number of *āsanas* as well as of *mudras* is infinite. When the brain is disturbed everything goes wrong. When feeling shy in the course of conversation with someone, one's hand at once starts scratching one's head. *Mudras* and *āsanas* correspond to each other. Try to awaken within yourself the deity whom you

* ***Mudra*** Particular pose of the body as a whole or of its parts, representing the expression of a particular ***deva śakti*** (higher natural force). Without that pose that particular ***śakti*** cannot function.

† The ***Jñana mudra*** (gesture of knowledge).

2

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

are worshipping by *mudras* and *āsanas*. What a beautiful pose Lords Krishna assumed while instructing Arjuna !

At that moment the clock struck 10.

Mataji : This is called "ten o'clock." There is timelessness in time and time in timelessness. One must go beyond time.

Question : Is it really possible to go beyond time ?

Mataji : Yes, it is. Time and space can be transcended. They exist only in the realm of *Prakriti*.

Question : Time means change, does it not ?

Mataji : In *prakriti* there is constant change—the world is nothing but a play of time. (Mataji laughs heartily). Not everything can be uttered at all times. Occasionally some scrap of knowledge issues forth of its own accord.

Question : What happens ?

Mataji : What is meant to happen anywhere, happens.

Swami Sharananandaji : There are two kinds of instruction : One is of Reality Itself and the other suited to the propensities of the aspirant.

Mataji : If you talk about giving instruction—this body does not know how to give instuction. It simply converses with its fathers and mothers. The children are all my friends. Everywhere is only the home of the ONE. This body does not feel timid in the least when talking to its fathers and mothers. You all are this body's fathers and mothers—its everything. The ocean is contained in one drop of water. Everything is contained in everything. Thus this body does not go to anyone's house, does not eat anyone's food. Neither does this body give instructions or orders. Don't you talk to each other ? From what this body says, take that which leads to your ultimate good, not what is merely pleasing. This body is like a musical instrument. As you play, so you hear the sound.—Now, Govinda, start the *Kirtana* !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji and the Cosmic Elements

R.K. BANERJEE

Mataji's unique mastery over the forces of Nature is just one fact of her *śakti*, with which almost all who have come in close contact with her, could not fail to have been deeply impressed.

The purpose of this article is to illustrate this aspect of Mataji's personality by relating certain incidents which have either come to my knowledge directly or have been communicated to me first hand by reliable witnesses.

Among the subjects controlled by her may be listed the weather or local climate, wind, rain, waters, including those of rivers or oceans, fire, the skies, the sun, the moon, plants such as trees and flowers, and animals such as dogs, cows, snakes, goats, and so forth. Human beings are being purposely omitted for the moment.

Many instances of Mataji's use of sacrificial fires have been described in the several volumes of Mataji's life as published by Didi Gurupriya Devi, which show the close and sacred association Mataji enjoys with Nature's prime force, Fire. I was privileged to witness a most wonderful incident at Agarpara that shows how Mataji could literally summon *Agni Deva** himself to obey her command, when circumstances so demanded.

The occasion was the inauguration of the *Yajña Shala* at the Agarpara Ashram. The original embers of the sacrificial fire had been brought with great care from Varanasi, and imbedded in the smouldering ashes of the new *kunda*, but when the actual moment of inauguration arrived, all the efforts of Batuda and Nirvananandaji and other Brahma-

* God of fire.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

chari priests failed to ignite the fire properly. We were all crowded round the new building situated on the bank of the Ashram pond and some distance from the temple. I fortunately had a window view from the west.

Suddenly I saw Mataji rise from her seat inside the *Yajña shāla* by the side of the *kunda*, with an unforgettable determined expression on her face. She came round to stand beside Nirvananandaji with her back towards me, facing east, and did something with her hands that I could not exactly follow. Immediately, with a terrifying roar, the flames shot up from the smouldering embers to the full height of the tapering roof of the *Yajña shāla*—just once—and thereafter went down to burn with a steady normal flame inside the *kunda*.

Stunned, I had fallen back momentarily with fright but soon realized how Mataji had actually evoked *Agni Deva* to appear in person to carry out his pre-ordained part in our *yajña*.

The incident remained so deeply imbedded in my mind that I must have been unconsciously pondering over its miraculous nature during a journey to Ranaghat that I undertook soon after by car in Mataji's august company. During this long drive, Mataji of her own accord elaborated on the close connection between herself and sacrificial fires by relating an episode that took place when she toured the Chittagong hills a long time ago. She then clearly saw the *yajña* fires in the Siddheshwari Kali temple in Dacca practically in the process of dying down and, *Agni Deva* himself appearing in person before her, asking for a fresh lease of life through her personal intervention. This request was graciously granted, and led to tbe gradual introduction from this original to the permanent sacrificial fires in several subsequent Ashrams.

The seashore near our Puri Ashram has more than once proved to be the scene of demonstration of Mataji's

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

control over the seas, wind and rain. I have heard first hand accounts of how the waves came and touched her feet while she happened to be walking along the shores at a point when normally there was little prospect of the waves reaching shore walkers.

Before the Jagannath car Festival in 1965, Sri Haribabaji Maharaj was staying at the Ashram as Mataj's guest; *Rāsalīlā* used to be performed daily on the beach in front of the Ashram under a hurriedly constructed canopy to keep out the sun. Each morning it started punctually at 9 A. M. and ended around noon-time. One morning heavy rain accompanied by a gusty wind started at about 7-30 A. M., with the result that the canopy broke down and the site of the performance became exposed to the elements. In spite of the herculean efforts of Swami Paramananda and others, it did not appear that the canopy could be re-erected by 9 A. M. neither was there any prospect that the rain would stop.

At 8-45 a. m. Mataji suddenly came out of the Ashram and walked in the rain for a few minutes on the sea-shore. The rain diminished abruptly and ceased entirely by 8-59 A. M. so that in the absence of sunshine it was possible to commence the *Rāsa Līlā*, while the canopy was refitted before the sun came out, by which time the wind had dropped conspicuously.

Many are aware that on important sacred festivals, contrary to the forecasts of weather prophets or meteorogical stations, gentle benevolent showers are experienced near our Ashram premises, or wherever Mataji happens to be residing, or even in her absence wherever functions are held according to her wishes, as a portent of benediction from the heavens. For instance, at Vrindaban, on the day Sri Chheliya Krishnaji with his consorts was carried out in procession before the inauguration of the temple and the installation of the deities, the skies became overcast and the many hundreds of processionists on bare feet were afforded the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

clemency of gentle rain at intervals, providing them welcome relief both on the soles of their feet as well as overhead. Many other instances, may be recalled when Mataji has induced the heavens to open up in a shower of merciful blessed rain to grace special festivals, quite contrary to local weather forecasts.

Mataji's mystic power over river waters can be highlighted by the classic example of the control of the Gomati floods when the *Samyam* and *Bhagavata Saptahs* were held at Naimisharanya some years ago. On that occasion because of late rains the Gomati river was in high spate in late October and early November. Lucknow was cut off on all sides, the Gomati water had risen several feet and the site of our camp at Naimisharanya was completely under water even ten days before the date of commencement of the functions.

All the U. P. Government Officials concerned, including the Chief Secretary and Chief Conservator of Forests, who had so far ably supervised the camp construction, installation of lights and various allied works, went into complete despair and gave up all hope of keeping to the programme. Swami Paramananda alone battled on against superhuman odds, unshaken in his belief that, as Mataji was fully aware of the dates of the functions, the programme would be adhered to in due course and all obstacles would disappear.

And so it was. Many of you know that staying as she was at the Kishenpur Ashram of Dehradun, Mataji when informed of the crisis at the Naimisharanya camp site asked for and drank a glass of water like Agastya Rishi of yore as related in the *Puraṇās*. Lo and behold, thereafter the Gomati waters receded in a hurry and Swamiji had to engage an army of additional labourors to clear and prepare the camp site after rapid withdrawal of the flood waters. When I arrived at the camp during the last days of the *Samyam Saptaha*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

none could have guessed that the whole area had been under water barely ten days earlier.

Two instances of the finding of lost articles in river waters come to mind. Our venerable Sri Arun Prakash Banerji of Allahabad, once wandered into the Ganges under the Rishikesh hills for a bath, while residing there with Mataji, and lost his keys in the process. On becoming aware of his loss after sometime he returned to the river bank without remembering the exact location, yet to his amazement, he discovered the keys as soon as he started to grope blindly under the waters.

The stay of Udasji's now famous *Narayan Sila* being discovered in the Jamuna waters at Vrindaban under similar circumstances, may also be cited in the same connection.

Once I had the good fortune of staying at Vindhyachal when Mataji was resting there quietly with a few devotees. Luckily for us, a full moon was due to appear during the few days we were there and, like many others, I experienced an earnest yearning to sit with Mataji in *satsang* in the stillness of the night, with nothing to break the quiet except flooded moonlight all arround us. That evening of all evenings, dense and dark clouds gathered over the horizon and by 8 P.M. the skies were completely overcast. I was sorely disappointed.

The late revered Kalida was in residence nearby and was due to appear before Mataji at 10 P. M. We were all sitting quietly around Mataji on the first floor veranda in the dark after 9 P. M. and sure enough a fresh breeze sprang up which soon blew away all the dark clouds and the whole area was flooded with brilliant moonlight by the time Kalida arrived for his *darśana*. I was profoundly grateful to Mataji for granting us our earnest desire in her all-embracing and loving mercy.

When Mataji wishes to be quiet, have you, dear reader, not noticed how she can cast her spell over all the elements

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

around her to bring about an unearthly peacefulness ? I have seen her do this times without number ; when sitting out in the open on the paved circular platform at Vindhyachal of an evening or near the seashore at Puri, or on the open roof of the 3rd floor of the *Kanyapith* at Varanasi or on the open terrace of the Kishenpur Ashram or in the courtyard of the Almora Ashram in front of Bhaiji's *samādhi*. When she desires to be silent hereself and commune with our thoughts singly or jointly, or influence our thought processes simultaneously in a *mouna* gathering, she makes sure that Nature herself in our vicinity is quietened and stilled, lest our meditation be interrupted by extraneous contacts through the senses. On such occasions invariably the weather turns favourable ; if the sun is hot, clouds are sure to cover it ; if it is warm, a soft breeze may spring up ; if it is rainy, the rains cease suddenly without any visible reason ; if it is very cold the wind drops so that it is not uncomfortable, chilly for us ; if it is too dark the moon appears. In fact Nature herself is all attention to carry out the behests of her Creator.

Turning now to plants, Mataji can literally see through trees, right into their souls, so to speak. In *Vaiṣnava* literature, the trees and creepers of Vrindaban have besn described as ex-devotees of Lord Krishna, thus paving the way for Sir Jagadish Bose's researches several centuries later. The story of Nalakuber and Monigriva immediately comes to mind. In our Ashram in Vrindaban stand a similar pair of neemtrees in a location which Mataji has named "*Śrīkunja*" to the south of Sri Chheliya's temple. Here, even on the hottest day, the wandering pilgrim can find rest, shelter, shade, comfort and coolness. These trees seem to have blossomed out anew since Mataji has founded the Ashram. One day perhaps she may tell us the full story of these byegone devotees, who perhaps are now eking out their predestined existence by standing up tall and straight in a spirit of service in our Ashram.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

In the courtyard of the Varanasi Ashram, between the *Yajñashala* and the *Chaṇḍi Mandap*, there is a flourishing Atanda shrub, which has come under the spell of Mataji's mystic influence more than once in the course of time. The large peepultree outside the Vindhyachal Ashram certainly has an air of mystery. Few people indeed dare to sit below it after dark and legend has marked the tree as the abode of spirits. But Mataji can see through its soul and can provide the explanation for its existence.

During Mataji's birthday celebrations in Ranchi in 1965, I was present among the large assembly in the *Nāt Mandir* while kirtana was being performed, when Mataji suddenly twice looked in a peculiar manner towards an open window leading out into a courtyard outside our compound, and beckoned to someone to silently close the window. She explained afterwards that she had seen a disembodied spirit clad in white robes, stand with folded hands and look into the *Nat Mandir*, apparently joining in the *kirtana*. It was ascertained afterwards that the *sāmadhi* of a fakir was underneath that tree.

During Mataji's earlier visits to Naimisharanya, before the present Ashram site was acquired, she used to stay in the *dharmaśāla* of Sri Pragnarain Saigal, situated near the bank of the Gomati. There was a tree in the compound, practically withered away, when Mataji one day broke a piece of stick from the dead branches and asked that the twig be replanted. This twig has developed into a flourishing tree. Thus there is a close parallel between this story and the story of the Siddha Bakultree in Puri, which grew out of a twig used as a tooth brush for Lord Jagannath and was later planted by Sri Krishna Chaitanya Deva in the gardens adjoining his residence. Under this hoary tree, which still stands to-day although hollowed in the centre, sat Thakur Haridas doing his daily three lakhs of *Nāma kirtana*; and it was under that tree that he gave up the ghost in the arms of his beloved Lord, with the sacred name

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

on his lips, with his eyes gazing at his Master's face and with his hands clasping his feet.

So far as Mataji's influence on flowers is concerned, many instances may be cited by others, but mention must be made of the garland of java flowers discovered by Bhaiji in the Chunar hills on the instruction of Mataji. In our own garden there is an Asoka tree that suddenly broke out into a profusion of flowers, out of season, when Mataji first stayed in the garden kutir for three nights several years ago. She once gave me a garland of marigold flowers when I was taking leave of her at Vrindaban and this garland withstood the long hot journey from Mathura to Calcutta and remained fresh for a week after arrival in Calcutta. Similar must be the experiences of many others who have either offered flowers to Mataji in worship or been given flowers as *prasāda* from her hands.

Mataji's strange influence on animals must have been observed by those who have seen her with cows, goats, snakes, etc. I have often noticed how cows are drawn to her like to a magnet, especially in Vrindaban, as in the days of Lord Krishna to Him. Even during the recent *Bhagavata Paksha* at Naimisharanya, I saw a cow suddenly ignore everybody else in the street outside our Ashram and go straight to Mataji sniffing at her and ready to lick her body. Swami Akhandanandaji Maharaj and I were standing close by. The whole incident was over within a few seconds, according to Mataji's wishes, without many others in the vicinity realizing what had happened. Mataji's complete control over cows and bulls has also been observed when she walks along the Ashram lane at Varanasi.

There are several stories of her control over snakes, the one described by Didi while Mataji was walking along the forests on top of Vindhyachal, and another at Raipur in connection with Swamiji, both well known. More recently, at Kishenpur, during the last Durga Puja celebrations, there was a narrow escape of young Madhava from the king-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

cobra that frequented the jungle below the old Panchavati, now in the compound of Mr. & Mrs. Khaitan. The next morning Mataji expounded this mystery in her room in her new residence there in her own inimitable way.

Bhaiji has clearly brought out Mataji's supernatural power over goats in his vivid description of the goat sacrifice during the Kali Pūjā performed in the Shahbag gardens in Dacca.

Mataji's absolute mastery over the Elements under varying conditions, to suit the requirements and needs of devotees, has only been scantily illustrated by these few anecdotes. Feeling sure that there are many other far more appropriate examples known by personal experience to readers of Ananda Varta, I would beseech them to come forward with their own stories in the near future.

I sincerely believe that such an exchange of authentic information would be of inestimable benefit to us all, not only in providing a permanent record of inspiring literature closely associated with Mataji, but also in enabling us to comprehend to a limited extent the innumerable facets of her incomparable, inscrutable and super human personality.

May she, in her countless mercy, continue to permit us to catch glimpses of her divine Līlā for many, many years to come, in spite of the ever increasing impetus of Kali Yuga.

"Jai Ma."

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Blissful Witness

JAINATH KAUL, M.Sc.

Let us talk of the *Atmā*—the blissful witness. Saints tell us, and our sacred books are also full of the glory of the source of things. In reality, they say, there is only this infinite, imperishable, unseen, self-luminous, unchanging, stable, immaterial, supra-mental, all-knowing, conscious, all-powerful oneness of ANANDA. This is all, and there is nothing else besides it. If so, then what is this colourful material multiplicity of name and form ? What are these thoughts and emotions, the unending array of breathing contraptions, the endless chatter and activity of generation after generation of created entities ? What are these desires and ambitions—pleasure at their fulfilment and disappointment in failures ? What are the worldly attachments—the satisfaction and enjoyment of companionship of the loved-ones and the revolting reactions to ingratitude and cheating and falsehood ? In short, what then is this marvellous changing pattern of our environment ? Who are we : where do we come from, and where do we go ? These thoughts and others, particularly those which make life seem meaningless, are disturbing. A child is born as we were born; it grows and develops; then stops growing and starts decaying; becomes infirm and helpless and deprived of vigour—a mass of useless bones, flesh, skin and blood—and finally ends up in smoke and ashes. These are facts of life, and when we reflect upon them, we get a jolt in our daily humdrum and routine of life. We see no light and are not inclined to keep our minds on these facts. We find it easier and more comfortable to escape and not to dwell upon these disturbing thoughts. WHY ?

Because we are prisoners. The prisoner has forgotten his freedom. He has begun to hug his chains of slavery, the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

inertia, the dulling and deadening comfort of inactivity, instead of vigorous, joy-giving activity of planning, execution and achievement. So we are afraid of our own thoughts which beckon us to the region of Love, Light and Joy—uninhibited, fearless, immeasurable—the super-intelligent void which IS and which drowns all the multitudinous appearances.

What is our basic urge in the midst of change and death ? Happiness– unalloyed and unbroken. Why ? Because that is our inheritance. Because we are That already. We are, in truth, personifications of JOY. We do not have to get it from somewhere. No. We have only to uncover it by removing the cloudy, muddy or smoky soot of the false and unreal non-existent world of thoughts and emotions in which we have entangled ourselves. But we enjoy these thoughts and emotions. They give us a feeling of security, of pleasure, and we see nothing beyond. The world has a form and content which our mind and senses apprehend and we like to spend our time and energy in losing ourselves in the round of these petty and transient pleasures. And the more we do this, the farther we get from discovering the HOME of TRUE Happiness, the goal of human urges and longings. We must understand clearly what it is that we want, what it is that can give us complete satisfaction, and then with courage and full faith go after it.

The method is simple. Fill your mind, again and again, with the lofty thoughts about the basic Reality. Pray unceasingly and believe that you are the children of immortality. As Mataji says, this appearance, this unreal world 'will either get burnt down by *jñana*, or melt by the fire of *bhakti* and then 'you' alone for the *jñāni* or 'He' alone for the *bhakta* will remain. How ? Like the dream when the dreamer stops sleeping and awakens; so this world which torments and makes us oscillate between temporary periods of pleasure and pain, of hope and disappointment,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and makes a shuttle cock of us with our likes and dislikes, will DISAPPEAR completely, or to begin with, temporarily, at least during periods of deep reflection when we try and succeed with God's help to get immersed in our TRUE BEING–the CORE OF OUR BEING–the GOD WITHIN–the ONE unmanifested cause of everything beyond the senses, beyond the lower mind of emotions and, finally, even beyond the discriminating faculty of the intellect. In the great silence, we find ourselves. In losing our petty existence of petty thoughts and emotions, we discover our true SELF, *ATMA*, the blissful witness.

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Upanisads and Life Divine

(ETERNAL RELIGION)

(1)

Divya Darshi

Institute of Culture and Prayer (Chander Nagar)

The Upaniṣads represent the Divine Life which inspired the Vedic seers from the dawn of human civilisation and the realization of which made them declare to the world :

वेदाहमेतम् पुरुषमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

'Vedāhametam Puruṣam Adityavarnam Tamaṣa Parastāt.'

"I know the supreme truth of Being which is resplendent like the sun and which is beyond darkness." Seers discovered the ultimate truth of human life; they declared that man is nothing but a particle of Immortal Bliss. They invoked the spirit in man and cried out in joy :

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः ।

"Oh you men of the world; you are the sons of the the immortal." Indian seers have put down their experiences of the Immortal bliss in the Upaniṣads. Divine life here will inspire man always to see where the ultimate end lies of this ephemeral existence on earth.

The Upaniṣads are the fountain-head of Indian spiritual culture. They form the pinnacle of the religio-philosophical thought of India. They have occupied an exalted position, informing and inspiring the spiritual life of Indian people. Their soul-elevating message has uplifted and transformed hundreds and thousands of men and women and transported them to a realm of supreme bliss and beatitude beyond all human comprehension. The Upaniṣadic truths are outpourings from the hearts of perfected souls who had a vision of Reality face to face. The voice of the Upaniṣads

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

speaking through the sages of dim antiquity has come down to us through the corridor of time undimmed and full of vigour.

It is because the Upaniṣads preach the eternal religion (*Sanātana Dharma*) to mankind. The Upaniṣads are an impressive record of vivid experiences of spiritual illumination in human life. Unless it is clear to us what is the significance of the term 'eternal religion' or *Sanātana Dharma* and its uniqueness, it is difficult to appreciate the picture of Divine Life that is enshrined in the Upaniṣads which are also called '*Srutis*' or *Vedanta*. Paticularly in this modern age where the progress of science and social knowledge of human history has far advanced; when man refuses to accept anything on the basis of authority only; when man has developed a habit of rational investigation in every aspect of human knowledge, it is quite natural that man may desire to apply the same test to spiritual understanding also. In this respect the Upaniṣads have a special message for the ears of enlightened humanity bewildered by the material progress of human civilisation.

The Upaniṣads are the only sacred books that occupy themselves exclusively with the discovery of essential spirit tual truths and are leading man irrespective of creed and race to realization in his own life. Indian tradition refers to the Upaniṣads therefore as *Śruti* as contrasted with another class of religious literature known as *Smṛti*, including the *Dharma Sāstra* to which it wisely left the work of forging social rules and regulations in the past, as it would leave it to the political constitutions and social sciences to day. To the category of *Smṛti* also belong the sacred books of all the historical religions which derive their origin and authority from a personal founder. Thus among India's sacred books, the Gitā, Mahābhārata, the Rāmāyana and all the Purānas are classed as *Smṛtis*, besides *Manusmrti*, *Yājñavalkya Smṛti* and similar other books. *Smṛtis* come and go; they change age after age, but *Sruti* according to the penetrating analysis

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of Sānkara contains *Vastutatva jñāna*—'knowledge of reality as it is, (Brahma Sutra 1.1. 2) and as much it stands the test of time and history. Whereas *Smṛti* contains *Purūṣatatva jñāna* (knowledge depending on the person)'– which can be modified or altered by human effort.

कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम् ।

A *Smṛti* that sustained society in one age may choke it in another age. As socio-economic conditions change, laws and regulations need to be recast and re-interpreted. Otherwise they result in strangling the social organism. If the bark that protects the tree fails to grow and expand along with the growth of the tree it will choke the tree. A living tree will shed that bark and grow a new living bark for itself. Regarding all *smṛtis* Sri Ramakrishna's pithy utterance correctly conveys the Indian idea : "Mughal coins have no currency under (East India) Company rule."

Much of the irrelevance of the world's religious traditions today proceeds from their inability to separate the *Śruti* or the essential from the *Smṛti*; or the obsolete contents, the eternal spiritual truth from the historical socio-political dogmas, due to traditions and their unwillingness to throw overboard the latter which have no more any currency value under the changed conditions. Historian Arnold Toynbee in this respect has nicely put this point when he says : "Thus in our society in our time, the task of winnowing the chaff from the grain in mankind's religious heritage is being forced upon us by a conjunction of social and spiritual circumstances. (An Historian's Approach to Religion).

The philosophy and religion of the Upanisads in their inimitable way point to humanity that 'Eternal Religion'—*Sanātana Dharma*. The Divine Life based on the spiritual illumination as revealed in the Upanisads derives its authority from its truth character and not from any person, be he a saint or even an incarnation; and the truth character

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of a teaching demands that it be verifiable by all at all times, irrespective of dogma, creed, race. It has a high place for saints and incarnations as examples and teachers of the eternal truths of religion.

Throwing light on this unique characteristic of the eternal religion (*Sanātana Dharma*) as derived from the Upaniṣads, Swami Vivekananda says in his lecture on 'The Sages of India :'

"This is a peculiarity which we have to understand—that our religion of the Upaniṣads preaches an Impersonal-Personal God. It preaches any amount of impersonal laws plus any amount of personality; but the very fountain-head of our religion is in the Upaniṣads which are perfectly impersonal. Persons all come in the *Smṛtis* and *Purānas*—the great *avatāras*, incarnations of God, prophets and so forth. And this also has to be observed that except the religion of the Upaniṣads (which is the basis of Hinduism), every other religion in the world depends upon the life or lives of some personal founder. Christianity is built upon the life of Jesus Christ ; Islam upon Muhammed ; Buddhism upon Buddha ; Jainism upon Jainas, and so on. Our religion in not based on any person but on principles. That you obey your religion is not because it came through the authority of a sage, no, not even of "Incarnation" but because it speaks of the eternal principle of spiritual truth. ... Just as the law of gravitation existed before its discovery and would exist if all humanity forgot it, so is it with the laws that govern the spiritual world."

Upaniṣads speak of the Divine life based on spiritual truth of perennial character—they speak of the eternal religion. Here in lies the distinctive feature of the upanisadic message to modern man in quest of a soul in circumstances radically altered by the progress of science and society.

(To be continued)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Heart and Soul of India

(Part of the article : "Song of India")

EILEEN JASNOWSKI AND MARION BOOTH

The soul, the truest song of India, is best expressed by the beautiful saint, Anandamayi Ma, commonly called Mataji or Mother. She will be seventy-three in May, yet she hasn't a grey hair on her head and moves gracefully as a dancer. Her words are like poems to the multitudes who seek her *darśana* wherever she goes—and that's all over India. *Darśana* is an unfamiliar word to westerners, but it means a blessing conferred on anyone fortunate enough to be in the presence of a saint. Known for her gentle love to all, her colourful figures of speech, Mataji may answer a question, beginning with an Arabian Nights' turn of phrase. "In the kingdom beyond the mind ... ." Or, in answer to some who are testing her ability to read their minds, she may say, "If you wish to hear with the ears, you must speak with the mouth." Possessed of full yogic powers, she scorns to use them now, using only the universal power of love—as did Lord Krishna, to justify her reputation as "stealer of hearts." No sad saint, Mataji. Her very name means "joy-permeated," and although much is lost in the translation, one doesn't need to understand Hindi to realize her keen wit. She loves all of mankind easily, and she laughs easily—but she can blow cold as the north wind, if the situation arises.

Mataji never asks for money ; never accepts it for herself. Indians traditionally bring flowers and fruits to their holy-ones and Mataji gives them to all who come. She compares herself to the trees that provide shade and fruit to all who ask. And for over forty years, day and night, all manner of men and women have asked for her *darśana*. Queens, maharajas, maharaṇis, outcasts, VIP's, children, peasants,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

princes, and Prime Ministers. Pandit Nehru was close to Mataji, for his wife, Kamala, was an ardent devotee right up until her death. Preparing for her South American trip and pressed for time, still Indira Gandhi – even as you and I— had the desire for Anandamayi Ma's darśana. The last thing Mataji did before she left New Delhi for her Himalayan ashram at Dehra Dun was to spend half an hour with the Prime Minister and her sons. ....

"It is necessary to try and dedicate to the Supreme every single action of one's daily life."

—Mata Anandamayi

Reprinted from: "Detroit and Suburban Life" an American Journal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Sacred Places of Kashmir, Jammu & Ladakh

A Devotee

(*Continued from the last issue*)

HALADHAR

वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं
हलहतिमिति मिलितयमुनाभम् ।
केशवधृतहलधररूप
जय जगदीश हरे ।।*

[Glory to Hari, the Lord of the world, to Keshava, who has taken the form of Haladhara** Wielder of the plough), who has put on the blue garment which has fitted his white body like the river Yamuna, shy and afraid of being furrowed by the plough.]

At a distance of about four kilometers north of Manasbal lake there is a sacred rock on the top of the hillock called Haladhar. The place is called Maktaphikar and is near a village named Ingura rising over a plateau called Hanin.

A religious fair is held at Maktaphikar every year on the day of *Nirjala Ekadashi** which falls on the eleventh day of the bright half of Jyaishtha.

The pilgrims assemble at the spot near the sacred rock and chant in chorus the following words.

बलभद्र हलधर पाल पोणि त्रायो ।

(O Balabhadra, holder of the plough, allow water to flow from below this rock).

When the song is sung all on a sudden a large quantity of water gushes out from underneath the rock and the pilgrims bathe in this sacred water.**

---

* Dashavatarastotram by Jayadeva.

** Haladhara also called Balabhadra was the elder brother of Shri Krishna. He is also believed to be an incarnation of God.

* On this day people fast and do not take even water.

** According to one ancient account the lake called Satisara, which existed in this area, was desicated by Balabhadra by his poughshare.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MANSAR

नमो देवदेवाय शिवाय परमात्मने ।
अप्रमेयस्वरूपाय व्यक्ताव्यक्त स्वरूपिणे ॥***

(I bow down to Shiva, the God of gods, the supreme soul, who is incomprehensible and who is comprised of both the manifested and the unmanifested.)

Mansar is a small lake beautifully situated in the midst of low-lying hills at a distance of about twenty-seven kilometers east of Jammu town. It is very deep and about one and a half kilometer long and about one kilometer wide. It is regarded as very sacred.

There is a temple of Shiva near the lake.

MARTAND (MATTAN)

सो खण्डिताश्म प्राकारं प्रासादान्तर्व्यधत्त च ।
मार्तैण्डस्याद्भुत दानाद्राक्षास्फीतं च पत्तनम् ॥*

(That kind hearted King Lalitaditya built the wonderful temple of Martanda (Sun-god) with its massive walls of stone within a lofty enclosure, and its town swelling with grapes).

The ruins of the once famous temple of the son-god one of whose names is Martanda, is five kilometers east of Ananta Nag in Kashmir Valley. It was constructed by Lalitaditya who ruled in Kashmir from 761 A.D. to 764 A.D. The original temple which existed at this spot is said to have been constructed by Raja Ramdev in about 3000 B. C.** It is on the top of a plateau commanding one of the finest views of Kashmir. The ruins are also very impressive. The place is called Mattan which is a corruption of Martanda. The temple was destroyed by Shikandar-But-Shikan.

Percy Brown in his famous book on Indian architecture writes the following about the temple of Martand.

*** The Skanda Puran, Pravasa Khanda, chapter 22, verse-32.

* The Rajatarangini, fourth Taranga, vers—192.

** See 'Kashmir through the ages' by Gwash Lal Kaul.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"On plan the central structure occupies a rectangle 62 feet long and 35 feet wide, the projecting wings of the portico extending the width of the front to 56 feet. Although the main shrine is a square, the cell in its interior is an oblong 18½ feet by 14 feet placed transversely, while the entire height of this central building was in the vicinity of 70 feet. The quadrangle measures 220 feet long by 142 feet broad, the pillars facing this enclosure being 84 in number, each 3½ feet in height with a space between of 6¼ feet at the base.

"It will be seen therefore that the temple of Martand is a building of average size, but throughout a feeling of a large scale is consistently maintained, as there is nothing small or sparing in its composition. In its appearance of simple dignity, and in the solid nature of its masonry it has something of that power expressed in amphitheatres and aqueducts of the Romans when these seem to form part of the landscape itself. In its prime in the eighth century, few spectacles can have been more enchanting than Lalitaditya's grey stone masterpiece, with its bold trefoil arches, stupendous walls, and elegant arcades, symmetrically elevated against its mountain background, and looking out on the splendour of the everlasting snows."

At a distance of about two kilometers north-west of Mattan are the sacred springs of Bhawan which form Martanda-Tirtha (the sacred pool of the sun-God), Two of the springs called Vimata and Kamata are regarded as the most sacred.* Sacred fish in abundance swarm in the large basins filled up by the springs.

नमः उग्राय वीराय साराय नमो नमः ।
नगः प्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ॥**

* See the note on Bhawan in the November 1967 issue of Ananda Varta.

** From the Ramayana of Valmiki.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(Obeisance to the Sun, who is terrible, who is powerful, who stimulates all activities, who travels fast, who makes the lotuses bloom and infuses life into a dead world).

MIRPUR

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥

(I bow down again and again to Sri Rama, who is very pleasing to all people, who removes all troubles and bestows all wealth).

Mirpur is on the left bank of the Jhelum river situated about sixty kilometers west of Naoshera town in Kashmir. It is at present under the illegal occupation of Pakistan.

There are many sacred shrines in Mirpur out of which the most noted is the temple of Sri Raghunath. It is not known in what condition the temples are now.

NIL NAG

Nil Nag is a small oval shaped lake situated in a deep hollow on the slopes of a hill lying about thirty-four kilometers south of Srinagar and about six kilometers west of Tasrar Sharif. Its altitude is 68,000 feet above sea-level. The lake is about one hundred meters long and twenty meters wide. It is fed by a number of springs. Nil Nag is regarded as very sacred. It is sacred to Nila Naga.

PAMPUR

नमस्ते भगवन् विष्णो लोकानां प्रभवाप्ययम् ।
त्वं हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥

[O Lord Vishnu : I bow to Thee. Thou art the cause of the origin, existence and annihilation of the worlds. O Rhishikesha ! Thou art the doer and Thou art the destroyer unconquered by anyone else.]

Pampur is about twenty-one kilometers south-west of Srinagar. Its ancient name is Padmapura. It is picturesquely situated on the right bank of the Jhelum river where the enchanting saffron flowers grow and spread their fragrance.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The ruins of the once famous ancient temple of Padmashwamin may still be seen in the village of Pampur. It was constructed early in the ninth century by Padma, the uncle of Chippata-Jaypida (802 814 A. D.). The shrine of Shah Hamdan nearby has appropriated some portions of the ancient temple.

On a hilly rock above the village of Uyan, which is at a distance of about five kilometers north-east of Pampur, there is a symbol of the goddess Bhagwati called "Jwalamukhi Chakra". The ancient name of Uyan is Ovana.

NARU

मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालांकितकन्धराय ।
दिव्याम्बरायै च दिगंबराय नमः शिवायै नमः शिवाय ॥*-

(I bow to Shiva (Parvati) and Shiva, Parvati having looks of hair decorated with a wreath of Mandara flowers and being clad in a beautiful garment and Shiva having his shoulders decorated with a garland made up of human skulls and wearing no raiment at all).

Naru is a small village situated about two kilometers south-east of Bidar in the Bring Valley.

There is an ancient shrine of Shiva in the of *Ardhanarishwara* at Naru by the side of a small spring. Lord Shiva revealed himself to Brahma in the form of half male and half female (*Ardhanarīshwara*) when Brahma worshipped him in order to receive the power to create more.

About a kilometer towards south-west from this place there is a sacred spring called Swedanaga.

तद्वीतव्यतिकरेकमद्रितनया देहेन मिश्रीभवन्निष्प्रत्यूहमिह
व्याप्तोहतु वपुः स्थाणोरभद्राणि वः ।*

(May that body of the Immovable (Shiva) from whom there is no separate existence, which is united with the body

* Ardhanarinateshastotram, verse 5, Vrihatstotraratnakarah.

* The Rajatarangini, fourth Taranga, verse—1.

5

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of the daughter of the Himalayas (Parwati) and which knows no obstacles, the body of him on whose matted hair the serpent also seems to embrace its own female as it entwines its body with the plaited hair of Parvati which resembles in its fall and dark splendour the body of a female snake, remove misfortunes from you who are in this world.)

PANZATH

संपूर्ण : पूर्णमहिमामर्त्यमाहात्मयमन्दिरम् ।
पञ्च हस्ता प्रदश्चक्रे मठं सुकृतकमंठः ।।†

(He (King Suravaraman), who was accomplished, full of (spiritual) greatness and devoted to pious works, granted the *agrahara* and built a *Matha* (Monastery or tower) which was an abode of divine greatness at Panchahasta).

Panzath is a village in Divsar Pargana.

Its ancient name is Panchahasta. There is a large spring in the vicinity of the village which is regarded as very sacred. It is said that when Parvati disappeared from Kashmir for fear of defilement by the touch of sinners, Kashyapa by his prayer to the goddess brought her back in the guise of the spring (Naga) at Panzath (Panchahastaka Naga).

The Nilamata tells about the sanctity of the spring in the following verse.

पञ्चयज्ञान् अवापोति स्नात्वा वै पञ्चहस्तके ।
प्रत्यहं ये वितिर्दिष्टा गृहस्थक्य महीपते ।।*

(O King ! By bathing in the sacred spring of Panchahasta one gets the benefit of performing the five sacrifices which are required to be performed daily by every householder).

PATAN

नया समं पुरवरे सुरराजोपम नृपः ।
नस्मिन् शंकरगौरीशसुगन्धेशौ विनिर्ममे ।।†

---

† The Rajatarangini, fifth Taranga, verse—24.

* The Nilamata, Sloka 1291.

† The Rajatarangini, fifth Taranga, verse—158.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(Together with his queen Sugandha king Shankaravarman, resembling Indra, built in that fine town the temples of Shiva called Shankaragourisha and Sugandhesha).

Patao is an ancient town situated about twenty-seven kilometers west-north-west of Srinagar and about twenty-two kilometers south-east of Baramula in the Kashmir valley. The ancient name of the place is Shankarapura. It was founded by King Shankaravarman (883 901 A.D.).

There are remains of three ancient temples of Shiva at Patan. They were dedicated to Shankaragourishwara, Sugandheshwara and Ratnavardhaneshwara. They were constructed by King Shankaravarman, his queen Sugandha, and his minister Ratnavardhana respectively.

PAYER (Payesh)

Payer also called Payesh, is an ancient village picturesquely situated on the banks of a stream about eighteen kilometers south of Pampur and at the same distance north-east of Shupiyan in Kashmir. It is about thirty kilometers south of Srinagar.

Near the bank of the stream towards the south of the village there is a beautiful ancient shrine of Shiva. Its origin is lost in antiquity.

नमः शिवाय रुद्राय नमः शविनधराय च ।
सर्वविद्याविधतये भुतानां पतये नमः ।। *

(I bow to Shiva, to Rudra, I bow to him who is powerful. I bow to the Lord of all beings who is the master of all knowledge).

NAUBANDHANA PEAK

हदं च शिखरं पश्य देशे स्मिन्नृप
पश्चिमे ।
नौवन्धन हति ख्यातं पुण्यं
पापभयापहम्।। **

* Shrimadbhagawatam—eighth Skanda, sixteenth chapter, thirty-second sloka.

** The Nilamata, verse—41.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(Vaisampayana said to Janmejaya: "O King ! Look at this mountain peak also which is situated to the west in this region. It is called Naubandhana, which is sacred and which relieves people of sin and fear.")

The Naubandhana Peak is situated between Sedan and Hirpura. Sedan lies at the foot of the Pir Panjal range about eight kilometers south-west of Shupiyan, which is about forty-six kilometers south of Srinagar. Hirpura is about eleven kilometers west-south-west of Shupiyan along the road leading to the Pir Panjal Pass. The peak is about 15500 feet above sea level.

Naubandhana Peak is regarded as very sacred. It is said that during the great deluge (*Mahapralaya*), the boat, in which some of the creatures of the world took shelter with the sacred Vedas with them, and were saved from utter destruction by Lord Vishnu, who incarnated in the form of a huge fish ('Matsya Avatar') and swam in the vast expanse of water which submerged this earth. That boat was tied to Naubandhana Peak. It is also said that the great sage Kashyapa passed a thousand years of meditation upon this hill. He propitiated Lord Shiva and secured his help for the desiccation of the Kashmir valley.

At the foot of Naubandhana Peak lies the sacred lake Kramasara the modern name of which is Konsar Nag. It marks a footstep of Lord Vishnu.

प्रलयपयोरधिजले धृतवानसि वेदं
विहितवहित्रचरित्रमखेदम् ।
केशवधृतमीनशरीर
जय जगदीश हरे ।। *

(O Keshava, in the vast expanse of water that submerged the world during the deluge ('*pralaya*'), you saved the Vedas by taking the form of a fish. It was quite befitting of your unblemished character. O Hari. Lord of the world, glory be to you).

* Dashavatarastotram by Jayadeva, verse—1.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mātri Līlā

(*July—September* 1969)

Mataji was in Poona when the last Mātri Līlā was written. We have in the last issue of Ananda Vārtā reported about the first half of her stay there. On June 30th the *Rāsa Līlā* party left after having enacted at Poona the complete life of Sri Chaitanya Mahaprabhu with many interesting details that were new to most people. On the last day there was a special celebration. For the next fortnight, Sri Haribabaji was reading out from the life of Sri Chaitanya Deva in place of the dramatic performances.

In the afternoons, Mataji would sometimes go for a stroll in the grounds of the Poona University. There is a beautiful place surrounded by banyan trees there. One day, Mataji sat down under a very old banyan tree. The branches of a banyan tree stretch down to the earth and take root. In this way the tree gradually assumes a gigantic size and can give shade to thousands of people. Mataji pointed out how the branches at first are at a loss where to get rooted until they finally reach the ground. Similarly, the *sādhaka* goes on practising, feeling as if in a void until at last he touches ground. Then only his *sādhana* proceeds purposefully and with new strength. Mataji then became silent and sat in a contemplative pose like a Buddha. All present sat in meditation for sometime. It so happened that not a single person passed by during that period. Then Swami Saswatananda read out an episode from the life of Lord Buddha, when he sat down under the Bodhi tree, saying : "I shall not rise until I have attained to Enlightenment." Another day Mataji took Didima and Didi with a few others to see the tree. Again all stood meditating in silence. In the close vicinity there is the Old Government House, which had to be abandoned because several unfortunate accidents happe-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ned to people staying there. It was believed to be a haunted house. One day Mataji saw the apparition of an Englishman who looked rather pitiful at first but then changed into a figure of light. It may be that this was the spirit who had haunted the house and had now been released. On July 15th, just before Sri Haribabaji left Poona, Mataji took him and his party to the banyan tree. Again all stood in silent meditation for a few minutes.

On July 16th Mataji left for Barsi. It is a town in Sholapur District near Pandarpur, which is the most sacred place of Maharashtra. All pilgrims to Pandarpur have to pass through Barsi. Mataji and her party were the guests of Sri Kantilal Madhvani, a Gujarati family, related to one of the ladies of our Ashram. For the first time they had come for Mataji's *darśana* recently in Bombay. The old mother dreamt that Mataji had come and stayed in her house with a large number of devotees. Thereupon the old lady pressed Mataji and Sri Haribabaji to visit Barsi, but Sri Haribabaji was not willing. However, as soon as he left Poona, Mataji gave in to the entreaties of the old lady, who by the way is a heart patient and one of her sons is also very ill. A new room had been built specially for Mataji on top of an outhouse which was entirely renovated to accommodate the Ashram girls. Elaborate arrangements were made for the comforts of the large party that accompanied Mataji. Two daughters of the family had arrived from Africa to welcome Mataji in there home at Barsi. The wonder was that both patients kept quite fit and active during Mataji's visit. At Kurudwar, 20 miles from Barsi, Mataji was received by a profusely decorated car, with a band playing religious tunes, with garlands and fruits and a considerable assembly of people waiting eagerly for Mataji's *darśana*. At Barsi, satsang was held twice daily, attended by a large crowd. Mataji was in a very communicative mood and also sang every single day. There is a *Chakratīrtha* and an old well at Barsi and connected with them a legend about the pious King Ambarish, an ardent

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

devotee of Lord Vishnu, who is supposed to have thrown down His *Chakra* in defence of the King. Mataji laughingly remarked that "*Chakradhāri*" (Holder of the Chakra, namely Lord Vishnu) had drawn her to this spot like a magnet; so the dream of our hostess bore fruit in the material world.

On July 18th Mataji visited the temple which contains a statue of Lord Vishnu in black stone with King Ambarish sitting at His feet. The Lord's hand is placed on the King's head in blessing When offered a boon, he had prayed that the Lord's hand might always remain on his head, he had no other desire. Special *pūjā* was performed at the temple in Mataji's presence, attended by an immense throng of pilgrims. On the 20th Mataji again went to the temple, and stood near the image. Unfortunately people have the bad habit of throwing offerings at the deities. A beetle-nut meant for Lord Vishnu struck the back of Mataji's head. She said : "The Lord wanted to teach you not to throw things at Him. It hurts Him just as it hurts me."

Before Mataji left Barsi, the old mother of the house performed an elaborate *pūjā* exactly as she had done in her dream.

On July 22nd, Mataji with entire party halted at Sholapur for a few hours at the invitation of Sri Pratap Singh. There also a room had been specially built for Mataji and painstaking preparations made for her visit. At the satsang Mataji sang and related about Barsi. From Sholapur she returned to Poona, where she stopped from 23rd to 26th July. On the 25th the opening ceremony of a new self-contained cottage for Mataji's use took place. *Akhanda Rāmāyaṇa* had already been performed there in Sri Haribabaji's presence. On the 26th, foundation stones were laid for a *satsang* hall and a Krishna Temple in the Ashram grounds. The same evening Mataji and her party left for Ahmedabad via Bombay where Mataji halted for a few hours.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji was visiting Ahmedabad after several years. She put up, as usual, in the compound of the Munshaw family. A very beautiful, artistic ceremony to welcome her had been arranged. . Young girls, dressed in Gujarati style, carrying brass pitchers on their heads, stood in two long lines on both sides of the path, singing Gujarati songs. A conch was blown at Mataji's approach. Everyone was deeply moved. A large pandal had been erected for the *satsang*. On July 29th, *Guru Purnima* was celebrated from early morning. Didima's *pūjā* was performed and people queued up to do individual *praṇāma* to Mataji. Everything was extremely well-planed. Many had come from great distances to pay homage to Mataji and Didima on that auspicious day.

One day, the Governor of Gujarat, Sriman Narayan had a private interview with Mataji for a whole hour. Mataji followed his invitation to Government House where the Gujarati Congress of men and women born in free India had assembled for Mataji's *darśana*. At the age of 21 they all pledge themselves to serve India. The entire elite of the city was present on the occasion of Mataji's visit. Brahmachari Brahmananda and Pushpa delighted them by their *bhajans* and Mataji also sang. At the request of the young people Mataji spoke to them. She enjoined on them to lead lives dedicated to the service of God in man. Mataji then asked them to fix 15 minutes at a definite time of the day or night to be given to the contemplation of God or Reality for their whole lives. If possible one should sit in meditation during that time, but even if one happened to be travelling or sick or attending on a patient or in any other way prevented from sitting still, one should, under all circumstances whatever, sustain the remembrance in one's mind and refrain from speaking during those 15 minutes. By the strict and punctual adherence to this practice, one would finally be automatically reminded of it even in the event of extreme joy, sorrow or accident. Moreover, every-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

one participating in this stream of unbroken meditation would be benefited by the combined efforts of all the others taking part. Wherever Mataji had gone, in Bombay, Poona, Barsi she urged people to take part in this "*Akhaṇḍa Bhagavat Smriti*" (The Perpetual Remembrance of God). A young girl came to Mataji at Ahmedabad, who was shortly going to study at an American University. Mataji asked her also to make propaganda amongst her fellow students for this cause.

Mataji further accepted an invitation to an orphanage called "*Shreyas*", which is run by Srimati Madalasa Narayan, wife of the Governor and daughter of the late Jamnalal Bajaj. Mataji was shown round the entire institution. Mostly widows are employed to act as mothers to the orphans. The children sang to Mataji and for a few minutes there was silent meditation. Mataji asked the children whether they were her friends and then told them to observe five things as she usually asks children to do, viz (1) To remember God first thing on waking and last thing before going to sleep. (2) To obey their parents and elders. (3) To speak the truth. (4) To study well. (5) Having observed those four things, to play, run and jump as much as they pleased.

On August 1st, Mataji travelled to Bhavnagar at the invitation of the Maharaja and Maharani of that State. Mataji and her companions were put up in a very spacious Girl's School, which was renamed "*Mātri Mandir*" in Mataji's honour after her visit. All arrangements were excellent. *Satsang* was held twice daily : in the morning on the lawn of the palace called "Nilam Bagh" and in the evening in the huge school compound. Several thousands of people flocked every evening. The enormous congregation was well organized and everything proceeded in great quiet and order. Several hundred students of the school requested Mataji to talk to them. On this occasion also Mataji advocated the "*Akhanda Bhagavat Smriti*". At the end she distributed

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sweets to all. On August 5th, Mataji returned to Ahmedabad for one night, leaving for Bhopal on the 6th evening.

On the 7th morning, Mataji alighted in Bairagarh near Bhopal and occupied the Ashram, which Sir and Lady Datar Singh had built for her on their estate in 1965. This was Mataji's third visit to the Ashram situated in beautiful natural surroundings. In spite of the unabating rain throughout Mataji's sojourn, all the dignities of Bhopal came to pay their respects to her and some of them had private talks: Sri Reddy, the Governor and his wife, the Chief Minister with his family, some other Ministers and Ex-Ministers, several high officials as well as Rajas and Ranis of neighbouring states. A few old devotees arrived from Jubbulpore and other places in the M.P. to spend a couple of days with Mataji. Every morning Sir Datar Singh would read out from a Sikh Scripture. At night after *ārati* Mataji replied to questions. The night before she left, some of the people of Bhopal complained that they would feel very lonely after Mataji's departure. In response, the Ashram was by a simple ceremony and kirtan inaugurated as a permanent-one. It was decided to continue regularly the daily reading of Sikh scriptures and to hold every 2nd Sunday of the month a meeting with *kīrtana pāṭha*, silent meditation etc. for all who wished to gather. On the night of August 10th Mataji left for Vrindaban, remaining there from 11th to 13th of August only. She met Sri Haribabaji. *Rāmalīlā*, *Rāsa līlā* and *Rāmārchā* were performed during her stay. From August 15th to 20th Mataji stopped at Varanasi.

It had been expected that Mataji would spend *Jhūlan and Janmastami* in Vrindaban. Instead of this she was present for both festivals in Kishenpur. Mataji usually blesses Dehradun with her presence during the two hot months after her birthday celebrations. This summer Mataji had been to Poona and came to Dehradun only for sixteen days, namely from August 21st to September 6th. She resided in her new

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

house in Mr. and Mrs. Khaitan's compound next to Kalyanvan where she could enjoy a certain amount of much needed rest and privacy after travelling. At 6 p. m. she would daily give *darśana* in the Kishenpur Ashram. However, there were so many festivals and celebrations that Mataji was available for very much longer than one hour on most days. Mataji was in an excellent mood throughout her stay, full of energy and intensity, notwithstanding her indifferent health. She seemed to compress into those sixteen days what she usually gives to Dehradun in two months. So much happened that was interesting and remarkable, it was difficult to keep pace. From the 23rd to the 26th *Jhulan*, (the swing festival) was celebrated every evening. A new and much appreciated item of the programme was a daily talk by Brahmachari Nirmalananda. On the first day he very beautifuly explained the significance of this festival. It is the human mind which is symbolized by the swing. The four strings by which it is held and the fifth by which it is pulled may be likened to the five senses, sight being the sense that has the strongest pull. When God occupies the ever swinging mind it becomes dedicated to Him and thus stilled. After the talk there was beautiful music, *pūjā* and *ārati*. On August 26th, *Jhulan Purnima*, the *kirtana* continued all night, interrupted only by half an hour's midnight meditation, which was held in Mataji's presence in the open space in front of the temples. In the evening and all next day *Rakshā Bandhan* was observed. Mataji accepted *rākhis* with great patience and in exchange gave another *rākhi* to each one approaching her. On the 27th morning the swing was dismantled while all joined in the song : "*Jhule, Jhule Nandalāla*" with great alacrity and Mataji distribated the fruits that had been suspended from the swing. In her joyous mood she moved around the hall swinging with every woman and blessing the men by touching their heads. On August 28th, *Akhanda Rāmāyana* started in the Ashram hall ending on the 29th at midday. On August 31st and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

September 1st there was another recitation of the whole of the *Rāmāyana* at Sadhan Ashram, Jakhan. There is an interesting story to it.

Several years ago, Sri R. C. Sood made a gift of his house and garden (at a distance of about half a mile from the Kishenpur Ashram) to the Shree Shree Anandamayee Sangh and called it 'Sadhan Ashram', His aged mother, he and his wife remained there as *vanaprasthas* and caretakers. He built a set of rooms for Mataji's use on top of the house, the rest of the roof serving as a suitable place for satsang amongst picturesque surroundings. Mataji has stayed there on several occasions. When Mataji came to Dehradun for one day last February, she halted at Sadhan Ashram for a few minutes before proceeding to Kankhal. She had the *kheyāla* that she would not see Sri Sood's wife again, who was ailing. In the second half of June, while Mataji was in Poona, Sri Sood dreamt that Mataji told him : "You have not had any reading of the Ramayana in your house for a long time. Do it every Sunday." Sri Sood therefore promptly started *Akhanda Ramayana* on the following Sunday and his wife, inspite of her failing health, attended. On July 4th she peacefully passed away in her sleep. When Mataji received the news, she decided that a recitation of the whole of the Ramayana should be held at Sadhan Ashram during her next visit to Dehradun. On August 31st the day the Ramayana was started, Mataji went to Sadhan Ashram at 8 a m. to supervise herself all arrangements and be present at the opening ceremony before the reading. She returned there again in the afternoon. The evening satsang and Kirtan were held on the roof, while the Ramayana continued downstairs. Mataji spent the night in her room there. In the morning she again attended the Ramayana. When Udas rolled up Mataji's bedding, she found a small white snake below the bedsheet and durrie, just where Mataji's feet had been. Wrapped in paper she took it to Mataji and then had it thrown into the jungle. Mataji knew that a

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

snake had lain curled up below her feet all night. Mataji asked for the snake and strangely it was found still moving about on the paper. Someone suggested to keep it in a glass jar with a little *Gangajal*. At about 10 a.m. Mataji went to Kishenpur to receive Sri G.S. Pathak, the new Vice-President of India, who with his wife and other members of his family was paying a visit to Mataji, first thing after having taking over office. He and his family have been in close contact with Mataji for many years. They arrived during the morning satsang, listening to *bhajans* with great delight. Mataji also sang herself for a few minutes and then told them about the Sadhan Ashram and the snake. We can only presume that the spirit of the late Sm. Sood had come in the guise of the snake to lie under Mataji's feet and be present at recitation of the Ramayana. At nearly mid-day Mataji and many people present returned to Sadhan Ashram to witness the completion of the reading. No sooner was the *Arati* over than someone brought the news that the snake had just died. Mataji at once sent Dasu to Brahma Kund at Hardwar to give *jalsamādhi* to the snake wrapped into the red silk cloth that had been offered at the *Arati*. Mataji said : "That day the body died, but this was the death of death". Scarcely ever have we heard Mataji make a statement of this kind. Everybody was profoundly moved.

Sri G.S. Pathak and his family as well as his staff, including the security staff had lunch at the Ashram and took leave of Mataji at 3.30 p.m.

On September 3rd, *Janmastami* (Sri Krishna's birthday) was celebrated. Mataji gave *darśana* in the packed hall for an hour in the evening and sat by the side of the priest throughout the elaborate puja that started at midnight and took full three hours. Kirtan was sung from the early evening until 3·30 a. m. A *Nārāyana Silā* had been placed into a large hollowed and closed up cucumber, which Mataji held in her hands. At midnight the *Nārāyana Silā*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

was taken out and worshipped in the traditional way alongside with *vigrahas* of Sri Krishna and Radha. As 3·30 a m. Mataji sat down in the hall and distributed *prasāda* to all present.

Later in the morning, at about 11 a. m., *Nandotsava* (the festival of the riotous joy of the cowherds over Krishna's birth) was observed in the open in front of the temples. Fortunately the heavy rain had subsided for a while just at the right time. As usual, a few devotees were dressed up and danced and as the climax let fall a pot full of curds that was smashed into thousand pieces. Everyone stoodround singing merrily. ThenMataji stood on the temple veranda and threw curds into everyone's mouth amongst much laughter and cheering and finally distributed fruits.

One afternoon during Mataji's sojourn at Dehradun, some of the Sannyasis of the Divine Life Society at Rishikesh came bringing with them about fifteen South American members of the Divine Life Society of Venezuela. They sang to Mataji in Sanskrit, although this was their first visit to India. Mataji said a few words to them and blessed them all.

Another day an old American gentleman, the head of a Yogic School in New York came for Mataji's *darśana.* He related, how years ago he had been fascinated by a picture of Mataji found on a piece of old newspaper. He kept the picture with him ever since, although he had no idea whom it represented. Only three years later someone told him whose photo it was, but he did not know where Mataji could be found. Much later he learnt a few details about Ma and now at last he had come from Rishikesh to meet her in person.

Mataji had been expected to leave for Varanasi via Kankhal on the 7th. Only on the 6th morning we heard that due to Sri Haribabaji's illness, Mataji had changed her plans and was leaving that very afternoon by car for New Delhi where Sri Haribabaji had been brought down from Vrindaban.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji stopped in Kankhal for a short while and alighted in our Delhi Ashram at about midnight. Sri Haribabaji was waiting for her. She persuaded him to stay at the Willingdon Nursing Home for a few days for medical examination and subsequently went to see him there daily. Sri Haribabaji's devotees performed uninterrupted Kirtan in our Ashram day and night for his recovery while he was at the Nursing Home. We are happy to say that his condition improved and he has returned to Hoshiarpur. Sir Datar Singha also happened to be a patient at the same hospital. Mataji paid a visit to him too. There after he suddenly began to recover and he was soon able to leave the Nursing Home.

During Mataji's short stay in Delhi, Sm. Indira Gandhi, the Prime Minister, in spite of her hectic programme, paid a visit to the Ashram at Kalkaji and was closeted with Mataji for about half an hour.

Mataji left for Varanasi on the 10th morning reaching there at night. During the period from 12th to 25th two Bhagavata Saptahs were held one after another from September 12th. We hope to report in greater details about them in our next issue.

Durga Puja, Lakshmi Puja, and the Diwali are all expected to be celebrated in Varanasi this year in Mataji's presence while the twentieth Samyam Mahavrata is proposed to be held at Vrindaban from 17th to 23rd November.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA
LIST OF PUBLICATIONS

Hindi

Mātri Darshan—"Bhaiji"	3.00
Sad Vāni "	1.00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I to XV	40.50
Ma Anandamayee—Dr. Pannalal	3.00
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Sankirtan, Stav, Aratī	0.50
Amar Vani	6.00

Bengali

Matri Darshan—"Bhaiji"	3.00
Sad Vāni—"Bhaiji"	1.50
Mātri Vāni	0.75
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi :— Vol. I–XII	30.50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1.50
Akhanda Mahāyajña " "	2.50
Kirtan Rasa Swarūpa	6.00
Suno Bali Maer Kotha—Sailesh Brahmachari	1.25
Mātri Lila Sankirtan	0.31
Anandamayee Ma—Ganga Samiran	2.50
Namavali "	0.50
Amar Vani	10.00

Gujarati

Matri Darshan—"Bhaiji"	1.50
Sri Ma Anandamayi—Na—Sannnidhyama Vol. I—Containing Bhaiji's "Sat-Vani" and "Sri Ma Anandamayi Lila Katha" by Swami Bhagavatananda Giri	In Press
Sri Ma Anandamayi-Na-Sannidhyama—Vol. II—by Swami Bhagavatananda Giri	2.00
Amrit Vani—Br. Dattatreyanand	2.00

English

Mother As Revealed to Me—"Bhaiji"		4.00
Mātri Vāni (Sayings)	1.50,	Special edition 2.50
Words of Sri Anandamayee Ma	3·00,	" " 5.00
Mother as seen by her devotees	5·50,	" " 6.50

Photos etc.

Photos—various sizes	0.50 to 15.00
Lockets	1.50
Album	2.50

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

श्रीश्री आनन्द मयी संघ

ॐ मा

मातृ शरणं

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. N. 4727/57

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi